BRIEF HISTORY OF HINDOSTAN,

COMMENCED FROM THE CREATION OF THE WORLD,

COMPILED FROM MUNOO, JAGHEABULK, RAMAIN, MUHA-BHARUT, DAWAS, HISTORY OF HINDUSTAN AND RAJABULLY &c. &c.

BY DEANATH BANERJEA,

1848

VOL. I.

ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহঃ।

সৃষ্টির প্রথমাবধি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ; মহাভারত, রাজাবলী, এবং ডাউস হিন্দুস্থান প্রভৃতি হইতে অনুবাদ করিয়া গৌড়ীয় সাধু ভাষায়

কাচড়াপাড়া নিবাসি

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ইতি

খ্যাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রহঃ।

এবং মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তদ্বর্ত্তমানতায় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দ্বারা সংশোধিত হইয়া

এই কলিকাতা নগরে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতঃ।

শকাব্দা ১৭৬৯।

১ খণ্ড।

CALCUTTA:

PRINTED BY R. RODRIGUES, AT THE SOMACHAR CHUNDRICA PRESS.

নির্ঘণ্ট।

BRIEF HISTORY OF HINDOSTAN,

COMMENCED FROM THE CREATION OF THE WORLD,

COMPILED FROM MUNOO, JAGHEABULK, RAMAIN, MUHA-
BHARUT, DAWAS, HISTORY OF HINDUSTAN
AND RAJABULLY &c. &c.

BY DEANATH BANERJEA,

1848

VOL. I.

ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহঃ।

সৃষ্টির প্রথমাবধি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ; মহাভারত,
রাজাবলী, এবং ডাউস হিন্দুস্থান প্রভৃতি হইতে
অনুবাদ করিয়া গৌড়ীয় সাধু ভাষায়

কাচড়াপাড়া নিবাসি
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ইতি
খ্যাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রহঃ।

এবং মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তদ্বর্ত্তমানতায় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ
বিদ্যাসাগর দ্বারা সংশোধিত হইয়া

এই কলিকাতা নগরে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতঃ।

শকাব্দা ১৭৬৯।

১ খণ্ড।

CALCUTTA:

PRINTED BY R. RODRIGUES, AT THE SOMACHAR CHUNDRICA PRESS.

নির্ঘণ্ট।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

গন্থাভাস।

আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপ রূপে কহিব তাহার কথা নানা দেশীয় বিবরণে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথম সংস্কৃত পুরাণ পরে পারস্য এবং ইংরাজী ভাষাতে সংগৃহীত আছে, কিন্তু অস্মাদেশী শ্রীযুত মার্সমন সাহেব ইংরাজী ভাষাতে যে এক পুস্তক রচনা করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি ছলক্রমে স্বকপোল কল্পিত কতক গুলিন দোষ দর্শাইয়া হিন্দু বালকদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার মানসে প্রকারান্তরে লিখিয়াছেন যে বেদ আধুনিক ব্রাহ্মণেরা শিথিয়ান দেশ হইতে আনিয়া এদেশে প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা প্রতারক, এ দেশীয় হিন্দুরা নির্ব্বোধ, এবং অতি নীচ জাতি; পূর্ব্বে

স্বাধীন ও পরাক্রান্ত এক চ্ছত্রী রাজা ছিলেন না, অত্যল্প স্থানের অধিপতি চিরকাল, খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, খ্রীষ্টিয়ান এবং যবন জাতির চিরকাল প্রাধান্য, এইরূপ কৌশলক্রমে পক্ষপাতাধীন যথেচ্ছা বর্ণন করিয়াছেন। সংগ্রহকার পক্ষপাতবিহীন হইলেই তাঁহার বাক্যে লোকে বিশ্বাস করেন, এবং তাহাতে সর্ব্ব বিধায় উপকার দর্শে, কিন্তু এ দেশের কতি পয় নব্য বালক হিন্দু শাস্ত্রানভিজ্ঞ তাহারাই সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেছে, তাহার দিগের হৃদ্বোধের নিমিত্ত ইউরোপ দেশে যেরূপ প্রাচীনেতি হাস প্রচলিত আছে, যাহা অস্মিন্ দেশে নাই, তাহার কারণ পুরাকালে তদ্রূপ ইতিহাস লিখনের প্রথা এদেশে ছিল না, তথাপি যদ্দ্বারা যথার্থ ঘটনা সকল সংগ্রহ হইতে পারে এমত নিদর্শন পত্রাদি দীর্ঘকাল বশত লোপ হইয়াছে, পুরাণাদি যাহা প্রচলিত আছে তাহা ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত তাহাও বারম্বার রাজ্যোপপ্লাবনের দ্বারা অঙ্গ ভঙ্গ হওয়াতে পরস্পর অনৈক্য আছে, বিশেষত আমারদিগের মহাভারত এবং রামায়ণ বক্তারা শুদ্ধ গল্প লিখনের প্রতি মনোযোগী না হইয়া নানা প্রকার জ্ঞানোপদেশ ধর্ম্মোপদেশ এবং চিত্ত পরিতোষার্থে ব্যঙ্গোক্তি পক্ষে অধিক যত্নবান্ ছিলেন কিন্তু মূল মিথ্যা নহে একথা ঋষিরা ভূয়ঃ২ কহিয়াছেন।

অতএব এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদি যাহা

ব্যঙ্গোক্তি, এবং ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত যাহা বর্ণিত আছে তাহা সমুদয় ত্যাগ করিয়া কেবল সাধারণ ইতিহাসের ন্যায় পুরাণের মর্ম্ম মাত্র সংগ্রহ অর্থাৎ রাজকীয় ব্যাপার ইউরোপীয় অথবা মার্সমন সাহেবের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ন্যায় যাহা মার্সমেনের তুল্য ইহ কালের লোকের বিশ্বাস যোগ্য তাহাই পক্ষপাত শূন্য হইয়া রচনা করিব, কিন্তু সত্যাদি কালত্রয়ের সূক্ষ্মকাল নিরূপণের সহিত সম্যক্ শৃঙ্খলাযুক্ত করিতে অশক্ত হইলাম, তাহার কারণ তৎসম্বন্ধে যুগ চতুষ্টয়ে শাস্ত্রের উক্তি সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ একত্র করিলে ৪৩২০০০০ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর হয় তাহাতে মনুষ্যের আয়ু যেরূপ পুরাণে কথিত আছে, তাহা যদি ইহ কালের লোকের বিশ্বাস না হয় তবে বক্তব্য এই যে তদ্রূপ দীর্ঘ কালের সমুদয় ইতিহাস পাওয়া যায় না, নতুবা বেদ ব্যাসের লিখন মিথ্যা বলা হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে এই অনুমান করিতে হইবেক যে শাস্ত্রে তদ্রূপ দীর্ঘকাল লিখনের অভিপ্রায় অন্য অর্থাৎ জগৎ চিরকাল আছে, কৃচিৎ কখন কোন দেশ বা দ্বীপ জলপ্লাবনাদি দ্বারা নষ্ট হয় ও সমুদয় ধ্বংস হয় না। ইহার প্রমাণ মনুপ্রণীত শাস্ত্রে সৃষ্টিক্রমে ব্রহ্মার দিবা রাত্রি মান যাহা এই পুস্তকে পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক, তাহা দৃষ্টি করিলে অনুভব সিদ্ধ হইয়া সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহারদিগের গ্রন্থে সৃষ্টির প্রথমাবধি অদ্যপর্য্যন্ত কেবল পঞ্চ সহস্র অষ্ট শত ত্রিংশদ্বৎসর মাত্র নির্ণীত করেন তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, এতৎকাল বোধ হয় তদ্দেশে ইতিহাস লিখনের প্রথা হইলে আধুনিক জলপ্লাবনের পর আনুমানিক গ্রহণ করা হইয়াছে। মার্সমন সাহেব লিখেন যে “ইংলণ্ডীয় কাল নিরূপক মহাশয়েরা ইংরাজী সালের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকু রাজর্ষির আবির্ভাব নিরূপণ করিয়াছেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে দুই সহস্র বৎসর সপ্তপঞ্চাশৎ ভূপালগণ রাজ্য শাসন করেন, এইকাল মাত্র, ইহারি মধ্যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ হয়” একথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে হেতু যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বাবধি কলিযুগ প্রবর্ত্ত, ও কলিযুগাপেক্ষা অন্যান্য যুগের পরিমাণ অধিক, এবং অদ্য কলিযুগাব্দাঃ ৪৯৪৭ বৎসর এতৎকালের হস্তিনা সিংহাসনাধিকারির সংখ্যা পরীক্ষিত অবধি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নাম এবং শাসনের কাল রাজাবলীতে পাওয়া যায়, বিশেষ রামচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ যে ইক্ষ্বাকু তিনিই যে জম্বূদ্বীপের প্রথম রাজা এমত নির্দ্ধার্য্যই কি, ইক্ষ্বাকু দুইজন এবং তাঁহার পূর্ব্ব আরং বংশীয় রাজা থাকিবেন তাঁহারদিগের ইতিহাস পাওয়া যায় না, একথা অধিক সম্ভব সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধ প্রভৃতি কত ইতিহাস আছে, তাহার মূল কিরূপে মার্সমন সাহেবের

কথায় অবিশ্বাস করিব, যেহেতু তিনি কহেন " বেণ্টিল্লি সাহেব হিন্দুদিগের কালনির্ণয় বিদ্যা বিশেষ মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিয়া অনুমান করেন যে উক্ত যুগ চতুষ্টয়ের যথার্থ কাল কেবল আধুনিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রাচীন রূপে বর্ণিত হইয়াছে" ইহাতে বেণ্টলি সাহেবের অনুমানের দ্বারা যদি বেদব্যাসের লিখন মিথ্যা বলা হয় তবে এক জন সামান্য লোকের অনুমান দ্বারা বাইবেল সকল মিথ্যা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুত মার্সমন সাহেব তাঁহার ইতিহাস পুস্তকে আরো বিতর্ক করেন যে " মনুষ্যের আয়ু পুরাণে যাহা বর্ণন আছে তদ্রূপ দীর্ঘ অসম্ভব,, যদি তদ্রূপ অসম্ভব হয়, তথাপি এইক্ষণ কার মনুষ্যের আয়ু অপেক্ষা দীর্ঘ তাঁহার বিবেচনায় সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু তাঁহার নিজ ধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিত আছে যাহা কলিযুগের মধ্যে হয় যে "পূর্ব্বকালে মনুষ্যের পরমায়ু দীর্ঘ ছিল " এবং তদনুসারে তাঁহার স্বীয় রচিত পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ, বা ব্রীফ সর্ব্বে আব হিষ্টোরি নামক গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে " মনুষ্য জাতির বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমায়ু প্রথমত প্রায় সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছিল " অত এব দুই তিন সহস্রবৎসর পূর্ব্বে যদি মনুষ্যের আয়ু একসহস্র বৎসর তাঁহার মতে সম্ভব হয় তবে তদধিক পূর্ব্বে তদধিক আয়ু বিশ্বাস না করেন কেন।

আমরা কলিযুগের কোন রাজার আয়ু দীর্ঘ না লিখিয়া

কলিযুগাব্দ মেলন করিয়া এপুস্তক রচনা করিব, ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগের সকল রাজার নাম পাওয়া যায়না, সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় কোন২ রাজা ঋষি বিশেষ তাঁহারদিগের আয়ু দীর্ঘসম্ভব, তথাচ শাস্ত্রে যেরূপ লিখন, তাহা হিন্দুদ্বেষি লোকে বিশ্বাস করিবেনা এজন্য সে উল্লেখ নাকরিয়া এস্থলে স্থূল এই মাত্র লিখি যে তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন এই বলিয়া নিরস্ত হইলাম।

সমুদয় পৃথিবী জলপ্লাবনের পর সিন্ধুনদীর পশ্চিমে বৃহ ন্নৌকা স্থাপিতের কথা, য়িহুদী, বাবিলন, মিসর, এবং গ্রীস দেশবাসিরা প্রথম বসতি করিয়াছিল. মার্সমন সাহেবের ইতিহাসে লেখা, সে কথা অস্মৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রথম বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য, যে হেতু ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতবর্ষের পুরাণ তদপেক্ষা দীর্ঘ কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে যদি তদ্দেশে প্রথম বসতি হইত তবে পুরাণের কোন স্থানে অবশ্য উল্লেখ থাকিত, বরং সেসমস্ত স্থানে যেরূপে বসতি হয় এবং যেরূপে চন্দ্র বংশীয় রাজার দিগের সন্তা নেরা সময়ে২ গিয়া সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন তাহা পুরাণে আছে, তাহা সপ্রমাণার্থে হিষ্টোরি আব গ্রীসে অতি প্রাচীনকালের বিবরণ যাহা গোলযোগ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারদিগের দেবতা বলিয়া বর্ণন ছিল অর্থাৎ যুপিটর শব্দে বৃহস্পতি বুঝায়। সংস্কৃত পুরাণ যে

অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্রাপেক্ষা প্রাচীন এ কথা সপ্রমাণ করিতে অন্যদৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজান নাই মার্সমন সাহেব স্বয়ং স্বীকার করেন যে " পৃথিবীতে হিন্দু দিগের ভাষাপেক্ষা উজ্জ্বলা ভাষা ছিল না এবং হিন্দুশাস্ত্রও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বটে,, অতএব হিন্দু দিগের ভাষা এবং শাস্ত্র যদি সর্ব্বাপেক্ষা উর্জ্জ্বলা এবং প্রাচীন হইল, তবে হিন্দু শাস্ত্রে প্রাচীন কালের কথা যাহা লিখিত আছে তাহা গ্রাহ্য কি বলিয়া নাকরেন, এবং য়িহুদী প্রভৃতি হইতে হিন্দু লোকের বসতি ও সাম্রাজ্য প্রাচীন একথা কিজন্য না কহেন, এ বিষয়ে বোধ হয় মার্সমন সাহেবের বাগাড়ম্বরী কেবল বালক ভুলান অভিপ্রায়।

হিন্দুদিগের পুরাণে অদ্ভুত বৃত্তান্ত আছে বলিয়া যদি অপ্রামাণ্য করেন, তবে বাইবেল প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মপুস্তকে শতং অদ্ভুত বৃত্তান্ত আছে তাহাও অগ্রাহ্য করিতে হয় অতএব অদ্ভুত বৃত্তান্ত ধর্ম্মের মূল সুতরাং পুরাণ ধর্ম্মাপদেশের নিমিত্ত, তাহাতে তদ্রূপ অবশ্যই থাকিতে পারে। মার্সমন সাহেব আরো এক অত্যাশ্চর্য্য পক্ষপাতের কথা লিখিয়াছেন, যে " হিন্দুদিগের ইতিহাস যেমন অযথার্থ, এথেন্স, বাবিলন, চীন এবং বর্ম্মাদিগের ইতিহাসও তদ্রূপ, উক্ত বিবরণ কেবল কাব্যের নিমিত্ত মিথ্যা রচনা, বাস্তবিক সত্য নহে, কেবল য়িহুদী লোকের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত ইতিহাস ব্যতীত ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান শকের দই সহস্র অষ্টশত

বৎসরের অধিক পূর্ব্বের কোন প্রাচীন জাতীয়দিগের যাথ ইতিহাস নাই,, যদ্যপি তাঁহার মতে কোন ইতিহাস যথার্থ না হয়, তবে তিনি কি বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে য়িহুদীদিগের ইতিহাস যথার্থ কহেন, তিনি কি তৎকালে নোয়ার সেই অর্ণব যানে বর্ত্তমান ছিলেন, অতএব মার্সমন সাহেবের তদ্রূপ লিখনে এইমাত্র প্রকাশ পায়, যে যদ্যপি তিনি য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকে সংশয় করেন, তবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে এক প্রকার সংশয় করা হয় তাহাতে কোন মতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না, অন্ন মারা যায়।

ভাষা বিষয়ক অতি পূর্ব্বকালে সংস্কৃতই ব্যবহার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ লোক প্রচলিত ব্যতিরেক ভাষা নাম হয় না, এবং স্বভাবত মনুষ্যেরা লিখিবার অগ্রে বাক্য কহিতে শিখিয়া থাকেন, কিন্তু সংস্কৃতের কাঠিন্য দৃষ্টে বোধ হয় এ ভাষা অতিপূর্ব্বকালের সভ্য পণ্ডিত এবং দেব রাজারাই শুদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে সক্ষম ছিলেন, এইহেতু ইহার নাম দেববাণী, সামান্য অসুর প্রভৃতি অবিদ্বান্ লোক ঐ সংস্কৃত শব্দস্থ বর্ণসকলের মধ্যে কোথাও কোন বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর অর্থাৎ এক বর্ণস্থলে অন্য বর্ণ যোগ করাতে, কোথাও আগমেতে অর্থাৎ কোনবর্ণ বিনাশ ব্যতিরেকে অন্য বর্ণের একত্র কোথাও বা বিলোপেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ ত্যাগ করাতে, কোন২ স্থলে আদেশাগম লোপের মধ্যে দুই তিন শব্দ একত্র করাতে যে শব্দ হয় তাহাকে তজ্জ অর্থাৎ

ঐ সংস্কৃত শব্দ জন্য করিয়া কহেন, তস্মাৎ পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশ ভাষার মূল সংস্কৃত তাহা অনুমান সিদ্ধ বটে এবং একথাও সম্ভাব্য যে, নেং জাতিরা অতি পূর্ব্বকালে অসভ্য বনমধ্যে বাস করিত তাহারদিগের সম্বন্ধে বিদ্যা দূরে থাকাতে সেভাষায় নানা শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ গ্রীশ দেশে প্রথম বিদ্যা প্রচার হেতু তদ্ভাষায় অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ. এ প্রসঙ্গে এক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অল্পকাল গত হইল কলিকাতার টাকশালের কর্ত্তা ডাক্তর উইলসন সাহেব গ্রীশ দেশীয় অতি প্রাচীন একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতে পাঠ করেন তাহাতে যে শব্দ অঙ্কিত ছিল তৎসমুদয় সংস্কৃত, অতএব গ্রীশ দেশে পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা আদরণীয় ছিল একথা সপ্রমাণ, অন্যান্য উইরোপীয় ভাষায় যে নিতান্ত সংস্কৃত মিশ্রিত নাই এমত নহে, বরং বোধ হয় এইক্ষণকার পণ্ডিতেরা অনেক শব্দ অজ্ঞাত প্রযুক্ত ভিন্ন জ্ঞান করেন, তাহার প্রমাণ বেদের ভাষা অধুনা অনেকে অর্থ করিতে সক্ষম নহেন, মহা ভারতাদি গ্রন্থ বেদ ব্যাস দ্বাপরের শেষে মনুষ্যের বুদ্ধি বিদ্যা আয়ু অল্প দৃষ্টে সুলভ বোধার্থে রচনা করিয়াছেন তাহাই এইক্ষণে প্রচলিত, ক্রমশ তাহাও কঠিন হইয়া উঠিল ইহার পরে যেমন ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কেবল মাতৃভাষায় সমুদয় বিদ্যা রচিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রচলিত আছে কালক্রমে এদেশেও সেইরূপ দেশীয় ভাষায় সমুদয় পুস্তক হইবেক, তাহার লক্ষণ

বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ হইতেছে সকল শাস্ত্র ভাষা হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ বিষয়ে, যাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভূগোল এবং খগোল বৃত্তান্ত অনুসারে কহেন, তৎসমুদয় বাস্তবিক সম্পূর্ণ সত্য নহে, যেহেতু শাস্ত্রে ' অবিতর্ক্যমিদং জগৎ কহেন, অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে মনুষ্য বিতর্ক করিয়া স্থির করিতে পারেন না, পুরাণে ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় কহেন, অপর তিনদিগ সমুদ্র বেষ্টিত, আর সেই সমুদ্রে কতিপয় উপদ্বীপ আছে তাহাও লেখেন, পৃথিবী গোলাকার, এ যথার্থ, সূর্য্যসিদ্ধান্তকার প্রভৃতি কদম্ব কুসুমাকার কহেন, কিন্তু তাহা সসাগরা সপ্তদ্বীপ সহিতা যাহা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত পৃথিবীর রাজা তস্য সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভক্ত করিয়া দেন, তাহার নাম পুষ্করদ্বীপ, শাকদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, এবং জম্বুদ্বীপ, এই শেষোক্ত জম্বুদ্বীপ মহারাজ প্রিয়ব্রতের সপ্তম পুত্র আগ্নীধ্র প্রাপ্ত হয়েন, আগ্নীধ্র রাজার নয় পুত্র জম্বুদ্বীপকে নয় খণ্ড করেন, এবং স্বীয়২ নামে নয়বর্ষ বিখ্যাত হয়, জম্বুদ্বীপ, কুষ্মাণ্ডাকার উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ তন্মধ্যে নব বর্ষ তাহার নাম, কিংপুরুষবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হরিবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, এবং নাভিবর্ষ, এই নয় বর্ষের প্রত্যেকেই এক২ পর্ব্বতদ্বারা পৃথক্, নাভিবর্ষ, জম্বুদ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণ হিমালয়দ্বারা উত্তরভাগ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রাচীরবৎ বিচ্ছেদ, এমতে

থিবেট ও রুসিয়া দেশ হিমালয় মধ্যে বলিতে হয়, যে হেতুক হিমালয় উল্লঙ্ঘন শক্তি কাহারো নাই শাস্ত্রে কহে, অতএব হিমালয় পদে কেবল পর্ব্বত এমত নহে হিমসাগরকেই হিমালয় কহিতে হইবেক। এই নাভিবর্ষের নাম পরিবর্ত্ত হইয়া ভরত রাজার শাসন কালাবধি ভারতবর্ষ বলিয়া খ্যাত হয়,মাগলেন সাহেব স্পানিয়া দেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত জাহাজের মুখ না ফিরাইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়া ছিলেন সে কথা যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা সমুদয় পৃথিবীর ব্যাস নিরূপিত না হইয়া কেবল নাভিবর্ষের পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস সাব্যস্থ হয়,তাহার হেতু কোন নাবিক দক্ষিণ হইতে উত্তর কিম্বা উত্তর হইতে দক্ষিণ জাহাজের মুখ না ফিরাইয়া বেষ্টন করিতে পারেন নাই, এবং উত্তর দক্ষিণে আরো দেশ আছে কি না তাহাও স্থির হয় নাই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণাদিতে ছায়া দ্বারা আনুমানিক বিষয়কে নিশ্চয় জ্ঞান করা যায় না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমেরিকা দেশ জ্ঞানের পূর্ব্বে পৃথিবীর ব্যাস আধুনিক পরিমাণাপেক্ষা অল্প কহিতেন ইতঃপর অন্য কোনস্থান প্রকাশ হইলে অন্য প্রকার কহিতে হইবেক, অতএব পরমেশ্বরের কৃত বিষয়ের উপর একটা অনুমান দ্বারা আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ অভিমান করিয়া দম্ভে বেদ মিথ্যা কহা জ্ঞানবানের কর্ম্ম নহে, এপ্রসঙ্গে অধুনা সকল গ্রন্থ অপ্রাপ্য এবং আলোচনা করিবার যোগ্য পাত্রের অভাব অথবা সর্ব্বোপরি অবিতর্ক্যমিদংজগৎ একথা কহা উচিত।

তথাচ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভূগোল সম্বন্ধে বহু পরিশ্রমে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আনুমানিক যাহা স্থির করিতেছেন তাহা কি মিথ্যা ইহা বলিয়া যদি আক্ষেপ করেন তবে তাহা সাব্যস্ত রাখিলেও অস্মদাদির ইতিহাসে কোন ব্যাঘাত নাই, যেমতে সমস্ত দেশ যাহাতে আমরা গতিবিধি করিতে পারি তাহাকে ভারতবর্ষ না কহিয়া ইন্দস নদীর পূর্ব্বতট অবধি দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কহিয়া অন্যান্য দেশকে অপর আটবর্ষ কহা যাইতে পারে কিন্তু পর্ব্বত দ্বারা প্রাচীরবৎ বিচ্ছেদ এবং তিনদিগে সমুদ্র শাস্ত্রে লেখা সে কথার সহিত ঐক্য হয় না, এবং নানা প্রকার ইতিহাস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে ইউরোপ এফ্রিকা এসিয়া এমেরিকা সমুদয় দেশ সহিত ভারতবর্ষ, অতএব মার্সমন সাহেব যে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য বিতর্ক করিয়াছেন যে "পৃথিবীর ব্যাস এবং সুমেরু পর্ব্বতের পরিমাণ ইংরাজ লোকের নির্ণীতাপেক্ষা পুরাণে অধিক লেখেন" তন্মধ্যে প্রথমোক্ত এই প্রস্তাব দ্বারা মীমাংসা হইল, শেষোক্ত সুমেরু পর্ব্বতের বিষয় পৃথিবী অপেক্ষা পরিমাণে অধিক লিখিত বলিয়া যে ছল ধরিয়াছেন সে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে, যে হেতু জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুমেরু এবং কুমেরু এই পর্ব্বত দ্বয়কে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর এবং সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে কেন্দ্র হইতে বহির্ভূত হইয়া কীলক স্বরূপ আছে কহেন, সুতরাং তদুভয় পৃথিবী অপেক্ষা দীর্ঘ সম্ভব।

ধর্ম্ম বিষয়ক অনুমান সিদ্ধ এই হয় যে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাগ্রিম, প্রাচীন কালের সভ্য জাতি মাত্রেই বেদের আলোচনা এবং বেদ মতে উপাসনা ও লোক যাত্রা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, আর কতকগুলিন অসভ্য সঙ্কর জাতি মেচ্ছ এবং যবন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ভাগে যাহা তৎকালে বনময় ছিল তাহাতে বাস করিত এবং স্বেচ্ছাচারী ছিল তাহার প্রমাণ বেণ রাজার উপাখ্যানে এবং চন্দ্র বংশীয় রাজাদিগের বংশাবলীতে এবং ইউরোপীয় নানা ইতিহাস যাহা পশ্চাৎ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইবেক তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইবেক তদ্দেশে জলপাবনের পর যে পুনর্ব্বসতি তৎকালের লোক এই সনাতন ধর্ম্মানুযায়িক ব্যবহার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন সম্প্রদায় ব্রহ্মোপাসক কেহ২ বা পৌত্তলিক তাহার পর কালক্রমে সনাতন ধর্ম্ম কঠিন এবং সুখ ভোগের অল্পতা হয় এজন্য যাজনাক্ষম হইয়া নানা ব্যক্তিকে মিথ্যা অবতার কল্পনা করিয়া পৃথক্২ ধর্ম্ম স্থির করিয়া স্বতন্ত্র২ হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রীশ প্রভৃতি দেশে দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি স্থানে২ পাওয়া যায়, এইরূপ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হিন্দুস্থানের মধ্যেও যে নিতান্ত হয় নাই এমত নহে, পূর্ব্ব এদেশে কেবল বেদ বিহিত যজ্ঞাদি ব্যবহার ছিল তাহার পর নানা সম্প্রদায় যেমন২ প্রকাশ পাইল, তেমনি২ লোক সকল সেই২ মতকে অবলম্বন করিলেন, তবে বিশেষ এই

যে মূল বেদোক্ত বিধি নিষেধ সাধ্যানুসারে ত্যাগ করেন নাই, অধুনা কিয়দংশে তাহাও ত্যাগ দৃষ্ট হয়, যথা কবির পন্থী, নানকপন্থী, দ্বাদুপন্থী, ওসোয়াল এবং বঙ্গদেশে কর্ত্তা ভজা এসমস্ত দল ক্রমশ ব্যাপ্ত হইতেছে কিন্তু প্রবল হইতে পারিতেছে না, মহম্মদ এবং খ্রাইষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশের পর ইউ-রোপ প্রভৃতি দেশে প্রজাবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা, নাবিক বিদ্যা, এবং যুদ্ধবিদ্যা যাহা সগর প্রভৃতি পরাক্রমি রাজাদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে পৃথিবী হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছিল তাহাই পুনরায় রোমানদিগের মধ্যে বিশেষ আলোচিত হওয়াতে বিদ্যার জ্যোতি ব্যাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় লোক পরাক্রমী হইয়া সমস্ত দেশ জয় করিয়া তাঁহারদিগের সেই আধুনিক ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন তাহা এদেশেও প্রচলিত হইতেছে অতএব ক্রমশ অধর্ম্মের পরা-ক্রম কাল সহকারে যেমন২ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে তেমনি২ সনাতন ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম ইউরোপীয় এবং যাবনিক গ্রন্থ মতে পুরুষ আদম ও স্ত্রী ইভ তৎকর্ত্তৃক মনুষ্য জন্ম, একথা বাস্ত-বিক সত্য নহে, তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মা তাঁহার শরীর বিশেষ হইতে চতুর্ব্বর্ণ, সে কথার তাৎপর্য্য এই গ্রন্থে পশ্চাৎ মন্বাদিশাস্ত্র ব্যাখ্যানুসারে সৃষ্টি অনুক্রমে ব্যক্ত হইবেক। ফলকথা ব্রহ্মা শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তাঁহার ইচ্ছায় এই জগৎ চিরকাল আছে, তন্মধ্যে নানাজাতি জরায়ুজ, অণ্ডজ স্বেদজ,

এবং উদ্ভিজ্জ চিরকাল জন্মিয়া থাকে, এবং কালেতে নাশ হয়, মনুষ্যজাতি কিঞ্চিৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কিন্তু পৃথিবীর যে দ্বীপ বা খণ্ড যৎকালে জলপাবনাদি দ্বারা নষ্ট হইয়া পুনরায় বসতি হয় অথবা নূতন কোন স্থান জন্মে তখন সে স্থানের লোক প্রথমত বহুদর্শী থাকে না পশ্চাৎ ক্রমশ জ্ঞানবান্ হয়, মূল বেদ অবিনাশী তাহার মর্ম্ম ভাষা অক্ষর শাস্ত্র স্বভাবত প্রচার হয় পরে ইতিহাস লিখিবার ক্ষমতা এবং প্রথা হইলে আনুমানিক আদি পুরুষ একনাম কল্পনা করে তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মা এবং যবনাদিশাস্ত্রে আদম তাহার অর্থ মনুষ্য অতএব আদম নাম বস্তুত ব্যঙ্গোক্তি তদর্থে মনুষ্য বুঝায়।

এইক্ষণে সাধারণ-সমীপে এ অকিঞ্চনের নিবেদন এই যে আমার দিগের উচিত শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ পুরাণে যে শব্দ টি আছে তৎসমুদয় বাক্য যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবেক; কিন্তু এপুস্তক যদর্থে সংগ্রহ তাহা তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিলে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না এনিমিত্তে পুরাণের কোন২ প্রস্তাব ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া অর্থান্তরে মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সৃষ্টিক্রম।

অস্যাদৌ কাল নিরূপণ। যথা চক্ষুর দুই পলকের স্বাভাবিক সংযোগ বিয়োগে যে কাল লাগে তাহার নাম নিমেষ, অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবা রাত্রি হয়, মনুষ্য ও দেব সম্বন্ধীয় দিবারাত্রিকে সূর্য্য বিভাগ করেন, তাহার মধ্যে রাত্রি প্রাণিদিগের নিদ্রার নিমিত্ত, আর দিন কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত হয়, মনুষ্যের এক মাস পিতৃ লোকের এক দিবারাত্রি, তাহার বিভাগ কৃষ্ণপক্ষ দিন, আর শুক্লপক্ষ রাত্রি, মনুষ্যের একবর্ষ দেবমানের এক দিবারাত্রি হয়, তাহার বিভাগ উত্তরায়ণ দিন, আর দক্ষিণায়ন রাত্রি, দেবমানের চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ, ইহা মনু প্রভৃতি কহেন, ঐ যুগের পূর্ব্ব যে কাল সে সন্ধ্যা, তাঁহাদের পরিমাণের চারিশত বৎসর আর ঐ যুগের পরে যে কাল তাহা সন্ধ্যাংশ, একালও সেইরূপ, অর্থাৎ দেব পরিমাণের চারিশত বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত যে অন্য তিন যুগ তাহাতে সহস্রের ও শতের এক২ হানি হয়, অর্থাৎ ত্রেতা তিন সহস্র তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তিন২ শত, দ্বাপর দুই সহস্র তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই২ শত, এবং কলি এক সহস্র তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক২ শত হয়, মনুষ্য

সম্বন্ধে চারি যুগের যে সংখ্যা অর্থাৎ এই বারো সহস্র বৎসর দেবতারদের এক যুগ, দেব পরিমাণের এক সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিন, আর রাত্রিও সেইমত, এইরূপ ব্রহ্মা স্বীয় দিবা রাত্রির অবসানে অর্থাৎ অবান্তর প্রলয়ের পর নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া সদসৎ স্বরূপ যে আপনার মন তাহাকে ভূর্লোকাদি তিন লোকের সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করেন, অথবা মহা প্রলয়ের পর মনকে অর্থাৎ মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যখন সেই প্রজাপতি জাগ্রৎ অথবা সৃষ্টি স্থিতি করণেচ্ছু হয়েন, তখন এই জগৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং আহারাদি চেষ্টা প্রাপ্ত হয় আর যখন তিনি শান্তাত্মা হইয়া দেহের ও মনের ক্রিয়া এবং ইচ্ছা রহিত হইয়া শয়ন করেন তখন সকল জগৎ এবং জীব যাহারা কর্ম্মাধীন শরীর ধারণ করে তাহারা সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ও দেহ গ্রহণাদি কার্য্য হইতে নিবর্ত্ত হয় অতএব প্রলয়কালে যাহাতে পঞ্চ মহাভূতের সহিত ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের নাশ হয় সেই কাল ব্রহ্মার রাত্রি হয়, দ্বাদশ সহস্র পরিমিত দেবতাদিগের এক যুগ তাহা একাত্তর গুণ হইলে সেই কালকে মন্বন্তর শব্দে কহেন, এই কালে সৃষ্টি প্রভৃতি একং মনুর অধিকার হয়, অসংখ্য মন্বন্তর এবং সৃষ্টি ও সংহার সকলকে ক্রীড়ার ন্যায় পরমস্থানবাসি ব্রহ্মা পুনঃপুন করিতেছেন, তাহার

এই সকল জগৎ প্রলয়কালে তমেতে অর্থাৎ তমের ন্যায় প্রকৃতি যাহা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন; তাহাতে সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া প্রত্যক্ষের অগোচর এবং চিহ্ন রহিত ছিল একারণ অনুমানের অগম্য হয়, আর তর্কের অযোগ্য, এবং শব্দের দ্বারাও অজ্ঞেয়, অতএব সুষুপ্তি প্রাপ্ততুল্য, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্যে অক্ষম ছিল, যেমন অন্ধকারে লীন বস্তুসকল লোকের অদৃশ্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতিতে লীন বস্তুসকল জ্ঞানের বিষয় হয় না। তমঃশব্দ গৌণরূপে প্রকৃতির বোধক হয়, প্রলয়ের পর সেই ভগবান যিনি স্বেচ্ছাধীন শরীর পরিগ্রহ করেন, এবং যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর ও সৃষ্টি করণে অখণ্ড শক্তিমান্ হয়েন, আর প্রকৃতির প্রেরক হয়েন, তিনি প্রকৃতিতে অবস্থিত এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং মহত্তত্ত্বাদি প্রভৃতিকে প্রথমত সূক্ষ্মরূপে পরে স্থূলরূপে প্রকাশ করিয়া আত্মারূপে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন, যে এই পরমাত্মা যিনি মনোদ্বারা অগ্রাহ্য এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর, অবয়ব রহিত, নিত্য, এবং সকল ভূতের আত্মা, অতএব অচিন্তনীয় হয়েন, তিনিই স্বয়ং মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যরূপে প্রকাশমান হয়েন, সেই পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি অর্থাৎ অব্যাকৃত * স্বরূপ প্রকৃতি হইতে নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিবার

" * পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ " " মন, কর্ম্ম, অজ্ঞান, সংস্কার, ইহারা সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্ম শক্তি " " স্বরূপ হইতে অভিন্ন থাকিলে তাহাকে অব্যাকৃত শব্দ " কহা যায়। "

ইচ্ছাতে জল হউক এই আত্মগত চিন্তামাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে জল সৃষ্টি করেন, এবং সেই জলে শক্তি রূপ বীজ রোপণ করেন, সেই বীজ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সূর্য্যের তুল্য প্রভান্বিত এক অণ্ড হয়, সেই অণ্ডের মধ্যে পরমাত্মা আপনি সর্ব্বলোক পিতামহ নামক হিরণ্যগর্ব্ভ রূপে প্রাতুর্ভূত হন, (এই হেতুক জগতের নাম ব্রহ্মাণ্ড কহে) সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে "নারায়ণ" নাম তাহার ব্যুৎপত্তি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অর্থকে দৃঢ় করিতেছে, নর, অর্থাৎ পরমাত্মা, হইতে জলের উৎপত্তি হয়, এপ্রযুক্ত নারা, শব্দে জল কহেন, সেই জল পরমাত্মার পূর্ব্ব অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হইয়াছিল, অতএব শাস্ত্রে তাঁহাকে নারায়ণ শব্দে কহে যে সেই পরমাত্মা যিনি সকল জন্য বস্তুর কারণ এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর উৎপত্তি বিনাশ রহিত এবং সৎস্বরূপ ও প্রত্যক্ষাদির অগোচর হেতুক অসৎস্বভাবের ন্যায় হয়েন, তাঁহা কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে সেই পুরুষ তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মা নামে খ্যাত হয়েন, সেই ভগবান ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত অণ্ডে আত্ম পরিমাণে এক বৎসর স্থিতি করিয়া আপনিই অণ্ড দুইভাগ হউক এই আত্ম সংকল্পের দ্বারা সেই অণ্ডকে দুই ভাগ করেন, সেই ব্রহ্মা এই দুই খণ্ডদ্বারা স্বর্গ ও ভূর্লোক অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্ব খণ্ডে স্বর্গ এবং অধঃখণ্ডে ভূর্লোক আর উভয়ের মধ্যে আকাশ এবং আট দিগ আর স্থিরতর জলস্থান, অর্থাৎ সমুদ্র নির্ম্মাণ করেন।

এইক্ষণে মহত্তত্ত্বাদি ক্রমেতেই জগতের সৃষ্টি হয়, ইহা দর্শাইবার নিমিত্ত ঐ মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি কহিতেছেন, ব্রহ্মা আত্মা হইতে মনকে নিঃসৃত করেন, যেমন শ্রুতি এবং যুক্তি সিদ্ধপ্রযুক্ত সৎ আর প্রত্যক্ষের অগোচর হেতুক অসৎ হয়েন আর মনের পূর্ব্ব অহং এই অভিমানরূপ কার্য্য যুক্ত এবং স্বকার্য্যাক্ষম যে অহঙ্কার তত্ত্ব তাহাকে প্রকাশ করেন, অহ-ঙ্কার তত্ত্বের পূর্ব্ব আত্মার উপকারক, যে মহত্তত্ত্ব তাহাকে নিঃসৃত করেন, আর বেদান্তে উক্ত যে সৃষ্টিক্রম সেইক্রমে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই সকল বিষয়ের গ্রাহক পঞ্চজ্ঞানে-ন্দ্রিয়কে এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ও পঞ্চ তন্মাত্রকে সৃষ্টি করেন, পূর্ব্বে কথিত এবং পরে বক্তব্য তাবৎ জন্য বস্তু সত্ত্ব রজ তম এই তিনগুণ যুক্ত হয়। এই সৃষ্টি ক্রমকে বেদান্ত মতের সহিত ঐক্য করিবার জন্য টীকাকার লিখেন যে, অব্যাকৃত যে সেই প্রকৃতি তাঁহার সৃষ্ট্যুন্মুখ ভাবের নাম মহত্তত্ত্ব কহি, তদনন্তর আমি অনেক হই পরমেশ্বরের এই আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা এই সকল প্রজাও প্রজাপতি সৃজন করি এই রূপ ঈক্ষণ কালে প্রকৃতির যে সম্বন্ধ সেই অহঙ্কার তত্ত্ব, তাহা হইতে আকাশাদির সূক্ষ্মাংশ পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে, এবং ঐ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়, আর সেই ছয় অর্থাৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র যাহারা অপরিমিত কার্য্য নির্ম্মাণে অতি শক্তিমান হয়, তাহারদের সূক্ষ্ম অবয়ব সকলকে স্ব স্ব বিকারে অর্থাৎ অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের

বিকার পঞ্চভূত ইহাতে যোজনা করিয়া মনুষ্য পশু পক্ষি স্থাবরাদি সকল ভূতকে নির্ম্মাণ করেন, প্রকৃতির সহিত অভিন্ন পরমাত্মার মুর্ত্তির সম্পাদক যে ছয় সূক্ষ্ম অবয়ব পঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কার তাহারা এই সকলকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়, অতএব ভূতেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্রহ্ম মুর্ত্তিকে পণ্ডিতেরা শরীর কহেন, অর্থাৎ ছয়ের পরিণামে হয়, ঈশ্বর বাস্তবিক শরীরী নহেন মহাভূত সকল আপনং কার্য্যের সহিত সেই পঞ্চ তন্মাত্র রূপে অবস্থিতি ব্রহ্মেতে আবেশ করে অর্থাৎ ঐ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হয়, এবং মন যিনি অবিনাশী আর শুভাশুভ কর্ম্মের হেতু এপ্রযুক্ত জগতের কারণ হয়েন, তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর যে স্বীয় কার্য্য তাহার সহিত অহঙ্কার রূপে অবস্থিতি ব্রহ্মেতে আবেশ করেন, অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়েন, ॥ আকাশের অবকাশ দান, বায়ুর সঞ্চালন, তেজের পাক, জলের পিণ্ডীকরণ, আর পৃথিবীর ধারণ কার্য্য হয়, এবং শুভাশুভ সঙ্কল্প আর সুখ দুঃখাদি বোধ মনের কার্য্য হয়। পুরুষ শব্দে আত্মা তাঁহা হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত পুরুষ যে পূর্ব্বোক্ত সাত অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্ব এবং পঞ্চ তন্মাত্র যাঁহারা আপনং কার্য্য জন্মাইতে অতি সমর্থ হয়েন, তাঁহারদের যে সূক্ষ্মভাগ যাহা শরীরের সম্পাদক হয়, তাহার দ্বারা অনশ্বর হইতে এই নশ্বর জগৎ উৎপন্ন হয়, ।। এই সূত্রদ্বারা ইহা বুঝাইল

যে পরমেশ্বর অনশ্বর আর জগৎ নশ্বর)। আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে পূর্ব্ব২ ভূতের গুণকে পর পর ভূতেরা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আকাশের একগুণ শব্দ, বায়ুর দুই গুণশব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিন শব্দ স্পর্শ রূপ, জলের চারি শব্দ স্পর্শ রূপ রস, আর পৃথিবীর পাঁচগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সেই হিরণ্যগর্ব্ভ সৃষ্টির প্রথমে বেদের পদ হইতে অবগত হইয়া সকলের নাম ও কর্ম্ম এবং ব্যবসায় পৃথক্ অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে যাহার২ যে২ নাম প্রভৃতি ছিল তাহা২ নিরূপণ করিয়া ছিলেন, (এই সূত্র দ্বারা ইহা বুঝাইল যে জগৎ এবং বেদ নিত্য) সেই প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রাণী যে ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহারা কর্ম্ম স্বরূপ হয়েন মাত্র, ব্যক্তি বিশেষ নহেন তাঁহারদিগকে ও সূক্ষ্মসাধ্য গণকে এবং নিত্য যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ তাহাও সৃষ্টি করিলেন, পূর্ব্ব কল্পে যে বেদ সকল ছিল তাহারা ব্রহ্মার স্মৃতিতে উপস্থিত হইলে তিনি যজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত ঋক্ যজুঃ সাম নামক তিন সনাতন বেদকে অগ্নি বায়ু সূর্য্য হইতে দুগ্ধাকর্ষণের ন্যায় প্রকাশ করিলেন, (এই সূত্রদ্বারা বেদ নিত্য ইহা বুঝাইল) সূর্য্যাদির গমন ক্রিয়াদি সমূহরূপ কাল ও কাল বিভাগ সকল অর্থাৎ ঋতু অয়ন বৎসর বার তিথি এবং নক্ষত্র সকল ও গ্রহ সকল আর নদী সকল ও সমুদ্র সকল আর তপস্যা রাশি এবং চিত্ত পরিতোষ ও কামনা আর ক্রোধ ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রূপ কর্ম্ম বিভাগের নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে

পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিলেন, আর ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল যে পরস্পর বিরোধি সুখ দুঃখ প্রভৃতি তাহার সহিত এই প্রজা সকলকে যুক্ত করিলেন, পঞ্চ মহাভূতের যে তন্মাত্র রূপ সূক্ষ্মাংশ যাহারা মহাভূত রূপে পরিণত হয় তাহারদের সহিত এই সমুদয় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, ও স্থূল হইতে স্থূলতর এই ক্রমে স্বয়ং উৎপন্ন হইতে লাগিল, সেই সৃষ্টির আদিতে প্রজাসকল যে জাতি বিশেষে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই জাতি বিশেষে পুনঃপুন জন্ম পাইয়া সেই কর্ম্মকে স্বয়ং অর্থাৎ স্বকর্ম্ম বশত আচরণ করিয়াছিল, (এই সূত্র দ্বারা ইহা বুঝাইল যে কোন ব্যক্তি বিশেষের রাগ দ্বেষাধীন প্রজা সমস্ত কর্ম্মাকর্ম্মে নিযুক্ত হয় না,) যথা হিংসাযুক্ত অহিংসাযুক্ত, ক্রূর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, ইত্যাদি জীবের স্বভাব পূর্ব্বাদৃষ্ট বশত স্বয়ং প্রাপ্ত হয়, যেমন ঋতু সকল আপনং কার্য্য সময়ে স্বীয়২ চিহ্নকে স্বয়ং প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহি সকল স্বীয়২ কর্ম্মকে অদৃষ্টাধীন স্বয়ং প্রাপ্ত হয়। (এই সূত্র দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে জগৎ চিরকাল আছে কুচিৎ কখন জলপ্লাবনাদি দ্বারা নষ্ট হইলে পুনরায় সেই সমস্ত পূর্ব্ববৎ হয়)। সেই প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা আপন শরীরকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধ ভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধ ভাগে নারী হয়েন,এবং ঐ স্ত্রীতে বিরাটকে উৎপন্ন করেন। সেই বিরাট পুরুষ এজা সৃষ্টির ইচ্ছায় অতিক্লেশ জনক তপস্যা করিয়া প্রথম প্রজাপতি যে দশ মহর্ষি তাঁহারদের সৃষ্টি আদি

করিয়াছি এইরূপ স্বায়ম্ভুব মনু কহেন। সে দশ মহর্ষির নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, এবং নারদ। এই অতি তেজস্বি মহর্ষিরা অপরিমিত প্রভাব বিশিষ্ট অন্য সাত মনুকে ও দেবতাদিগকে এবং দেবস্থান সকলকে আর মহর্ষিদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনু কহেন আমার আজ্ঞাতে উপরোক্ত মহানুভব ঋষি সকল তপোবল দ্বারা জীব সকলের পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুসারে পশ্চাল্লিখিত স্থাবর ও জঙ্গম শরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, নাগ, সর্প, পক্ষি, আর পিতৃদিগের ভিন্ন২ গণ, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, রোহিত, উল্কা, নির্ঘাত, কেতু, ধ্রুব ও অগস্ত্য প্রভৃতি নানাবিধ জ্যোতিঃ সকল, কিন্নর, বানর, মৎস্য, পশু, মনুষ্য, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, যূক, মক্ষিকা, মৎকুণ, দংশ, মশক, এবং নানাপ্রকার তরু, গুল্ম, ও লতা ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদ্বিশেষ পশু, মৃগ, এবং উভয় পংক্তি দন্তযুক্ত হিংস্র জন্তু আর রাক্ষস ও পিশাচ এবং মনুষ্য ইহারা জরায়ুজ, অর্থাৎ গর্ব্ভাবরণ চর্ম্ম মধ্যে জন্মিয়া পশ্চাৎ নিঃসৃত হয়, পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ, এবং ইহারদের ন্যায় যে সকল জন্তু স্থলে জন্মে যেমন কাকলাশাদি, কিম্বা জলে জন্মে শাঁখ প্রভৃতি ইহারা অণ্ডজ অর্থাৎ প্রথম অণ্ডে জন্মিয়া পশ্চাৎ নিঃসৃত হয়, দাঁশ, মশা, উকুণ, মক্ষিকা; ছারপোকা, পিপীলিকা, প্রভৃতি ইহারা স্বেদজ অর্থাৎ উত্তাপাধীন পার্থিব

দ্রব্যের যে ক্লেদ এবং স্বেদের কারণ যে উত্তাপ তাহা হইতে জন্মে। সকল প্রকার বৃক্ষ উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ বীজকে ও ও ভূমিকে ঊর্দ্ধে ভেদ করিয়া জন্মে, ইহারা দুই প্রকার, কেহ বীজ হইতে, কেহ বা শাখা হইতে জন্মে, আর ইহারা দুই জাতি কেহ বনস্পতি অর্থাৎ পুষ্প ব্যতিরেকে ফলবান্ হয় কাহারো পুষ্প হইতে ফল হয়, যাহার মূল হইতে লতা সমূহ হয় গুঁড়ি হয় না যেমন মল্লিকা তাহাকে গুচ্ছ কহে, এক মুল হইতে একত্র সমূহ জন্মে যেমন শর ও ইক্ষু তাহার নাম গুল্ম, আঁকড়া যুক্ত লতা যেমন শশা প্রভৃতি তাহারদের আখ্যা প্রতান, ভূমি হইতে যাহারা বৃক্ষে আরোহণ করে যেমন গুলঞ্চ তাহাকে বল্লী কহে। এই সকল বৃক্ষাদি অধর্ম্ম কর্ম্ম মূলক বহুবিধ দুঃখদায়ক যে তমোগুণ তাহাতে আবৃত এবং অন্তরে চৈতন্য বিশিষ্ট হয়, অল্প সত্ত্ব গুণ হেতুক কোন সময়ে বৃষ্টি দ্বারা কিঞ্চিৎ সুখী হয়। স্বায়ম্ভুব মনু কহেন যে ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং লক্ষ শ্লোকের দ্বারা বেদ করিয়া আমাকে যথাবিধি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, আমি তাহা আপন বাক্য দ্বারা সংক্ষেপ করিয়া মরীচি প্রভৃতি ঋষি সকলকে অধ্যয়ন করাইয়াছি, তন্মধ্যে বিশেষ ভৃগু সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সমগ্র রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন।

দেব কুল এবং তাঁহারদের চরিত্র।

মহর্ষি মরীচি হইতে কশ্যপ, তাঁহার বিবাহ দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যার সহিত হয়, কন্যারদের নাম অদিতি, সিংহিকা, ক্রোধা, কলা, দিতি, বরিষ্ঠা, কপিলা কদ্রু, বিনতা, খসা, প্রধা, দনু, এবং অনশু।

অদিতি গর্ব্ভে দেবকুল অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সত্য যুগে এই সমস্ত দেবতাদিগের জন্ম বিবাহ, অসুর দিগের সহিত যুদ্ধ তাহাতে কৃচিৎ জয় কৃচিৎ পরাজয় এবং সৈন্য বিনাশ ইত্যাদি ব্যাপার, কেহ কহেন এসমস্ত স্বর্গে হইয়াছিল তৎকালের মুনি ঋষিরা ধ্যানে জানিয়া পুরাণ লিখিয়াছেন, কেহ২ কহেন এসমুদয় মিথ্যা কল্পনা ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত রচনা, এই উভয় প্রস্তাবেরি ফল বস্তুত অলীক হয়, অতএব এরূপ ঋষি বাক্যকে অলীক বলা যুক্তি সিদ্ধ হয় না, তস্মাৎ বক্তব্য যে দেবতা সকল কর্ম্ম স্বরূপ তাঁহারদের আকার নাই ঈশ্বরেচ্ছায় তত্তৎ কর্ম্ম সম্পাদনের অধিপতি যাহা ইতিপূর্ব্বে সৃষ্টিক্রমে মনু বচনে সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা আকার বিশিষ্ট তাঁহারা এই পৃথিবীতে সত্য কালের রাজা, এবং তাঁহারা বরং উক্ত দেবতাদের অংশ হেতু সেই২ নামে খ্যাত ছিলেন, এরূপ অনুমানের হেতু তাঁহারদের অসুর বিনাশের কর্ম্মোপলক্ষে কোন২ স্থান এই পৃথিবীতে চিহ্ন স্বরূপ তীর্থ রূপে কথিত আছে, দ্বিতীয় কারণ অনেক মনুষ্য রাজার সহিত তাঁহার

দের আহার ব্যবহার কুটুম্বিতা এবং শক্রতা প্রভৃতির ইতিহাস পুরাণে দেখা যায়। তৃতীয় কারণ দেবাসুরের যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সেনা বিনাশের কথা দৃষ্ট হয় অতএব জীব ব্যতীত জন্ম মৃত্যু অসম্ভব। চতুর্থ সত্য যুগ দীর্ঘ কাল তাহার ইতিহাস প্রয়োজন করে। এই ইন্দ্র সমুদয়ের প্রধান এক জনই চিরকাল এমত না হইবেক, যেহেতু ইন্দ্রের পতন শাস্ত্রে আছে, অতএব যে কেহ ইন্দ্রসিংহাসনোপবিষ্ট তিনিই ইন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইতেন, এবং তাঁহার প্রধানা রাজ্ঞী শচীনাম্নী হইতেন, বৃহস্পতি প্রধান মন্ত্রির উপাধি, চিকিৎসক অশ্বিনী কুমার, ধনাধ্যক্ষ কুবের ইত্যাদি সকলে উপাধি বিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, মধ্যে২ অসুর বংশীয় একং জন প্রবল হইয়া বেদ ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত হওত বল পূর্ব্বক সমুদয় রাজ্য লইবার চেষ্টা করিত, তাহাতে বেদ ধর্ম্মের রক্ষক সর্ব্ব প্রধান ধার্ম্মিক ইন্দ্র রাজা সৈন্য সমাবেশ ও নানা প্রকার কৌশল দ্বারা অসুর বিনাশ করিতেন।

এই যে ইন্দ্র যাঁহাকে সত্য কালে পৃথিবীর প্রধান রাজা কল্পনা করা গেল তাঁহার রাজধানী কোন্ স্থান ছিল তাহা অধুনা নির্দ্দিষ্ট হয় না, বোধ হয় হিমালয় নিকট বটে কিন্তু বহুকাল হেতু ধ্বংস হইয়া থাকিবেক। মার্সমেন সাহেব কহেন ইন্দ্র শিথিয়া দেশ, কিন্তু শাস্ত্রে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বিশেষত শিথিয়া প্রভৃতি স্থান আধনিক

জলপ্লাবনের পর নোয়ার বংশ দ্বারা স্থাপিত, দেবতাদিগের সাম্রাজ্য সত্য যুগে সে ইহার অনেক পূর্ব্ব।

অসুর কুল এবং তাহার চরিত্র।

কশ্যপ মুনি হইতে বিনতা গর্ব্বে খগকুল, তাহারদের নাম গরুড় এবং অরুণ। কদ্রু গর্ব্বে নাগকুল, তাহার নাম বাসকি অনন্ত, শেষ এবং তক্ষক ইত্যাদি, মার্সমেন সাহেব কহেন নাগ বংশ্যেরা ইন্দ্রশিথিয়া দেশ হইতে আসিয়া ভারত বর্ষের উত্তর ভাগে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু একথার প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, বরং পাতালে বাস শাস্ত্রে কহে সেমতে পূর্ব্ব দেশ বুঝায়। যেহেতু কপিল মুনির আশ্রম পাতালে লিখে অতএব কপিলেশ্বর শিব স্থাপন স্থলের পার্শ্বস্থ স্থানকে পাতাল কহা যাইতে পারে। বরিষ্ঠা গর্ব্বে অনুরম্ভা কন্যা তদ্দ্বারা গন্ধর্ব্ব কুল, নাম হাহা, হূহূ, প্রভৃতি পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় রাজারদিগের সহিত যুদ্ধ এবং তাঁহারদিগের নানা ইতিহাস পুরাণে প্রকাশ আছে। ক্রোধার গর্ব্বে অপ্সর কুল নাম চিত্ররথ প্রভৃতি। দনুর উদরে দানব সকল নাম বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, পুলোমা, শম্বর ইত্যাদি ইহারা অধার্ম্মিক হেতুক দেবতাদের অরি মধ্যে২ যুদ্ধ কথা আছে। সিংহিকার উদরে অসুর কুল নাম রাহু কেতু ইত্যাদি। কলা গর্ব্বে কালকেয়গণ ইহারাও দেব শত্রু। দিতির গর্ব্বে দৈত্যকুল ইহারদিগের বহু শাখা, দেবতা

দিগের সহিত সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব, বিবাদের আদি কারণ সমুদ্র মন্থন তাহা কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরি মন্দরপর্ব্বত স্থাপিত করিয়া নাগ রজ্জু দ্বারা দেবাসুর একত্র ঘর্ষণ করিলে সমুদ্র হইতে হস্তী, অশ্ব, চন্দ্র, লক্ষ্মী, অমৃত বিষ ইত্যাদি নানা রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছিল এইরূপ শাস্ত্রে লেখা কিন্তু এপ্রস্তাব নিতান্ত অলৌকিক কিন্তু পুরাণে এমত সুন্দর রচনা যে তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করা অতিকঠিন যাহা হউক এপুস্তকে সে কথাকে ব্যঙ্গোক্তি কহিতে হইবেক সুতরাং ইহা কোন প্রকার সামুদ্রিক বাণিজ্য যদ্দ্বারা মণি মুক্তা প্রবালাদি বহুতর ধন আনীত হইয়াছিল এবং একর্ম্মের মূলে দেব অসুর নাগ প্রভৃতি সকলে অংশী ছিলেন কিন্তু অবশেষে লাভাংশ বণ্টন কালে দেবতারা সকলকে বঞ্চনা করিয়া সমুদয় আপনারা লইয়াছিলেন, এই হেতুক অসুরেরা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া পুরুষানুক্রমে বিসম্বাদ এবং দেবতাদিগের পদচ্যুত করিয়া সমুদয় রাজ্য লইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছিল।

তারক নামে এক অসুর প্রবল হইলে ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তারক পরাভূত এবং হত হইলে তাহার সেনাপতি ক্রৌঞ্চ পলাইয়া পর্ব্বতময় বন আশ্রয় করিয়াছিল, অবশেষে উক্ত সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের কৌশলে ঐ অসুর ধৃত এবং হত হয় সে স্থানের নাম সোমতীর্থ খ্যাত কিন্তু অধুনা সেস্থান কোথা তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় না। বৃত্রাসুর নামে আর এক দৈত্য

ইন্দ্রকে আক্রমণ করে এবং স্বয়ং ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয় তাহার সেনাপতি কালকেয়গণ পলাইয়া সমুদ্রের নিম্নভাগে লুক্কাইয়াছিল পুরাণে প্রকাশ, বোধ হয় সমুদ্রমধ্যস্থ কোন বনময় উপদ্বীপ আশ্রয় করিয়া থাকিবেক, এবং তাহারা রাজ্যে বিদ্রোহাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া সময়ে২ দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লুণ্ঠন এবং প্রজা ও ব্রাহ্মণ হত্যাদি উপদ্রব করিত যখনং রাজসেনারা তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হইত তখনং তাহারা পলাইয়া উপদ্বীপের বনে লুক্কায়িত হইত, তাহার দিগের সমুলোৎপাটন হেতুক মহারাজ ইন্দ্র অগস্ত্য ঋষিকে আদেশ করেন. যে অগস্ত্য ইতিপূর্ব্ব কাশীতে বাস করিতেন, তিনি বিন্ধ্য রাজ গুরু যৎকালে বিন্ধ্যরাজ প্রবল হইয়া আপ নাকে ইন্দ্রের প্রতিযোগী জ্ঞান করিয়া সমরোদ্যোগী হন তখন এই অগস্ত্য বিন্ধ্যকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন যে যাবৎ তিনি দক্ষিণ দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া না আই সেন সে পর্য্যন্ত বিন্ধ্যে কোন সংগ্রাম উপস্থিত না করেন এই রূপে বিন্ধ্যের যুদ্ধ করা স্থগিত এবং অগস্ত্যের দক্ষিণ দেশ হইতে পুনরাগমন রহিত হইয়াছিল, এই মর্ম্মদ্বারা সুতরাং বলিতে হইবেক অগস্ত্য নিতান্ত নির্ব্বিষয়ী ঋষি ছিলেন না, তিনি দক্ষিণ দেশের শাসন কর্ত্তা ও সৈন্য বেষ্টিত এবং তদধীন বহুতর সমরীয় অর্ণবযান ছিল, কালকেয় বধার্থে ইন্দ্রের প্রার্থনানুসারে অগস্ত্য এক গণ্ডূষে সমুদ্রের সমুদয় জল পান করিয়া শুষ্ক করিয়াছিলেন একথা নাস্তিকদিগের

অবিশ্বাস্য সুতরাং এপুস্তকের ইতিহাস যোগ্য নহে অতএব তন্মর্ম্ম এইরূপ রচনা কর্ত্তব্য যে অগস্ত্যের যুদ্ধ জাহাজ সকল উপরি উক্ত উপদ্বীপ বেষ্টন করিয়া ইন্দ্র সেনা কর্ত্তৃক কালেকেয় বিনাশ হইয়াছিল। নমুচিনামে আর এক দানব এক বার ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিল, ইন্দ্র পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নমুচিকে যুদ্ধে হত করিয়া সুস্থির হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি ইন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করে দেবতারা ঈশ্বরারাধনা করণে প্রকৃতি স্ত্রী রূপ ধারণ করিয়া কৌশলক্রমে তাবৎ ধ্বংস করিয়া ইন্দ্রকে সুস্থির করেন, সেসমস্ত ইতিহাস বিস্তাররূপে লিখিতে এবং মর্ম্মার্থ বাহির করিতে গ্রন্থ বাহুল্য হয় কিন্তু প্রয়োজন অল্প।

দৈত্যকুলে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই ভ্রাতা মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রকে অমান্য করিয়া পূর্ব্বদেশে স্বাধীন হইয়াছিল হিরণ্যাক্ষ বরাহ দ্বারা নষ্ট হইলে তস্য কনিষ্ঠ হিরণ্যকশিপু সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিল যে সকলে তাহাকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবে যেহেতু পৃথিবীতে যে রাজা সেই ঈশ্বর, যেমন কলিযুগে বাবিলিন দেশের নিমরাড ও সামিরামিস আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা প্রচার করিয়াছিল, হিন্দুস্থানে সত্যকালে সেইরূপ হিরণ্যকশিপু আপনাকে দেবতারূপে বিখ্যাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,কিন্তু তস্যপুত্র প্রহ্লাদ এ কথার বিরোধী হইয়া কহিয়াছিল যে যাহার জন্ম মৃত্যু আছে তাহাকে ঈশ্বর বলা যুক্তি

সিদ্ধ নহে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি নাশ যে ভগবান হইতে হয় তিনিই উপাস্য, একথায় হিরণ্যকশিপু রাগান্ধ হইয়া এমন পুত্রে প্রয়োজন নাই বলিয়া বিনাশ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিল ভৃত্যেরা তাহা না করিয়া রাজাকে কহিয়া ছিল যে এ বালক নষ্ট হয় না ঈশ্বর রক্ষা করেন, ইহা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া মুক্ত অসি কর হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল, যে এইক্ষণে কোথা তোর ঈশ্বর, প্রহ্লাদ কহিল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, পিতা কহিল এই স্ফাটিক স্তম্ভে আছে, প্রহ্লাদ কহিল আছে, দৈত্য মহাকোপে এক খড়্গাঘাতে স্তম্ভচ্ছেদন করিলেক অকস্মাৎ ছিন্ন স্তম্ভ হইতে নরসিংহ মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নষ্ট করিলেন, এই স্থলে একটি কথা অদ্ভুত হইল তাহার কারণ নিতান্ত অনুপায়,এককালে ত্যাগ করিলে অসুর বংশের বিশেষ কথা সুশ্রাব্য হয় না এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক প্রহ্লাদ স্বয়ং আপন পিতার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন এই যে নাস্তিকেরদিগের অনুমান ইহা অসম্ভব।

হিরণ্যকশিপু লোকান্তর গত হইলে তস্য পুত্র প্রহ্লাদ রাজ সিংহাসনারূঢ় হন, এবং ধার্ম্মিক প্রযুক্ত দৈত্য কুল বলিয়া দেবতা রাজারা দ্বেষ করিতেন না, বোধ হয় নম্র হইয়া সন্ধি করিয়া থাকিবেন, অতএব দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া পুর্ব্ব দেশ শাসন করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ গতে তস্য পুত্র বিরোচনও পিতার ন্যায় বহুকাল রাজ্য করেন,

বিরোচনের পুত্র বলি অত্যন্ত দাতা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই অহঙ্কারে ইন্দ্রকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এজন্য বলি রাজার প্রতি দেবতা রাজারা দ্বেষ করিয়া কৌশল দ্বারা কারা বদ্ধ করিয়াছিলেন, এই বলি রাজা কেবল অত্যন্ত দাতা ছিলেন এমত নহে ইনি তপোবলে চির জীবী এবং দুৰ্দ্ধর্ষ ৰূপে বিখ্যাত ইহাঁকে খৰ্ব্ব করা দেবতা দিগের অসাধ্য হইবাতে তাঁহারা ঈশ্বরারাধনা করেন এবং ভগবান্ বামনৰূপ ধারণ করিয়া ছলনা দ্বারা পাতালে প্রেরণ করেন সে সমস্ত ইতিহাস যাহা পুরাণে আছে তাহা পরমার্থ পক্ষ গুহ্য কথা এ পুস্তকে রচনার যোগ্য নহে এই জন্যে এই পৰ্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম ইহাতেই বোধগম্য হইতেছে বলি রাজা বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। বলির পুত্র বাণ বোধ হয় বাণোপাধি বিশিষ্ট এক বংশ্য অনেক ব্যক্তি রাজ্য করিয়াছিলেন, এপ্রথা সৰ্ব্বদেশে চিরকাল আছে কলিযুগে মগধদেশে কর্ণ রাজা স‍্ব পুরুষ দাতাকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া যশস্বিৰূপে রাজ্য করিয়াছিলেন সে ইতিহাস পশ্চাৎ উচিত কালে প্রকাশ হইবেক। বাণবংশের শেষ বৰ্ত্তী বাণ রাজা দ্বাপরের শেষে শিবভক্ত এবং বড় পৌত্তলিক হইয়া ছিলেন, তিনি শিবসন্ন্যাস প্রকাশ করেন, তাঁহার উষা নাম্নী এক কন্যা স্বয়ম্বর কালে সভা সমাগত দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বল পূৰ্ব্বক হরণোদ্‌যোগ করেন তাহাতে বাণ অপরিচিত

হেতুক অনিরুদ্ধকে কারাবদ্ধ করেন, শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বসৈন্যে দিনাজপুর আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এযুদ্ধে বাণ আঘাতী হইলে কৃষ্ণ জয়ী হন কিন্তু রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই, অনিরুদ্ধ সহিত উষার বিবাহ হইয়া উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। এই বাণরাজার তিন পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, এবং কলিঙ্গ, তাঁহারা পৈতৃক বাণ উপাধি ত্যাগ করিয়া স্বস্ব নামে শাখা ত্রয়ে বিখ্যাত হন, অর্থাৎ কলিঙ্গের শাসনাধীনতা হেতু কলিঙ্গ দেশ, পূর্ব্ব দিগে বঙ্গ অধিপতি হেতুক সে দেশের আখ্যা বঙ্গ দেশ হয়, বঙ্গ পিতার ন্যায় শৈব এবং পৌত্তলিক হেতু বঙ্গ দেশে চড়ক সন্ন্যাস প্রচার হয়। অঙ্গ পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছু কালের পর তিনি মৎস্য দেশীয় বিরাটরাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অঙ্গ মৎস্য দেশীয় সম্রাটে সংলগ্ন হইয়াছিল আর কিয়দংশ অর্থাৎ করতোয়া নদীর পূর্ব্ব পার যাহা কামরূপ নামে খ্যাত তাহা ভগদত্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পর অঙ্গ এবং বঙ্গ উভয় দেশ হস্তিনার অধীন হওয়াতে কুন্তীর পুত্র কর্ণ প্রভৃতি শাসন করিয়াছিলেন, হস্তিনার সাম্রাজ্য খর্ব্ব হইলে উক্তরাজ্যদ্বয় বহুকাল মগধের অধীন ছিল, মগধ ধ্বংস হইলে বঙ্গদেশে গৌতম শিষ্য নাস্তিক পাল বংশীয় রাজারা কএক পুরুষ পর্য্যন্ত স্বাধীন রাজ্য করেন, তাহার পর সেন বংশীয় বৈদ্য

রাজারা আধিপত্য করেন, শেষ যবনান্ত, সে সমস্ত ইতিহাস কলিযুগ প্রস্তাবে বিস্তার রূপে প্রকাশ করিব।

মহর্ষি অঙ্গিরা বংশে বৃহস্পতি, সম্বর্ত্ত, এবং পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্বশ্রবা, বিশ্বশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ এং কুবের, কুবের লঙ্কানামে উপদ্বীপ জয় করিয়া সেইস্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন, লঙ্কার পূর্ব্বাধিকারী যাহারা রাক্ষস তাহাদের রাজার নাম মুসালি সেই মুসালির কন্যা নিকষাকে উপরি উক্ত বিশ্বশ্রবা দ্বিতীয় সংসার করেন সেই গর্ব্ভে তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ রাবণ, মধ্যম কুম্ভকর্ণ, কনিষ্ঠ বিভীষণ, কিছু কালের পর এই তিন ভ্রাতারা সৈন্যসংগ্রহ করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে কুবের পরাজিত হইয়া হিমালয় প্রদেশে গিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন লঙ্কার অধিপতি রাবণ হইয়াছিল।

মহর্ষি ভৃগুবংশে চ্যবন, চ্যবনের পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র রুরু, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ কিন্তু রাজা ছিলেন, এইবংশে ত্রেতাযুগে জমদগ্নি, তিনি চন্দ্র বংশীয় অত্রি সন্তান গাধিরাজার দৌহিত্র ছিলেন, তস্য পুত্র পরশুরাম মহাবল পরাক্রান্ত তাঁহার রাজধানী মহাস্থান লেখা, আর তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দৃষ্টে লোক ঈশ্বরের অবতার বলিত, ইনি এক বিংশতি বার পৃথিবীতে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। মতান্তরে নিঃক্ষত্রিয় বর্ণনার মর্ম্ম এই যে তিনি এক বিংশতিজন বল

স্থানে ব্রাহ্মণ শাসন কর্ত্তা স্থাপিত করিয়া আপনি প্রাধান্য করিয়াছিলেন, কথিত আছে ইনি স্বীয় রাজধানী লইয়া দ্বাবিংশতি অর্থাৎ বাইস সুবার একচ্ছত্রী রাজচক্রবর্ত্তী হই য়াছিলেন, তৎকালে পরশুরাম দ্বারা যেসমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার পাইয়াছিল তাহারদিগের স্ত্রী সকল ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবিষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রমশঃ পুনরায় ক্ষত্রিয় কুল বিস্তার করে, মহারাজা পরশুরাম রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার্ত্ত বন গমন করিলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, তাহার পর উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা নূতন ক্ষত্রিয় সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু দিনাজপুর যাহা পরশুরামের রাজধানী তাহা দানব বংশীয় বাণ রাজারা অধিকার করিয়াছিল সে কথা ইতিপূর্ব্ব অসুর বংশা বলিস্থলে প্রকাশ হইয়াছে।

প্রথম মনুষ্য মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীর বিশেষ হইতে ফলত মুখ, বাহু, ঊরু এবং চরণ হইতে জন্ম একথার অভিপ্রায় উত্তমাঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণোৎপত্তি কথনের হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির অগ্রে জন্মেন, আর অধ্যা পন ব্যাখ্যানাদির দ্বারা বিশেষ রূপে বেদকে ধারণ করেন, ও ধর্ম্মের অনুশাসন করেন, ও সংস্কারের আধিক্য হেতুক শ্রেষ্ঠ হয়েন, তাঁহারদের কর্ম্ম ছয় অর্থাৎ অধ্যাপন অধ্যয়ন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ, উপজীবিকা পূজা ও যজ্ঞাদির দক্ষিণা ও দান গ্রহণ এবং ব্যবস্থাদি প্রদানে তৈলবট। দ্বিতীয় শ্রেণী ক্ষত্রিয় নাভির ঊর্দ্ধ ভাগ শুদ্ধ বাহু হইতে জন্ম, তাহার

কারণ তাঁহারদের কর্ম্ম আপনি সশস্ত্র হইয়া প্রজারক্ষা, দান যজ্ঞ অধ্যয়ন (অর্থাৎ মনু কহেন ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য এই শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করিবেন কিন্তু পাঠ দিবেন না এবং ব্যাখ্যা করিবেন না) ক্ষত্রিয়ের উপজীবিকা এই পরিশ্রমের প্রত্যুপকার স্বরূপ প্রজা হইতে বিহিত যাহা প্রাপ্ত হইবেন তদ্দ্বারা দেহ নির্ব্বাহ এবং দান করিবেন। তৃতীয় শ্রেণী বৈশ্য ঊরু হইতে জন্ম, তাহার হেতু তাঁহারদের ধর্ম্ম পূজাও যজ্ঞাদির জ্ঞানাভ্যাস দান এবং যজ্ঞ করিবেন, ও অধ্যয়ন, উপজীবিকা পশু পালন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন দেওন, আর কৃষি। চতুর্থ শ্রেণী শূদ্র, চরণ হইতে জন্ম, তাহার হেতু তাহারদের ধর্ম্ম এই যে উপরি উক্ত বর্ণত্রয়ের গুণেতে দোষারোপণ ত্যাগ পূর্ব্বক শুশ্রূষা রূপ কর্ম্ম, উপজীবিকা তদ্দ্বারা যে বেতন প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে দেহ রক্ষা। ব্রাহ্মণ যদি স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা দেহ রক্ষা করিতে না পারেন অর্থাৎ বেদ বিদ্যাদি না জন্মে তবে ক্ষত্রিয় ব্যবসায় অর্থাৎ অস্ত্র ধারণ করিবেন, তাহাতে অপারক অর্থাৎ সাহসাদি গুণযুক্ত যুদ্ধ বিদ্যা হীন হইলে বৈশ্য ব্যবসায়, তন্মধ্যে পশু পালন এবং বাণিজ্য প্রথম, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বাণিজ্যে অনেক দ্রব্যের নিষেধ প্রযুক্ত তদ্দ্বারা নির্ব্বাহের ব্যাঘাত জন্মিলে অবশেষে কৃষি করিবেন। ক্ষত্রিয় স্বীয় ব্যবসায়ে অশক্ত হইলে বৈশ্য ব্যবহার, আর বৈশ্য আপন কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য হইলে সুতরাং শূদ্রকর্ম্ম বেতন ভুক্ হইবেন, শূদ্র যদি সদ্ব্যবসায়ে জীবিকোপার্জন

না করিতে পারেন তবে শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ চিত্র ও সূচী কর্ম্ম ইত্যাদি করিবেন। এই ব্যবস্থাক্রমে সত্য যুগ যাপন হইয়াছিল।

মনুষ্যের ধর্ম্ম সত্য যুগে এক প্রকার হয়, এবং যুগ হ্রাসের অনুসারে ত্রেতা যুগে অন্য প্রকার, দ্বাপর যুগে অপর প্রকার, কলি যুগে আর প্রকার হয়। সত্য যুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, অর্থাৎ তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান, ধর্ম্ম পরিপূর্ণ এবং সত্যও পরিপূর্ণ, আর অধর্ম্মের দ্বারা ধনোপার্জ্জন ছিল না. সত্য ভিন্ন তিন যুগে অধর্ম্মের দ্বারা ধন এবং বিদ্যাদির উপার্জ্জন হেতুক ধর্ম্ম ক্রমশ পাদ২ হীন হওত আর ধন বিদ্যাদির দ্বারা উপার্জ্জিত ধর্ম্মেরও চৌর্য্য মিথ্যা ছল দ্বারা পাদ২ হানি হয়। সত্য যুগে মনুষ্য সকল অরোগী ছিলেন এবং তাঁহারদের সকল কামনা সিদ্ধ হইত আর তাঁহারা চারি শত বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট ছিলেন, ত্রেতাদি যুগে পরমায়ুর পাদ২ হ্রাস হয় অর্থাৎ ত্রেতায় তিন শত, দ্বাপরে দুই আর কলিতে এক শত বৎসর হয়। সত্য যুগে বেদোক্ত পরমায়ু এবং কাম্য কর্ম্মের ফল বিষয়ক প্রার্থনা, আর শরীরিদিগের শাপ অনুগ্রহ প্রভৃতি ক্ষমতা যুগানুসারে ফলজনক হইয়া আসিতেছে। সত্য যুগে তপস্যাকে ত্রেতা যুগে জ্ঞানানুষ্ঠানকে দ্বাপর যুগে যজ্ঞকে আর কলি যুগে দানকে প্রধান কহেন। সত্য যুগে অন্যান্য যুগের ন্যায় কোন নিয়মই ছিল না তদর্থে এক ইতিহাস যাহা ভারতে প্রচার,

উদ্দালক নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র এক স্থানে বসিয়াছিলেন ইতিমধ্যে একব্রাহ্মণ আসিয়া উক্তস্ত্রীর নিকট শৃঙ্গার যাচ্ঞা করিবাতে উভয়ে গোপন স্থানে গেল, ইহা দেখিয়া শ্বেতকেতু নামে ঐ ব্রাহ্মণের পুত্র এব্যবহার নিন্দিত বলিয়া নিয়ম স্থাপিত করাইলেন যে অদ্যাবধি এপ্রথা উঠিয়া গিয়া পর স্ত্রী গমনে নিষেধ হয়। সত্য যুগে অধর্ম্ম না থাকাতে রাজার প্রয়োজন ছিল না দেবতা ব্রাহ্মণ এবং ঋষি ইহাঁরাই রাজা ছিলেন। ত্রেতা যুগের প্রথম যখন কিঞ্চিৎ অধর্ম্মের সঞ্চার হইল তখন রাজা এবং কর্ম্মাকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দণ্ড করণ বিধান হেতুক বিচার পতির আবশ্যক হইল।

বেণ রাজার উপাখ্যান।

বৈরুজা নামক এক ক্ষত্রিয় প্রথম রাজ সিংহাসনে উপ বিষ্ট হইয়া শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প কাল এই কর্ম্ম করিয়া শান্তি রস প্রাপ্ত হওত তপস্যার্থ বন গমন করিলেন, তস্য পুত্র কীর্ত্তিমান্ রাজা হইলেন ইনিও পিতার ন্যায় কিছু কালের পর তপস্যার্থ বন গমন করিলেন, তস্য পুত্র কর্দ্দম রাজা হইলেন, তস্য পুত্র অনঙ্গ, তস্য পুত্র নীতিমান্, তস্য পুত্র বেণ, ইনি যুবা কালেই অধার্ম্মিকতাচরণ আরম্ভ করিবাতে তৎপিতা অনেক প্রকার হিতোপদেশ কহিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি সবিশেষ না হওয়াতে

নীতিমান্ বিরক্ত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করত বন গমন করিলেন, বেণ শাসন কর্ত্তা হইয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং প্রজাদিগকেও ঐ রূপ অন্যায়াচরণ করিতে প্রবৃত্তি দিলেন, এইরূপে দেশ অরাজকের ন্যায় হইল, কে কোন্ জাতির স্ত্রী হরণ করে তাহার কোন বিচার না থাকাপ্রযুক্ত অধর্ম্মের বাহুল্য, ভূরি২ বর্ণ সঙ্কর জন্মিল, তদ্বিশেষ।

জাতি মালা।

প্রথম শ্রেণী।

বৈশ্য এবং শূদ্রাতে সন্তানোৎপত্তি হইল তাহারদের আখ্যা করণ, কায়স্থ তিলি এবং তাম্বূলি। ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, বৈদ্য গন্ধি, কঙ্কার এবং শঙ্খ বণিক্। ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রাতে টকরি, নাপিত, এবং মোদক। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়াতে কুম্ভকার, তন্ত্রবায়, কর্ম্মকার এবং দন্ত। বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়াতে মাগদেব ও কূপ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাতে বারুই। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণীতে সূত ও মালাকর।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

করণ ও বৈশ্যাতে সূত্রধর ও রজক। অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যাতে স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিক্। কূপ ও বৈশ্যাতে তৈলকার ও আভীর। কূপ ও শূদ্রাতে ধীবর ও শুণ্ডক। মালাকর

ও শূদ্রাতে নট ও সবক। মাগদেব ও শূদ্রাতে শীকর ও জালিক।

তৃতীয় শ্রেণী।

স্বর্ণকার ও অম্বষ্ঠীতে মলকরণী। সুবর্ণ বণিক্ ও বৈশ্যাতে কুরুবে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল। আভীর ও কূপনীতে বৰুড। আভীর ও বৈশ্যাতে চর্ম্মকার, টকে, এবং বাদক। রজক ও বৈশ্যাতে পাটনি। কলু ও বৈশ্যাতে দোলাবাই ও দোলা। ধীরব ও শূদ্রাতে মল।

চতুর্থ অথবা মধ্যম শ্রেণী।

দেউল ও বৈশ্যাতে গঙ্গ, বাধক, পুলন্দ, পুক্বস, খস, যবন, শুক, এবং ম্লেচ্ছ।

এই সমস্ত জারজ জন্মিয়া তাহারা কোনো ধর্ম্ম মানেনা সর্ব্বদা তুষ্ক্রিয়ায় প্রবর্ত্ত হওয়াতে রাজ্যের অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল এই সংবাদ ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়া বেণ রাজাকে নিপাত করিলেন।

পৃথু ইনি বেণ রাজার পুত্র পিতৃ মরণান্তে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, ইনি শিশু কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও পরাক্রমি হেতুক দেশে অবিচার হইতে দেন নাই তথাচ কোষবৃদ্ধি ও প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রচুর শস্যাদি না হওয়াতে দেশের অমঙ্গল দেখিয়া রাজা পুনরায় দ্বিজ গণকে আহ্বান

করিয়া এই সমস্ত অশুভ ঘটনার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন যে যদিস্যাৎ কিঞ্চিৎ অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে বটে কিন্তু অধিক নহে ইহাতে রাজ্য মধ্যে বহুতর বর্ণসঙ্কর জন্মিয়া নানা প্রকার অহিতাচার অধর্ম্ম করিতেছে তাহাতেই অমঙ্গল ঘটিতেছে, ইহা শুনিয়া মহারাজ কহিলেন তবে কি কর্ত্তব্য সমুদয় বর্ণ সঙ্করকে বধ করা যাউক, এ প্রশ্নের বিচার ব্রাহ্মণেরা কিঞ্চিৎ কাল করিয়া সর্ব্ব সম্মতিতে ঐক্য হইয়া রাজাকে কহিলেন যেপ্রজা বিনাশ করা রাজধর্ম্ম নহে, অতএব উচিত বর্ণসঙ্কর গণকে তাহার দিগের জন্ম এবং চরিত্র বিবেচনা করিয়া উচ্চনীচ শ্রেণীবদ্ধ এবং বিশেষ২ ব্যবসায়ে বিভক্ত করেন তাহার অন্যথাকারি এবং কুকর্ম্ম কারির দণ্ডবিধান হউক, মহারাজ সমুদয় বর্ণসঙ্কর দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার দিগের এরূপ দুরবস্থা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ নাই এবং দেহ অপরিষ্কার কিজন্যে ? তাহাতে বর্ণসঙ্করেরা উত্তর করিলেক যে সে কি তাহারা বিলক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্যে আছে এবং তাহারা সকলে ব্রহ্মার সন্তান, রাজা অন্ধ এজন্য বিপরীত দৃষ্টি হইতেছে, এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্কর গণকে বন্ধন করিয়া প্রহারাজ্ঞা দিলেন, সেই রূপ হওয়াতে তাহারা সকলে পদাবনত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেক, এবং কহিলেক মহারাজ যেমত আজ্ঞা করিবেন তাহাই তাহারা [illegible] ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ

করিয়া সঙ্করদিগকে পশ্চাল্লিখিত ব্যবসায়ে এবং স্থানে নিয়োগ করিলেন।

করণ ও কায়স্থকে রাজসভায় লেখক করিলেন, বৈদ্যকে চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত করিলেন, গন্ধবণিককে ঔষধ বিক্রয় করিতে কহিলেন, কঙ্কারকে কাংস্যপাত্র নির্ম্মাণ করিতে, শঙ্খবণিককে অলঙ্কার বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে, টৌকরিকে যুদ্ধ করিতে, নাপিতকে ক্ষৌর করিতে, মোদককে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে, কুম্ভকারকে মৃন্ময় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে, মাগদেবকে প্রথম যুদ্ধ করিতে কহেন কিন্তু পরে অশক্ত দেখিয়া তৎসম্বন্ধীয় অর্থাৎ রাজকীয় এবং দেশীয় নানাপ্রকার সংবাদ প্রচার করিতে, কূপকে অঙ্কবিদ্যা কিতাবৎ ব্যবসায় করিতে, বারুইকে তাম্বূলের কৃষি করিতে, সূতকে অশ্ব প্রতিপালন করিতে, মালাকরকে পুষ্পোদ্যান এবং পুষ্পমালা গ্রন্থন করিয়া বিক্রয় করিতে, তেলিকে গুবাকাদি বিক্রয় করিতে, তাম্বূলিকে তাম্বূল বিক্রয় করিতে, সূত্রধরকে কাষ্ঠময় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে, রজককে সূচীকর্ম্ম করিতে, স্বর্ণকারকে স্বর্ণাদি অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে, সুবর্ণ বণিককে মুদ্রা এবং স্বর্ণপরীক্ষা করিতে, তৈলকারকে তৈল যন্ত্র নির্ব্বাহ করিতে, ধীবরকে মৎস্য ধরিতে, নটকে নর্ত্তক নর্ত্তকী হইতে, চণ্ডালকে কুক্কুর এবং গর্দ্দভ প্রতিপালন করিতেও নগরবাহির বাস অস্বামিক মৃতদেহ নদ্যাদিতে নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক মৃতের বস্ত্রাদি লইতে এবং বিচারালয়ে নিযুক্ত

থাকিয়া দোষি ব্যক্তির মস্তক ছেদনাদি দণ্ডপ্রদান করিতে নিযুক্ত করিলেন,। চর্ম্মকারকে চর্ম্মময় পাদুকাদি নির্ম্মাণ করিতে, বাদককে নগরে এবং সৈন্যমধ্যে ঢক্কাদি চর্ম্মযন্ত্র বাজাইতে, পুক্কশকে রাজসম্বন্ধীয় উদ্যানস্থ ব্যাঘ্র ও ভল্লূক প্রভৃতি বন্যপশু প্রতিপালন করিতে নিযুক্ত করিলেন, যবন এবং ম্লেচ্ছ দিগকে অভোজ্য ভোজি স্বেচ্ছাচারি দৃষ্টে নাভি বর্ষের পশ্চিম এবং উত্তরাংশ যাহা তৎকালে বনময় স্থান ছিল তাহাতে বাস করিতে আজ্ঞা দিলেন, অনুমান হয় তদর্থ অত্যল্প রাজকর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবেক।

এই সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর মহারাজ ব্রাহ্মণ গণকে কহিলেন যে পূর্ব্ব প্রজা সমস্ত চারি জাতিতে বিভক্ত এবং সচ্চরিত্র ছিল, এইক্ষণে নানাশ্রেণী ও নানা আচার বিশিষ্ট এবং ব্যবহার অসৎ সর্ব্বদা চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়াবান্ দেখা যায়, অতএব এতদ্রূপ প্রজা শাসনের নিয়ম বিশেষ বেদমতে রচনা এবং তাহা সচল থাকিবার রীতি প্রস্তুত করুন।

তাহাতে সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে কয়েকজন ছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক২ গ্রন্থ রচনা করিলেন তজ্জন্য সংখ্যায় কয়েক খান হইল এবং পরস্পর মতের অনৈক্য কোন২ স্থানে হইল কিন্তু সকলেই বেদাভিপ্রায়জ্ঞ হেতুক চরম সিদ্ধান্ত ঐক্য, ফল কথা ব্যবহার কালে দেশ কাল পাত্রানুসার বিবেচনা বিচার কর্ত্তার অধীন হইয়াছিল। সেই প্রত্যেক গ্রন্থের সমুদায় ব্যাখ্যা এস্থলে অনুবাদ করিতে অতি

বাহুল্য হয়, তাবতের মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপ করিলেও অল্প নহে, কিন্তু প্রয়োজন অধুনা অল্প, বিশেষত এদেশে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন যেহেতু সে সমস্ত গ্রন্থ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভিন্নং দেশীয় নিয়মের সহিত মেলন পুরঃসর ইংরাজী ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণেওয়ালিস যে আইন প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই অধুনা এদেশে প্রচলিত, প্রাচীন মত রূপান্তর, কিন্তু ইহকালের অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল কহেন যে প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের কোন সুনিয়ম ছিল না, যে কিছু ইংরাজেরাই করিয়াছেন, তাঁহারদিগের এই ভ্রম দূর করণার্থ উক্ত নিয়মের অনুবাদ যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব, তদ্দ্বারা অবধারিত হইবেক যে পূর্ব্বে হিন্দু রাজারদিগের শাসনকালে আধুনিক চলিত আইন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আইন সমস্ত ছিল, তবে ইহকালের লোকের চরিত্র বিজাতীয় ব্যতিক্রম হেতুক প্রাচীন নিয়মের কোনং অংশ ফলদায়ক হয় না, এবং ইহকালের রাজা এবং প্রজা উভয়েরি মনোনীত নহে কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে যবন এবং খ্রীষ্টিয়ান রাজার অধিকার কালের পূর্ব্ব এদেশের লোক এতাদৃশ ধূর্ত্ততা জানিত না।

পূর্ব্ব হিন্দু রাজারদিগের রাজ্যরক্ষার সাধারণ নীতি।

প্রজা সমস্ত রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবেন, রাজা

যদি শিশু হন তথাপি সিংহাসনস্থ মান্য, কোন ব্যক্তি রাজাকে হেয়জ্ঞান করে তাহার সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক প্রাণ দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত, রাজা যখন সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট থাকিবেন, তখন তাঁহার মস্তকোপরি ময়ূরাদি পুচ্ছ নির্ম্মিত রাজচ্ছত্র শোভিত থাকিবেক। রাজা এমন ভয়ানক অবস্থাতে অবস্থিতি করিবেন যে তৎসমীপে শত্রু প্রভৃতি কোন ব্যক্তির সহসা উপস্থিত হইতে শঙ্কা জন্মে। রাজসভায় সাত কিম্বা আট জন রাজমন্ত্রী নিযুক্ত থাকিবে, সে সকল মন্ত্রির চরিত্র উত্তম, সদ্বংশ জাত, বিদ্বান এবং রাজকর্ম্মজ্ঞ হয়। রাজসভায় কতকগুলি লেখক নিযুক্ত থাকিবে, তাহারদিগেরো উত্তম চরিত্র, বুদ্ধিমান্, স্মারক, সদ্বক্তা, অক্রোধী, নানা শাস্ত্রদর্শী, এবং উত্তম পরিচ্ছেদ যুক্ত হইবে। রাজসভায় নানাপ্রকার লোক উপস্থিত থাকিবে, অর্থাৎ গায়ক, নর্ত্তকী বাদ্যকর, বলবান্ মল্ল, ভাঁড়, মস্করা, তোসামোদনকারী, ইত্যাদি। রাজা স্বয়ং সচ্চরিত্র, ক্ষান্তিযুক্ত, মিষ্টভাষী, প্রতিপালক, ধীর, রাগদ্বেষ শূন্য, বহু সহিষ্ণু হইবেন, মাদক দ্রব্য পান, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে বাস, বিনা প্রয়োজনে ইতস্তত গমন, দিবা নিদ্রা, পাশকাদি ক্রীড়া, সর্ব্বদা নৃত্যগীত শ্রবণেক্ষণ, স্বয়ং নৃত্যগীত করিবেন না, ক্রূরতা এবং অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন। রাজা রাত্রি চতুর্থ দণ্ডাবস্থিতে শয্যা হইতেগাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য শৌচ স্নান আহ্নিক দেবতা ব্রাহ্মণকে প্রণাম, পরে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া মুকুটাদি উত্তম পরি

চ্ছেদে সুসজ্জীভূত হইয়া দিবা চারিদণ্ড সময়ে সিংহাসনারূঢ় হইয়া আদৌ পাত্র মিত্র সভাসদ্গণকে যথাযোগ্য সম্বোধনানন্তর দূত গণকে আহ্বান করিবেন, তাহারা যে সমস্ত বিষয় উপস্থিত করে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া যথা শাস্ত্র বিহিতাজ্ঞা প্রদান করিবেন, এইরূপে দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিলে সভাভঙ্গ হইবেক। রাজা কখন এমন কহিবেন না যে অমুক ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য ও অপর ব্যক্তি কর্ম্মিষ্ঠ, রাজা সর্ব্বদা দীন দরিদ্র উপায়হীন ঈশ্বর পরায়ণ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মিষ্টবাক্যের সহিত দান করিবেন। শরণাগতকে প্রাণপণে রক্ষা করিবেন, প্রজাকে পুত্র বাৎসল্যে প্রতিপালন করিবেন।

রাজা যেস্থানে বাস করিবেন সেস্থান দুর্গ বেষ্টিত করিবেন, তাহার প্রকার এই যে নিম্ন তেপান্তর মধ্যে উচ্চ স্থানে মৃন্ময় দৃঢ় ও উচ্চ এবং প্রশস্ত প্রাচীর, যাহার উপর সশস্ত্র এবং নানাপ্রকার সৈন্য অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে এবং তাহার স্থানেং ব্যূহ অর্থাৎ মুরচা ও বুরুজ থাকিবে, সেই প্রাচীরের বাহির চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত শুষ্ক খাদ থাকিবে, তাহা এমন কৌশল বিশিষ্ট কোন প্রবল নদীর সহিত সংযোগ থাকিবে যে যখন ইচ্ছা হয় তখন জলে পরিপূর্ণ করিতে পারাযায়। দুর্গ মধ্যে কতকগুলি অশ্বারোহি এবং পদাতিক নানা অস্ত্রধারি সৈন্য নিয়ত নিযুক্ত করিবেন, সৈন্য মধ্যে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র থাকিবে এবং সৈন্যদিগের চিকিৎসার্থ

ভেষজালয় চিকিৎসালয় এবং বৈদ্য নিযুক্ত থাকিবে, নানা যন্ত্রধারি বাদ্যকর থাকিবে, নানা পশু, শকট, সঞ্চিত ধন, খাদ্য দ্রব্য, তৃণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যেতে দুর্গ পরিপূর্ণ থাকিবে, দুর্গমধ্যে প্রশস্ত ভূমি এবং তাহাতে নানাপ্রকার বৃহদ্ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষ, জলাশয়, কূপ, দেবালয়, উচ্চপতাকা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, চিত্রকর, কর্ম্মকার. শূদ্র, সূত্রধর. চর্ম্মকার প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ম্মিলোক থাকিবে, ফলকথা দুর্গ সর্ব্বদা এমন সুসজ্জীভূত রাখিবেন যে কোন সময়ে কোন বস্তুর নিমিত্ত বাহিরে অন্বেষণ করিতে না আসিতে হয়।

শস্যের গোলা, অশ্বশালা, হস্তিশালা, সৈন্যদিগের আবাস স্থান, চিকিৎসালয়, ভেষজালয়, সংগ্রামকালের পরিচ্ছেদ, এবং অস্ত্র, রাজা স্বীয় ব্যয় দ্বারা সৈন্যদিগকে নিয়ত যোগাই বেন, সৈন্যদিগের চিকিৎসার্থ তিন প্রকার সুপণ্ডিত বৈদ্য নিযুক্ত থাকিবে, অর্থাৎ ভিষক, ব্যবচ্ছেদক, এবং মন্ত্রকার, * রাজা কতকগুলি বিদ্বান্ এবং মহল্লোককে অন্যান্য পরাক্রান্ত রাজাদিগের সহিত মিত্রতাস্থৈর্য্য রাখিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিবেন। কোন রাজা বলবান্

* হিন্দুমতানুযায়ি পূর্ব্বতন ব্যবচ্ছেদাদি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়ে অধুনা ইংরাজ প্রভৃতি অনেকের এমত ভ্রান্তি আছে যে হিন্দুদিগের চিকিৎসার কোন সুধারা ছিল না তাঁহারদিগের হৃদ্বোধার্থে ডাং টি এ ওয়াইজ সাহেবের সংগৃহীত হিন্দু জাতির প্রথানুযায়ি চিকিৎসার ব্যাখ্যা নামক এক পুস্তক যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু

কিম্বা দুর্ব্বল অথবা সমান হউক শত্রু হইয়া যুদ্ধার্থে আগত হইলে সাহসিক হইয়া সম্পূর্ণ ক্ষমতার সহিত প্রাণপণে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন কিন্তু হঠাৎ আগত মাত্র যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবেন না আদৌ সন্ধির সন্ধান করিবেন তাহাতে বরং কিঞ্চিৎ ধন ব্যয় করিয়া মেলনের চেষ্টাও করিবেন, তাহার প্রকার অনেক অর্থাৎ বিপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতির নিকট গোপনে দূত প্রেরণ করিয়া উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা কৌশল ক্রমে তন্মধ্যে আত্ম বিচ্ছেদ করাইবার উদ্যোগ ইত্যাদি নানা কৌশলের পর শত্রু যদি আপন হইতে অত্যন্ত পরাক্রান্ত না হয় তবে অস্ত্র ধারণ করিবেন, কিন্তু যুদ্ধ প্রতারণা রূপে নিষেধ, অর্থাৎ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ করিবেন, বিষাক্ত এবং অগ্ন্যস্ত্র

চিকিৎসা বিদ্যার কিয়দংশ আছে সে গ্রন্থ দৃষ্টি করিলে তাহারদিগের সে ভ্রম উপশম হইতে পারিবেক তবে অধুনা উত্তম চিকিৎসক পাওয়া যায় না তাহার হেতু উক্ত সাহেব উক্ত গ্রন্থে তাহার আরম্ভক বক্তৃতায় লিখিয়াছেন যে এদেশের চিকিৎসার দুরবস্থার মূল যবনেরা আপনারদিগের শাস্ত্র সচল করিবার জন্য হানি করিয়াছিল তাহাতেই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যয় বাহু । প্রযুক্ত অকৃত্রিম ঔষধ আহরণ কঠিন ও দ্রব্যের অনুসন্ধান হ্রাস হওয়াতে যথার্থ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অপকৃষ্ট দ্রব্য চলিত হইয়াছে নতুবা এদেশে সেবিষয়ে সুনীতি ঘটিত চিকিৎসা অতি সুচারু রূপে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

নিঃক্ষেপ করিবেন না,* রণস্থলে নপুংসক আসিতে দিবেন না এবং নপুংসক প্রতি ও কাতর প্রতি আর যে ব্যক্তির পলাইবার উপায় নাই এবং বসিয়া আছে, যে ব্যক্তি বলে আমি তোমারদিগের হইলাম, নিদ্রিত, উলঙ্গ, যুদ্ধে ব্রতী যে নহে কেবল কৌতুক দেখিতে আসিয়াছে, অন্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছে, যে ব্যক্তি ভগ্নাস্ত্র, আঘাতী, ভীত এবং পলায়ন করিতেছে এই সকল প্রকার ব্যক্তি রণস্থলে ধর্ম্ম্য যুদ্ধে অবধ্য। রাজা যুদ্ধকালে অরিপক্ষের সংবাদ মুহুর্মুহু প্রাপণের নিমিত্ত এবং আপন পক্ষের সৈন্যেরা কোন্‌দিগে কোন্ ব্যক্তি কি ব্যবহার করিতেছে তাহার সন্ধান লইবার জন্যে বহুবিধ দূত নিযুক্ত রাখিবেন। রণস্থলে কোন ব্যক্তি পশু খাদ্য বস্ত্র ছত্র ইত্যাদি আনয়ন করে সে দ্রব্য তাহারি, মূল্য দিলে রাজার হয়। যখন কোন ভিন্ন রাজার উপর আক্রমণ করিবেন তখন রাজা দেখিবেন যে তাঁহার বহুসৈন্য যুদ্ধাস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ, সৈন্য এবং মন্ত্রিদিগের

---

* অগ্ন্যস্ত্র নিষেধের কারণ অনুমান হয় তৎকালে হিন্দু রাজা দিগের কৌশল বিশিষ্ট অগ্ন্যস্ত্র অতি ভয়ানক ছিল, নিঃক্ষিপ্ত হইলে মহা প্রলয় উপস্থিত হইত, তাহার প্রমাণ যে ব্যক্তি পুরাণের বাক্যে অবিশ্বাস করে, তাহার হৃদ্বোধার্থ সেকন্দর শাহার উক্তি, যখন তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তাহা হিষ্টোরি আবগ্রীসে প্রচার আছে, এ পুস্তকেও সে বার্ত্তা পশ্চাৎ উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ হইবেক। কিন্তু সে কালেও লোক শাস্ত্রমত আচরণ সম্যক্ প্রকার করিতে পারিতেন না এমত বোধ হয় যেহেতু ইতিহাসে দৃষ্ট হয় অগ্ন্যস্ত্র ব্যবহার এবং রণস্থলে ছল কল কৌশল সর্ব্বদাই হইত।

মনঃসন্তোষ আছে এমন সময়ে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবেন যদি সৈন্য এবং মন্ত্রি দগের মনোমালিন্য থাকে তবে ধন এবং সাহস প্রদান করিবেন, সমরকালে সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নানাপ্রকার আহ্লাদ জনক ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রচার করিবেন যখন দেখিবেন শত্রু সম্পূর্ণরূপ প্রস্তুত হইতে পারে নাই, কিম্বা তাহারদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব উপস্থিত আছে এমত কালে আক্রমণ করিলে শীঘ্র জয়ী হইতে পারেন, যখন দেখিবেন শত্রুপক্ষে বহুসেনা এবং অতি ভয়ানক রূপে আক্রমণ করিয়াছে, তখন আপন সৈন্য দুই অংশ করিয়া দুই দিগ হইতে ছেদনাদি করিতে থাকিবে। শত্রু যদি যুদ্ধ করিতে২ পশ্চাৎগামী হয় যাহা পলায়ন জ্ঞান হয় তখন জয়ী হইলাম মনে করিয়া হঠাৎ তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবেন না পরে বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন। যখন রাজা শিবিরস্থ থাকিবেন তখন সেই শিবিরের চতুর্দ্দিগে কিঞ্চিৎ২ দূরে একং জন অস্ত্রধারি ব্যক্তিকে প্রহরি শ্রেণীপূর্ব্বক অহরহ নিযুক্ত রাখিবেন, সেই প্রহরী কোন কিছু দেখিতে পাইলে অতি শীঘ্র শিবিরে সংবাদ জানাইতে পারে এমন উদ্যোগ রাখিবেন, যেদিগ হইতে শত্রু অগ্রসর হইতেছে সেই অভিমুখে নানা সৈন্যদ্বারা ব্যূহ রচনা পুরঃসর প্রস্তুত হইবেক, ব্যূহ নানা প্রকার হয়, তাহার সাধারণ প্রথা অশ্বারোহি উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রাখা, সম্মুখে গজারোহী. তাহার পশ্চাৎ অগ্ন্যস্ত্র ও ধানুষ্ক এবং কুঠারধারী পদাতিক সৈন্য থাকিবে

মধ্যস্থলে বাদ্যকর প্রভৃতি আর২ পারিষদ যাহারা যোদ্ধা নহে কেবল সকলের পশ্চাৎ থাকিয়া অস্ত্রাদি যোগাইতে পারে তাহারা থাকিবে। শিবিরও দুর্গন্যায় নানা প্রকার দ্রব্য এবং মনুষ্য প্রভৃতিতে সুসজ্জীভূত হইবে। শত্রুর নিকট পরাজিত হইলে এক সুবিচারক এবং নির্ব্বিরোধির সহায়তা প্রার্থনা করিবেন, রাজা এমন সাবধান থাকিবেন যে তাঁহার দৌর্ব্বল্য কেহ জানিতে না পারে এবং এমন সুচতুর লোক চর নিযুক্ত রাখিবেন যে তাহারা অন্যের বলাবল জানিয়া রাজাকে সংবাদ জানাইতে পারে, আপদ উপস্থিত হইলে ভীত ও সমরে আত্মীয় মরণে শোকাকুল এবং কোন কর্ম্মে ব্যগ্র হইবেন না, যখন গুরুতর বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন তখন অট্টালিকার উপর ছাদে নির্জ্জনে করিবেন, সমরকালে পর্ব্বত শিখরে তেপান্তরে করিবেন, গোপনীয় স্থানে করিবেন না এবং যে স্থানে কোন পক্ষী থাকে যাহারা মনুষ্যের ভাষা অভ্যাস করিতে পারে সে স্থানে করিবেন না, কৃশ, দুর্ব্বল, অতিবৃদ্ধ রোগী, স্ত্রীলোক, আর ঈশ্বর নিষ্ঠ যে নহে এমত ব্যক্তির সহিত রাজা মন্ত্রণা করিবেন না, রাজা কতকগুলি সতর্ক ভৃত্য নিযুক্ত রাখিবেন তাহারদিগের কর্ম্ম এই হইবে যে মন্ত্রিবর্গ বেশ্যালয়ে গমন, বা ভোজন, সম্পর্ক, মদ্যপান, ইত্যাদি কুকর্ম্ম যদি করে তবে সে সংবাদ রাজাকে জানায়, এই শ্লোক দ্বারা অধিকন্তু ইহা বুঝাইল যে এতাদৃশ দুষ্কর্ম্মি ব্যক্তি রাজমন্ত্রির অযোগ্য।

এক রাজা যখন কোন ভিন্নদেশ জয় করিবেন, তখন আদৌ সদেশের লোক যে দেবতার অর্চনা করে তাঁহার পূজা করিবেন. দীন দরিদ্র উপায় হীনকে দান, ভদ্রলোককে সম্মান. প্রজাকে স্নেহ, এবং সেই দেশে পুরুষানুক্রমে যে রাজা তাঁহার উত্তরাধিকারী কিম্বা তদ্বংশীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহকে সেই দেশ শাসন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। এক মহা রাজার অধীনে যত দেশ থাকিবে তাহার প্রত্যেক নগরে এক বা ততোধিক স্থানবিশেষে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন, তদ্রূপ দুই শাসনকারির উপর একজন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিবেন, তদ্রূপ তিনজন তত্ত্বাবধারকের উপর এক প্রধান তত্ত্বাবধারক,এইক্রমে পাঁচ দশ বিংশতি শত এবংসহস্র বিষয় বিশেষে নিয়োজন করিবেন,উপরিউক্ত বিচারপতি ও তত্ত্বাব ধারক প্রভৃতিরা যে সমস্ত বিচারাদি কর্ম্ম করিবেন, এবং নগরমধ্যে যে কোন শুভাশুভ ঘটনা হইলে তাহার সমুদয় সংবাদ ক্রমশ অবশেষে বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি সমীপে শীঘ্র উপ স্থিত যাহাতে হয় এমত নিয়ম থাকিবে। বৎসরের প্রথম চারি মাস প্রজা হইতে রাজা কর লইবেন না, ভূম্যাদি কর্ষণানন্তর শস্যোৎপত্তি আরম্ভ হইলে অপর আটমাস রাজস্ব আদায় করিবেন। দেশের মধ্যে বহুবিধ চর নিযুক্ত রাখিয়া রাজা সংবাদ লইবেন যে কোন্ গ্রামে কোন্ প্রজা কি কর্ম্ম দ্বারা কালযাপন করে, এবং প্রজার সংখ্যা কত। রাজা ভদ্রলোকের উপর উৎপাত করিবেন না, হিংসাবশত ছলদ্বারা কোন ব্যক্তিকে বধ করিবেন না, প্রজার ধন হরণ করিবেন না,

গালি দিবেন না, নগর মধ্যে চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে দিবসে প্রজাকে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতে দিবেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ আর কর্ম্মকার প্রভৃতিকে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিবেন না, তৎসম্বন্ধে সাবধান থাকিবার উপায় করিয়া দিবেন। * নগর মধ্যে রাজা স্থানে২ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবেন, রাজবাটী এবং নগরের অট্টালিকাদি উপলেপন দ্বারা সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট করিবেন কাষ্ঠ এবং তৃণরাশি নগরমধ্যে থাকিতে দিবেন না, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি নগরের প্রান্তভাগে হইবে। নগরের জঞ্জাল এবং ভগ্ন অট্টালিকার রাবিস গর্দ্দভাদি দ্বারা স্থানান্তরে নিঃক্ষিপ্ত হইবেক, নগর সর্ব্বদা পরিষ্কার এবং রাজপথ প্রশস্ত হইবে। ভদ্রাভদ্র বিবেচনা শূন্য, নপুংসক, মদ্যপানে মত্ত ইত্যাদি কুব্যক্তিকে নগর বহিষ্কৃত করিবেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ব্রাহ্মণকে মান্য করিবে। যেং জাতির যেং ব্যবসায় পূর্ব্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহার অন্যথাকারি ব্যক্তিকে রাজা ধৃত করাইয়া সমীপে উপস্থিত করত তর্জ্জন করিবেন। যদি ব্রাহ্মণ সন্তান গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ পায় তবে রাজা তাহার কোন উপায় করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি রাজকার্য্যে বহুকাল নিযুক্ত ছিল সে যদি বার্দ্ধক্য অথবা রোগে কর্ম্মাক্ষম হয় তবে রাজা

* এনিয়মের কারণ অনুমান হয় পাশ্চাত্য দেশে উক্ত দুইমাস সমস্ত দিন প্রচণ্ড বায়ু বহিয়া থাকে, জল বিন্দুপাত হয়না এবং গৃহাদি অনেক তৃণ নির্ম্মিত ঘর সুতরাং অগ্নিভয় সম্ভাবনা।

তাহার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিবেন। নগরমধ্যে রাজ সম্বন্ধীয় চিকিৎসালয় ভেষজালয় এবং বহুবিধ চিকিৎসক অর্থাৎ ভিষক ব্যবচ্ছেদক, এবং মন্ত্রকার নিযুক্ত থাকিবে। কোন প্রজার ভবনে চুরি কিম্বা দস্যুতা হইলে রাজা সে চোর ধরিয়া অপহৃত দ্রব্য প্রজাকে প্রত্যর্পণ করাইবেন যদি তাচ্ছীল্যক্রমে তাহা না করেন তবে রাজকোষ হইতে প্রজার ক্ষতি পূরণ হইবেক। প্রজার স্থানে রাজা অন্যায় রাজস্ব লইবেন না. দেশ রক্ষার্থ ব্যয়োপযোগি স্থির করিয়া রাজ কর নির্দ্ধারিত করিবেন, সেই ন্যায্য এবং নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রজাস্থানে যেপ্রকারে হয় রাজা অবশ্য লইবেন। রাজা যাগাদি করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণা এবং দ্রব্যের মূল্য যথার্থ অবশ্য দিবেন. কোন ব্রতাদি করিতে রাজা যে ধনব্যয় পণ করিবেন তাহা হইতে পুনঃ গ্রহণ করিবেন না, যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহ দেশ মধ্যে লুণ্ঠন প্রভৃতি বিদ্রোহাচরণ করে, তাহারদিগকে যে রাজা ধৃত করিয়া প্রতিফল না দিয়া প্রজাস্থানে রাজস্ব গ্রহণ করেন তিনি নরকগামী হন।

প্রাচীন হিন্দুরাজদিগের দায় ব্যবহারের নিয়ম।

নগর মধ্যে কতকগুলি পদাতিক নিযুক্ত রাখিবেন তাহারদের কর্ম্ম প্রজার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করে তাহাকে

ধৃত করিয়া বিচারপতি সমীপে উপস্থিত করিবেক, বিচারপতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া সাক্ষ্য দ্বারা দোষ সপ্রমাণ করত দোষিব্যক্তির যথাশাস্ত্র দণ্ড করিবেন দোষ সাব্যস্থ হওনের পূর্ব্বে বিচারপতি ধৃত ব্যক্তিকে তর্জ্জন বা ভৎর্সনা করিবেন না, যেপর্যান্ত অভিযোগ উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত রাজা অথবা বিচারপতি স্বয়ং কোন ব্যক্তিকে বিচারাধীন করিতে পারিবেন না, দোষী বা নির্দ্দোষী প্রকৃত প্রভেদ না করিয়া কাহারো স্থানে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দণ্ড গ্রহণ করিবেন না এবং শাস্তি দিবেন না, বিচারপতি কোন প্রজার স্থানে কোন প্রকার উৎকোচ বা উপঢৌকন কিম্বা যৌতুক লইবেন না, বিচারাসনে বসিয়া কোন বাদি বা প্রতিবাদির প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিবেন না যদি কোন ব্যক্তি ব্যবহারে পরাজিত হইয়া রাজাকে গালি দেয় তথাচ উষ্মা প্রকাশ করিবেন না ব্যাপার গুরুতর হয় অর্থাৎ দোষ যোগ্য হয় সূত্রান্তরে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া দোষ সাব্যস্থ হইলে শাস্ত্রানুসারে দণ্ড করিতে পারেন, বিচারপতি কি ক্ষুদ্র, কি গুরু, উভয় প্রকার অভিযোগ সমান মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন, বিচারালয়ে এক কিম্বা তদধিক বিদ্বান্ এবং কর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত রাখিয়া আবেদন পত্র বাদানুবাদের বাক্য এবং রাজাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করাইবেন, বেদ স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ মর্য্যাদাবন্ত, অপক্ষপাতী, সদ্বক্তা এবং সত্যবাদী দশজনের অন্যূন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিচারালয়ে মধ্যস্থ স্বরূপ সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবেন,

যে কোন বিষয় সহজে নিষ্পত্তি নাহয়, তাহা বিবেচনার্থ উক্ত
পণ্ডিত গণকে রাজা ভারার্পণ করিবেন, কিন্তু ইহাতেই বিচার
পতি নিশ্চিন্ত না হইয়া পণ্ডিত দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট
থাকিয়া স্বয়ং বাদানুবাদ করিবেন,। যে ব্যক্তির চরিত্র
জ্ঞাত, সত্যবাদী এমত ব্যক্তি সাক্ষী হইবেক, বাদি প্রতি
বাদির পিতা, শত্রু অপ্রাপ্ত বয়স, স্ত্রীলোক, সাক্ষির যোগ্য
নহে, কিন্তু বিষয় বিশেষে হইতে পারে, তাহার প্রত্যেক বিবরণ
এবং সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ের অনেক প্রকার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে
আছে তাহা সমুদয় বাহুল্যরূপে এস্থলে প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন,
যেহেতু অধুনা সে শাস্ত্রের আদর অল্প। এক ব্যক্তিকে অপর
ব্যক্তি তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ
করিলে সাক্ষ্য দ্বারা যদি পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত সপ্রমাণ হয়
তবে সে অভিযোগ হেয় হইবে, সূত্রান্তরে পৃষ্ঠদেশে চপেটা
ঘাতের দোষ উপস্থিত করিলে অবশ্যই তাহা পুনর্বিচার যোগ্য
হইবে, এই ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রকারে জানিবা। এক ব্যক্তিকে বধ
করিবার পরামর্শে লিপ্ত, অথবা স্বয়ং বধ করিয়াছে, কিম্বা
হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, বা অন্য ব্যক্তিকে সংহার
করিতে আজ্ঞা দিয়াছে, গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছে, বিষ
ভক্ষণ করাইয়াছে, সাধ্বী পরস্ত্রীর বলাৎকার করিয়াছে, দস্যু
বৃত্তি ইত্যাদি পাপগ্রস্ত, যাহাতে প্রাণ দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত সম্ভাবনা,
তাহার উপর ঐরূপ প্রাণদণ্ডোপযোগি দ্বিতীয় অভিযোগ

হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ এরূপ দোষী হইলেও অবধ্য *। এক ব্যক্তি এক অভিযোগে ধৃত হইয়া তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছে এবং আক্রমণ সম্বন্ধে দোষী হইয়াছে তদ্রূপ প্রত্যর্থী যাবৎ সে সূত্র হইতে একমত নিষ্কৃতি কিম্বা দণ্ডভোগী নাহয় সে পর্য্যন্ত অন্য অভিযোগে ধৃত হইবে না। মিথ্যাপবাদ দেওন, অপমান করণ, জীব হিংসা করণ, চৌর্য্য, ব্যভিচার প্রহার প্রতিজ্ঞা, বা প্রহার, বৃক্ষাদিচ্ছেদন, ফল অপচয়, বালক বালিকা চৌর্য্য, পশুমৈথুন, স্ত্রী পুরুষে এবং পিতা পুত্রে কলহ, মুদ্রা পণ করিয়া পাশকাদি ক্রীড়া, শূদ্র হইয়া বেদপাঠ, এক জাতি অন্যজাতির ব্যবসায়াবলম্বন ইত্যাদি নানাপরাধের দণ্ড বিধান শাস্ত্রে বিস্তারিত রূপে আছে এবং তদর্থে যে কৌড়ি দণ্ড কথিত আছে তাহার মূল্য অধুনা অত্যল্প, বোধ হয় সে কালে তাহা অধিক মূল্য বান্ ছিল।

প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের অর্থ ব্যবহার নিয়ম।

প্রধান রাজধানীতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া

---

* কিন্তু তদ্বিনিময়ে অন্য গুরুতর কোন দণ্ড অবশ্যই হইতে পারে তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ তথাচ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এরূপ বাৎসল্য প্রকাশের হেতু সেকালের ব্রাহ্মণের তদ্রূপ নিন্দিত কর্ম্মে জ্ঞানপূর্ব্বক লিপ্ত হওয়া অসম্ভব ছিল।

তন্মধ্যে বেদ স্মৃতি ইত্যাদি নানাশাস্ত্র বেত্তা মর্য্যাদাবন্ত পক্ষপাত রহিত সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মজ্ঞ ত্রয়োদশ বা নগর বিশেষে সাত, পাঁচ, তিন অন্যূন দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া এক শাস্ত্রীয়া সভা স্থাপিতা করিবেন। রাজার কোন বিষয়ে ভ্রম জন্মিলে উক্ত সভায় প্রশ্ন দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, (এ বিধি দ্বারা ইহা প্রকাশ হইল যে রাজা স্বয়ং কোন গর্হিত কর্ম্মে দোষী হইলেও উক্ত প্রধান বিচারালয়ের অধীন বটেন)। প্রজামধ্যে স্থাবরাদি ধনসংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আবেদন করিয়া বাদী এবং প্রতিবাদী পশ্চাল্লিখিত নিয়মানুসারে বিচার নিষ্পত্তি হইলে ব্যবস্থামত কর্ম্ম করিবে, অন্যথাকারির প্রতি রাজা পরাক্রম প্রকাশ করিবেন তাহা অনুভব সিদ্ধ বটে। রাজধানীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঐরূপ আর এক শাস্ত্রীয়া সভা স্থাপিতা থাকিবে, তাহা হইতেও রাজা এবং প্রজা উভয়ের নিত্য নৈমিত্তিক শান্তিক এবং পৌষ্টিক এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, নিত্যকর্ম্ম পদে সন্ধ্যা বন্দনা পূজা যজ্ঞাদি, নৈমিত্তিকপদে শ্রাদ্ধ দান পুরশ্চরণাদি, শান্তিকপদে অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে যাগাদি, পৌষ্টিক পদে দৈহিক রোগাদিতে স্বস্ত্যয়নাদি।

রাজা অথবা বিচারপতি যখন প্রজার স্বত্বাধিকার বিচার করিবেন, আদৌ তাহাতে বাদী আপন প্রাপ্য বিষয়ের নির্দ্ধারিত অভিযোগ পত্র উপস্থিত করিবে, তাহার পর

প্রতিবাদির প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইলে বিষয় বিচারযোগ্য হইবেক বিচারালয়ে যত অভিযোগ উপস্থিত হইবে, তন্মধ্যে যে অভিযোক্তা কিম্বা প্রত্যর্থী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ রাজা স্বয়ং বা তদ্রূপ কেহ, তাঁহার বিচার অগ্রে হইবেক, অবশিষ্ট যাহার পরক্রমে লিপি উপস্থিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্বন্ধানুসারে হইবে। বাদী কিম্বা প্রতিবাদী ব্যবহারে লিপ্ত হইবা মাত্র প্রতিভূ দিবে, যদি প্রতিভূ প্রদানে অক্ষম হয় তবে তাহারদিগের উপস্থিত রাখিবার জন্য, বিচারালয়ের পাদাতিক প্রহরি স্বরূপ নিযুক্ত হইবে, তাহার দৈনিক বেতন বাদী প্রতিবাদী দিবে। বাদী কিম্বা প্রতিবাদী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিচারকালে বাদানুবাদ করিতে অক্ষম হয় তাহা ক্ষমতা শূন্য হেতুক, বা কর্ম্মান্তরে লিপ্ত, অথবা দূরদেশস্থ রোগী, স্ত্রী, বালক ইত্যাদির পক্ষ হইয়া ব্যক্ত্যন্তর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারে কিন্তু এ ব্যবস্থা দায ব্যবহার সম্বন্ধে অর্থাৎ মনুষ্য বধাপবাদ, চৌর্য্য, দস্যুতা, ব্যভিচার, অভক্ষ্য ভক্ষণ, মিথ্যা পরিবাদ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, কুমারী বলাৎকার বা কুমারী যোনিতে অঙ্গুলি প্রদান, রাজসম্বন্ধীয় ক্ষতি ইত্যাদি যাহাতে প্রাণ দণ্ডাদি দৈহিক দণ্ড সম্ভাবনা তাহাতে প্রতিনিধি অগ্রাহ্য, কিন্তু স্ত্রীলোক অপ্রাপ্ত বয়স্ অর্থাৎ ষোড়শবর্ষ ন্যূন বালক, আর অজ্ঞান ব্যক্তির প্রতিনিধি হইতে পারে। বিচারকালে বাদি কিম্বা প্রতিবাদির পক্ষে তৎপিতা

ভ্রাতা পুত্র এবং প্রতিনিধি ব্যতিরেকে অন্য কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি করিলে সে তৎক্ষণাৎ দণ্ডার্হ হইবেক। কোন ব্যক্তির আবেদনে বিচারালয়ের আহ্বান পত্র লইয়া পদাতিক আইলে প্রত্যর্থী যদি বিবাহ করিতে থাকে, কিম্বা যজ্ঞ,দান, রাজকর্ম্মে লিপ্ত, গবাদিকে আহার, শস্যাদির গ্রহণে নিযুক্ত, কোন শিল্পকারি অন্যের বেতন লইয়া কর্ম্ম করিতে থাকে, যুদ্ধে লিপ্ত, বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া স্থানান্তর গমনশীল, গৃহাদির অগ্নি নির্ব্বাণে নিযুক্ত, ইত্যাদি বিপদ গ্রস্ত যাবৎ থাকে তাবৎ তাহাকে পদাতিক ধৃত করিবে না, তত্তৎ কর্ম্ম হইতে অবসর হইলে ধরিবে, কিন্তু ইতিমধ্যে পলায়ন না করিতে পারে তদর্থ পদাতিকের সতর্ক হইয়া তৎ সমভিব্যাহারে থাকা অবশ্যই অনুমান সিদ্ধ বটে। আহ্বান পত্র চলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি প্রত্যর্থী প্রতিনিধি উপস্থিত করিয়া থাকে তবে ধৃত হইবে না, কিন্তু অভিযোগ দায় সম্বন্ধীয় দৈহিক দণ্ডোপযোগী প্রত্যর্থী হইলে প্রতিনিধি ধৃত হইয়া যাবৎ প্রকৃত ব্যক্তিকে উপস্থিত না করিতে পারে তাবৎ আসেধ হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বিচার স্থলের লিপ্যাদি লিখিবার নিয়ম বিস্তার রূপে কথিত আছে সে সমুদয় অনুবাদ করিতে পুথি বাড়ে, স্থূল তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ এই যে, উত্তর প্রত্যুত্তর প্রভৃতি সংক্ষেপ বিবরণে স্পষ্ট লিখিত হইবে, বহু বাগ্‌জাল মিথ্যা আড়ম্বর যুক্ত হইলে লেখক দণ্ডার্হ হইবে। এক উত্তরের প্রত্যুত্তর যাবৎ

উপস্থিত না হয় তাবৎ উত্তরদাতা আপন প্রতিবচন লিপি ফিরাইয়া লইয়া অতিরেক কথা সংযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যুত্তর লেখ্য শ্রেণী পত্রজাতে সংলগ্ন হইলে অর্থাৎ নথি শামিল হইলে আর পারিবে না। বাদি প্রতিবাদি প্রভৃতি যে সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর কিম্বা অন্য কোন নিদর্শন পত্রাদি বিচার স্থলে উপস্থিত করিবে সে সমুদয় প্রকৃত ব্যক্তির স্বহস্তে লিখিত অথবা স্বাক্ষরীকৃত হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং লিখিতে না জানে, তাহার পরিবর্ত্তে অন্যের স্বাক্ষর এবং প্রকৃত ব্যক্তির নাম লেখা থাকিবে, তদ্রূপ লিপি যদি প্রকৃত ব্যক্তির অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ লেখক লিখিয়াছেন সপ্রমাণ হয় তবে সেই কৃত্রিম লেখক দস্যুর ন্যায় দণ্ডার্হ হইবেন। এই শ্লোক দ্বারা ইহা প্রকাশ হইল যে এক জনের নাম অন্যে স্বাক্ষর বিনা নির্দ্দিষ্ট অনুমতি লিপি, কৃত্রিম লেখক বলিয়া খ্যাত হইবে, তাহার সমুদয় প্রকার শাখার মূল সূত্র এই বিচার স্থলে উপস্থিত করা কোন লিপ্যাদিতে যদি ভ্রম থাকে, তজ্জন্য অভিযোগ হেয় হইবে না, ভ্রমকারী লেখক দণ্ডার্হ হইবে। পৈতৃক ধনের ভাগ দায়ভাগ, স্ত্রীধন নিরূপণ এবং বিভাগ, ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা গ্রন্থান্তরে প্রচার আছে, অত্র পুনরুক্তির অনাবশ্যক, তদ্ভিন্ন বৈশ্য মুদ্রা ঋণ দিয়া তাহার বৃদ্ধি কিরূপ প্রাপ্ত হইবে তাহার নিয়ম, স্থাবরাদি বস্তু আধি দিয়া মুদ্রা ঋণ লওনের নিয়ম, চারি প্রকার প্রতিভূর ব্যবস্থা, ঋণ পরিশোধ এবং আদায়ের প্রণালী,

শস্যাদি ও বানপ্রস্থের সম্পত্তি বিভাগ, বাণিজ্যকারির অংশ বিভাগ, কর্ম্ম বিশেষে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া বিবাদ ভঞ্জনের রীতি, স্বামি ও পিতৃ কৃতোত্তরাধিকারির তৎস্থানাভিষিক্ত ব্যক্তি নিযুক্তির প্রকার, ব্যক্ত্যন্তরের স্থাপ্য ধন রক্ষার প্রকরণ, আধি অর্থাৎ বন্ধকি স্থাবরাদি ধনের ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধীয় লিপি, দানপত্রের নিয়ম, দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবহার, ভৃত্যের নিয়ম, বাদ্যকর গায়ক গায়িকা নর্ত্তক নর্ত্তকীর প্রাপ্ত ধন বিভাগের নিয়ম, এবং তাহারদিগকে ব্রতী করণের রীতি, দ্রব্য এবং স্থাবরাদির কাল কৃত স্বত্বাধিকার দেওনের নিয়ম, স্থাবরাদি ক্রয় বিক্রয়ের লিপ্যাদি ব্যবস্থা, সীমা নিরূপণ ব্যবস্থা, কৃষি কর্ম্মের ব্যবস্থা, হৃত দ্রব্য অন্যে প্রাপ্ত হইলে তাহার পারিতোষিক ব্যবস্থা, বাণিজ্যকারির নানা দ্রব্য লইয় দেশ বিদেশে ক্রয় বিক্রয়ের শুল্ক অর্থাৎ মাসুল দিবার নিরূপণ ব্যবস্থা, পোষ্য পুত্র গ্রহণের নিয়ম ইত্যাদি নানা কর্ম্মের নিয়ম এবং ব্যবস্থা তৎকালে নির্দ্দেশ হইয়াছিল তাহা মন্বাদি শাস্ত্রে বিস্তাররূপে বর্ণন আছে। সে সমস্ত এস্থলে অনুবাদ করণের প্রয়োজন অপ্প তাহার হেতু বাদ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এইক্ষণে পূর্ব্ব কথিত দেবকুল হইতে ক্ষত্রিয় রাজা যাঁহারা সূর্য্য এবং চন্দ্র বংশীয় নামে শাখাদ্বয় ত্রেতার কিয়দংশ এবং দ্বাপর যুগ ব্যাপিয়া নাভি বর্ষে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এবং যেং বংশের শাখা অতি পরাক্রান্ত রূপে তাব

দ্দেশে বিস্তৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারদিগের বংশাবলি এবং সংক্ষেপ ইতিহাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিব, তন্মধ্যে সূর্য্যবংশ প্রথমত লিখিব, তাহার হেতু ত্রেতাযুগের শেষে সে বংশে শ্রীরামচন্দ্রের ইতিহাস পর্য্যন্তই পুরাণে বিস্তার বর্ণন, তাহার পর কেবল বংশাবলী নাম মাত্র পাওয়া যায়, ইতিহাস নাই ইহাতে বোধ হয় সূর্য্য বংশীয় রাজারদিগের সাম্রাজ্য ত্রেতা যুগেই উজ্জ্বল হইয়াছিল তাঁহারদিগের বংশাবলি নানা গ্রন্থে নানা প্রকার পরস্পর কিঞ্চিৎ অনৈক্য, তাহার হেতু এই নিশ্চয় হইল যে হিন্দু পৌরাণিকেরদের প্রথা যে সামান্য রাজার কথা কিম্বা সামান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ঐশী শক্তি বিশিষ্ট অদ্ভুত কর্ম্ম তাহাই বিস্তাররূপে লিখিয়াছেন পরস্পর নাম অনৈক্যের হেতু এদেশের প্রাচীন পুস্তক জলপ্লাবনে নষ্ট হয় এবং অবশেষে যবনেরাও দগ্ধ করিয়াছিল, তাহার পর পণ্ডিতেরা কোন২ গ্রন্থ খণ্ড নানা স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া অনেক কথা স্মরণ ছিল তাহাও সংযোগ করিয়া পুনরায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং পণ্ডিতদিগের স্মরণে ঈশ্বরাংশ লোকের কথা জাগরূক ছিল, অন্য কথা তদ্রূপ নহে এইরূপে অনেক বার্ত্তা ও মূল গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, এই জন্য সকল ইতিহাস পাওয়া যায় না. ও শ্রেণী বদ্ধ করা যায় না এবং নামের অনৈক্য হয়, এই এক ছল পাইয়া মিসনরি সাহেবেরা হিন্দুদিগের সমুদয় শাস্ত্র ইহ কালের রচিত এবং মিথ্যা বলিয়া দোষারোপ এবং আপ

নারদের শাস্ত্র উত্তম বলিয়া আস্ফালন করেন, যাহা হউক তাহাতে হিন্দু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা মনোযোগ না করিয়া শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া থাকেন অতএব ভাগবত গ্রন্থ অস্মিন্‌দেশে অতি প্রামাণ্য এজন্যে ভাগবতে যে রূপ বংশাবলি লেখা আছে তাহাই এ পুস্তকে ভাষান্তর করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

অথ সূর্য্য বংশাবলী।

পূর্ব্ব কথিত ব্রহ্মার ইচ্ছায় দশ মহর্ষি, এই কল্পের আদি, তাঁহারদের মধ্যে প্রধান মরীচি, সেই মরীচির পুত্র কশ্যপ, তাঁহার বিবাহ দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যার সহিত হয়, সেই ত্রয়োদশ কন্যার মধ্যে অদিতি গর্ব্ভে ইন্দ্রাদি দেবকুল, সেই দেবকুলে দ্বাদশ সূর্য্য, সংজ্ঞা গর্ব্ভে সেই সূর্য্য সন্তান শ্রাদ্ধদেব মনু, সেই মনুর শ্রদ্ধাপত্নী দ্বারা দশ পুত্র জন্মেন, তাঁহারদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি, এই দশের মধ্যে ইক্ষ্বাকু, পৃষধ্র, কবি এবং করূষক সংসার করেন নাই, তপস্যা করিয়া ব্রহ্মে লীন হন, ধৃষ্টের এক পুত্র ধার্ষ্ট, তিনিও ঐ রূপ, সুতরাং এই পঞ্চ জনের বংশ নাই,। নৃগের পুত্র সুমতি, তস্য পুত্র, ভূতজ্যোতি, তস্য পুত্র বসু, তস্য পুত্র প্রতীক, তস্য পুত্র ওঘবত, তস্য পুত্র ওঘবান্ তস্য কন্যা ওঘবতী, তাঁহার বিবাহ সুদর্শন সহিত হয়, এই এক শাখা। নরিষ্য

স্তের পুত্র চিত্রসেন, তস্য পুত্র ঋক্ষ, তস্য পুত্র মীঢ্বান, তস্য পুত্র পূর্ণ, তস্য পুত্র ইন্দ্রসেন, তস্য পুত্র বীতিহোত্র, তস্য পুত্র সত্যশ্রবা, তস্য পুত্র উরুশ্রবা, তস্য পুত্র দেবদত্ত, তস্য পুত্র অগ্নিবেশ্য, তস্য পুত্র জাতূকর্ণ, এই এক শাখা। দিষ্টের পুত্র নাভাগ, তস্য পুত্র ভলন্দন, তস্য পুত্র বৎসপ্রীতি, তস্য পুত্র প্রাংশু, তস্য পুত্র প্রমতি, তস্য পুত্র খনিত্র, তস্য পুত্র চাক্ষুষ, তস্য পুত্র বিবিংশতি, তস্য পুত্র রম্ভ, তস্য পুত্র খনিনেত্র, তস্য পুত্র ধার্ম্মিক, তস্য পুত্র করন্ধম, তস্য পুত্র আত্মজ, তস্য পুত্র অবিক্ষিৎ, তস্য পুত্র মরুত্ত, এই মরুত্ত রাজা বড় যজ্ঞশালী ছিলেন, তস্য পুত্র দম, তস্য পুত্র রাজ বর্দ্ধন, তস্য পুত্র সুধৃতি, তস্য পুত্র সৌধৃতেয়, তস্য পুত্র নর, তস্য পুত্র কেবল, তস্য পুত্র ধুন্ধুমান, তস্য পুত্র বেগবান, তস্য পুত্র বুধ, তস্য পুত্র তৃণবিন্দু, তস্যপুত্র বিশাল, তস্য পুত্র হেমচন্দ্র, তস্য পুত্র ধূম্রাক্ষ, তস্য পুত্র কৃশাশ্ব, তস্য পুত্র সোমদত্ত, তস্য পুত্র সৌমদত্তি, তস্য পুত্র সুমতি, তস্য পুত্র জনমেজয়, এই এক শাখা। ইঁহারদিগের রাজধানী বৈশাল নগর ছিল। শর্য্যাতির পুত্র আনর্ত্ত, তস্য পুত্র রেবত, তস্য পুত্র ককুদ্মী, এই এক শাখা। নভগের পুত্র নাভাগ, তস্য পুত্র অম্বরীষ, এই অম্বরীষ রাজা বড় বৈষ্ণব ছিলেন একাদশী ব্রতোপলক্ষে দুর্ব্বাসা ঋষির সহিত বিরোধ হইয়া ছিল। অম্বরীষের পুত্র বিরূপ, তস্য পুত্র পৃষদশ্ব, তস্য পুত্র রথীতর, তস্যপুত্র আঙ্গিরস, এই এক শাখা।

এইক্ষণে যে ইক্ষ্বাকু বংশে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব এবং যিনি রঘু বংশের শিরোভাগ তাহা বোধ হয় ত্রেতাযুগের শেষ পশ্চাল্লিখিত মতে শাস্ত্র প্রচার।

পূর্ব্বোক্ত দেব কুলে সূর্য্য বংশে মনু তাঁহার এক শত পুত্র কথিত, তন্মধ্যে প্রধান ইক্ষ্বাকু, তাঁহারও এক শত পুত্র, তন্মধ্যে প্রধান তিন বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডক। বিকুক্ষি এবং নিমি এই উভয় ভ্রাতার আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ হিমালয় অবধি বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত অধিকার হয়, পরন্তু বিকুক্ষি অযোধ্যা নামে নগর স্থাপিত করিয়া তাহাতে রাজধানী করেন, আর নিমির পুত্র মিথি মিথিলা নামে স্বতন্ত্র রাজধানী করেন, দণ্ডক দক্ষিণ দেশ আশ্রয় করেন অনুমান হয় দেকান দেশ পূর্ব্ব দণ্ডকারণ্য নামে যে প্রসিদ্ধ স্থান তাহাই তাঁহার রাজধানী হইয়া থাকিবেক। অবশিষ্ট ৯৭ সংখ্যক এই ভ্রাতা নাতি বর্ষের মধ্যে নানা রাজ্যের নানা সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এ কথার আদরা প্রমাণ ম্লেচ্ছ গ্রন্থেও পাইয়া থাকি যেহেতু পিরু দেশীয় ম্লেচ্ছ রাজারা কহেন যে তাঁহারা পূর্ব্বে সূর্য্য বংশীয় ছিলেন।

এইক্ষণে অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের বংশাবলী এবং ইতিহাস এই যে পূর্ব্ব কথিত ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকুক্ষি, তস্য পুত্র পুরঞ্জয়, তস্য পুত্র অনেনা, তস্য পুত্র পৃথু, তস্য পুত্র বিশ্বগন্ধি, তস্য পুত্র চন্দ্র, তস্য পুত্র যুবনাশ্ব, তস্য পুত্র শ্রাবস্ত, ইনি স্বনাম দ্বারা শ্রাবস্তী নামে নগর স্থাপিত করিয়াছি

লেন, তস্যপুত্র শ্রাবস্তি, তস্য পুত্র কুবলয়াশ্ব, তস্য তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ দৃঢ়াশ্ব, তস্য পুত্র হর্য্যশ্ব, তস্য পুত্র নিকুম্ভ, তস্য পুত্র বহুলাশ্ব, তস্য পুত্র কৃশাশ্ব, তস্য পুত্র সেনজিৎ, তস্য পুত্র যুবনাশ্ব, তস্য পুত্র মান্ধাতা ইনি বড় পুণ্যশীল এবং যোদ্ধা প্রযুক্ত তাবৎ নাভি বর্ষের উপর প্রাধান্য করিয়াছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচকুন্দ, তন্মধ্যে প্রধান পুরুকুৎস সিংহাসনাধিকারী হন, তস্য পুত্র অনরণ্য, তস্য পুত্র হর্য্যশ্ব, তস্য পুত্র প্রারুণ, তস্য পুত্র ত্রিবন্ধন, তস্য পুত্র সত্যব্রত, তস্য পুত্র ত্রিশঙ্কু, তস্য পুত্র হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বিবাহ সোমদত্ত রাজার কন্যা শৈব্যার সহিত হইয়াছিল, ইনি বড় দাতা ছিলেন আপন রাজ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কাশী বাস করিয়াছিলেন, তস্য পুত্র রোহিত ইনি পৈতৃক রাজ্য ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধার করিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তস্য পুত্র হরিত, তস্য পুত্র চম্প ইনি স্বনাম দ্বারা চম্পাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তস্য পুত্র সুদেব, তস্য পুত্র বিজয়, তস্য পুত্র ভরুক, তস্য পুত্র বৃক, তস্য পুত্র বাহুক, তস্য পুত্র সগর, ইনি বড় প্রতাপ যুক্ত রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া নাভি বর্ষের সর্ব্বোপরি প্রাধান্য করিয়াছিলেন, বিশেষত ইনি বহুতর সমরীয় অর্ণবযান অর্থাৎ যুদ্ধ জাহাজ সমভিব্যাহারে ও নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্র লইয়া সমুদ্রে ভ্রমণ করত সমুদয় উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই

জন্য তাঁহার নাম দ্বারা সমুদ্রের নাম সাগর হয়, এবং পূর্ব্ব সমুদ্রীয় উপদ্বীপস্থ লোক তাঁহাকে সামুদ্রিক দেবতা বলিত, এই সমস্ত ইতিহাস দ্বারা নিশ্চয় হয় যে এই সময়ে পৃথিবীতে নাবিক বিদ্যা এবং যুদ্ধ বিদ্যা অতিপ্রাচুর্য্য রূপে প্রকাশ হইয়াছিল, এবং পূর্ব্ব সমুদ্রে সগর রাজার অধিক সমাগম দৃষ্টে অনুমান হয় উক্ত সমুদ্র তটে চীন দেশ তৎকর্তৃক স্থাপিত অথবা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবেক, এবং তাঁহার অর্ণবযান প্রস্তুত ও রক্ষিত হইবার জন্য সেই সমস্ত স্থান ছিল। সগর রাজার দুই সংসার, তন্মধ্যে সুমতির গর্ভে অনেক সন্তান তাঁহারা তাবতেই অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত হইয়া পূর্ব্ব দেশে যুদ্ধে হত হন, কেশিনীর উদরে এক পুত্র অসমঞ্জা, তস্য পুত্র অংশুমান্ যজ্ঞ সমাপন করিয়া সগর রাজার পরলোক গমনানন্তর অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তস্য পত্র দিলীপ, তস্য পুত্র ভগীরথ ইহাঁর এক মহাকীর্ত্তি গঙ্গা আনয়ন, কিন্তু সে ব্যাপার কি রূপ তাহার অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বোধ হয় হরিদ্বার অবধি সাগর পর্য্যন্ত খাদ খনন, তাহাতে স্থানেং অন্যান্য নদ নদীর যোগ পাওয়াতে সর্ব্বত্র খনন করিতে হয় নাই, তজ্জন্যই গঙ্গার অত্যন্ত বক্রগতি, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মান্য হইবার জন্য তপস্যার আবশ্যক অবশ্যই হইয়া থাকিবেক, যেহেতু ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কীর্ত্তিমান রূপে বিখ্যাত

হইতে এবং বহুকাল জাগরূক থাকিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে নদীয়া নগরে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যৎকালে মনু প্রভৃতি প্রাচীন২ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া অষ্টা বিংশতি তত্ত্ব স্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি সেই গ্রন্থ সচল হইবার কামনায় এক পঞ্চাশৎ পুরশ্চরণ করিয়া ছিলেন, সেই পুণ্য বলে বঙ্গদেশের রাজার মনোযোগ হই বাতে দেশীয় আপামর সাধারণ লোকের বিশ্বাস জনক হইয়া অদ্যাপি মান্যরূপে প্রচলিত আছে। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তস্য পুত্র নাভ, তস্য পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তস্য পুত্র অযু তায়ু, তস্য পুত্র ঋতপর্ণ তস্যপুত্র সর্ব্বকাম, তস্যপুত্র সুদাস, তস্যপুত্র সৌদাস, তস্যপুত্র অশ্মক, তস্যপুত্র বালিক, তস্য পুত্র দশরথ, তস্যপুত্র ঐড়বিড়, তস্যপুত্র বিশ্বসহ, তস্য পুত্র খট্টাঙ্গ, ইনি চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরা ক্রমি হেতুক অনেক প্রদেশীয় রাজা করপ্রদ, তস্যপুত্র দীর্ঘবাহু, তস্য পুত্র রঘু ইনি বড় পরাক্রমী এবং যোদ্ধা, ভারতবর্ষের সকল রাজাকে করগ্রহ করিয়াছিলেন এজন্য তদবধি উক্ত বংশ রঘুবংশ বলিয়া খ্যাত হয়, রঘুর পুত্র পৃথুশ্রবা, তস্য পুত্র অজ, তস্য পুত্র দশরথ, তাঁহার তিন স্ত্রী প্রধানা কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা, মধ্যমা গিরিরাজ দেশের রাজকন্যা কেকয়ী, তৃতীয়া সিংহলদ্বীপ রাজকন্যা সুমিত্রা, কৌশল্যা উদরে শ্রীরামচন্দ্র, কেকয়ী গর্ব্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ব্ভে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন, এই চারি পুত্রের অদ্ভুত চরিত্র

হেতুক আর ভবিষ্যদ্বক্তা বাল্মীকি রাম জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ হওয়াতে লোকে তাঁহারদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, শ্রীযুত মার্সমন সাহেব কহেন যে তিনি বিশেষ প্রমাণ দ্বারা জানিয়াছেন যে রাম মনুষ্য এবং বাল্মীকি মুনির আবির্ভাব রাম জন্মের পূর্ব্বে নহে তৎসম কালেই ছিলেন প্রতারণা দ্বারা সে গ্রন্থ, কিন্তু আমারদিগের বিবেচনায় যদি এরূপ হইত তবে সেই সময়ের লোক ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া রামায়ণ গ্রন্থ অপ্রামাণ্য এবং রামচন্দ্রকেও মনুষ্য জ্ঞান করিত, যাহা হউক এ গ্রন্থে সে বাদানুবাদের প্রয়োজন এবং প্রতিজ্ঞা নহে, অতএব ঐ রামচন্দ্রের ইতিহাস সাধারণ এক পরাক্রমি রাজার ন্যায় বর্ণন এ স্থলে হইবেক ভথাচ পুরাকালে ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজাদিগের ক্ষুদ্রত্বাপত্তি বিরহ প্রকাশ হয়। পূর্ব্ব কথিত এই ইক্ষ্বাকু বংশে মিথি যিনি আর্য্যাবর্ত্তের একাংশ অধিকারী এবং মিথিলা নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন, যে স্থানের আধুনিক নাম ত্রিহুত এবং যবনের উপদ্রবে যে স্থানের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের চিহ্নও নাই, সেই মিথি রাজার বংশে তৎসমকালে জনক নামে রাজা ছিলেন এবং তাঁহার চারি কন্যার সহিত উক্ত রামচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয়, তাহার পর রাজা দশরথ যখন রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষেক করিবার মনস্থ এবং আয়োজন করেন তৎকালে

তাঁহার মধ্যমা রাজ্ঞী কেকয়ী স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ্য দিবার অনুরোধ করিবাতে রাজসভা মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তৎকালে ভরত সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, রামচন্দ্র সেই বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিয়া–বিবেচনা করিলেন যে সর্ব্ব সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি রাজ সিংহা সনারূঢ় হইলে ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারে না, এবম্বিধায় তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ্য ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের স্থান যে দণ্ডকারণ্য সেই স্থানে সীতা সমভিব্যাহারে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া তদভিমুখে গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে ভরত অযোধ্যায় আসিয়া এই সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডক নগরাভিমুখে রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে দর্শন পাইয়া নানা প্রকার শপথ পূর্ব্বক অনেক বিনতি বাক্য কহেন, কিন্তু তখন রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া কহিলেন যে মাতার মনঃ সন্তোষার্থে কিছুদিন দণ্ডক কাননে বাস করিবেন, লক্ষ্মণ রামের সমভিব্যাহারে রহিলেন, ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতা দশরথ লোকান্তর গতে অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা স্থাপিত করিয়া প্রধান মন্ত্রির ন্যায় রাজ্য শাসন করিয়াছি লেন। সীতার স্বয়ম্বর কালে লঙ্কার অধিপতি পূর্ব্ব কথিত যে রাবণ রাজা সীতাকে বিবাহ করিবে এই কথা এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জনকের পণে কৃতকার্য্য না হইবাতে সুসিদ্ধ হয় নাই, এইক্ষণে সেই রাগ বশত, যৎকালে দণ্ডক

কাননে রামচন্দ্র এক দিন উভয় ভ্রাতা সসৈন্যে মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিলেন, সেই সুযোগে রাবণ সন্ন্যাসি বেশে রাজপুরী প্রবেশ করিয়া ছল দ্বারা সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় পলাইয়া গিয়াছিল, রামায়ণে প্রকাশ আছে. আকাশ মার্গে লইয়া গিয়াছিল* এই কালে পথিমধ্যে খগ বংশীয় জটায়ু নামা বীর সন্ধান প্রাপ্তে রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া রাবণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া বাধা জন্মাইতে পারে নাই। এই ব্যাপারে মহারাজ রামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে সুতরাং বাধ্য হইয়া কিস্কিন্ধায় গিয়া শিবির স্থাপিত করিলেন তৎকালে সে স্থানের রাজা দুই ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ বালি আর কনিষ্ঠ সুগ্রীব, বালি রাজা সুগ্রীবকে রাজ্য ভাগ না দিয়া আপনি বলপূর্ব্বক সমুদয় অধিকার করিত, এই অভিযোগ সুগ্রীব মহারাজ রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত করিবাতে মহারাজ সুগ্রীবের পক্ষ হইলেন, কিন্তু বালি তৎকালে নত হওত সন্ধি না করিয়া অনবধানতা পূর্ব্বক সমরেচ্ছু হইবাতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালি রাজা যুদ্ধে হত হইল, তাহার

---

* পুরাণে পূর্ব্ব কালের রাজাদিগের বিমানে গমনাগমন বর্ণন আছে সে কথার সত্যতা বিষয়ে এইক্ষণকার লোক অবিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু নানা প্রমাণ দ্বারা অনুভব হয় যে বুঝি সে প্রস্তাব নিতান্ত অলীক না হইবেক, বৈদ্যক শাস্ত্রে পারার শক্তি এমত লিখেন যে তদ্দ্বারা মনুষ্য নভো মণ্ডলে গমন করিতে পারে, তন্ত্রে গুটিকা সিদ্ধির এক কথা আছে এবং অধুনা ফ্রেঞ্চ দেশীয়েরা বেলুন যন্ত্র দেখাইয়াছেন অতএব বোধ হয় পারা দ্বারা কোন যন্ত্র বিশেষ ঘটিত যান প্রকাশ ছিল এইক্ষণে সে বিদ্যা লোপ হইয়াছে।

পর মহারাজ রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে বসাইয়া বালির পুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর বর্ষা কাল গত হইলে রামচন্দ্র যখন লঙ্কা বেষ্টন করেন তখন সুগ্রীব সসৈন্যে মহারাজের পক্ষ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল, এবং বালির পুত্র অঙ্গদ ও কিষ্কিন্ধা সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হনূমান এই উভয় ব্যক্তি দূত হইয়া রাবণের রাজ সভায় গিয়া মহারাজের উক্তি রাবণকে জানাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে রাবণ যদি আপন কল্যাণ ইচ্ছা করেন তবে মহারাজের সমীপে নত হইয়া সীতা সমর্পণ করুন নচেৎ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন, এপ্রস্তাবে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ সম্মত হইয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে পরামর্শ দেন যে বিবাদ অপেক্ষা সন্ধি করা শ্রেয়, কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া একথা লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেক, তাহাতে রাবণ এবং বিভীষণ এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় রাবণ বিভীষণকে শত্রু ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার ও পদাঘাত করিয়াছিল, তাহাতে বিভীষণ অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। কথিত আছে রাবণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ভাণ্ডারে অপর্য্যাপ্ত ধন, ও বহু সৈন্য এবং স্বয়ং মহাবীর, বাহু বলে পূর্ব্ব সমুদ্রস্থ সকল উপদ্বীপ জয় করিয়া মহা প্রতাপান্বিত রাজা হইয়াছিল, বিশেষত লঙ্কার দুর্গ অতি সুদৃঢ় তাম্

রচিত কৌশল বিশিষ্ট অজেয় রূপে বিখ্যাত ছিল, মহারাজ রামচন্দ্র বিভীষণ প্রমুখাৎ সমুদয় গোপনীয় সন্ধান জ্ঞাত হইয়া লঙ্কা অনায়াসে অধিকার করা কঠিন জানিয়া সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া এককালে বহু সৈন্য লইয়া প্রবিষ্ট এবং দুর্গের সহিত লঙ্কা পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাম্র নির্ম্মিত দুর্গ বারুদের তেজে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্র জলে পতিত হইয়াছিল, রাবণ এই যুদ্ধে সবংশে বিনাশ হইলে মহারাজ রামচন্দ্র বিজয়ী হইয়া লঙ্কার সিংহাসনে বিভীষণকে স্থাপিত করেন। সাগরে সংক্রম বন্ধন হেতুক এসংগ্রাম বহুকাল ব্যাপিয়া হয় এবং অনেক পণ্ডিতে বহুবিধ বর্ণনাযুক্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এজন্যে সে ব্যাপার প্রকাণ্ড রূপে অদ্যাপি জাগরূক আছে*। বিভী

---

* এই প্রসঙ্গে মার্সমন সাহেব ছল ধরিয়া লিখিয়াছেন যে "হিন্দুরা পূর্ব্ব কালে দক্ষিণ দেশ জানিত না যেহেতু উক্ত স্থানের বার্ত্তা উপন্যাসের ন্যায় বানর ও ভল্লুক সেনাপতি বর্ণন করিয়াছেন. এবং এই প্রমাণে তিনি দৃঢ় করিয়াছেন যে কিস্কিন্ধ্যা দেশের লোক অল্পকাল হিন্দু হইয়াছে" কিন্তু উক্ত সাহেব এরূপ লিখনের পূর্ব্ব পক্ষপাতে মগ্ন হইয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে যবন এবং খ্রীষ্টিয়ান জাতির মধ্যে যেরূপ অন্য জাতীয়কে স্বমতাবলম্বী করিতে পারগতা এবং যত্নশীলতা তদ্রূপ হিন্দু দিগের মধ্যে কুত্রাপি হইয়া থাকে কি না, সে যাহা হউক এস্থলে অধিকন্তু এই বক্তব্য যে মার্সমন সাহেবের এরূপ ইঙ্গিত করা উচিত ছিল না, যেহেতু রোমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ব্রিটন দেশস্থ লোক যাদৃশ পশু ছিল, দেকান দেশস্থেরা তাদৃশ ছিল না, তাহার প্রমাণ তৎকালেও তদ্দেশীয়েরা এক সাম্রাজ্য রক্ষা করিত এবং বস্ত্র পরিধান করিত রামচন্দ্র তদ্দেশে নানা প্রকার শিল্প বিদ্যা এবং জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যণ সিংহাসন প্রাপ্তি মাত্র সীতাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অপূর্ব্ব যানবাহনে স্বয়ং সমভিব্যাহারে আগত হইয়া মহারাজ রামচন্দ্র সমীপে নতশিরে সীতা সমর্পণ করেন, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল বটে কিন্তু স্পর্শ করে নাই, তাহার কারণ সীতা অসম্মতা ক্ষেদযুতা মলিন বেশে তপস্বিনীর ন্যায় অশোক কাননে বাস করিয়াছিলেন, রাবণ যদিস্যাৎ দুরাত্মা হউক তথাপি কাল সহকারে কেহই অত্যন্ত অবৈধ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইত না, রাবণ সীতাকে প্রবৃত্তি লওয়াইতে অনুচরী চেড়ী নিযুক্ত করিয়াছিল তাহারা অস ম্মতি বাক্য শ্রবণ করিলে ভয় প্রদর্শনার্থ নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিত একথা যথার্থ হইলেও লোকাচার বিরুদ্ধ হেতুক রাম চন্দ্র সীতার অগ্নি পরীক্ষা লইয়া পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পর মহারাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করত অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া নানা দান এবং অশ্বমেধাদি নানাযজ্ঞ ও প্রজাকে পুত্র বাৎসল্যে পালন করেন, তাঁহার শাসনের নিয়ম এবং সদ্বিচারের প্রশংসা অদ্যাপি লোক রাজকীয় নিয় মের কিঞ্চিৎ উত্তমতা দেখিলে রামরাজ্য বলিয়া উপমা দেয়। মনুষ্য উত্তমাধম মধ্যম চিরকাল আছে, সীতাকে ভ্রষ্টাচারী রাক্ষস বংশীয় রাবণ রাজা হরণ করিয়াছিল, মহারাজ সেই পত্নী পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অযো ধ্যার কতকগুলি সামান্য লোক গ্লানি করিত সেই সকল লোকের প্রবোধার্থে সীতাকে কিছু দিন স্থানান্তর রাখিয়া পুন

রগ্নি পরীক্ষা ঐ সকল লোকের সম্মুখে হয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে সীতা অত্যন্ত অভিমানিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার কিছু দিন পরে লক্ষ্মণ গঙ্গা প্রবেশ দ্বারা অনিত্য দেহ ত্যাগ করেন, তাহার কিছুদিন পরে রাম চন্দ্র প্রভৃতি অপর তিন ভ্রাতারা শরযূ প্রবেশ করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন, তাঁহারদের সন্তানেরা রাজ্য বিভাগ করিয়া যেরূপ সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়না কেবল বংশাবলি আছে তাহা পশ্চাৎ দৃষ্টি কর।

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব আর কুশ অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হন, লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চিত্রকেতু সেই সাম্রাজ্য মধ্যেই কোন স্থানে শাসন কর্ত্তা থাকিয়া তদ্রূপস্বত্ব ভোগী হন, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল গন্ধর্ব্ব নগরের শাসন কর্ত্তা এবং পরে স্বতন্ত্র সম্রাট হন, শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শ্রুত সেন মথুরায় সাম্রাজ্য করেন। এই প্রত্যেকের বংশাবলি লিখিতে অতি বিস্তার প্রয়োজন অল্প এবং সম্যক্ পাও য়াও দুষ্কর অতএব কেবল রামের বংশ যাঁহারা অযোধ্যাধি কারী ছিলেন তাহাই এস্থলে প্রকাশ করি।

কুশের পুত্র অতিথি তস্য পুত্র নিষধ, তস্য পুত্র নভ, তস্য পুত্র পুণ্ডরীক, তস্য পুত্র ক্ষেমধন্বা, তস্য পুত্র দেবানীক, তস্য পুত্র হীন, তস্য পুত্র পারিযাত্র, তস্য পুত্র বল, তস্য পুত্র স্থল, তস্য পুত্র বজ্রনাভ, তস্য পুত্র অর্কসম্ভব তস্য

পুত্র সগণ, তস্যপুত্র বিধৃতি, তস্যপুত্র হিরণ্যনাভ, তস্য পুত্র পুষ্প, তস্যপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তস্যপুত্র সুদর্শন, তস্যপুত্র অগ্নিবর্ণ, তস্যপুত্র শীঘ্র, তস্যপুত্র মরু, তস্যপুত্র প্রসুশ্রুত, তস্যপুত্র সন্ধি, তস্যপুত্র অমর্ষণ, তস্যপুত্র মহস্বান্, তস্য পুত্র বিশ্ববাহু, তস্যপুত্র প্রসেনজিৎ, তস্যপুত্র তক্ষক, তস্যপুত্র বৃহদ্বল, তস্যপুত্র বৃহদ্রণ, তস্যপুত্র উরুক্রিয়, তস্যপুত্র প্রতি ব্যোম, তস্যপুত্র ভানু, তস্যপুত্র দিবাকর, তস্যপুত্র সহদেব, তস্যপুত্র বৃহদশ্ব, তস্যপুত্র ভানুমান্, তস্যপুত্র প্রতীকাশ্ব, তস্যপুত্র সুপ্রতীক, তস্যপুত্র মরুদেব, তস্যপুত্র সুনক্ষত্র, তস্য পুত্র পুষ্কর, তস্যপুত্র অন্তরীক্ষ, তস্যপুত্র সুতপা, তস্যপুত্র অমিত্রজিৎ, তস্যপুত্র বৃহদ্রাজ, তস্যপুত্র বর্হি, তস্যপুত্র কৃত ঞ্জয়, তস্যপুত্র রণঞ্জয়, তস্যপুত্র সঞ্জয়, তস্যপুত্র সাক্য, তস্যপুত্র শুদ্ধোদ, তস্যপুত্র লাঙ্গল, তস্যপুত্র প্রসেনজিৎ, তস্যপুত্র ক্ষুদ্রক, তস্যপুত্র সুমিত্র এই সুমিত্র রাজার পর লোক হইলে রঘুবংশ লোপ হইল। মার্সমন সাহেব লিখেন যে এবংশের এমত প্রমাণ পাওয়াযায় যে কিছুকাল পরে উক্ত বংশ্যেরা বোধ হয় কলিযুগে রাজপুত নামে খ্যাত হইয়া অযোধ্যায় নূতন ঐশ্বর্য্যের সহিত রাজা ছিলেন, ঝিলটস নামে খ্যাত মিয়রের রাণারা আপনাদিগকে ঐ বংশজাত কহিত, রাথোরেরা কান্যকুব্জে নূতন রাজ্য করি য়াছিল, তাহারা আপনা দিগকে কুশের বংশ কহিত, তাহারা মুসলমান কর্তৃক অবশেষে তাড়িত হইয়া মিয়র রাজ্যে

বসতি করিয়াছিল, রাথুর দিগের একলক্ষ করবাল ধারিরা মুসলমান দিগের জয় কালে উহার অৰ্দ্ধেক সাহায্য করিয়া ছিল, কুশ হইতে কচ্ছয়াজ নামে খ্যাত অন্য এক বংশ জন্মে সেই বংশে নলরাজার জন্ম হইয়াছিল, নলদময়ন্তীর এক ইতিহাস আছে তাহা এস্থলে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অল্প, যেহেতু তাহাতে কোন বিশেষ রাজকীয় ব্যাপার নাই, কেবল উপন্যাসের ন্যায় এক কাব্য ইতিহাস মাত্র * নলবংশ্যেরা পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত অতিখ্যাত মিয় রের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল, পরে সিন্ধিয়ারা তাহা অধি কার করে, আধুনিক জয়পুরের রাজাদিগকে ঐ বংশের শাখারূপ কহাযায়, এমতে উত্তর হিন্দুস্থানে অবশিষ্ট আধু নিক রাজারা পরাক্রমি শ্রীরামচন্দ্রের বংশ্যরূপে কথিত আছে।

অথ চন্দ্রবংশাবলী।

মহর্ষি অত্রি হইতে চন্দ্রবংশের সৃষ্টি, সেই অত্রি সন্তান চন্দ্রবংশে বুধ, সূর্য্যবংশে প্রথম যে মনু কথিত হইয়া ছেন তাঁহার শ্রদ্ধা নাম্নী পত্নীতে দশ পুত্র জন্মিবার পূর্ব্ব

* কিন্তু মহাভারতে যুধিষ্ঠির সমীপে বনে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ হইয়াছিল এমত কথা থাকাতে বোধ হয় প্রকৃত নলদময়ন্তী সত্যযুগে সে কোন অন্য বংশীয় রাজা থাকিবেন এ নলরাজা স্বতন্ত্র তাহার প্রমাণও ভারতে দুইজন নলরাজা কথিত আছে।

ইলা নাম্নী কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই ইলার সহিত এই বুধের সংযোগ হওয়াতে সন্তান জন্মে তাঁহার নাম পুরূরবা ইঁহাকেই ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা কহা যায়, তাঁহার রাজধানী পারত্রিক স্থান নামে স্থান ছিল ইনি অগ্নি প্রজ্বলিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে যে কৌশল বিশিষ্ট অতি পরাক্রান্ত ভয়ানক অগ্ন্যস্ত্র ছিল যাহা অধুনা লোপাপত্তি হইয়াছে, তাহাই ইনি প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, এই পুরূরবার ছয় পুত্র তাঁহারদের নাম আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয়, এবং জয়, তন্মধ্যে প্রধান আয়ু রাজ্য গ্রহণ করেন এজন্য ক্ষত্রিয়, তাঁহার শাখা বংশাবলি পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে, এইক্ষণে অপর পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে বিজয়ের পুত্র ভীম, তস্যপুত্র কাঞ্চন, তস্যপুত্র হোত্রক, তস্যপুত্র জহ্নু, তস্যপুত্র পুরু, তস্যপুত্র বলাক, তস্য পুত্র অজক, তস্যপুত্র কুশ, তস্যপুত্র কুশাম্বু, তস্যপুত্র বসু, তস্যপুত্র কুশনাভ, তস্যপুত্র গাধি, তস্যপুত্র বিশ্বামিত্র ইনি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মর্ষি হন, তাঁহার এক শত পুত্র মধ্যে পঞ্চাশৎ সাম্রাজ্যে যোদ্ধা হন, অপর পঞ্চাশ পৃথিবীর উত্তর ভাগে তৎকালে বনময় স্থানে অধুনা যাহার নাম ইউরোপ সেই সমস্ত স্থানে বাস করেন এবং অবশেষে তাঁহারদের আখ্যা ম্লেচ্ছ হয়। এইক্ষণে পূর্ব্ব কথিত পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু যিনি পারত্রিক স্থানের রাজা তস্যপুত্র

নহুষ ইহাঁর ছয় পুত্র মধ্যে যতি সংসার করেন না, ঈশ্বর পরায়ণ হন, শর্য্যাতি, আয়তি, বিরতি, এবং কৃতি এই চারি ভ্রাতা নাভি বর্ষের চারি দিগে স্বতন্ত্রং রাজ্য বিস্তার করেন, জ্যেষ্ঠ যযাতি পিতৃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন, তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ব্ভে পাঁচ পুত্র হয়, তাঁহারদের নাম জ্যেষ্ঠ যদু, দ্বিতীয় তুর্ব্বসু, তৃতীয় দ্রুহ্যু, চতুর্থ অনু, পঞ্চম পুরু, এই যযাতি দৈত্যকুলের পুরোহিত শুক্রাচার্য্য নামা ব্রাহ্মণের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই দেবযানীর পণে বদ্ধা দৈত্যরাজ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দাসী রূপে সমভিব্যাহারে ছিলেন, সেই শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির গোপনে প্রসক্তি হইয়া তিন পুত্র জন্মে, এই কারণ রাণী দেবযানী রুষ্টা হইয়া রাজার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন, এবং একথা তৎপিতা শুক্রাচার্য্যকে কহিয়াছিলেন, যযাতি এই রাগ বশত দেবযানীর গর্ব্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র যে যদু তাঁহাকে নাভি বর্ষের সর্ব্ব প্রধান সিংহাসনাধিকারী না করিয়া পঞ্চ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুতরাং স্বীয়ং অংশে প্রাপ্ত যে দেশ তথায় গিয়া আধিপত্য করিলেন, তাহার বিশেষ এই যে যদু মথুরা প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে সিংহাসন স্থাপিত করেন, তাঁহার বংশাবলি যাহা যদুকুল নামে খ্যাত তাহা পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিচয় কালে ব্যক্ত হইবেক, দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসুকে পশ্চিম দিগে বালুকাময় স্থান প্রদান করেন, তিনি সেই মরুভূমি মধ্যে সাম্রাজ্য স্থাপন

করিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় টরকী প্রভৃতি মুসলমানের দেশ। তাঁহার বংশাবলি এই যে তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তস্যপুত্র ভর্গ, তস্যপুত্র ভানুমান, তস্যপুত্র ত্রিভানু, তস্য পুত্র করন্ধম, তস্যপুত্র মরুত্ত এই পর্য্যন্ত পুরাণে লিখিয়া তদ্ধ ক্তাঁরা কহেন যে এ বংশ যবন দেশাধিপ হয়। শর্ম্মিষ্ঠা গর্ব্ভ জাত যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যু গঙ্গাতীরে মগধদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, চতুর্থ অনু নাভিবর্ষের সর্ব্বোত্তর ভাগে সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তিন পুত্র মধ্যে সভানর রাজপরাক্রমী হন, তস্যপুত্র কালনর, তস্যপুত্র সৃঞ্জয়, তস্যপুত্র জনমেজয়, তস্যপুত্র মহাশাল, তস্যপুত্র মহামনা, তস্য দুই পুত্র উশীনর, এবং তিতিক্ষু, এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে উপরি উক্ত উত্তর রাজ্য দুই অংশে বিভাগ করিয়া উশীনর পূর্ব্ব উত্তর ভাগ আশ্রয় করেন; আর তিতিক্ষু পশ্চিম উত্তর ভাগে রাজ্য বিস্তার করেন। উশীনরের পুত্র শিবি, পূর্ব্বোত্তর দেশে খ্যাত্যাপন্ন রাজা হইয়াছিলেন, এই পুরাণের উক্তি দ্বারা বোধ হয় যদি জলপ্লাবনে ধ্বংস না হইয়া থাকে তবে শিবি স্বনাম দ্বারা শিবির দেশ স্থাপন কর্ত্তা, তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ পশ্চিমোত্তর দেশে খ্যাত শাস্ত্রে লেখা প্রযুক্ত বোধ হয় ইনিও ঐরূপ রুষ দেশ স্থাপন কর্ত্তা, তস্যপুত্র হোম, তস্যপুত্র সুতপা, তস্যপুত্র বলি, তস্য পুত্র, দীর্ঘ তমস, তস্যপুত্র মহীক্ষিত, তস্যপুত্র খলপান, তস্যপুত্র দিবিরথ, তস্যপুত্র ধর্ম্মরথ, তস্যপুত্র চিত্ররথ,

তস্যপুত্র রোমপাদ, তস্যপুত্র চতুরঙ্গ, তস্যপুত্র পৃথুলাক্ষ, তস্যপুত্র বৃহদ্রথ, তস্যপুত্র বৃহন্মনা, তস্যপুত্র জয়দ্রথ, তস্য পুত্র বিজয়, তস্যপুত্র ধৃতি, তস্যপুত্র ধৃতব্রত, তস্যপুত্র সৎ কর্ম্মা, তস্যপুত্র অধিরথী, তস্যপুত্র বৃষসেন, তস্যপুত্র দ্রুহ্যু, তস্যপুত্র বভ্রু, তস্যপুত্র সেতু, তস্যপুত্র আবদ্ধ, তস্যপুত্র গান্ধার, তস্যপুত্র ধর্ম্ম, তস্যপুত্র ধৃত, তস্যপুত্র দুর্ম্মদ, তস্য পুত্র প্রচেতা, এই পর্য্যন্ত ভাগবতে লিখিয়া কহেন এ বংশ ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন, এ কথা দ্বারা বোধ হয় যে সে বংশ্যেরা রুষ অবধি গ্রীস প্রভৃতি ইউরোপ দেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করিয়া থাকিবেন, ইহা সপ্রমাণের নিমিত্ত আরো এক কথা এই আছে যে গ্রীস দেশীয় অনেক রাজারা কহেন যে তাঁহারা যুপিটর দেবতার সন্তান ইহা যদি সত্য হয় তবে তাঁহারদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম উপরি উক্ত নামের সহিত ঐক্য হইতে পারিত কিন্তু হিষ্টোরি আব গ্রীস যাহা অধুনা সে দেশে প্রচলিত তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনেক ছিল সে খণ্ড তাঁহারা অতি প্রাচীন এবং নান্‌সেন্স অর্থাৎ প্রলাপ ন্যায় গোলযোগ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, যাহাতে যুপিটর প্রেরিত রাজা দিগকে দেবতার ন্যায় বর্ণনা এবং সে দেশে সভ্যতা এবং বিদ্যা প্রচার তদ্দ্বারা হইয়াছিল এমন প্রবাদ ছিল। ফল বোধ হয় জলপ্লাবনে সে সমস্ত দেশের প্রাচীন পুস্তক নষ্ট হইয়াছে, নোয়ার পর যে পুনর্বসতি হয় তাহাই

এইক্ষণে প্রকাশ সে কথা বিস্তাররূপে পশ্চাৎ লিখিব, শর্ম্মিষ্ঠা গর্ব্ভজ সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান পুরু যযাতির নিকট থাকিয়া পিতার তপস্যার্থ বন গমনের পর পারত্রিক স্থানের সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এই বংশের আখ্যা পৌরব। পুরুর তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রবীর রাজা হন, তস্য পুত্র মনস্যু, তস্যপুত্র চারুপদ, তস্যপুত্র সুদ্যু, তস্যপুত্র বহুগব, তস্যপুত্র সংযাতি, তস্যপুত্র অহংযাতি, তস্যপুত্র রৌদ্রাশ্ব, তস্য দশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋতেয়ু সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তস্যপুত্র রন্তিনাব, তস্য তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুমতি, তস্যপুত্র দুষ্মন্ত, ইনি মৃগয়া করিতে গিয়া এক মুনি পালিতা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শকুন্তলা, সেই শকুন্তলা গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মেন তাঁহার নাম ভরত ইনি স্বীয় পিতা দুষ্মন্তের পরলোক প্রাপ্ত্যনন্তর রাজ্যেশ্বর হইয়া অতি পরাক্রান্ত রূপে নাভিবর্ষের প্রায় সমুদয় দেশে স্বীয় জয় পতাকা স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং এমত যশস্বী হইয়াছিলেন যে নাভিবর্ষ নাম লুপ্ত হইয়া এদেশ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়, এবং এইকালে দক্ষিণ সমুদ্রকে ভারত সাগর কহিতে আরম্ভ হয়, ইহাতে বোধ হয় ভরত রাজার শাসন কালে নাবিক বিদ্যার আলোচনা প্রাচুর্য্য রূপে হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রস্থ উপদ্বীপ সমস্ত তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তাহার আরো এক প্রমাণ পাওয়া যায় কোনং উপদ্বীপে ভরত রাজার প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি স্থাপিত আছে, তাঁহাকে তত্রস্থ

লোকেরা দেবতা বলে। ভরতের পুত্র বৈদর্ভ্য রাজা হইয়া স্বনাম দ্বারা বৈদর্ভ্য নগর স্থাপন করেন তস্যপুত্র ভরদ্বাজ, তস্যপুত্র বিতথ তস্যপুত্র মন্যু, মন্যুর পঞ্চ পুত্র মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ গর্গ ঋষি, চতুর্থ নর, তস্যপুত্র সংকৃতি, তস্যপুত্র রন্তি দেব, ইনি বড় পুণ্যবান্, মনুষ্য পশু পক্ষি ক্ষুধিত মাত্রেই বিশেষ লক্ষ২ কুক্কুরকে অন্নদান করিতেন, মন্যুর তৃতীয় পুত্রও ব্রাহ্মণ হন, জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষেত্র রাজা হন, তস্যপুত্র হস্তী. ইনি স্বনাম দ্বারা হস্তিনাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে সিংহাসন স্থাপন করেন। তস্য পুত্র হস্তিন তস্য তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুমীঢের বংশ নাই, মধ্যম দ্বিমীঢ, তস্য পুত্র যবীনর, তস্যপুত্র কৃতিমান, তস্যপুত্র সত্যধৃতি, তস্য পুত্র দৃঢ়নেমি, তস্যপুত্র সুপার্শ্ব, তস্যপুত্র সুমতি, তস্যপুত্র সন্নতিমান, তস্যপুত্র কৃতী, তস্যপুত্র হিরণ্যনাভ, তস্যপুত্র উগ্রায়ুধ, তস্যপুত্র ক্ষেম্য, তস্যপুত্র সুবীর, তস্যপুত্র রিপুঞ্জয়, তস্যপুত্র বহুরথ, তস্যপুত্র নীল, তস্যপুত্র শান্তি, তস্যপুত্র সুশান্তি, তস্যপুত্র পুরুজ, তস্যপুত্র অর্ক, তস্য পুত্র ভর্ম্মাশ্ব, তস্য পঞ্চ পুত্র অটক এবং সিন্ধু নদীর মধ্য বর্ত্তি স্থানে পঞ্চাপ নামে দেশে সম্রাট হইয়াছিলেন, সেই পঞ্চ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুদ্গল, তস্যপুত্র দিবোদাস তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হন, দিবোদাসের কন্যা অহল্যাকে গৌতম বিবাহ করেন, গৌতমের পুত্র শতানন্দ, তস্যপুত্র সত্য, তস্য পুত্র শরদ্বান, তাঁহার কন্যা কৃপীকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করি

ত্তেন, আর এক পুত্র তাঁহার নাম কৃপাচার্য্য কৌরব সেনা মধ্যে সেনাপতি হইয়াছিলেন। উপরোক্ত দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, তস্যপুত্র চ্যবন, তস্যপুত্র সুদাস, তস্যপুত্র সহদেব, তস্য এক শত পুত্রের মধ্যে পৃষত লাহোরে রাজা হন। তস্য পুত্র দ্রুপদ তাঁহার কন্যা দ্রৌপদী অথবা পঞ্চালীকে পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভ্রাতারা বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ বিন্ধান পণে স্বয়ম্বর যোগে হয়, সে ইতিহাস পশ্চাৎ পাণ্ডবেরদের সময়ে প্রকাশ হইবেক, দ্রুপদ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তস্যপুত্র ধৃষ্ট, তস্যপুত্র কেতু, এই এক শাখা। এইক্ষণে হস্তিনাধিপতির ইতিহাস এই যে হস্তিনের পুত্র অজমীঢ, তস্যপুত্র বৃহদিষু, তস্যপুত্র বৃহদ্ধনু, তস্যপুত্র বৃহৎকায়, তস্যপুত্র জয়দ্রথ, তস্যপুত্র বিষদ, তস্যপুত্র সোনজিৎ, তস্য চারি পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ রুচিরাশ্ব সিংহাসনাধিকারীহন, তস্যপুত্র পার, তস্যপুত্র নীপ, তস্যপুত্র শুক, ইনি যোগতন্ত্র প্রকাশ করেন, তস্যপুত্র উদকসেন, তস্যপুত্র ভল্লাট, ইনি বৃহদ্দেশ জয় করেন, তস্য পুত্র অন্য, তস্যপুত্র ঋক্ষ, তস্যপুত্র সম্বরণ, ইহাঁর শাসন কালে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইলে পঞ্চাপ দেশের রাজা রণ ভূমিতে সমাগত হইয়া জয়ী এবং হস্তিনা অধিকার করিয়াছিলেন সম্বরণ অভিমানে বনে প্রবেশ করিয়া বহুকাল হিমালয় পার্শ্বে ঈশ্বরারাধনা করিয়াছিলেন, পরে বশিষ্ঠের সহায়তায় স্বীয় পৈতৃক রাজ্য এবং সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তস্যপুত্র কুরু ইনি বড় প্রতাপযুক্ত রাজা

ছিলেন এজন্য তাঁহার নাম দ্বারা এ বংশ কৌরব নামে খ্যাত হয়, এবং ইনি কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় দুর্গ, তাঁহার চারিপুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠের বংশ নাই, দ্বিতীয়ের নাম সুধনু, তস্যপুত্র সুহোত্র, তস্যপুত্র চ্যবন, তস্যপুত্র কৃতী, তস্যপুত্র উপরিচর বসু, তস্য পঞ্চ পুত্র চেদি দেশে রাজ্য বিস্তার করেন, উপরিচর বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথ, তস্যপুত্র কুশাগ্র, তস্যপুত্র ঋষভ, তস্যপুত্র সত্যহিত তস্যপুত্র পুষ্পবান্, তস্যপুত্র জহু, এই এক শাখা। পূর্ব্ব কথিত বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যাতে জরাসন্ধ এবংশের পরিচয় পশ্চাৎ হইবেক, এইক্ষণে কুরু সন্তান যাঁহারা হস্তিনায় রাজ্য করেন তাহা এই যে কুরুর তৃতীয় পুত্র জহ্নু, তস্য পুত্র সুরথ, তস্যপুত্র বিদূরথ, তস্যপুত্র সার্ব্বভৌম তস্যপুত্র জয়সেন, তস্যপুত্র রাধিক, তস্যপুত্র অযুতায়ু, তস্যপুত্র অক্রোধন, তস্যপুত্র দেবাতিথি, তস্যপুত্র ঋক্ষ তস্যপুত্র দিলীপ তস্যপুত্র প্রতীপ, তাঁহার তিন পুত্র দেবাপি, শান্তনু, এবং বাহ্লীক, তন্মধ্যে দেবাপির বংশ নাই, বাহ্লীক সোমদত্ত রাজকন্য বিবাহ করিয়া ভূরিশ্রবা প্রভৃতি সন্তান জন্মান সে এক শাখা। শান্তনুর পুত্র ভীষ্মদেব, তিনি বিবাহ এবং রাজ্য করেন নাই, পিতা শান্তনু মৃগয়া করিতে গিয়া আসক্ত হইয়া পুনরায় বিবাহ করেন সে কন্যার নাম সত্যবতী মৎস্যগন্ধা কৈবর্ত্ত কন্যা পরমাসুন্দরী, অবিবাহিতা কালে পরাশর মুনি দ্বারা এক সন্তান হইয়াছিল তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন,

তিনি বড় পণ্ডিত এবং তপস্যা দ্বারা মুনি হইয়া ঋক্ যজু সাম নামে যে তিন বেদ সনাতন তাহা চারিখণ্ড করেন, সেই সময় অনুমান অথর্ব্ব বেদ এ প্রদেশে চলিত না হইয়া অবশেষে তাহা ভাষান্তর হইয়া ম্লেচ্ছ দেশে নামান্তরে পুস্তক রচিত হয়, ইহাতেই অথর্ব্ব বেদান্তর্গত যে শিল্প বিদ্যা তাহা হিন্দুস্থানে লোপের বীজ, আর ইউরোপ প্রভৃতি দেশে সম্পূর্ণ প্রচার থাকিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার পর আলোচনা দ্বারা নানা কৌশল ক্রমশঃ সৃষ্ট হইতেছে, অধুনা তদ্দ্বারা তাহারা যশস্বী। দ্বৈপায়ন ঋষি কর্ত্তৃক বেদান্ত নামে উক্ত বেদের মর্ম্মার্থ এক দর্শন শাস্ত্র যাহা ঈশ্বর পদার্থ নিরূপণের নিমিত্ত হয় এবং ভারত নামে ইতিহাস যাহা ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত প্রাচীন এবং প্রতিযুগে আছে ও তদ্রচনা কর্ত্তা ব্যাস নামে বিখ্যাত হন, সেই ইতিহাসে দ্বাপর যুগের কথা সমস্ত সংযোগ করিয়া পুনরায় সমুদয় শ্লোক চ্ছন্দে রচনা করিবাতে দ্বৈপায়নের নাম ব্যাসদেব বলিয়া বিখ্যাত হয়। এইক্ষণে শান্তনু রাজার ইতিহাস বক্তব্য এই যে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী সত্য বতী গর্ব্ভে দুই পুত্র জন্মে, তাঁহারদের নাম চিত্রাঙ্গদ, এবং বিচিত্রবীর্য্য, চিত্রাঙ্গদ প্রথম হস্তিনার সিংহাসনারূঢ় হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, অবশেষে এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে হত হন, এজন্য কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য রাজা হন, এবং তাঁহার বিবাহ কাশী রাজার দুই কন্যার সহিত শৈশব

কালে হয়, অল্প বয়স্ দুই স্ত্রী সম্ভোগে যক্ষা রোগগ্রস্থ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন, কুরুবংশ লোপ হয় তজ্জন্য ভীষ্ম দেব পরামর্শ করিয়া বিচিত্র বীর্য্যের ভার্য্যাতে উক্ত ব্যাস দেব কর্ত্তৃক দুই সন্তানোৎপাদন করান্ তাঁহারদের নাম জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, আর কনিষ্ঠ পাণ্ডু। কথিত আছে যে এরূপে বংশ রক্ষার পরামর্শ কালে রাজ সভায় এমত বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে ক্ষত্রিয় কুল সমুদয় ব্রাহ্মণ সন্তান, যৎকালে পরশুরাম এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন তাহার পর ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয় কুল জন্মিয়াছিল বিশেষত ব্যাস সত্যবতীর গর্ভ্জাত এবং মহর্ষি পরাশর সন্তান, অতএব দোষাভাব। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, রাজধানীতে থাকিয়া পাত্র মিত্র লইয়া দেশীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন, পাণ্ডু পরাক্রমী যোদ্ধা হন সর্ব্বদা রণস্থলে দিগ দেশান্তর ভ্রমণ করত অবাধ্য রাজাদিগকে জয় করিয়া স্ব বশীভূত করিতেন। তৎকাল পর্য্যন্তও রাজচক্রবর্ত্তিদিগের এমত প্রথা হয় নাই যে কোন রাজা পরাজিত হইলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া দেশীয় সমুদয় কার্য্য স্বহস্তে এবং স্বামাত্যগণকে প্রদান করেন, কেবল সাম্বৎসরিক কিঞ্চিৎ কর ও যাগাদি কালে সাহায্য, এবং জয় পত্র প্রাপ্ত হইলেই শাসনের কর্ত্তৃত্ব সেইং দেশীয় রাজাকে অর্পণ করিতেন, আর সংগ্রামও ধর্ম্ম্য ছিল অর্থাৎ যথা শাস্ত্র মতে হইত, ছল দ্বারা কিম্বা সুড়ঙ্গ কাটিয়া রাত্রিতে দস্যুর ন্যায় ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট

এবং প্রজার জাতি প্রাণ ধন হরণের প্রথা ছিল না, এই সময়ের পর অবধি অধর্ম্মের পরাক্রমানুসারে দুষ্ক্রিয়ারও আধিক্য হইতে লাগিল।

উক্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হইয়াছিল তাহার প্রধান দুর্য্যোধন, আর পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র হয় তাহার প্রধান যুধিষ্ঠির, পাণ্ডু রাজার মৃত্যু তাঁহার ভ্রমণ মধ্যেই হিমালয় পার্শ্বে হয়, মাদ্রী স্ত্রী সহগামী হন, প্রধানা রাজ্ঞী কুন্তী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচটী সন্তান লইয়া হস্তিনায় ভীষ্মদেব নিকটে আইলেন, অতএব এই এক শত পাঁচ ভ্রাতা পূর্ব্ব কথিত শরদ্বান্ রাজার জামাতা দ্রোণাচার্য্য নিকটে বাণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন, দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ কিন্তু যুদ্ধ ও অস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণ বাল্যকালে পঞ্চাপ দেশের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদ সহিত সখ্যতা ছিল এবং শ্বশুরের বিষয় বলিয়া উক্ত রাজ্যের কিয়দংশের উপস্বত্বও প্রাপ্য জ্ঞান করিতেন, দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে কহিয়াছিলেন যে তিনি রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিবেন কিন্তু দ্রুপদ যখন সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন তখন দ্রোণ নিকটবর্ত্তী হইয়া সখা সম্বোধন পূর্ব্বক কথোপকথন করিলে দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎর্সনা করত কহিলেন যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া রাজাকে সখা সম্বোধন অতিস্পর্দ্ধার কথা, এবং অসভ্যতার কার্য্য, দ্রোণ তাহাতে অভিমানগ্রস্ত হইয়া হস্তিনায় ভীষ্ম সমীপে সেবা বৃত্তি দ্বারা কালযাপন করিতে প্রবর্ত্ত হন

কিন্তু মনে কিছু থাকিল, অতএব কতককাল যাপন পরে যখন কুরুবংশীয় বালক সকল যুদ্ধ বিদ্যা এবং রাজনীতিতে সুশিক্ষিত হইলেন, এবং তাঁহারদের শেষ পরীক্ষা মহা সমারোহ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হয়, সে স্থলে অনেক যোদ্ধা ও দর্শক রাজা উপস্থিত হইয়া পরীক্ষাতে পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে কথিত হইলেন, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের হিংসা জন্মিয়াছিল, এজন্যে সে সভায় কর্ণ নামে এক বীর তিনি পূর্ব্ব কথিত যযাতি সন্তান যে অনু যে বংশ পরে ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়া উত্তর দেশ আশ্রয় করিয়াছিল সেই বংশে অধিরথি নামে এক রাজা তাঁহার এক উপস্ত্রী ছিল তাঁহার নাম রাধা সূত্রধর কন্যা তাঁহারি পালক পুত্র কর্ণ তিনি এই সভায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা স্থলে অনেক বিদ্যা প্রকাশ করিবাতে তাঁহাকে অর্জ্জুনের তুল্য জ্ঞান হইয়াছিল, এজন্য ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কর্ত্তৃ পক্ষেরা কর্ণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ সৈন্যাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত করিয়া অঙ্গ দেশে প্রতিনিধি স্বরূপ শাসনার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং দুর্য্যোধন হিংসা বশত অর্জ্জুনের তুল্য পরাক্রমি দৃষ্টে কর্ণের সহিত সখ্যতা করেন, এই সময়ে দ্রোণাচার্য্য আপন পারিতোষিক প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে দ্রুপদ যে তাঁহাকে অপমান করিয়াছিল তাহার প্রতিফল দিবার জন্যে সংগ্রামেচ্ছু হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, অর্জ্জুন বাল্য কালেই এমন সাহসিক ও পরাক্রমী

হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পঞ্চাপ রাজ্য গমন করিয়া দ্রুপদ রাজার সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া উক্ত পঞ্চাপ দেশকে দ্বিভাগ করত দক্ষিণে দ্রুপদ এবং উত্তরদিগে দ্রোণাচার্য্যকে স্থাপিত করেন, তাঁহারা উভয়ে সন্ধি পূর্ব্বক উভয় খণ্ড শাসন করিতে থাকেন. তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্য পদে অভিষিক্ত করেন, এবং পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীম ও তৃতীয় অর্জ্জুনকে প্রধান সেনা পতি করিলেন, ইহাতে ভীমের অপরিমিত পরাক্রম বৃক্ষাদি উৎপাটন করণক শত্রু বিনাশের কথা শাস্ত্রে বর্ণন দৃষ্ট হও য়াতে তদভিপ্রায় এই বোধ হয় যে ভীম পূর্ব্ব কালের হিন্দু দিগের কৌশল বিশিষ্ট অতি পরাক্রান্ত বৃহদগ্ন্যস্ত্র শ্রেণীর কর্ত্তা হইয়াছিলেন, দশ সহস্র মত্ত হস্তির বল বর্ণনের অভিপ্রায় দশ সহস্র তোপ বোধ হয়, অর্জ্জুন ধানুষ্ক এবং ক্ষুদ্রং অগ্ন্যস্ত্রধারির অধিপতি হইয়া থাকিবেন, দুর্য্যো ধন গদা এবং যুদ্ধ কুঠারধারির শিরোভাগ, নকুল করবাল ধারির প্রধান, সহদেব জ্যোতিজ্ঞ রাজমন্ত্রী এইরূপ পরিমিত ব্যবস্থা হওয়াতে সাম্রাজ্যের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল, এবং উক্ত সেনাপতিদিগের পরাক্রমে নানাদেশীয় রাজারা নতশিরা হওয়াতে পৃথিবীর সমুদয় খণ্ডে কৌরবদিগের জয় পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্য পদ প্রদত্ত হওয়াতে দুর্য্যোধন আপন পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে হে পিত আপনি

অবর্ত্তমানে হস্তিনার সিংহাসন যুধিষ্ঠিরই প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাহার পর তৎ সন্তানেরাই উত্তরাধিকারী হইবেন, তবে আমারদিগের এবং অস্মদাদির সন্তানের দিগের উপায় কেবল সাম্রাজ্যে ভৃত্যের ন্যায় কালযাপন করিতে হইল, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করেন যে একথা যথার্থ বটে কিন্তু আমি জন্মান্ধ রাজার যোগ্য নহি, যুধিষ্ঠিরের পিতা পাণ্ডুই রাজা ছিলেন, এবং পাণ্ডু আমার এমত উত্তম ভ্রাতা যে তিনি কখনো সিংহাসনে পদার্পণ করিতেন না, আমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া সর্ব্ব প্রকারে কর্ত্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং আমার নিতান্ত বাধ্য, তৎপুত্র যুধিষ্ঠিরও ততোধিক উত্তমচরিত্র যুক্ত দেখিতেছি অতএব আমি কিরূপে তাহাকে অন্যথা করিতে পারি, ইহা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন আর কোন বাক্য না কহিয়া কুমন্ত্রণা দ্বারা এক উপায় সৃষ্টি করেন যথা।

হস্তিনার কিঞ্চিৎ দূরে বারণাবত নামে এক নগর ছিল, সেই স্থানে এক উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন সে গৃহের ভিত্তি এবং স্তম্ভ ও মেঝিয়ার ভিতর বারুদ রাখিয়া ছিলেন, শিক্ষিত মন্ত্রিগণের লওয়ানেতে বারণাবত স্থান স্বাস্থ্যজনক এবং পুণ্যজনক কথিত হইয়া মৃগয়া করিতে গিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সেই গৃহে বাস করাইলেন, পাণ্ডবেরা সেই আলয়ের গন্ধ দ্বারা অনুমান করিয়া শেষ প্রত্যক্ষ জানিলেন যে সে গৃহ প্রাণ নাশের উপযোগী বটে, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ

গোপনে স্বীয় সৈন্য মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ খানককে আজ্ঞা করেন যে এই গৃহ মধ্য হইতে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করে যদ্দ্বারা চারি পাঁচ ক্রোশ দুরে অনায়াসে গমনাগমন করা যায়, মতান্তরে বিদুর নামে মন্ত্রী দুর্য্যোধনের এই কুপরামর্শ জানিতে পারিয়া পাণ্ডব রক্ষার্থ এই উপায় গৃহ নির্ম্মাণ কালেই গোপনে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহা হউক যুবরাজ সর্ব্বদা অমাত্য সহিত মৃগয়াচ্ছলে প্রায় নগরের ইতস্তত তাম্বুতে বাস করিতেন, পরে নগর বেষ্টিতা যে নদী ছিল তাহার নিম্নভাগ দিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইলে একদিন নগরে আসিয়া অনেক ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া সেই রাত্রে যখন দেখিলেন যে সেই গৃহনির্ম্মাণকারী এবং সময় বিশেষে অগ্নি সংযোগ করিতে আজ্ঞপ্ত লোক যবন মিস্ত্রী যাহারা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিযুক্তছিল তাহারা সেই গৃহে নিদ্রিত আছে এমত সুযোগে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পাণ্ডবেরা আপনারাই উক্ত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সুড়ঙ্গ পথে প্রস্থান করেন, সুতরাং সেই গৃহধ্বংসের সহিত মিস্ত্রীরাও ভস্মসাৎ হইয়াগেল হস্তিনায় এ সংবাদ আইলে সকলে অতিখেদ যুক্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের মৃতাবধারণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্মাপনানন্তর দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

এ দিগে পঞ্চভ্রাতা কুন্তী সহিত দেশ হইতে পলাইয়া এক চক্রা নগরে স্বপরিচয় গোপন করিয়া প্রচ্ছন্ন রূপে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর ভীম হিড়ম্ব দেশের রাজ

কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া মিত্রতা করিয়াছিলেন তাহাতে কতক গুলি অশ্বারোহি সৈন্যও প্রাপ্ত হন, এইরূপে সমরোপযোগী দ্রব্য এবং অস্ত্রাদি ক্রমশঃ সংগ্রহ করিতে ছিলেন, ইতি মধ্যে পঞ্চাপ দেশে দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সংবাদ হইলে পাণ্ডবেরা সে স্থানে গমন করিলেন, সে বিবাহের সভায় নানা দেশীয় রাজকুমারেরা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে অর্জ্জুন লক্ষ বিন্ধিয়া দ্রৌপদীকে পঞ্চভ্রাতায় বিবাহ করিলেন, সুতরাং প্রচার হইল, দুর্যোধন সে স্থানে উপস্থিত থাকাতে কোন ছলে এক যুদ্ধ হইল, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তাঁহার অশ্বারোহি প্রভৃতি অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য, কিন্তু দ্রুপদ রাজার কটক এবং গুজরাট দেশের অধিপতি দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সে স্থানে আসিয়াছিলেন, অতএব যাদব সৈন্য কোন পক্ষে অন্যায় যুদ্ধ না হয় এমত মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, দুর্য্যোধনের সমভিব্যাহারে তদপেক্ষা অধিক সৈন্য এবং অনেক রাজা অধীন সুতরাং প্রবল, কিন্তু ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধ বিদ্যায় উত্তম নৈপুণ্য হেতুক উক্ত অত্যল্প সৈন্য দ্বারা কৌশল ক্রমে সংগ্রাম করাতে দুর্য্যোধন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া পিতাকে সংবাদ জানাইলেন, তাহাতে প্রথমত রাগান্ধ হইয়া পুনরায় অধিক আয়োজন বিশিষ্ট হওত পঞ্চাপ আক্রমণ করিবার পরামর্শ উপস্থিত হয় কিন্তু মন্ত্রিগণের মধ্যে মতের অনৈক্য হইয়া

অবশেষে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি সমন্ত্রির মত প্রবল হইল অর্থাৎ বিরোধ না করিয়া সন্ধিকরা শ্রেয়োবিধায় বিদুর দৌত্যকর্ম্মে অর্থাৎ উকীল হইয়া পঞ্চাপ দেশে গিয়া সন্ধি পত্র ধার্য্য করিলেন, তাহাতে রাজ্য দুই অংশ করিয়া অর্দ্ধেক যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত হইল, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক নগর ছিল তাহা অপূর্ব্ব সুদৃঢ় দুর্গদ্বারা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে ময়দানব নামে খ্যাত্যাপন্ন কর্ম্মিদ্বারা অতি সুদৃশ্য বৃহদট্টালিকা এবং রাজসভা নির্ম্মা ইয়া তাহাতে সিংহাসন স্থাপন করিলেন, হস্তিনার প্রাচীন সিংহাসনে দুর্য্যোধন উপবিষ্ট রহিলেন।

এইক্ষণে স্বয়ম্বর কালের উল্লেখিত যে যাদবী সেনা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারদিগের পরিচয় লিখি, যদিস্যাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি বুদ্ধি কৌশল, চক্র, ও অদ্ভুত ক্রিয়া এবং যথার্থ জ্ঞানের নানাপথ ও শাস্ত্র তদ্দ্বারা প্রকাশ পাওয়াতে তৎকালের ইতিহাস বক্তারা কৃষ্ণ বলরামকে ঈশ্বরের অবতার বর্ণন এবং লোকেও তাহা বিশ্বাস করিয়া ছিল এবং কৃষ্ণ শব্দের অর্থ বেদে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হেতুক সেইনাম ও রূপ অবলম্বন দ্বারা ঈশ্বরারাধনা প্রচলিতা আছে, তথাপি মানুষী লীলা এবং এ গ্রন্থের অভিপ্রায় কেবল সামান্য ইতিহাস লিখন প্রযুক্ত সে কথা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় পরিচয় লিখি, যথা পূর্ব্ব কথিত এই চন্দ্রবংশে যযাতি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু যিনি মথুরা নগরে রাজধানী

করিয়াছিলেন, তস্যপুত্র ক্রোষ্টু, তস্যপুত্র বৃজিনবান্, তস্য পুত্র স্বাহিত, তস্যপুত্র বিষদগু র্ব্ব, তস্যপুত্র চিত্ররথ, তস্য শশবিন্দু, তস্যপুত্র পৃথুশ্রবা, তস্যপুত্র ধর্ম্ম, তস্যপুত্র উশনা, তস্যপুত্র রুচক, তস্য পঞ্চম পুত্র বিদর্ভ, তস্য তিনপুত্র মধ্যে রোমপাদ বংশে চেদিরাজা চৈদ্য দেশাধিপতি, আর বিদর্ভের দ্বিতীয় পুত্র ক্রথ, তস্যপুত্র কুন্তি, তস্যপুত্র বৃষ্ণি তস্যপুত্র নির্ব্বৃতি, তস্যপুত্র দশার্হ, তস্যপুত্র ব্যোম, তস্য পুত্র জীমুত, তস্যপুত্র বিকৃতি, তস্যপুত্র ভীমরথ, তস্যপুত্র নবরথ, তস্যপুত্র দশরথ, তস্যপুত্র শকুনি, তস্যপুত্র করম্ভি, তস্যপুত্র দেবরাত, তস্যপুত্র দেবক্ষত্র, তস্যপুত্র মধু, তস্য পুত্রঅনু, তস্যপুত্র পুরুহোত্র, তস্যপুত্র আয়ু, তস্যপুত্র সাত্বত, তাঁহার সাত পুত্র মধ্যে তৃতীয় বৃষ্ণি, তস্যপুত্র সুমিত্র, তস্য পুত্র যুধাজিৎ, তস্য দুইপুত্র মধ্যে দ্বিতীয় অনমিত্র, তস্যপুত্র নিম্ন, তস্যপুত্র সত্রাজিৎ, তস্য তিন পুত্রের মধ্যে তৃতীয় বৃষ্ণি, তস্য দুইপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ চিত্ররথ, তস্যপুত্র বিদূরথ, তস্যপুত্র শূর, তস্যপুত্র ভজমান, তস্যপুত্র শিনি, তস্যপুত্র স্বয়ংভোজ, তস্যপুত্র হৃদিক, তস্য তিনপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবমীঢ, তস্যপুত্র শূরসেন, তস্যপুত্র বসুদেব, এই বসুদেবের দুইপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম। যখন কৃষ্ণের পিতামহ শূরসেন পরলোক গমন করেন তখন শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্য না দিয়া আপনি বলক্রমে মথুরার রাজ্য

সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উগ্রসেনের পুত্র কংসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা, এবং বসুদেব কংসের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জন্মিবা মাত্র অতি গোপনে যমুনা পার নন্দালয়ে প্রতিপালন করাইয়া ছিলেন, পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি কংসকে বিনাশ করিয়া মথুরায় রাজা হইলেন, তাহার অল্পকাল পরেই কংসের শ্বশুর মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ ইনি কুরুবংশ্য বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যাতে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে, ইনি বড় পরামক্রী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্রমণ অর্থাৎ অষ্টাদশ বার মথুরার দুর্গ বেষ্টন করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি বিখ্যাত শূরসেনী সেনার পরাক্রম হ্রাস করিতে যদিস্যাৎ অক্ষম হইয়া থাকুন তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া এবং মথুরার দুর্গ দৃঢ় নহে এজন্যে গুজরাটে সমুদ্র বেষ্টিত দ্বারকা নামক নগর স্থাপিত করিয়া সেই স্থানে প্রধান রাজধানী করিয়াছিলেন, এই শূরসেনী সেনার প্রশংসা হিষ্টোরি আব গ্রীসে উল্লেখিত আছে, ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে রাজসূয় যজ্ঞকালে পাণ্ডবেরা উক্ত সেনার সাহিত্যে ইউরোপ দেশে গমন করিয়া থাকিবেন এজন্যে প্রাচীন ইতিহাসে কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের আত্মীয়তার কারণ বসুদেবের ভগিনী পৃথার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে অর্জ্জুন বিবাহ করাতে অধিক দৃঢ় হয়, ও ক্রমশঃ প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া কৃষ্ণ সর্ব্বদা ইন্দ্রপ্রস্থে

থাকিতেন, এবং কখন২ সপরিবার আসিবাতে সুতরাং জরা সন্ধের সহিত পাণ্ডবের বৈরিভাব হইয়া উঠিল, জরাসন্ধের বহু সৈন্য তন্মধ্যে এক দল যবন ছিল, আর নগরের চতুর্দিগে পর্ব্বত শ্রেণীর দৃঢ়তর দুর্গ এবং বহির্দ্বার কল কৌশলে রচিত হঠাৎ কোন শত্রু প্রবেশ করিতে পারিত না, এই জন্যে যৎকালে পাণ্ডবেরা জরাসন্ধকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন অনায়াসে ধর্ম্ম্য যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই, পুরাণে লেখে যে ভীম পর্ব্বত ভগ্ন করিয়া গোপনীয় পথে অকস্মাৎ পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে ভীমসেন বৃহদগ্ন্যস্ত্র সমূহের নিয়ন্তা ছিলেন সম্মুখ দ্বার ভগ্ন করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া অন্য দিগে যে স্থানের দৃঢতার অল্পতা ছিল সেই ভিত্তি বারুদের শক্তিতে অকস্মাৎ ভেদ করত দুর্গ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। যন্ত্রচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ ব্যবহার হিন্দুস্থানে এবং চীনদেশে চিরকাল আছে একথার প্রমাণ এইযে ইহা মেং হালহেড সাহেব রচিত হিন্দুলা নামক গ্রন্থে পরিষ্কার রূপে কথিত আছে। এই দুর্ঘটনা হইলেও জরাসন্ধ অতিসাহস পূর্ব্বক তিন দিবস ঘোরতর সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে রণ শায়ী হইলেন, তখন তাঁহার পুত্র সহদেব সন্ধির প্রার্থনা করাতে সংগ্রাম স্থগিত হইল, এবং সহদেবকেই মগধ দেশের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া পাণ্ডব এবং যাদব উভয় সেনা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির অতি সুদৃঢ় দুরাক্রমণীয় মগধরাজ্যের দুর্গোপরি স্বীয় জয় পতাকা স্থাপিতা দেখিয়া অনুমান করিলেন তৎকালে আর প্রতিযোগী কোন রাজা ছিল না, যে ছিল তাহারা অমাত্য ও বশীভূত সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবে না, অতএব এই সময়ে দিগ্বিজয় মূলক যে রাজসূয় যজ্ঞ তাহা করা যায়, এবম্বিধায় যুধিষ্ঠির স্বদেশ শাসনার্থ সিংহাসনস্থ রহিলেন। ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব চারি ভ্রাতা সসৈন্য ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিগে গমন করিলেন, তাহার বিশেষ এই যে অর্জ্জুন উত্তরাঞ্চলে গমন করত আদৌ প্রয়াগ দেশে ভগদত্ত রাজার নিকট জয়পত্র প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর ক্রমশ পুলিন্দ দেশ, তাহার পর কালকূট দেশ, অনুমান নাগ বংশীয় সুমণ্ডল রাজা, তৎপরে শাকদ্বীপ দেশ প্রতিবিন্ধ্য রাজা, উল্লক নগর বৃহন্ত রাজা, মেধপুর সুদেব রাজা,লোহিত মণ্ডল পর্ব্বতীয় রাজা, ত্রিগর্ত্ত রাজা, সিংহপুর সিংহ রাজা, কাল যবন ইহারাই অধুনা মোগল নামে খ্যাত বোধ হয় ইহারদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ অবশেষে পরাজিত হইয়া জয়পত্র দেয়, তাহার পরে উত্তরাভিমুখে গিয়া হিমালয় পর্ব্বত মধ্যস্থ কুবের নগর বৈশ্রবণ রাজা, তাহার পর হিমালয় পর্ব্বত পার হরিবর্ষখণ্ড, পরে রম্যক সরোবর দর্শন করিয়া উপরোক্ত সর্ব্বত্র জয়পত্র এবং অপর্য্যাপ্ত ধন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পশ্চিমাভিমুখে ভীম এবং নকুল দ্বিধা হইয়া গমন করেন তাহাতে ভীমের যুদ্ধ

বিদেহ নগর দশার্ণদেশ সুধন্বারাজা, পুলিঙ্গ নগর সুমিত্র রাজা শিশুপাল, উত্তর কোশলা দীর্ঘপিঙ্গ রাজা, অযোধ্যা নগরে যুদ্ধ হয়, মল্লদেশ কাশীরাজা, সুমিত্র রাজা, নিষাদ দেশ চম্পক বাহকরাজা, শাল্বরাজা, গিরিবক্রপুর সহদেব রাজা। নকুল জয় করেন তাহার নাম শিবসিতদেশ, রোহিত রাজা, মানসীনগর, বৈদিক নগর, সরস্বতীদেশ সিন্ধুনদীতীর, অলিঙ্গদেশ, কলিঙ্গদেশ, দ্বারকা মদ্রদেশ, সিন্ধুপার মগধ দেশ, যবনরাজা এস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হয়, পহ্লব দেশেও যুদ্ধ হয়, এইরূপে উভয় ভ্রাতা পশ্চিমদেশ হইতে বহু ধন এবং জয়পত্র আনয়ন করিলেন। দক্ষিণে সহদেবের গমন তাহাতে শূরসেনদেশ, মৎস্যদেশ অরিদেশ বক্র, অবন্তী নগর, অরবিন্দ রাজা, বিদর্ভনগর ভীষ্মক রাজা, কিষ্কিন্ধাদেশ মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র রাজা। মাহেশ্বরীপুর নীলধ্বজ রাজা, ত্রিপুরের দেশ, কৌশল, সৌরাষ্ট্র দেশ, ভোজদেশ, সৌবল্ল রাজা, সূর্য্যদেশ, দণ্ডককানন, সমুদ্রকূলে নিষাদ রাজা, কর্ণাটদেশ সিংহ নদীপার শালিবাহন রাজা, দীর্ঘ কর্ণ দেশ, নীলগিরি, ঋষ্যমুক, রঙ্গদেশ, দ্রবিড়দেশ, বীরবাহুরাজা, লঙ্কাতেও গিয়াছিলেন সে স্থানে এবং প্রায় অনেক স্থানে যুদ্ধ করিতে হয় নাই কৃচিৎ কোনস্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এইরূপে সর্ব্বত্র হইতে জয়পত্র এবং বহুধন প্রাপ্ত হন। উপরোক্ত যে সমস্ত দেশের নাম পুরাণ দৃষ্টে লেখাগেল ইহাতে বোধ

হয় তৎকালের গণনীয় সভ্য রাজা এই পর্য্যন্তই ছিল, এবং দ্বীপান্তর গমন করেন নাই।

অতঃপর পাণ্ডবেরা মহাসমারোহ পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন তাহাতে উপরোক্ত সমুদয় রাজারা ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় সমাগত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া সুখী হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে কেবল রাজ গোষ্ঠীর প্রধান কুরুবংশীয়েরা রাজা যুধিষ্ঠিরের এরূপ উচ্চপদ দেখিয়া মনেং ঈর্ষাতে দগ্ধ হইতে ছিলেন কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন বল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কোন ব্যাঘাত করিতে সমর্থ না হইয়া প্রতারণা করিতে মানস করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পাশ ক্রীড়াতে আসক্ত জানিয়া তাঁহার সহিত ঐ ক্রীড়া করিতে তাঁহার চিত্তমগ্ন করিলেন, কিন্তু তিনি কপট পাশক্রীড়া বলিয়া জানিতে পারেন নাই তথাপি অবশেষে একর্ম্ম ঘৃণিত বলিয়া অনিচ্ছু ছিলেন কিন্তু রাজধর্ম্ম যুদ্ধে এবং দ্যূতে আহ্বান করিলে তাহা হেলন নিষিদ্ধ এবম্বিধায় যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় অবশেষে সমুদয় ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত হারিয়া সপরিবার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ভারতবর্ষের নানা দেশ ভ্রমণ করিতেং আপনারদিগের শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা যেং অদ্ভুত কীর্ত্তি করিলেন সর্ব্বত্রই তাহার অক্ষয় নিদর্শন রহিল। তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারে অনেক লোক হয় হস্তী রথ ও নানা প্রকার সৈন্য প্রতিদিন অন্নক্ষেত্র, দীন দরিদ্র উপায়হীন এবং ব্রাহ্মণকে নানা দান, নানাদিগ দেশীয় মুনি ঋষির

সমাগম, দুর্য্যোধন সমুদয় রাজ্যেশ্বর হইলেও যুধিষ্ঠির মাঠে তদপেক্ষা মান্য। দুর্য্যোধন চাতুর্য্য দ্বারা রাজ্য লইয়াছে তাহার প্রতিফল দিবার জন্য শেষ পণ ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস চ্ছলে তীর্থ পর্য্যটন বলিয়া হিমালয় অবধি মহাসাগর পর্য্যন্ত সকল রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া নানা অর্থ যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করত অবশেষে মৎস্যদেশে গিয়া ছাউনি করিলেন এবং বিরাট রাজ কন্যাকে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু বিবাহ করিলেন। বিরাট রাজা ইতিপূর্ব্ব ত্রিগর্ত্তদেশ জয় করিয়া অনেক ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, একজন্যে ত্রিগর্ত্তের রাজা দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হন, তাহাতে উক্ত রাজসভায় পরামর্শ এই স্থির হইয়াছিল যে ত্রিগর্ত্ত রাজা স্বদেশ গিয়া পুনরায় বিরাটের সহিত যুদ্ধ করেন, সুত রাং তিনি ত্রিগর্ত্তের প্রতি ধাবমান হইলে এদিগে শূন্য রাজ ধানী কৌরব সৈন্য গিয়া বেষ্টন করিয়া লুণ্ঠন করিবেক, অব শেষে তাহাই স্থির হইল কিন্তু এ পরামর্শের ফল সাফল্য না হওনের কারণ যৎকালে ত্রিগর্ত্ত সংগ্রাম ভূমিতে রণ পতাকা স্থাপিতা করিয়া বাদ্যোদ্যমে অগ্রসর হইতে লাগি লেন তৎকালে বিরাটের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির এবং ভীম প্রভৃতি চারিভ্রাতা সসৈন্যে ধাবমান হওয়াতে ত্রিগর্ত্ত রাজা পুনরায় পরাজিত হইলেন। এদিগে উত্তরভাগে যখন কৌরব দল আক্রমণ করিলেক তখন বিরাটের পুত্র উত্তরের সহিত

অর্জ্জুন সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, তখন ভীষ্ম অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের যুদ্ধ নিপুণতাতে অত্যল্পক্ষণের মধ্যেই ভীষ্ম রচিত ব্যূহস্থ কৌরব সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, তাহাতে বিরাটের ধনাপহরণ করিয়া আনয়নের পরিবর্ত্তে কৌরবেরাই স্বীয় যুদ্ধাস্ত্র এবং দ্রব্য সামগ্রী রণস্থলে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধিত হইলেন, সে সমস্ত দ্রব্য বিরাটের এবং পাণ্ডবের সেনারা লুঠ করিলেক।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই যুধিষ্ঠির যমুনা নদীর তটে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট আপন রাজ্য ভাগ প্রার্থনা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের রাজসভায় বিবাদ ভঞ্জনার্থ গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন অহঙ্কারে মত্ত প্রযুক্ত অবহেলা করিয়া উত্তর করিলেন যে সূচ্যগ্র পরিমিত মৃত্তিকাও দিবেন না, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধব্যতীত রাজ্য প্রাপ্ত হইবার আর কোন উপায় না থাকাতে সমরোদ্যোগ হইতে লাগিল। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কোন সহকারি সৈন্যের অভাব হইল না, কেননা তাঁহারদিগের ভ্রমণকালে যেসকল রাজার দিগের সহিত মিত্রতা হইয়াছিল তাঁহারাই উক্ত ঘোরতর আড়ম্বর যুক্ত যুদ্ধে সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইলেন তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ এ স্থলে প্রকাশ করা যায় যথা পাণ্ডবপক্ষে ভোজ বংশীয় রাজা, শিশুপাল, কাশীরাজ, অঙ্গরাজা,

সুধর্ম্মরাজা, বাহ্লীক, বিরাট, দ্রুপদ, আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌরব এবং পাণ্ডবের সমান সম্বন্ধ প্রযুক্ত নারায়ণী নামে একদল সৈন্য যাহারা অতিবলবান্ একবার জরাসন্ধ সহিত রণে জয়ী হইয়াছিল সেই দল দুর্য্যোধন পক্ষে স্বতন্ত্র শ্রেণী বদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন, কথিত আছে তৎকালের যুদ্ধেতে সারথি পরিপক্ব হইলে রথী উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে তাহার কারণ সময়ক্রমে নানা কৌশল সৃষ্টি এবং বিদ্যাস্মরণ করাইয়া দেয়। কৌরব পক্ষে অনেক সৈন্য এবং অনেক রাজা যাঁহারা হস্তিনার সাম্রাজ্যে করপ্রদ ছিলেন তাঁহারা সমুদয় আসিয়া মিলিত হইলেন, তাহার কএকজন প্রধানের নাম এই যে চেদিরাজা, বৃহদ্বলা, ভগদত্ত যাঁহার হস্তি সমূহ এবং কুঞ্জর যোজিত রথ ছিল, কলিঙ্গ রাজা যাঁহার কিরাত অথবা মোগল সৈন্য ছিল, নীলধ্বজ রাজা, সুশর্ম্মা, ত্রিগর্ত্ত নৃপতি, ময়াবর্ত্তী, অনুবৃন্দ, জলসিন্ধু, বঙ্গ ইত্যাদি। কুরুক্ষেত্রে রণস্থল, উভয় পক্ষের শিবির উভয় দিগে তাহাতে স্তূপ২ খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধাস্ত্র কৌরব পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি এক২ দিন এক২ জন সেনাপতি হইয়া অপূর্ব্ব২ ব্যূহ নির্ম্মাণ করত অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া ক্রমাগত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে উভয় পক্ষেরি ভূরি২ সৈন্য হত হইয়াছিল, অবশেষে ভীম কর্ত্তৃক রাজা দুর্য্যোধন হত হইলে যুধিষ্ঠির বিজয়ী

হইলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির এই যুদ্ধে অনেক রাজা, জ্ঞাতি কুটুম্ব সমুদয় নারায়ণী সেনা হত এবং উক্ত সমস্ত ব্যক্তিদিগের মৃতকায় দ্বারা রণস্থল বিস্তীর্ণ দেখিয়া অতি কাতর হইয়াছিলেন, পরে ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া মৃতজ্ঞাতি কুটুম্বের শরীর সমস্ত দাহ করিলেন, তাহাতে কোন২ বীরের স্ত্রী সহগমন করিলেন পরে সকলের শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পিতার ন্যায় সম্বোধন পুরঃসর যুধিষ্ঠির হস্তিনায় সিংহাসনারূঢ় হইলেন, এবং যথাবিধি রীত্যনুসারে পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন কথিত আছে যুধিষ্ঠিরের রাজ শাসন রামচন্দ্রের তুল্য বর্ণন যেহেতু যুধিষ্ঠির অতি সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, ছল প্রবঞ্চনা মাত্র ছিলনা মহামহা বীর ভ্রাতারা আজ্ঞাকারী, যথেষ্ট ধন, ভারত বর্ষীয় সমুদয় রাজা নতশির, সম্পদের সীমা নাই এবম্বিধায় জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বধের শোক এবং পাপ মোচনার্থ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন, তাহাতেও অনেক দিগ দেশীয় রাজারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং মহাসমারোহ পুর্ব্বক সে কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছিল, পরে সমুদয় রাজারা স্বস্ব দেশে প্রস্থান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও দারকাগমন করিলেন, এই যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অষ্টাদশ বৎসর এইরূপে হস্তিনায় রাজ্য করিয়াছিলেন।

এইক্ষণে দ্বারকা লোপের বিবরণ কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ এই যে সমুদয় ষট্পঞ্চাশৎ কোটি যদুবংশ্যেরা একদিন পরামর্শ ক্রমে প্রভাস তীর্থ স্নানে আগমন করিয়া সেই স্থানেই ভোজনের

আয়োজন করেন তাহাতে সকলে মদ্যপানে মত্ত হইয়া আপনা আপনি যুদ্ধ করিয়া সমুদয় হত হইলেন, সেই শোকে বলরাম সমাধি অবলম্বন করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পর ব্রহ্মে লীন হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও শোকাকুল হইয়া বাতুলের ন্যায় এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিয়া তাহার পথ নিরীক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন সমভিব্যাহারে মনুষ্য মাত্র ছিল না, ইতিমধ্যে জরা নামে এক ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে হরিণের কর্ণজ্ঞান করিয়া অকস্মাৎ এক বিষাক্ত বাণ মারিলেক সেই হেতুতে তিনিও লীলা সম্বরণ করিলেন, যদু বংশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে এই আত্ম কলহের অব্যবহিত পূর্ব্বে রথারোহণে মথুরা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি মাত্র বংশধর রক্ষা পাইয়াছিলেন আর সমুদয় প্রভাস তীরে হত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অতি খেদ পূর্ব্বক সকলের দাহাদি সমাপন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের এবং অন্যান্যের কোন২ বিধবা স্ত্রী জ্বলচ্চিতারোহণ করিলেন, ইতিমধ্যে আর এক দুর্ঘটনা উপস্থিত সমুদ্র উথলিয়া দ্বারকা নগর সমুদয় গ্রাস করিলেক কৃষ্ণের শয়নাগার মাত্র অবশিষ্ট রহিল তৎকালে অর্জ্জুন যাহা পারিলেন ধনাদি এবং স্ত্রীলোকগণকে উদ্ধার করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনা যাইতে মানস করিলেন অভিপ্রায় সেখান হইতে সকলকে মথুরায় প্রেরণ করিবেন

কিন্তু পথিমধ্যে দৈত্য দস্যুগণ যাহারা অধুনা ভিল জাতীয় বলিয়া খ্যাত তাহারা আক্রমণ করত সমুদয় ধনাপহরণ করিলেক স্ত্রীলোক সমস্ত সেই স্থানেই হত হইলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণ শোকে এমত কাতর ছিলেন যে তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না বিশেষ যুদ্ধের সজ্জাও ছিল না।

অর্জ্জুন সে স্থান হইতে হস্তিনা আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই সমস্ত কহিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন আর এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে চল ইন্দ্রপুরে গিয়া কৃষ্ণ দর্শন করি, এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদী সহিত হিমালয় পর্ব্বতারোহণ করিলেন।

শ্রীযুত মার্সমন সাহেব এই স্থানে লিখেন যে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং বলরাম জাবুলি স্থান দিয়া ইন্দ্র সিথিয়া নামক হিন্দুদিগের যে আকর স্থান তথায় গিয়া কোন এক নূতন রাজ বংশের সৃজন করিয়াছিলেন, এবং উক্ত সাহেব দৃঢ় যুক্তি মতে অনুমান করেন যে উক্ত নূতন বংশ্যেরা তাহার পর পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল" কিন্তু একথার প্রয়োজন আমরা কিছুই বিবেচনা করিতে পারি না, যেহেতু যুধিষ্ঠির অতি ধার্ম্মিক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বিষয়েচ্ছা কেবল রাজবংশে জন্ম, সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন মাত্র করিতেন, তাহাতে এই ধনশালি বৃহদ্রাজ্য ভারতবর্ষের এক

ছত্র প্রধান সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে বাস এবং রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন একথাই অসম্ভব, আর মহাপথে যাওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে যে তাহাতে উক্ত সাহেবের ক্ষোভ জন্মিতে পারে, অদ্যাপি অনেক বৈরাগী মহাপথে গমন করিয়া থাকে, হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলে শরীর থাকে না অতএব এইরূপে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন সোজা কথা থাকিতে চক্রান্তর প্রয়োজন কি।

এই স্থলে হিন্দু পৌরাণিকেরা লিখেন যে কলিযুগ আরম্ভ হইলেই যুধিষ্ঠির স্বর্গগত হন, অতঃপর সূক্ষ্ম কাল নিরূপণের পথ এবং মনুষ্যের আয়ু অল্প হেতুক লোকের বিশ্বাস যোগ্য বটে অতএব এই অবধি হস্তিনা সিংহাসনাধিকারি রাজাদিগের নাম এবং শাসনের কাল ধরিয়া কলি যুগাব্দার মেলন করিয়া দর্শাইব। তদর্থে আদৌ বক্তব্য যে অনুমান ২০০০ দুই সহস্র কলের্গতাব্দে যদিস্যাৎ হস্তিনা ভারতবর্ষের প্রধান সিংহাসন হউক তথাচ তাহার ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব হইয়া মগধ এবং কান্যকুব্জ ইত্যাদির সাম্রাজ্য প্রবল হইয়াছিল কিন্তু এপুস্তকে হস্তিনাকেই প্রধান পদে সংস্থাপন করিয়া অন্যান্য রাজার প্রসঙ্গ তদন্তর্গত লিখিব তাহার কারণ এই যে এক সিংহাসনের অবান্তর অধিকারির নাম শ্রেণী পূর্ব্বক না করিলে সূক্ষ্ম কালের পরিমাণ দর্শান যায় না।

	কলের্গতাব্দাঃ। বৎসর-মাস।
যুধিষ্ঠিরের বর্ত্তমানতাবধি পরীক্ষিতের পর লোক গমনপর্য্যন্ত কলিযুগ	২৩২। ০
জনমেজয়—ইনি মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র পুরাণে লিখে ইনি সর্প যজ্ঞ করিয়াছিলেন এ কথা ব্যঙ্গোক্তি বোধ হয়, যেহেতু পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় এজন্যে লক্ষ২ সর্প মারিয়াছিলেন একথা বিবেচনা সিদ্ধ হয় না অভিপ্রায় নাগ বংশীয় রাজারদিগের সহিত বিরোধ হইবাতে যেমন পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ইনি সেইরূপ নাগকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া থাকিবেন। আর তাঁহার সভাতে অতি সমারোহ পূর্ব্বক ভারত পুরাণ পাঠ হইয়াছিল তদুপলক্ষে অনেক দানাদি করেন তাহার পর রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করেন তাঁহার শাসন কাল	৪৮
শতানীক—ইনি জনমেজয়ের পুত্র, তাঁহার শাসনের কাল	৮২। ২
সহস্রানীক—ইনি শতানীকের পুত্র এবং শাসন কাল	৮৮। ২
	৪৫০। ৪

	কলেগতাব্দাঃ।
ক্রমিক।	৪৫০। ৪
অশ্বমেধজ—ইনি সহস্রানীকের পুত্র এবং শাসন কাল	৮৩। ১১
অসীমকৃষ্ণ—ইনি অশ্বমেধজের পুত্র এবং শাসন কাল	৭৫। ২
নীচবক্র—ইনি অসীমকৃষ্ণের পুত্র এবং শাসন কাল	৭৪। ০
উপ্ত—ইনি নীচবক্রের পুত্র এবং শাসন কাল	৭৮। ০
চিত্ররথ—ইনি উপ্তের পুত্র এবং শাসন কাল	৮০। ০
শুচিরথ—ইনি চিত্ররথের পুত্র এবং শাসন কাল	৬৫। ০
ধৃতিমান—ইনি শুচিরথের পুত্র এবং শাসন কাল	৬৯। ৫
সুসেন—ইনি ধৃতিমানের পুত্র এবং শাসন কাল	৬৪। ৭
সুনীথ—ইনি সুসেনের পুত্র এবং শাসন কাল	৬২। ১
	১১০২। ৬

কলেৰ্গতাব্দাঃ।

ক্রমিক। ১১০২। ৬

নৃচক্ষু—ইনি সুনীথের পুত্র ইহাঁর শাসন কালে অর্থাৎ ১১১৬ কলের্গতাব্দে এক ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছিল, তদ্দ্বারা প্রায় উচ্চ পর্ব্বত ময় স্থান ব্যতীত সমুদয় নষ্ট হইয়াছিল হস্তিনা ধ্বংস হইলে ইনি কাশ্মীর দেশে গিয়া রাজধানী করিয়াছিলেন তাহার পর জল শুষ্ক হইলে তাঁহার সন্তানেরা পুনরায় এদেশে আসিয়াছিলেন সেই কালে বোধ হয় দিল্লী নামে নগর স্থাপিত হয় এই জলপ্লাবনই এদেশের দুরবস্থার বীজ হয় যেহেতু সমুদয় প্রাচীন পুস্তক এবং অনেক পণ্ডিতের বিনাশ হওয়াতে বিদ্যার লাঘব হয় এবং ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দেশ এক কালে ধ্বংস হয় "কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তদ্দেশে এইক্ষণে সেই জলপ্লাবনের কাল ৭৭৩ বৎসর কলের্গতাব্দা নিরূপণ করেন যে কালকে তাঁহারা একল্পের অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির ১৬৫৬ বৎসর পরে কহেন, ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রের সহিত জলপ্লাবনের কাল

কলের্গতাব্দাঃ। ১১০২। ৬

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় এবং পৃথিবী সৃষ্টি অর্থাৎ একল্পাব্দের সহিত অনেক অনৈক্য তাহার কারণ বোধ হয় এব্যাপার সর্ব্ব দেশেই আনুমানিক গ্রহণ করা হইয়াছিল, প্রথম ইতিহাসাদি লিখিবার প্রথা না জন্মি বাতে সূক্ষ্ম নিরূপণ হয় নাই যাহা হউক পর্য্য বসিতার্থে ঐক্য বটে সূক্ষ্ম মেলন হয় না অত এব সে বাদানুবাদের কথা এই গ্রন্থের ভূমি কাতে লিখা গিয়াছে এইক্ষণে যে হিন্দু স্থানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ উক্ত জলপ্লাব নের পর তত্তদ্দেশীয় শাস্ত্র মতে যেরূপ পুন র্ব্বসতি হয় তাহা এস্থলে সংক্ষেপ রূপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

৭৭৩ কলের্গতাব্দে ৪০ দিবস ক্রমিক দিবা রাত্রি মুষলধারে ঘোরতর, বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড বায়ু বহন হইয়াছিল তদ্দ্বারা কেবল হিন্দু স্থানের পর্ব্বতময় অর্থাৎ হিমালয় পার্শ্বস্থ উচ্চ স্থান ব্যতীত সমুদয় ধ্বংস হয়, ইউরোপ প্রভৃতি অর্থাৎ পশ্চিম উত্তর ভাগ এককালে

১১০২। ৬

কলেৰ্গতাব্দাঃ। ১১০২। ৬

ক্রমিক।

চিহ্ন রহিত হয় সেই দুর্য্যোগ কালে দৈবাৎ নোয়া নামে এক বাণিজ্যকারী ব্যক্তি বৃহৎ এক অর্ণব যানাবলম্বনে সপরিবার এবং কতকগুলিন নাবিক প্রভৃতি পারিষদ লোক এবং আহারীয় মেষাদি কতকগুলিন পশু পক্ষি তৎসমভিব্যাহারে উক্ত অর্ণব যানাবলম্বনে ছিল তাহারা রক্ষা পাইয়া পুনর্ব্বার জল শুষ্ক হইলে আরারট পর্ব্বত পার্শ্বস্থ ভূমিতে বসতি করিয়াছিল সে স্থানের নাম আরমানি দেশ কহে সেই সমস্ত লোক প্রথম ভূম্যাদি কর্ষণ শস্যোৎপত্তি এবং সন্তানোৎপত্তি করিতে ক্রমশঃ প্রজা বৃদ্ধি হইলে নানা স্থানে বিস্তৃত হয় এবং অন্যান্য দেশ হইতেও লোক গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেক এমন অনুমান সিদ্ধ বটে, তৎকালে প্রথম কতকগুলিন মনুষ্য ইউফ্রেট নদী তীরে এক বসতি করে এবং তাহার নাম সিনব হয়। এ বিষয়ের আর এক প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে বৈবস্বত মনুর আখ্যানে পাওয়া

কলেৰ্গতাব্দা। ১১০২। ৬

ক্রমিক।

যায় যে হিন্দুস্থানের দ্রবিড় দেশীয় সত্যব্রত রাজা তিনিই নোয়া নামে খ্যাত এই জল প্লাবন সময়ে অনেক লোক জন্তু এবং পুস্তক প্রভৃতি দ্রব্যাদি সহিত বৃহৎ এক অর্ণব যানা বলম্বনে প্রাণ রক্ষা হেতুক ভ্রমণ করিতে২ উচ্চ এক পর্ব্বত শৃঙ্গ নির্জ্জন এবংউত্তম স্থান দৃষ্টে হৃষ্ট চিত্তে অবরোহণানন্তর ক্রমশঃ জল শুষ্ক হইলে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস এবং পুনঃ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছি লেন।

নোয়া যিনি সেই প্রথম বসতি সময়ে প্রধান এবং ধনাঢ্য ছিলেন তিনিই সুতরাং তৎকালের রাজা হন, এবং তাঁহার মর ণান্তে তাঁহার তিন পুত্র শাম, হাম, এবং যোফেথ ইহাঁরা কালেতে স্বতন্ত্র২ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন তদ্বিশেষ।

হাম বাবিলিন দেশের রাজ্য বিস্তার করেন, তাঁহার পুরুষানুক্রমের ইতিহাস অনেক এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তৎসমুদয় স্থানাভাব,

১১০২। ৬

কলের্গতাব্দাঃ ১১০২। ৬

ক্রমিক।

স্থূল এই যে তাঁহার পৌত্র নিমরাড খ্যাত্যা পন্ন হইয়াছিলেন তিনি অনেক সৈন্য সামন্ত একত্র করিয়া পরাক্রমি রাজার ন্যায় হইয়া নিকটস্থ দেশীয় প্রজারদিগের স্থানে রাজস্ব লওয়া এবং তাহারদিগকে দস্যুতা প্রভৃতি আপদ উপদ্রব হইতে রক্ষা করা ইত্যাদি সমুদয় যথা রীতি করিয়াছিলেন, তস্তপুত্র নিনাস কতকগুলিন আরব দেশীয় কৃষ্ণবর্ণ সেনা একত্র করিয়া পরাক্রম প্রকাশ অর্থাৎ ইজিপ্‌ট বাকত্রিয়া প্রভৃতি দেশের প্রজার উপর প্রাধান্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পর লোক হইলে তাঁহার বনিতা সেমি রামিস নাম্নী রাজমহিষী রাজ সিংহাসনারূঢ়া হইয়া শাসন করিয়াছিলেন,এবং উক্তা স্ত্রী আপনি সশস্ত্রা হইয়া সেনাপতির ন্যায় থাকিয়া অনেক যুদ্ধ বিক্রম এবং অনেক দেশ জয় করিয়া মহা প্রতাপান্বিতা হইয়া সাম্রাজ্য উজ্জ্বল করিয়াছিলেন,তাঁহার রাজ্যের সীমা পশ্চিমে মেডিটোরিয়ান সমুদ্র, উত্তরে সাই

কলের্গতাব্দা। ১১০২। ৬

ক্রমিক।

থন দেশীয় তেপান্তর, দক্ষিণে পারসীয় সমুদ্র এবং পূর্ব্ব সীমা ইণ্ডস নদী হইয়াছিল, পরে রাজ্য আরো বিস্তার করিবার মানসে সিন্ধু নদীতে নৌকার সংক্রম নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্চাপ দেশে যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছিলেন, তৎ কালে পঞ্চাপ দেশীয় হিন্দু রাজার কতিপয় রক্ষক সেই নদী তটে ছিল, তাহারা শত্রু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক প্রযুক্ত পরাজিত হইয়া পলাইয়া রাজাকে আসিয়া সংবাদ দেয় রাজা তৎক্ষণাৎ শত্রুকে দূর করণোপ যোগি সৈন্য এবং যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণ করিলে তুমুল সংগ্রাম হয়, তাহাতে সেমিরামিসের অনেক লোক হত ও আহত এবং পরাভূত হইয়া পলাইয়াছিল হিন্দু রাজ সেনারা তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলে ইণ্ডস নদীতে যে সংক্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিবাতে রাজ্ঞী এবং অবশিষ্ট সেনা রক্ষা পাইয়া স্বদেশে গিয়াছিল, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে উক্ত রাজ্ঞী হিন্দুস্থান ভিন্ন

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ।
	১১০২। ৬

অন্যান্য যেং দেশে যুদ্ধে প্রবর্ত্তা হইয়াছিলেন তৎসমুদয় স্থানে জয়যুক্তা হইয়াছিলেন, এজন্যে তত্তদ্দেশীয় লোক রাজ্ঞীকে দেবীর অবতার জ্ঞান করিয়াছিল, যেমন হিন্দুস্থানে মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে মহিষাসুর প্রভৃতি অসুর বিনাশের নিমিত্ত প্রকৃতির রূপ কল্পনা করিয়া হিন্দুরা সাকার উপাসনা করে সেইরূপ বাবিলিন প্রভৃতি দেশে সেমিরা মিস রাজ মহিষী দেবী রূপে বিখ্যাতা হওয়াতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপিতা করিয়া লোকে তাঁহার পূজা করিত এবং সে প্রতিমার সম্মুখে পশু বলিদান হইত, সেমিরামিসের বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪২ বৎসর রাজ্য করেন, তিনি এক সেনাপতির রমণী ছিলেন পরমাসুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী দৃষ্টে নিনাস রাজা বিবাহ করিয়া তাঁহাকে প্রধানা রাজমহিষী করিয়াছিলেন, রাজ্ঞীর পরলোক গতে তাঁহার পুত্র নিনাইয়াস তদ্দেশে রাজা হন এইরূপে তদ্বংশ্যেরা

কলের্গতাব্দাঃ
১১০২। ৬

ক্রমিক।

ক্রমশঃ অবান্তর ৩০ ত্রিংশৎ পুরুষ বাবিলিন দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন তাহার পর উক্ত দেশের নাম পরিবর্ত্তন অর্থাৎ নাইন বা আসিরিয়া চালদি হয় তাহার হেতু রাজপরিবর্ত্তনে ঘটিত যেহেতু নানা রাজা হইয়াছিলেন তাহাতে কৃচিৎ এক ছত্র কৃচিৎ পৃথক্‌রূপে ক্রমাগত ১৭০৯ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল তাহার পর পারসদেশে সংলগ্ন হয় এবং গ্রীস দেশীয় রাজা সেকন্দরের সময়ে গ্রীসিয়ানের অধীন হয় তাহার ইতিহাস পশ্চাৎ উচিত সময়ে প্রকাশ হইবেক।

নোয়ার পৌত্র মিজরাম উপরোক্ত হামের পুত্র কর্ত্তৃক ইজিপ্‌ট দেশ স্থাপিত হয় এদেশ তিনখণ্ডে বিভক্ত অর্থাৎ উপর, মধ্য, এবং নিম্ন ইজিপ্‌ট এতাবতের পূর্ব্ব সীমা রেডসি, দক্ষিণ ইথোপিয়া, পশ্চিম লাইবিয়া এবং উত্তর মেডিটোরিয়ান সমুদ্র, এই চতুঃসীমার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ৩০০ ক্রোশ, প্রস্থ ৭৫ ক্রোশ, তিনদিগ পর্ব্বত বেষ্টিত এবং

কলেৰ্গতাব্দাঃ
১১০২। ৬

ক্রমিক।

নাইল নামে এক নদী দেশ মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ব্যাপ্ত এরাজ্য জলপ্লাবনের পর তিন শত বৎসরপর্য্যন্ত নোয়া বংশীয় রাজার অধীন ছিল ২৫৭৫ কলের্গতাব্দে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় প্রধান রাজধানীর নাম থিবেনা তাহা মিজরাইম কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং চিত্র বিচিত্র বিশিষ্ট অট্টালিকাতে ভূষিত ছিল। উসি মেণ্ডিস নামক রাজার শাসনকালে হিন্দুস্থান হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিবাতে ইজিপ্ট দেশীয় লোক পণ্ডিত রূপে বিখ্যাত হইয়াছিল। আরব দেশীয় লোক ইজিপ্টদেশে আসিয়া একবার যুদ্ধ করিয়া নিম্ন ইজিপ্ট অধিকার করিয়াছিল কিন্তু অল্প দিনের পর তাহা পুনর্হস্তগত হয়। বামি সেন রাজপুত্র দিগের শাসন কালে কতিপয় অর্ণব যান নির্ম্মাণ করিয়া রেডসি নামক সমুদ্রে ভাসাইয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিল এবং সেই যাত্রা আরমানি গ্রাস এবং জরমনি প্রভৃতি দেশে পড়িয়া অনেক

কলের্গতাব্দাঃ।
১১০২। ৬

ক্রমিক।

লুঠিত ধন লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, উক্ত রাজা নিকটবর্ত্তি কতকগুলিন দেশজয় করিয়া তাহার রাজারদিগকে স্বীয় রাজধানীতে আসেধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সমস্ত রাজপুত্র দিগকে পশুর ন্যায় যানে যোজনা করিয়া ভ্রমণ করাইত এদেশের ধর্ম্ম বিষয়ে প্রথমত বায়ুর উপাসনা প্রকাশ হয় তাহার পর সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদির এবং বাউল মৃত ব্যক্তি তাহা বোধ হয় নিমরাড ও সেমিরামিস রাণীর প্রতিমূর্ত্তি পূজ্যা ছিল, তৎ সম্মুখে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল, আর এক মন্দিরের মধ্যে একটি বৃষ রাখিয়া তাহার পূজা হইত সে দেবালয়ের নাম আপিস, আর কুক্কুর বিড়াল সিকরা পক্ষী বানর মান্য ছিল। এদেশ নদী মাতৃক বৃষ্টি প্রায় হইত না নদীর জল দ্বারা শস্যোৎপত্তি হইত।

নোয়ার দ্বিতীয় পুত্র সাম তস্যপুত্র ইজরাইল কর্ত্তৃক ১৫৭৩ কলের্গতাব্দে য়িহুদীদেশ স্থাপিত হয়, ইজরাইলের বংশ্য নয় পুরুষ সেই

কলেগতাব্দাঃ।

ক্রমিক। ১১০২। ৬

স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা আরারুট পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ নোয়া যে স্থানে প্রথম বসতি করিয়াছিলেন তাহারি পার্শ্ববর্ত্তি স্থান, ইহাঁরা কোন প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিতেন না, কেবল কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনযাপন এবং শাস্ত্র অনুশীলন পরমার্থ চিন্তা যেরূপ সত্যকালে হিন্দুরা রাজ্য করিতেন সেইরূপ নির্দ্বন্দ্বে থাকিতেন, অতএব এরাজ্যের ইতিহাসমধ্যে আর কোন যুদ্ধ বিক্রমের কথানাই কেবল বংশাবলি,এই রাজবংশে একজন হিব্রু নামে উৎপন্ন হন তিনি হিব্রু ভাষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পর একজন ইব্রাহিম নামা জন্মেন তিনি ঈশ্বর পরায়ণ পণ্ডিত এবং সিদ্ধ,ঈশ্বর তাঁহাকে স্বপ্নে সৎপরামর্শ দিতেন, তদনুসারে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রকাশ করেন, ইব্রাহিমের ৭৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি কালে এদেশ ত্যাগ করিয়া সপরিবার ও সামাতা কেনান নামক স্থানে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন কিন্তু ইনি

১১০২। ৬

ক্রমিক।

স্বয়ং গৃহে বাস করিতেন না বস্ত্রনির্ম্মিত কুটীরে থাকিতেন ইনি অনেক শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এজন্য অন্য লোকের সহিত শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হইত ইনি সাকার উপাসনা অকর্ত্তব্য এবং নিরাকার উপাসনা কর্ত্তব্য এই ঘোষণা দেওয়াতে লোকের দ্বেষ্টা হইয়া কখনং প্রহারিত হইতেন। ইব্রাহিমের পুত্র ইস্মাইল ও ইজাএফ অপর ভার্য্যাতে আরো অনেক সন্তান হইয়াছিল তাঁহারাও পিতার তুল্য গৌরব বিশিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তদ্বংশীয়েরা ক্রমাগত তদ্দেশের নানাস্থানে পৃথক্ সম্প্রদায়ের সহিত গুরু পুরোহিত হইতেন, ইহাঁরা আরবদেশে গিয়া হিব্রুধর্ম্ম প্রচার এবং শিক্ষা দিতেন তাহারপর ঈশা ও মহম্মদ হইয়া তৎসমুদয় অন্যথা করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সে ইতিহাস পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইবেক।

নোয়ার তৃতীয় পুত্র যে জোফেথ তস্য

ক্রমিক। কলেগতাব্দাঃ ১১০২। ৬

পুত্র জাবান কর্ত্তৃক গ্রীশ দেশ স্থাপিত হয়, এদেশের দীর্ঘতা ১৯০ ক্রোশ এবং প্রশস্ততা ১৫০ ক্রোশ ইহার ভূমি অত্যুত্তম উর্ব্বরা ও ফলশালিনী সুখজনিকা এবং লোক বুদ্ধিমান ও বলবান্ বিদ্যার অনুশীলন প্রাচুর্য্যরূপ হও য়াতে সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল অব শেষে জাবানবংশ্য পরাক্রান্ত রূপে জগদ্বি খ্যাত হইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ যাবদীয় রাজার উপর প্রাধান্য করিয়াছিলেন, এদে শকে তুর্ক দেশের দক্ষিণাংশ ইউরোপ মধ্যে কহা যায়। উক্ত জাবানের চারিপুত্র, ইলিজা, টারসিস, চিতিম, এবং ডোডানিম এই চারি জনের শাখা প্রশাখা দ্বারা সমুদয় ইউ রোপদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং ইজিপ্ট কোনিসিয়া প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের লোক গিয়া বসতি করিবাতে প্রচুর লোকালয় হই য়াছিল, এদেশের ধর্ম্ম আদৌ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহদিগের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহার অর্চ্চনার প্রথা ছিল। ১৬০০ কলেগতাব্দে

১১০২। ৬

ক্রমিক। | কলের্গতাব্দাঃ। ১১০২। ৬

এদেশের রাজা এক সভা স্থাপিত করিয়া দেশের তদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন সেই সময়ে আরুগোলট দেশে যুদ্ধ করিয়া অনেক লুণ্ঠিত ধন আনয়ন করিয়া রাজ্য ধনাঢ্য করিয়াছিলেন ২০০০ কলের্গতাব্দে ট্রায় দেশে অতি গুরুতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এই যুদ্ধের ৮০ বৎসর পরে রাজ্যে গোলযোগ হয় তাহাতে সাম্রাজ্যের রূপান্তর অর্থাৎ ইজিপ্‌ট দেশীয় বিবল বংশীয় পেরসিস ও পিলপ নামক রাজারা গ্রীশ আক্রমণ করিয়া জয়ী হইয়া পূর্ব্বাধিকারিদিগকে দেশ ত্যাগ করাইয়া ছিলেন, পিলপ পারস দেশের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া তদুভয় দেশ একত্র করেন তাহার পর পুনরায় স্বতন্ত্র এবং সন্ধি স্থাপিত হয়। জারাকসেসের যুদ্ধের পর এক শত বৎসরের মধ্যে রাজপরিবারে আত্ম কলহ প্রযুক্ত সাম্রাজ্যের দৌর্ব্বল্য প্রচার হওয়াতে মেসিডোন দেশের রাজা ফিলিপ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং অধিকৃত

১১০২। ৬

কলের্গতাব্দাঃ।
১১০২। ৬

ক্রমিক।

হয়, ফিলিপের প্রতাপে গ্রীশের সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয় বিশেষ তাঁহার পুত্র আলেগজন্দর অত্যন্ত পরাক্রমী তিনি সমুদয় দেশ জয় করিয়া অতিখ্যাত্যাপন্ন রাজা হন, তিনি হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিবার ইচ্ছায় লাহোর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া পুরস কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্তে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই এ ইতিহাস পশ্চাৎ উচিত সময়ে বিস্তার রূপে প্রকাশ হইবেক। সেকেন্দর শাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই সেনাপতি দুই অংশে রাজ্য বিভাগ করিয়াছিলেন পারডিকাস ইউরোপীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আলেগ্জন্দরের স্ত্রী ও পুত্র এবং সমুদয় পরিবারকে সংহার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তদ্দেশে যবন রাজাদিগের ন্যায় আত্ম বিচ্ছেদ ও হত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সেকেন্দরের অর্জিত রাজ্য চারি অংশে বিভক্ত হয় তাহার বিশেষ ইজিপ্ট দক্ষিণদিগে তৎসমভিব্যাহারি লাইরিয়া আর

কলেৰ্গতাব্দাঃ | ১১০২। ৬

ক্রমিক।

বিয়া এবং পেলেষ্টাইন, পোলোমি অধি কার করেন। সাইরিয়া এবং তদধীন দেশ পূৰ্ব্বদিগে সেলিউকস্ কর্ত্তা। থ্রেস বাইথি নিয়ার সহিত উত্তরে লাইসি মেচস শাসন করেন। মেসিডোনিয়া ও গ্রীশ পশ্চিমে কাসেণ্ডর প্রাপ্ত হন। এই রূপে বহু কাল গত তাহার পর অন্যরূপ হইয়াছে।

২১০০ কলের্গতাব্দে ট্রায় দেশ ধ্বংস হইলে ইলিয়স নামে রাজা ইটালি হইতে পলাইয়া লেটীন দেশের রাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর গতে সেই রাজ্য প্রাপ্ত হন, সে স্থান পেনিটীন পর্ব্বতোপরি টীবর নদী তীর, ইলি য়সের চতুর্দ্দশ পুরুষ গতে সেই বংশে রাজারা দুই ভ্রাতা অধিকারী তাঁহারদের নাম রোমুনস এবং রেমস এতদুভয় মধ্যে সীমাবিরোধ উপস্থিত হইয়া রেমস হত হইলে রোমুনস সর্ব্বাধিকারী হন তৎ কর্ত্তৃক রূম নগর এবং রোমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, সেরাজ্যের ধর্ম্ম হিন্দুর ন্যায় বহুবিধ বিগ্রহ

কলের্গতাব্দাঃ।

ক্রমিক। ১১০২। ৬

পূজা ব্যবহার ছিল তৎ সম্মুখে পশু বলিদান ও পক্ষিকে আহার দেওয়ার প্রথা ছিল। রুমরাজ্যে আগষ্টস নামে রাজার অধিকার কালে তাঁহার দিগের পরাক্রম অতি বিশাল রূপে পৃথিবীর সমুদয় খণ্ডে রাজচক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যাপ্তহয় সেইকালে বৃটনদেশে মনুষ্যত্ব স্থাপিত হয় কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সিজর নামে রাজা সেদেশ আয়ত্ত করেন এবং মহারাজ আগষ্টসের সুখ্যাতি এমত বিস্তার হইয়াছিল যে পৃথিবীর সমুদয় রাজারা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা করিয়া ছিলেন, অন্যে পরে কা কথা পুরস যিনি হিন্দুস্থানের তৎ কালে এক রাজচক্রবর্ত্তী এবং আগষ্টস পক্ষে আরাধ্য রাজপুত্র ছিলেন তত্রাপি পুরস পশ্চাল্লিখিত পত্র আগষ্টসকে লিখিয়া ছিলেন "যদিস্যাৎ আমি ষটশত রাজপুত্র অর্থাৎ ৬০০ সুবার অধিপতি হই তথাপি রাজচক্রবর্ত্তী যাঁহার সুখ্যাতি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত তাঁহার দিগের এ ব্যবহার যদি থাকে তবে আমি

কলের্গতাব্দাঃ
১১০২। ৬

ক্রমিক।

আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছাকরি, অতএব বক্তব্য এইযে যদি আমা কর্ত্তৃক আপনকার কোন উপকার হয় তাহা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ মান্য করা যাই বেক " রোমান ইতিহাস বক্তারা এই পত্র দ্বারা আপনা দিগকে শ্লাঘ্যজ্ঞান করিয়া লিখি য়াছেন যে এপত্রে মহারাজ পুরসের স্বহস্ত লিখিত স্বাক্ষর ছিল, অতএব এইক্ষণে বিবে চনা করুন তৎকালেও হিন্দু রাজাদিগের কি পর্য্যন্ত সম্মান ছিল। তাহার পর য়ীহুদি দেশে খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন সে ইতিহাস পশ্চাদু পযুক্ত স্থানে বিস্তারৰূপে প্রকাশ হইবেক এইক্ষণে বক্তব্য যে রূম দেশীয় রাজারা কিছু কালের পর সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট মতাবলম্বী হওয়াতে হিন্দু রাজারা অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন তাহাতেই মিত্র তার অন্যথা হইয়া গেল।

রূম নগরে ২৪ জন রাজচক্রবর্ত্তী অবান্তর রাজ্য করিয়াছিলেন তাহার পর অবিনিয়স

	কল্যের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	১১০২। ৬
পর্য্যন্ত শেষবর্ত্তি রাজার পতনে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, তাহার পর কনিষ্টেনটিনোপেল উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহার পর নানা রাজা স্ব২ প্রধান সে সমস্ত ইতিহাস এপুস্তকের অধিকৃত নহে।	
মহারাজ নৃচক্ষুর শাসন কাল।	৫১।১১
বারিপ্লব—ইনি নৃচক্ষুর পুত্র এবং শাসন কাল	৪২।১১
সুতপা—ইনি বারিপ্লবের পুত্র এবং ঐ	৫৮। ৩
মেধাবী—ইনি সুতপার পুত্র এবং ঐ	৫৫। ৮
নৃপঞ্জয়—ইনি মেধাবির পুত্র এবং শাসন কাল	৫২। ৯
দর্ব্ব—ইনি নৃপঞ্জয়ের পুত্র এবং শাসন কাল	৫০। ৮
তিমি—ইনি দর্ব্বের পুত্র এবং শাসন কাল	৪৭। ৯
বৃহদ্রথ—ইনি তিমির পুত্র এবং শাসন কাল	৪৫। ১১
সুদাস—ইনি বৃহদ্রথের পুত্র এবং শাসন কাল	৪৪। ১
	১৫৫২।৫

	কল্যের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	১৫৫২।৫
শতানীক—ইনি সুদাসের পুত্র এবং শাসন কাল	৪৪। ৯
দুর্দ্দমন—ইনি শতানীকের পুত্র এবং শাসন কাল	৫১। ০
বহীলব—ইনি দুর্দ্দমনের পুত্র এবং শাসন কাল	৩৮। ৯
দণ্ডপাণি—ইনি বহীলবের পুত্র এবং শাসন কাল	৪০। ৩
নিধি—ইনি দণ্ডপাণির পুত্র এবং শাসন কাল	৩৬। ৩
ক্ষেমক—ইনি নিধির পুত্র, এই পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি জন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা কলি যুগারম্ভাবধি ১৮২২ অষ্টাদশ শত দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ক্ষেমক রাগাসক্ত এবং নিঃসন্তান প্রযুক্ত মন্ত্রি রাষ্ট্রদেশ শাসন করিতেন, অবশেষে বিশারদ নামক প্রধান মন্ত্রী প্রজা বশীভূত করিয়া ক্ষেমককে নষ্ট করত আপনি সিংহাসনোপবিষ্ট হন, অতএব তাঁহার রাজত্ব	৫৮। ৫
	১৮২২।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
বিশারদ—ইনি নন্দবংশীয় রাজপুত্র প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহেন এই জন্য কথিত আছে চন্দ্র বংশের পর ইনি তারার ন্যায় উদয় হইলেন, তাহার কারণ মগধের রাজা যে মহানন্দ নামক মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয় বিনাশে তৎপর ছিলেন, তাঁহার জন্ম শূদ্রাগর্ব্ভে হয় সেই মহানন্দের পুত্র নন্দ তাঁহার অনেক সন্তান সেই বংশজাত প্রযুক্ত বিশারদ নন্দবংশীয় খ্যাত তাঁহার	১৮২২।০
রাজত্ব	১৭। ৪
শূরসেন—ইনি বিশারদের পুত্র এবং শাসন কাল	৪২। ৮
বীরসাহা—ইনি শূরসেনের পুত্র এবং শাসন কাল	৫২।২
আনন্দ সাহা—ইনি বীরসাহার পুত্র এবং শাসন কাল	৪৭।৯
বীরচিত—ইনি আনন্দ সাহার পুত্র এবং শাসন কাল	৩৫।১
	২০১৭।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দা
দুর্ব্বীর—ইনি বীরচিত্তের পুত্র এবং	২০১৭।০
শাসন কাল	৪৪।৬
সুক্রপাল—ইনি দুর্ব্বীরের পুত্র এবং	
শাসন কাল	৩০।৯
পুরস্থ—ইনি সুক্রপালের পুত্র এবং	
শাসন কাল	৪২।১০
সঞ্জয়—ইনি পুরস্থের পুত্র এবং শাসন	
কাল	৩২।৩
অমরযোধ—ইনি সঞ্জয়ের পুত্র এবং	
শাসন কাল	২৭।৪
ইলপাল—ইনি অমরযোধের পুত্র শাসন	
কাল	২২।১১
বীরধি—ইনি ইলপালের পুত্র এবং শাসন	
কাল	৪৭।৭
বিদ্যার্থ—ইনি বীরধির পুত্র এবং শাসন	
কাল	২৫।৫
বোধমর্ম্ম ইনি বিদ্যার্থের পুত্র সর্ব্বদা সম্বি	
ধাপানে বিহ্বল থাকাতে রাজ ব্যাপারে	
অনবস্থিত হেতুক বীরবাহু নামে মন্ত্রী	
	২২৯০।৭

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
রাজাকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হন বোধ মর্ম্মের লোপে নন্দ বংশের লোপ ইঁহার	২২৯০। ৪
শাসনকাল	৩১। ৮
বীরবাহু —ইনি গৌতম বংশীয় অর্থাৎ দ্বাপরে মগধদেশাধিপতি যে জরাসন্ধ ছিলেন তাঁহার বিংশতি পুরুযানন্তর সুধন্বা নামে এক রাজা তস্যপুত্র শাক্যসিংহ দ্বাপরে বুদ্ধাবতার কর্ত্তৃক যে গ্রন্থ প্রকাশিত ছিল ইনি তাহা সচল করেন * এজন্যে তাঁহার	

* শ্রীযুত মার্শমন সাহেব কহেন বুদ্ধমত বেদ হইতে উদ্ভব এবং চন্দ্রবংশীয় রাজারা তন্মতাবলম্বী ছিলেন” কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে নাস্তিক ছিলেন ইহা কি প্রমাণ দ্বারা তিনি স্থির করেন তাহা অস্মদাদির বোধগম্য হইলনা তবে বেদজ্ঞান তৎসম্বন্ধে সম্ভব বটে যে হেতু বুদ্ধাবতার দ্বাপর যুগে, গ্রন্থ ও সেইকালে প্রকাশ যে কাল তৎসম্বন্ধে তাঁহারদিগের শাস্ত্রের মতে পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে সুতরাং পূর্ব্ব কল্প বলিয়া বেদ জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু প্রজাকে সে মতাবলম্বী করণ খ্রীষ্ট জন্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব যদবধি মনুষ্যকে পাপাত্মা করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়।

২৩২২। ০

ক্রমিক। | কলেগতাব্দাঃ
২৩২২।০

নাম গৌতম ঋষি হয় কিন্তু তিনি মুনিবৃত্তি করিতেননা অর্থাৎ রাজা ছিলেন, গয়াতে তাঁহার সৈন্য স্থান ছিল, বুদ্ধমতের মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বরো নাস্তি বন বৃক্ষের ন্যায় সংসার স্বভাবত হয় যায়, দেহান্তরে ফলভোগ মিথ্যা আপন শরীর গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত এবং যথারুচি আহার ব্যবহার ইত্যাদি, এই ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়া কেবল স্বদেশে রহিল এমত নহে, তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল, থিবেট, চীন, সাইয়ম, জেপান এবং পূর্ব্ব দেশ বর্ম্মা প্রভৃতি গৌতমের শিষ্য হইল, অল্পদিন গত যখন লার্ড উঃ বেনটীঙ্ক সাহেবকে সম্ভ্রম করণার্থ বর্ম্মাদেশীয় দূতেরা পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিল, তখন তাহারদিগের মহাধর্ম্মাধ্যক্ষের আদিতীর্থস্থান অর্চ্চনাদি করিবার নিমিত্ত মগধদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। হিন্দুস্থানে যে নাস্তিক সম্প্রদায় অতি প্রবল হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ইলোরা পর্ব্বতে গহ্বর সকল প্রতিষ্ঠিত

২৩২২।০

ক্রমিক।	কলেৰ্গতাব্দাঃ।
১৩২২।•

আছে। অতিদৃঢ় প্রস্তর অত্যন্ত পরিশ্রমে কাটিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেস্থানে তাহার পর বোধ হয় বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি রাজারা বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন সে বিবরণ ইহার পর বিক্রমাদিত্যের উপস্থিত কালের ইতিহাস স্থলে প্রকাশ হইবেক। এইসময়ে মগধের অত্যন্ত প্রাবল্য হয়, দিল্লী ম্রিয়মাণ ছিল, যদিস্যাৎ ভারতবর্ষ মধ্যে বাক্‌ত্রিয়ার ম্লেচ্ছ রাজারা মস্তকোত্তোলন করিয়া ইন্দস নদীতীরে উপদ্রব করিতে থাকুক তথাচ তাহা নিবারিত রাখিয়া হিন্দুস্থান ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, মার্শমন সাহেব লিখেন যে সিন্ধুনদী অবধি গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ সমুদয় বাক্‌ত্রিয়ার ম্লেচ্ছরাজা মিথ্রিডেটিস জয় করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা অনুমানের কারণ কহেন যে নাগরী অক্ষর বিহীন প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট মুদ্রা যদাকদাচিৎ আগরা ও উজ্জয়নী দেশে পাওয়া যায়।

২৩২২।•

কলেৰ্গতাব্দাঃ

২৩২২০

ক্রমিক।

উক্ত সাহেব ছিদ্র প্রাপ্তি মাত্র হিন্দুস্থানকে চিরকাল পরাধীন কহিবার নিমিত্ত অনুমান দ্বারা স্বকপোল কল্পিত ইতিহাস রচনা করিয়া কখন লিখেন ভারতবর্ষে গ্রীক দিগের পরাক্রম ব্যাপ্ত ছিল, তাহার হেতু দর্শান্ যে মহারাজ পুরস রূমের রাজাকে যে পত্র লিখিতেন তাহা গ্রীকভাষায় রচিত। কোনস্থানে কহেন পারস্য দেশীয় ডেরাই য়স রাজা হিন্দুস্থান জয় করিতে২ অনেক দুর আসিয়া কিপর্য্যন্ত জয় করিলেন তাহার নির্ণয় নাই, ইহার সত্যতার প্রমাণ এই যে পারস্যাধিপের কোষাধ্যক্ষ পূর্ব্ব দেশের রাজস্ব বলিয়া সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। এক স্থানে লিখিয়াছেন যে হিন্দুস্থানে সহ মরণের প্রথা থাকাতে অনুমান করেন যে সিথিয়া দেশ হইতে রাজারা আসিয়া ভূরি২ জয় করিয়াছিল যেহেতু সে দেশেও সহমর-ণের রীতি ছিল। কিন্তু এই যে সমস্ত তাঁহার বাক্য ইহা অত্যন্ত অসংলগ্ন প্রকাশ পাই

২৩২২০

দ

কলেৰ্গতাব্দাঃ
২৩২২।০

ক্রমিক

তেছে তাহার কারণ যৎকালে হিন্দুস্থান যথার্থ রূপে যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও উচ্ছিন্ন হয় তাহার বিবরণে প্রকাশ পাইতেছে যে হিন্দু রাজারা প্রথমত মুসলমানকে অধার্ম্মিক ও নীচ জ্ঞান করিয়া তাহারদিগকে পেসকস অর্থাৎ রাজকর দেওয়া এবং তদ্ধস্তে পতিত হওনাপেক্ষা মরণ শ্রেয় বলিয়া অনেক রাজা আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, তবে কিপ্রকারে চিরকাল ম্লেচ্ছাদি জাতিকে রাজকর দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। তিনি যে সমস্ত কারণ দর্শাইয়াছেন সে তাবতেরি অন্য হেতু দেখা যাইতেছে অর্থাৎগ্রীকভাষা এদেশে বহুকালাবধি সচলা আছে এবং বাবিলিন রাজার দূতেরা মগধ দেশে বাস করত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষান্তর করাতে অধিক আয়ত্ত হয়। এদেশের রাজস্ব সুবর্ণ দ্বারা প্রাপ্তির কারণ সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারস্থ প্রদেশ দীর্ঘ কালাবধি ক্বচিৎ হিন্দু রাজারদিগের অধীন থাকিত

২৩২২।০

কলেগতাব্দাঃ
২৩২২।০

ক্রমিক

অর্থাৎ সর্ব্বদা পারস্য প্রভৃতিস্থ যবন ও ম্লেচ্ছদিগের অধিকার ছিল অতএব পারস্য দেশে বসিয়া সিন্ধুর পশ্চিম তীরস্থ দেশকে পূর্ব্বদেশ কহা যাইতে পারে। সিথিয়া দেশে সহমরণের ব্যবহার থাকিবার হেতু মুসা, ক্রাইষ্ট, এবং মহম্মদ এই তিন অবতার জন্মিবার পূর্ব্ব সমুদয় দেশে হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার ছিল এবং সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে হৃদ্যতা ও রাজাদিগেরও পরস্পর মিত্রতা ছিল, আর অতি পূর্ব্বকালাবধি দেখা যায় যে হিন্দুস্থানের রাজার দিগের সৈন্যমধ্যে সে সমস্ত দেশের লোক নিযুক্ত থাকিত তাহার প্রমাণ পুরাণে সর্ব্বদা উল্লেখ আছে যে রাজাদিগের ম্লেচ্ছ যবন এবং কিরাত সেনা ছিল।

বৌদ্ধ মহাবলম্বি দিগের শাসনকালে দেশীয় এবং ভিন্ন দেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছিল। বঙ্গ, চীন, এবং বর্ম্মা প্রভৃতি সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশ মগধের

২৩২২।০

	কলেগতাব্দাঃ।
ক্রমিক।	২৩২২।০

অধিকার ভুক্ত থাকাতে মহা সমুদ্রের চতুর্দ্দিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল, পালিবোথ্র অর্থাৎ পাটলিপুত্র অবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত এক প্রবল রাজপথ ছিল, তাহার প্রত্যেক আড্ডায় একং স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, মগধের রাজধানী হইতে বোম্বের নিকট বারোচ পর্য্যন্ত আর এক রাজপথ হইয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ আলোচনা ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ মতাবলম্বি প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ এক কালে সমুলোৎপাটনের অবকাশ পাইয়াছিল, রাক্ষসতুল্য নাস্তিক দল হইতে কেহই রক্ষা পায়নাই, কেবল কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণেরা এবং অগ্নিকুলের চৌহান রাজপুতেরা বিদ্রোহী ছিল, এবং কথিত আছে তাহারা শস্ত্র এবং শাস্ত্রযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল, অগ্নিকুলের চারি অংশের মধ্যে প্রমারাবংশ্যেরা অতি বীর্য্যবন্ত তাহারদিগের রাজ্য নর্ম্মদানদী অতীত করিয়া বিস্তৃত ছিল, সিন্ধুনদী তাহার পশ্চিমসীমা, তাহারা দক্ষিণদেশ জয় করিয়া

২৩২২।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
সেইস্থানে রাজধানী করিয়াছিল। হস্তিনাধিপতি বীরবাহু মহারাজের রাজ্য শাসনের কাল।	২৩২২০ ৩৫।০
যযাতিসিংহ ইনি বীরবাহুর পুত্র, তাঁহার রাজ্য শাসন কালের প্রথম গ্রীশ দেশীয় সেকন্দর নামে পূর্ব্বোক্ত ফিলিপের পুত্র এবং খ্যাত্যাপন্ন রাজা যিনি হিমালয় প্রদেশ শিবির রাজ্য পর্য্যন্ত জয় করিয়া সেই স্থানেও এক রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ইতিহাস পুস্তকে লেখে যে সেকন্দর সাহা এক স্থানে বাস করিতেন না সর্ব্বদা রণ স্থলে নানা দেশ দিগ্বিজয় করিয়া ভ্রমণ করিতেন, তিনি যুদ্ধ, সন্ধি এবং রাজনীতিতে সুশিক্ষিত, সাহস এবং বুদ্ধির কৌশলে অত্যল্প গ্রীশ সৈন্য সহকারে পারস্য দেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, উক্ত রণ জয়ী সৈন্য সহিত সিন্ধু নদী তটে উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় ইতিপূর্ব্ব	
	২৩৫৭।

কলের্গতাব্দাঃ
২৩৫৭।

ক্রমিক।

কালের পরাক্রমি রাজাদিগের ন্যায় পৃথিবীর চতুর্দ্দিগের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীয়মানা করিতেন, তিনি ইউরোপ প্রভৃতি সমুদয় দেশে যে২ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে প্রায় সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছিলেন, অবশেষে হিন্দু স্থানে তাঁহার মানস সিদ্ধ হয় নাই, তাহার বিশেষ ইতিহাস কিঞ্চিল্লিখি।

তিনি যৎকালে সিন্ধু নদী তটে হিন্দু স্থানের রণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করণার্থ উপস্থিত তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সুশিক্ষিত পরাক্রমি গ্রীশ এবং পারস দেশীয় সেনা ছিল, সে সময়ে সিন্ধু নদী তটে তিন জন রাজা ছিলেন, তাহার প্রথম অবিসারিস তাঁহার রাজ্য পর্ব্বতময় লেখে, বোধ হয় তাহা কাশ্মীর, দ্বিতীয় টাকসিলন যিনি সিন্ধু এবং বিতস্তা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ শাসন করিতেন, তৃতীয় পুরস তিনি চন্দ্র বংশীয় মৎস্য দেশের রাজা। সেকন্দর আগ ২৩৫৭।

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ।
	২ ৩৫৭।০

মন করিলে প্রথমত পূর্ব্বোক্ত উভয় রাজারা অর্থাৎ আবিসারিস এবং টাকস সেকন্দরের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে সেকন্দর আটক নদীতে সংক্রম বান্ধিয়া হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে সুযোগ পাইয়াছিলেন কিন্তু পুরস অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বাধা জন্মাইতে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কথিত আছে পুরস তৎকালে সাহসিক রাজা ছিলেন বস্তুত উক্ত তিন রাজা এক বাক্য হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সেকন্দরের এদেশে প্রবেশ অবরোধ হইত কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত রাজদ্বয় সেকন্দরের সহিত মিলিত হওয়াতে শত্রুর দলবল প্রবল হইল তথাপি পুরস জিলম নদীর সম্মুখ তটে দৃঢ় শিবির স্থাপিত করিয়া রণস্থলে সৈন্যের এক অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সেকন্দর স্বয়ং সুশিক্ষিত অভেদ্য সৈন্যের সহিত হাইডাসপস নদীদিয়া সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পুরসের উক্ত

২ ৩৫৭।০

কলেৰ্গতাব্দাঃ।
২৩৫৭।০

ক্রমিক।

ব্যূহের প্রত্যেক পার্শ্বেতে অভেদ্য দেখিলেন, এবং পুরসের কর্ম্ম সুখ্যাতি যাহা পূর্ব্ব প্রকাশ ছিল তাহা সেই দিন প্রত্যক্ষ জানিলেন, পুরস ব্যূহ সম্মুখে সুশিক্ষিত হস্তি সমূহ রাখিয়াছিলেন এবং অরক্ষিত পথমাত্র ছিলনা, কিছুতেই পুরসের ব্যূহ ভেদ্য নহে, যখনং সেকন্দর নদ্যুত্তীর্ণ হইয়া চেষ্টা করিলেন, তখনি পুরসের সৈন্য দিগকে সম্মুখবর্ত্তি বাড় ঝাড়িতে এবং বাধা দিতে প্রস্তুত দেখিলেন, সুতরাং তন্নিমিত্ত ব্যূহ প্রবেশ করা কঠিন জানিলেন, এবং তাঁহার অশ্বারোহি সেনারা কুঞ্জরারোহি দিগের সম্মুখ গমনে অক্ষম হইল, পরে ছলদ্বারা নদ্যুত্তীর্ণ হইয়া আপন শিবির হইতে পঞ্চ ক্রোশ পশ্চাৎ নদী মধ্যস্থ এক উপদ্বীপ আশ্রয় করিলেন, ইতিমধ্যে দৈবায়ত্ত এক রাত্রে মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি ও প্রবল বায়ু গর্জ্জনের সহিত মহা দুর্যোগ উপস্থিত হওয়াতে সেকন্দর সুযোগ পাইয়া একাদশ সহস্র সুশি

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ
২৩৫৭।০

ক্রমিক।

ক্ষিত সৈন্য সহিত নদীর পূর্ব্ব তটে উপস্থিত হইয়া সেই দিগের রক্ষকগণকে জয় করিলেন, এই সংবাদ পুরস শ্রবণ করিয়া অনবধানতা পূর্ব্বক শত্রুকে সামান্য জ্ঞান করিয়া অত্যল্প সেনার সহিত স্বীয় পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, ইত্যবসরে সেকন্দর সেই স্থানে সমুদয় সেনা একত্র করিয়াছিলেন সুতরাং পুরসের পুত্র পরাজিত এবং রণশায়ী হইলেন, তাহার পর পুরস স্বয়ং বহু সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইলেন বটে কিন্তু তখন সেকন্দর সৈন্য সমূহ সহিত মহা সমারোহ পূর্ব্বক দেশের মধ্যে উচ্চ স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন তথাপি পুরস দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর সম্মখ যুদ্ধ করিলেন তাহাতে কোন পক্ষে জয় পরাজয় স্থির হইল না, পুরসের কটকেরা বীরের তুল্য সংগ্রাম করিলেও সেকন্দরের অশ্বারোহিদিগের শক্তি দূর করিতে পারিলেক না, দুই প্রহর দুই ঘটিকার পর সেকন্দরের পশ্চাৎ

২৩৫৭।০

ক্রমিক।	কলেগর্তাঙ্কাঃ
	২৩৫৭।০

যে ভিন্ন আর এক দল সৈন্য ছিল তাহার দিগকে অগ্রসর করিলে তাহারা তেজস্বি রূপে প্রকাশ পাওয়াতে পুরসের দল ছিন্ন ভিন্ন হইল কিন্তু পুরস স্বয়ং এক বৃহৎ কুঞ্জর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তৎকালেও বাণ বৃষ্টি করিতেছিলেন, সেকন্দর সাহা তাঁহার সাহসে এবং শৌর্য্য বীর্য্যে মোহিত হইয়া জীবন দানে ব্যগ্র হওত সম্ভ্রম পূর্ব্বক জানা ইলেন যে সন্ধি করুন। সেকন্দরের ইতি হাসে এইরূপে বর্ণন, কিন্তু কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ সেকন্দর প্রথম সন্ধি প্রার্থনা করাতে এবং তাঁহার ইচ্ছা যে সমুদ্রের পূর্ব্ব তটে জয় পতাকা স্থাপিত করিবেন সে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়াতে এবং পুরসের রাজ্য স্বাধীন থাকাতে প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায় যে তদ্বিপরীত অর্থাৎ পুরস অবসন্ন না হইয়া বরং সেকন্দ রের সৈন্যকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া থাকিবেন, যাহাহউক অতঃপর সন্ধি হইয়া পুরসের অধি কার স্বাধীন থাকিল, অপর যে দুই জন রাজা

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ২৩৫৭।০

পূর্ব্বে ভয়ে সন্ধি করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের রাজ্য সেকন্দরের অধীন হইল, সেকন্দর এই জয় সূচক চিহ্ন চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য নদীর উত্তর পারে দ্বাদশটী স্তম্ভ ও নগর এবং অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে তাহা পুরসের হস্তগত হইয়াছিল, যাহা হউক তৎকাল পর্য্যন্তও হিন্দুস্থানের রাজা দিগের এমত প্রতাপ ছিল যে ইউরোপীয়েরা সন্ধি করিতে পারিলে তাহাকে জয় জ্ঞান করিতেন, অর্থাৎ স্পর্দ্ধার বিষয় হইত, তাহা হইতেই পারে অতিপূর্ব্ব কালে কর প্রদান করিয়া বন মধ্যে স্থান পাইতেন, কিছু কাল পরে সেই সমস্ত বনে প্রজা বৃদ্ধি হইয়া ক্ষুদ্রং একং রাজার ন্যায় হইয়াছিল, পাণ্ডব এবং অন্যান্য হিন্দু রাজারা সময় ক্রমে গিয়া জয় করিয়া ধন আনয়ন করিতেন, তাহার পর সমারোহপূর্ব্বক হিন্দুস্থান মধ্যে সমাগত হইয়া এখানকার রাজাদিগের সম্মুখ যুদ্ধে কোন পক্ষে জয় পরাজয় না হইয়া

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ ২৩৫৭।০

ক্রমিক।

সন্ধি হওয়া তৎকালে ইউরোপীয় পক্ষে সামান্য পরাক্রমের কথা ছিল না, এই হেতুক সেকন্দরের অসীম পৌরুষ ইউরোপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তিনি অদ্বিতীয় রূপে গণ্য হইয়া ছিলেন, কালক্রমে সকলই হয়, স্থল জল হয়, জলও স্থল হয়, অধুনা সেই রাজা দিগের বংশীয় হিন্দুরা ইউরোপীয়দিগের সমীপে কুক্কুরের ন্যায় লাঙ্গূল আন্দোলন করিতেছেন, কোন২ ইতিহাসে লিখে যখন সেকন্দর হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন তখনকার ঐক্যতা ও পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণদিগের সদ্ব্যবহার এবং যুদ্ধাস্ত্রের পরাক্রম* দেখিয়া সেকন্দর কহিয়াছিলেন যে এদেশ কস্মিন্ কালেও

---

* যুদ্ধাস্ত্রের পরাক্রম যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানে তৎপ্রসঙ্গে লার্ড হেষ্টীংস সাহেবের অনুমত্যনুসারে হালহেড সাহেব হিন্দুলানামক যে গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তাহাতে প্রকাশ আছে সেকন্দর সাহা পঞ্চাপদেশে পুরসের সৈন্য মধ্যে এক প্রকার অগ্ন্যাস্ত্র দেখিয়াছিলেন তাহা ইউরোপীয় তোপ অপেক্ষা পরাক্রান্ত, তাহার আকার একটা বরুয়া অথবা বড় তীরের ন্যায়

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ
২৩৫৭।০

ক্রমিক।

কেহ জয় করিতে পারিবেক না, এই কথা কহিয়া ফিরিয়া যান্ পুনরায় হিন্দু স্থানাব লোকন করেন না, অপর ইতিহাস বেত্তারা কহেন পুরসের নিকট সেকন্দর এইরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ করিলেন সাগরে নাস্তিক চন্দ্র গুপ্ত রাজা ঐশ্বর্য্যশালী এবং

একটা বাঁশের ন্যায় বস্তু হইতে শত্রুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বৈদ্যুতীয় শক্তির ন্যায় একবাণ হইতে বহু সংখ্যক শিখা নির্গত হইয়া অনি বার্য্যরূপে একশত ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করণোপ যোগী বাণ সমূহ জন্মিত, অধুনা তদ্রূপ অস্ত্র এদেশ হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গাধীন বক্তব্য যে অগ্ন্যাস্ত্রের কথা ইংরাজ সাহেব লোকমুখে ব্যক্ত হওয়াতে এইক্ষণকার যুবা লোকের বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে অতএব তাঁহাদিগকে বেদব্যাসের লিখন সত্যজ্ঞান করাইতে সাহসিক হইয়া বলিতে পারি যে মহাভারতাদি পুরাণে অর্জ্জুনের তুণ হইতে একটী বাণ ধনুতে যোজনা করিয়া নিক্ষিপ্ত হইলে শত্রুপক্ষে শত সহস্র হইয়া বর্ষণ হইত যে বর্ণন তাহা অমূলক নহে, এবং এইরূপ অগ্ন্যাস্ত্র যদি সপ্রমাণ হইল তবে অন্যান্য অর্থাৎ বায়ব্যাস্ত্র বরুণবাণ প্রভৃতি যে বর্ণন শাস্ত্রে আছে তাহারও কোন বীজ থাকিতে পারে এমন বিশ্বাস যোগ্য, সুতরাং ইহকালাপেক্ষা পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজারা যে অধিক পরাক্রান্ত ছিলেন তাহা যথার্থই বটে।

২৩৫৭।০

কলেগতাব্দা
২৩৫৭।০

ক্রমিক।

মহাপরাক্রমী ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী নয় সহস্র গজারোহী সৈন্য ছিল, কোন২ ইতিহাস বেত্তারা লিখেন চন্দ্রগুপ্ত সেকন্দরের সহিত মিত্র ভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা তোষা মোদনকারির নিমিত্ত, বস্তুত অসংলগ্ন কেননা পুরসকে পরাজয় না করিতে পারিলে মগধে গমনের পথ ছিলনা। কোন২ ইতিহাসে প্রকাশ যে চন্দ্রগুপ্তের চারিলক্ষ সেনা শত দ্রুর পরপারে আলিগজন্দরের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুতছিল এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেক আলিগজ ন্দরও ভীত হইয়া পুর্ব্বোক্ত দুই রাজার স্থানে সন্ধিলব্ধ দেশ পুরসকে প্রদান করত অতিশীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

হিন্দুস্থান হইতে সেকন্দর পরাঙ্মুখ হওত বনপথে রেবানদী উত্তীর্ণ হইয়া তাতারদেশে গিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার বড় ইচ্ছাছিল কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ
২৩৫৭।০

ক্রমিক।

বহুক্লেশ পাওয়াতে আর অগ্রসর হইতে শক্ত হইলনা এই হেতুক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন,। কোন২ ইতিহাসে লিখে তিনি জলপথে গিয়া চীনদেশ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ বঙ্গ ভূমিতে আসিবার মানস করিয়া কতকগুলি অর্ণবযান প্রস্তুত করিতেছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে বাবিলিন দেশের জলময় ভূমিতে বন্যজ্বর রোগ গ্রস্ত হইয়া দুইবৎসর পরে লোকান্তর গতহন। তাঁহার মরণানন্তর রাজ্য তিনজন সেনাপতির মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, সেলিউকস্ নামে সেনাপতি বাবিলিনদেশে রাজধানী করেন, সিন্ধুনদীর তীরস্থ দেশ সেলিউকসের অন্তঃপাতী হয়, তাঁহার প্রভু হিন্দুস্থান জয় করিতে মনস্থ করিয়া অসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্যে তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এই দেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন, তৎকালে পুরস ছিলেননা, সুতরাং সেখানে বাধাজন্মায় এমত কেহ নাথাকাতে

২৩৫৭।০

কলেগর্তাব্দাঃ
২৩৫৭।০

ক্রমিক।

অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সীমায় পদার্পণ মাত্র বাধাপ্রাপ্ত হইলেন, এতদ্‌যুদ্ধের বহুবিধ বিবরণ আছে তাহা বাহুল্য হেতু ত্যাগ করাগেল, গ্রীশীয়ানেরা কহেন সেলিউকস জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু কার্য্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় না সে কথা ইউরোপীয় দিগের প্রথানুসারে পরাজয় হইলেও জয় লিখিয়া থাকেন, যেহেতু এইস্থানে তাঁহারাই পরে লিখিতেছেন যে সন্ধি হইল এবং তাহা যেমন সেকন্দর পুরসের সহিত সন্ধি করিলে জয়বর্ণন ও স্তম্ভ নির্ম্মাণ এখানেও সেইরূপ অর্থাৎ এ সন্ধি দ্বারা সিন্ধু নদী তীরস্থ গ্রীশ দিগের অধিকৃত স্থান সমুদয় চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং সেলিউকস চন্দ্র গুপ্তকে স্বীয় কন্যা উপঢৌকন দিয়া মেল করিয়াছিলেন, আর বাবিলিন রাজ্যের সহিত পালিবোথ্ স্থিত রাজসভার মিত্রতা স্থৈর্য্য রাখিবার কারণ মিগ্যাস থিনস নামক এক ব্যক্তিকে চন্দ্র

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ২৩৫৭।০

গুপ্তের সমীপে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন অতএব এ সমুদয় হেতু সেলিউকস পক্ষে পরাজয় চিহ্ন হয়।

এইক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের বংশাবলি এই যে পূর্ব্ব কথিত জরাসন্ধেরপুত্র সহদেব, তাহার বিংশতি পুরুষ পরে সেই বংশে শাক্যসিংহ যিনি গৌতম নামে খ্যাত হন, সেই বংশে মহানন্দ নামে রাজা যিনি স্বীয় প্রধান মন্ত্রি দ্বারা হত হইলে তাঁহার অষ্টপুত্রেরা সিংহা সনাধিকারী হইয়া রাজ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শূদ্রাগর্ভে এক চন্দ্রগুপ্ত, যাঁহার প্রধান মন্ত্রির নাম চাণক্য পণ্ডিত বড়কবি ছিলেন, সেই চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মিত্রগুপ্ত তস্যপুত্র শোকাজিন, চন্দ্র গুপ্তের লোকান্তর গতে সেলিউকস পুনরায় পূর্ব্বোক্ত রাজসভা দ্বয়ের মধ্যে ঐক্যের স্থিরতা জন্য মিত্রগুপ্ত সমীপে অন্যদূত অর্থাৎ উকীল প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং শোকাজিনের নিকটেও ঐ রূপ, এবম্প্রকারে ইউরোপীয় রাজাদিগের সহিত

২৭১২।০

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	২৩৫৭।০

সৌহৃদ্য মতে বহুকাল গত হইয়া তাহার পর গ্রীশদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে এবং আত্ম বিচ্ছেদে হিন্দু রাজদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইলে নূতন মেচ্ছ রাজা অর্থাৎ যবনেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করত জয়ী হইয়া দেশকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, তাহা দেব প্রতিমা ও দেবালয় ভঙ্গ, পুস্তক দগ্ধ, দীন দরিদ্র প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ, শিশ্ন চ্ছেদন, বল পূর্ব্বক যবন ধর্ম্মাবলম্বী করণ, লক্ষ২ লোক ধরিয়া অপরিচিত দূর দেশে নিক্ষেপ করণ ইত্যাদি যত২ প্রকার সাংঘাতিক অনিষ্ট হইতে পারে তাহা সমুদয় করিয়াছিল, তাহার বিবরণ যেসময়ে যেরূপে যদ্দ্বারা যেমন হইয়াছিল তাহার সংপেক্ষ ইতিহাস পশ্চাৎ উচিত সময়ে প্রকাশ করিব। এইক্ষণে দিল্লী সিংহাসনস্থ গোতম বংশীয় রাজাদিগের বংশাবলি লিখি, যথা বীরবাহুর পুত্র যযাতি সিংহ তাঁহার রাজত্ব কাল .... ১৭।৭

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	২৩৭৪'৭
শক্রঘ্ন—ইনি যযাতির পুত্র এবং শাসন কাল	২১।০
মহীপতি—ইনি শক্রঘ্নের পুত্র এবং ঐ	২৫।৪
বিহারমল্ল—ইনি মহীপতির পুত্র এবং ঐ	১৪।৩
স্বরূপ দত্ত ইনি বিহারমল্লের পুত্র এবং ঐ	২৮।৩
মৃত্যুসেন—ইনি স্বরূপ দত্তের পুত্র এবং ঐ	২৭।২
জয়মল্ল—ইনি মৃত্যু সেনের পুত্র এবং ঐ	২৮।২
কলিঙ্গ—ইনি জয়মল্লের পুত্র এবং ঐ	৩৯।৪
কুলমণি—ইনি কলিঙ্গের পুত্র এবং ঐ	৪৬।০
শক্রমর্দ্দন—ইনি কুলমণির পুত্র এবং ঐ	৮।১১
জীবনযতি—ইনি শক্রমর্দ্দনের পুত্রএবং ঐ	২৬।৯
হরিযোগ—ইনি জীবনযতির পুত্র এবং ঐ	১৩।২
বীরসেন ইনি হরিযোগের পুত্র এবং ঐ	৩৫।২
আদিত্য—ইনি বীরসেনের পুত্র এবং ঐ	২৩।১১
ধুরন্ধর—ইনি ময়ূর বংশীয় এবং হস্তিনার রাজসভায় প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, কোন প্রকারে বিরোধ উপস্থিত হইবাতে মন্ত্রী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন, আদিত্য রণশায়ী	
	২৭১২।০

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	২৭১২।০
হইলে গৌতম বংশের লোপ হয়, তাহার পর ইনি বহুকাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য করেন অতএব ধুরন্ধরের শাসন কাল	৪১।০
শোণার্দ্দন—ইনি ধুরন্ধরের পুত্র এবং তাঁহার শাসন কাল	৪৫।০
মহাকটক—ইনি শোণার্দ্দনের পুত্র এবং ঐ	৪১।০
মহাবোধ—ইনি মহাকটকের পুত্র এবং ঐ	৩৩।০
নাথ—ইনি মহাবোধের পুত্র এবং ঐ	২৮।০
জীবনরাজ—ইনি নাথের পুত্র এবং ঐ	৪৫।৭
উদয় সেন—ইনি জীবনরাজের পুত্র এবং ঐ	৩৭।৫
বৃন্দাচল—ইনি উদয় সেনের পুত্র এবং ঐ	২২।০
রাজপাল—ইনি বৃন্দাচলের পুত্র সিংহাসনাধিকারী হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নৃত্যগীত শ্রবণেক্ষণে কালযাপন করিতেন এই কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হওয়াতে কমল পর্ব্বত দেশের রাজা শকাদিত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং সেই যুদ্ধে রণশায়ী হইলে ময়ূর বংশের লোপ হইল অতএব রাজপালের রাজত্ব কাল	২৫।০
	৩০৩০

কলের্গতাব্দা

ক্রমিক ৩০৩০

শকাদিত্য—ইনি সিংহাসনারূঢ় হইলে তাঁহার এই অধর্ম্মাচরণে রাজ্য লওয়া শুনিয়া বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে হস্তিনা আসিয়া যুদ্ধ করেন তাহাতে মহারাজ হত হন অতএব শকাদিত্যের শাসন কাল দিল্লীতে কেবল .... ১৪।০
শকাব্দ নামে যে শক পঞ্জিকায় প্রচলিত তাহা বোধ হয় এই মহারাজের জন্মদিনাবধি।

বিক্রমাদিত্য—ইনি উজ্জয়নী দেশের রাজা প্রমারা বংশীয় চৌহান রজপুত, ইনি দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় সময়ে কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসর গত হইয়াছিল ইনি যুধিষ্ঠিরের শক নিবর্ত্ত করিয়া সম্বৎ নামে সন স্থাপিত করিলেন, এই বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রশংসাযুক্ত এক ইতিহাস পুস্তক আছে তাহাতে ব্যক্ত হয় যে তাঁহার রাজত্ব কালে পুনরায় হিন্দুস্থানের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল, যেহেতু ইনি শিথিয়ান দেশীয় রাজাকে জয় করিয়া এ দেশ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন ম্লেচ্ছাদির উপদ্রব

৩০৪৪

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৩০৪৪

মাত্র ছিল না, ইনি যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি রাজ নীতিতে পারদর্শী এবং পরাক্রমী ও জ্ঞানী ছিলেন, ভারতবর্ষের নানা দেশ বাসি পণ্ডিত দিগকে আহ্বান করিয়া বিবিধ দান দ্বারা পুরস্কার করিতেন, তৎকালে তাঁহার রাজ কীয় সভান্তর্গত অতিসুপণ্ডিত চতুর্দ্দশ ব্যক্তির এক শাস্ত্রীয়া সভা ছিল তাহাতে শ্রীকালি দাস এবং বররুচি প্রধান ছিলেন, ইনি পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকতা দেশ হইতে দূর করিয়া ছিলেন, বৌদ্ধেরা অপদস্থ হইয়া যে সমস্ত মন্দির পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে ছিল, তাহারা তথাহইতে দূরীকৃত হইয়া মন্দির নির্ম্মাণের উৎসাহ সহিত শিলন উপ দ্বীপে প্রস্থান করিয়াছিল, উক্ত মন্দির সমূ হের ব্যাপার এইরূপ কথিত আছে যে ধরা তলে মনুষ্যের শ্রম দ্বারা যদ্রূপ সম্ভবে তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্তম্ভ দ্বারা ভূষিত ছিল, তাহার একের দীর্ঘতা ৯৩ হস্ত, প্রস্থে ৮০ হস্ত এবং ঊর্দ্ধে ৩০ হস্ত, তন্মধ্যে ২০ হস্ত উচ্চ বুদ্ধের এক

৩০৪৪

কলেগতাব্দাঃ
৩০৪৪

ক্রমিক।

অচল প্রতিমূর্ত্তি ছিল, এই সমস্ত যখন ঐ নাস্তিকেরা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তখন বিক্রমাদিত্যের ব্রাহ্মণেরা সেই সমস্ত স্থানে তৎপরিবর্ত্তে বিষ্ণু এবং শিবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন, বৌদ্ধদিগের প্রিয় স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও তৎকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেকানের এলোরা দেশে দৃঢ় প্রস্তরের মন্দির তুল্য ভারতবর্ষে উত্তম বস্তু মাত্রই দেখা যায় না, অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি সার্দ্ধ দুই ক্রোশ বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে দুই বা তিন তলা উচ্চ কতকগুলি মন্দির দেখা যায়, তন্মধ্যে অতিআশ্চর্য্য জনক কৈলাস অথবা মহাদেবের বাস স্থান রূপে বিখ্যাত স্থান আছে, বাটী নির্ম্মাণ অথবা ভাস্করের কৃতসাধ্যের উত্তমতা এই স্থানেই দৃষ্ট হয় কঠিন প্রস্তর হইতে খোদিত সোপান, সেতু, স্তবালয়, স্তম্ভ, বারান্দা এবং স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম স্তম্ভ বিশেষ এবং

২৩৫৭।০

কলেৰ্গতাব্দাঃ।
৩০৪৪

ক্রমিক।

বৃহৎ২ প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত আছে, উক্ত উৎকৃষ্ট মন্দিরের চতুর্দ্দিগে মহাভারত ও রামায়ণ বর্ণিত দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি আছে, এলোরার দেবালয়ের মধ্যে যে দেব তার প্রতিমূর্ত্তি না পাওয়া যায় এমত দেব মূর্ত্তিই প্রায় অপ্রসিদ্ধ, বিক্রমাদিত্য স্বীয় রাজধানী উজ্জয়নীতেও মহাকালের এক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এইক্ষণে তৎকালে হিন্দু স্থানে যে২ প্রসিদ্ধ দশ দেশ বিভক্ত তাহার নাম লিখি, তাহার কারণ পূর্ব্ব কথিত যুধিষ্ঠিরের সময়ে যে সমস্ত নাম তাহা অধুনা প্রচলিত নহে, ইহার পর ইতিহাস আধুনিক নামেই বর্ণন হইবেক সুতরাং তাহা জ্ঞাত না থাকিলে ইতিহাস বোধের ব্যাঘাত হয়।

১ সরস্বতী তন্মধ্যে পঞ্জাব, ২ কান্যকুব্জ তন্মধ্যে হস্তিনা, আগরা, শ্রীনগর এবং অযোধ্যা, ৩ মিথিলা তাহার নাম ত্রিহুত, সে স্থান কুশী নদী অবধি গণ্ডকী পর্য্যন্ত,

কলের্গতাব্দঃ।
৩০৪৪।০

ক্রমিক।

৪ বঙ্গ তন্মধ্যে গৌড়, উখ্ড়া মগধের কিয়দংশ লইয়া এক অধিকার, ৫ গুর্জ্জর তন্মধ্যে গুজরাট, খান্দেস, তাহার একাংশ মালওয়ার, ৬ উৎকল তাহা উড়িষ্যা, ৭ মহারাষ্ট্র, ৮ তৈলঙ্গ তাহা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত, ৯ কর্ণাট, তাহা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ অবধি ঘাট নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত, ১০ দ্রাবিড় তাহা অধুনা তামূল দেশ, এই দশ দেশের ভাষা স্বতন্ত্র।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের ৫৭ বৎসর অথবা ৩১০১ কলের্গতাব্দে ইউরোপ মধ্যে যুদিয়া দেশে য়ীশুখ্রীষ্ট নামে এক অবতার জন্মেন, সুতরাং তাঁহার বিবরণ এ গ্রন্থের সঙ্কল্পানুসারে অদ্ভুত বৃত্তান্ত এবং বর্ণনা ত্যাগ করিয়া যথার্থ ঘটনা যাহা মনুষ্যের সম্ভব তাহাই লিখিতে হইবেক, অতএব বক্তব্য যে তাঁহার জন্মের অল্প দিন পরে পূর্ব্ব দিগ হইতে এক উদাসীন বোধ হয় ১২ সেণ্টের মধ্যে ১ জন আসিয়া আপ

৩০৪৪।০

নাকে ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে প্রচার করিয়া কহিয়াছিলেন যে এই স্থানে এক অবতার জন্মিয়াছেন এবং তিনি যেং ব্যবহার করিবেন তাহাও কিঞ্চিৎ স্থূল রূপে কহিয়াছিলেন, য়ীশু সেই সমস্ত আচরণের অনুগামী এবং বুদ্ধির কৌশলে দ্ব্যর্থ কথা অর্থাৎ কোন বিষয় ঘটনার পূর্ব্ব ভঙ্গী ক্রমে এমত কহিতেন যাহা পরে পূর্ব্ব কথিতের অর্থ উভয় পক্ষে সংলগ্ন হইতে পারে। কথিত আছে এ সময়ের অনেক পূর্ব্ব আর একজন ভবিষ্যদ্বক্তা রূপ প্রকাশ পাইয়া এক অবতার জন্মিবার কথা এবং তাঁহার আচরণের কথা কহিয়াছিলেন, এজন্যে য়ীশুখ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্ব আরো কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তার কথিত আচরণের অনুগামী হইয়া ব্যাঘর্তি জন্মিবাতে সুসিদ্ধ হইতে পারেন নাই, কিন্তু খ্রীষ্টের বুদ্ধি কৌশলে এবং ভাগ্য ক্রমে তাহার অনেক অংশ প্রকাশ পাওয়াতে যখন ইনি কৃতকার্য্য হইলেন অর্থাৎ অব

কলের্গতাব্দ ।ঃ
৩০৪৪।০

ক্রমিক।

তার রূপে প্রকাশ পাইলেন তখন ইনি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ঘোষণা দিলেন, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম কোন মনুষ্য দ্বারা হয় নাই, স্বয়ং ঈশ্বর স্বর্গ হইতে আসিয়া য়ীশুর মাতা মেরিয়মের গর্ব্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই জগদ্ব্যাপি নিরঞ্জন অচিন্তনীয় এবং নির্ব্বিকার ঈশ্বর প্রতি এই ব্যভিচার দোষারোপের হেতু এই যে মেরিয়মের বিবাহ জুসেফের সহিত হওনের পূর্ব্ব মেরিয়মের গর্ব্ভ হইয়াছিল, এ জন্যে জুসেফ প্রথম সে ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার পর য়ীশুখ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তা রূপে অর্থাৎ অবতার রূপে প্রচার হওয়াতে পুন গ্রহণ করেন, পরে অনেক সন্তান সন্ততির ক্রমশ সেই গর্ব্ভে জন্ম দেন, খ্রীষ্টের পুষ্টি পুর ণার্থ সমভিব্যাহারে আর দ্বাদশ জন ছিলেন, তাঁহারা সেণ্ট নামে খ্যাত, তাঁহারদিগের কৌশল দ্বারা নানা কাণ্ড রচিত হওয়াতে জহুরা প্রকাশ হইয়াছিল, খ্রীষ্টের মরণের

৩০৪৪।০

কলেগতাব্দাঃ
৩০৪৪।০

ক্রমিক।

পর উক্ত দ্বাদশ সেন্টের মধ্যে চারি জন প্রত্যেকে য়ীশুর জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এক২ ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন এবং অনেক নিষ্প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের অযোগ্য ভৌতিক ব্যাপার, ও কতকগুলি রোগিকে মন্ত্রদ্বারা আরোগ্য এবং মৃতদেহে জীব সঞ্চারের কথাও আছে, উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের বার্ত্তা উক্ত চারি জনের মধ্যে কোন২ স্থানে অনৈক্য আছে ফল অনেক ঐক্যও বটে, সেই চারি পুস্তক এবং তৎকালের য়ীশুভক্তেরা যে নানাস্থানে লিপ্যাদি লিখিয়া ছিলেন যেমন প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে মহামোহ দলস্থেরদের নানাস্থানে পত্র প্রেরণ বর্ণন সেইরূপ লিপির প্রতিলিপি প্রভৃতি একত্র করিয়া এক পুস্তক হয়, তাহারি নাম গস্পেল, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি দিগের অদ্বিতীয় বেদস্বরূপ, সেগ্রন্থে অনেক সাংসারিক হিতোপদেশ কথা আছে, তাহা বালক শিক্ষার্থ উত্তম বলাযায় এবং য়ীশু নদীয়ার

২৩৫৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৩০৪৪।০

গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় যৌবন কালাবধি সন্ন্যাসিবেশে নানাদেশে ভ্রমণ এবং পর্ব্বতে ও বনে শিষ্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন, মধ্যে২ হাটে ঘাটে মাঠে লোকারণ্য করিয়া কোলাহল মধ্যে এক অভিনব খ্রীষ্টধর্ম্ম ঘোষণা করিতেন তাহার মর্ম্ম এই যে মন ফিরাও,স্বর্গের দ্বার খোলা, সনাতনধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বরের দশটী আজ্ঞা আছে তাহা এই যে তিনি ভিন্ন অন্য দেব দেবীর পূজা করিবে না, চুরি করিও না, মিথ্যা কহিও না, ব্যভিচার করিও না, পিতা মাতাকে মান্য করিও. প্রতি বাসির হিংসা করিও না, বৃথা লোকদেখানে ভজনা করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রব ঞ্চনা করিও না, আর তোমার একগালে যদি কেহ চপেটাঘাত করেতবে তুমি আপন অন্য গাল বাড়াইয়া দিও যে সে গালেও চড় মারু ক, এই দশটী আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আর যাহা ইচ্ছা তাহা খাও ও করো, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট প্রতি অচলা ভক্তি এবং বিশ্বাস রাখিলে

৩৫৭।০

কল্পেৰ্গতাব্দাঃ
৩০৪৪।০

ক্রমিক।

তিনি মহাপ্রলয়ের শেষ দিন যখন ঈশ্বর স্বর্গ রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়া এই পৃথিবীর মৃত জীব সকলকে এক২ শরীর দিয়া দূত দ্বারা আপন সমীপে বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন তখন যে২ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের এই প্রিয় পুত্র য়ীশু স্বভক্ত বলিয়া অনুরোধ করিবেন সেই২ জীব নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিবেক, তাহার কারণ প্রভু য়ীশু তাঁহার সকল ভক্ত লোকের পরিবর্ত্তে পাপের দণ্ড আপন শরীর বলিদান করিয়াছেন, সে বলিদানের কথা এইযে খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্ব য়ীহুদি দেশে আর একজন মুসানামে অবতার হইয়াছিলেন তিনি এক বৃক্ষের বল্কলের ভিতর হইতে তাম্র পত্রস্থ লিপি বাহির করিয়া এক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন, সেই ধর্ম্ম য়ীহুদি দেশস্থ তাবৎ লোক যাজন করিত এই জন্যে উক্ত য়ীহুদি দেশস্থেরা য়ীশুখ্রীষ্টকে প্রতারক ও কপটী জানিয়া অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া অর্থাৎ কাষ্ঠের তক্তার উপর খ্রীষ্টের শরীর রাখিয়া

৩০৪৪৪।০

ক্রমিক।

লোহার প্রেক সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়া সংহার করিয়াছিল। এই উভয় অবতার জন্মের পূর্ব্ব ইউরোপ দেশে বোধহয় যযাতি রাজার সন্তান তুর্ব্বসু এবং অনু যখন টর্ক এবং গ্রীশ প্রভৃতি দেশে সম্রাট হইয়াছিলেন, সেই সময়ের যাগাদি দৃষ্টে হোম বিশেষ হইত জলপ্লাবনে সকল লোক বিনাশ হয় নাই পুনর্ব্বসতি হইলে সেই পূর্ব্ব ধর্ম্মের অনুরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নির উপাসনা অথবা অগ্নি জলবায়ু এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার বিশেষ .বিগ্রহ পূজাকরা প্রথা ছিল প্রভু য়ীশু এবং মুস্সা ও মহম্মদ সেই পূর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া সকলকে নূতন২ ধর্ম্মে প্রবর্ত্ত করাইয়া ছিলেন। এই আধুনিক ধর্ম্ম ত্রয় এইক্ষণে ইউরোপ প্রভৃতি দেশ ময় ব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীযুত মার্স্মেন সাহেব লেখেন যে সেন্ট তামস নামে যে য়ীশুখ্রীষ্টের সঙ্গী তিনি হিন্দুস্থানে গস্পেন অর্থাৎ ঐ মত প্রচারার্থ সুসংবাদ লইয়া আসিয়া কতিপয় ব্যক্তিকে

কলেগতাব্দাঃ
৩০৪৪।০

ক্রমিক।

তন্মতাবলম্বী করিয়াছিলেন, আরো লিখেন যে যদ্যপি এ দেশে তদ্ধর্ম্মের বৃদ্ধি বিষয়ে কোন প্রমাণ পান না তথাপি অনুমান করেন যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ব্যাপ্ত ছিল তাহার হেতু লিখেন যে ফ্রান্স দেশে যে এক সভা হইয়া ছিল তাহা হইতে একজন বিশপ হিন্দুস্থানের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন" প্রমাণ ব্যতি রেকে অনুমান বক্তব্য করিতে হইলে যে যদা কদাচিৎ কোন ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান বোম্বে আসিয়া রাজ সংসারে কোন প্রকার ভৃত্য থাকিয়া কুলাচারানুসারে অন্ত্যজ স্ত্রী বিবাহ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকি বেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বৃদ্ধাবস্থায় অতি রণশালি শালিবাহন রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণশায়ী হন. কিন্তু শালিবাহন বিক্র মাদিত্যকে ধার্ম্মিক জানিয়া স্বয়ং রাজা না হইয়া পূর্ব্ব কালীন রাজাদিগের প্রথানুসারে মন্ত্রিবর্গকে কহিয়া বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রম

৩০৪৪।০

	কলৈর্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৩০৪৪।০

সেনকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, এবং বিক্রমাদিত্যের শক যাহাকে সম্বৎ বলা যায় তাহাও প্রচলিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষিণ দেশে অথবা স্বীয় রাজ্যে শালিবাহন সম্বৎ উঠাইয়া আপন নামের শক স্থাপিত করিয়াছিলেন।

রাজাবলিতে বিক্রমাদিত্য এবং বিক্রম সেন পিতা পুত্র মিলিত রাজ্য ভোগের কাল ৯৩ বৎসর লিখেন কিন্তু এ গ্রন্থের রীতি প্রত্যেকের নামাঙ্কিত প্রযুক্ত উক্ত ৯৩ বৎসরকে অনুমানিক বিভাগ করা গেল অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব দিল্লীতে কেবল .... ৩০।০

বিক্রমসেন ইনি বিক্রমাদিত্যের পুত্র তাঁহার রাজত্ব কালে সমুদ্রপাল নামক একজন ভ্রষ্টযোগী নানা প্রকার দুষ্ট বিদ্যা জানিত মহারাজার নিকট আসিয়া সেই বিদ্যাদেখাইয়া বশীভূত করিয়া ছলক্রমে বিক্রম সেনকে নষ্ট করে অতএব বিক্রমসেনের জীবদ্দশার কাল ও রাজত্ব .... ৬৩।০

৩১৩৭।০

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক	৩১৩৭০
সমুদ্রপাল—ইনি ভ্রষ্টযোগী ইনি বিক্রম সেনকে কৌশলে নষ্ট করিয়া আপনি সিংহাসনস্থ হইয়া শাসন করেন তাঁহার কাল	২৪।২
চন্দ্রপাল—ইনি সমুদ্রপালের পুত্র এবং ঐ	৪২।৫
নয়নপাল—ইনি চন্দ্রপালের পুত্র এবং ঐ	৫১ ৫
দেশপাল—ইনি নয়নের পুত্র .... ঐ	৪৭।১
নরসিংহপাল—ইনি দেশপালের পুত্র এবং ঐ	৪৮।৩
সুতপাল—ইনি নরসিংহের পুত্র এবং ঐ	৩৭।১১
লক্ষপাল—ইনি সুতপালের পুত্র এবং ঐ	৩৮ ৩
অমৃতপাল—ইনি লক্ষপালের পুত্র এবং ঐ	৩৭।৬
মহীপাল—ইনি অমৃতপালের পুত্র এবং ঐ	৩৯।২
গোবিন্দপাল—ইনি মহীপালের পুত্র এবং ঐ	৫৫।৫
হরিপাল—ইনি গোবিন্দপালের পুত্র এবং ঐ	২৪।৯
ভীমপাল—ইনি হরিপালের পুত্র এবং ঐ	২৮।৮
আনন্দপাল—ইনি ভীমপালের পুত্র এবং ঐ	৩১।২
মদনপাল—ইনি আনন্দপালের পুত্র, এই সময়ে জবনের উপদ্রব উপস্থিত হইবার বীজ রোপণ হয় অর্থাৎ আরব দেশে মক্কা নামে নগর সেই স্থানে মহম্মদ জন্মেন তাঁহার	
	৩৬৪৩২

ক্রমিক

চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে তিনি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলাইলেন, এবং আপনি কহিলেন যে করবাল শক্তি দ্বারা মনুষ্যদিগকে যথার্থ পরমেশ্বরের মত লওয়াইতে ঈশ্বরানুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন পরমেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার এই কথা ব্যক্ত ছিল যে মহম্মদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেই যুবরিলণ নামক ঈশ্বরের প্রধান দূত তাঁহার কর্ণকুহরে ঈশ্বরোক্ত বিবরণ প্রকাশ করিত এবং মহম্মদের যে কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য হইত তাহাও উক্ত দূত দ্বারা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে তদুত্তর প্রাপ্ত হইতেন, এইরূপে ঈশ্বরের সহিত মহম্মদের প্রণয় বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের স্বহস্ত লিখিত লিপি আসিতে আরম্ভ হইল এবং সেই সমস্ত লিপি একত্র করিয়া কোরান নামক এক গ্রন্থ যাহা মহম্মদীয় ধর্ম্মের অদ্বিতীয় বেদ স্বরূপ তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে সে দেশীয়

কলের্গতাব্দাঃ ৩৬৪৩।২

ক্রমিক।

লোকেরা এই অলীক জল্পনা বিশ্বাস করিত না বরং সে দেশের রাজার ভয়ে উক্ত কোরাণ প্রকাশ্যরূপে পাঠহইত না এক ঘরের ভিতর গর্ত্ত খনন করিয়া তক্তার পাটা তন করিয়াছিলেন, সেই তহখানার ভিতর সংগোপনে দুই চারিজন শিষ্য ছিল তাহার দিগকে মহম্মদ অধ্যাপনা করাইতেন, কিছু দিন পরে এই পাব্যার প্রচার হইয়া রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজদূত কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, সেইকালে জনশ্রুতি যেএক ষড়যন্ত্র রচনা করেন, সে পরামর্শ মধ্যে এক ব্যক্তি আরমাণি দেশীয় লোক লিপ্ত ছিল, তাহার বিশেষ এই যে গ্রামের প্রান্তভাগে এক অতি সুগভীর অন্ধকার, বৃহৎ বহুকালের ভূতাশ্রিত ভয়ানক রূপে বিখ্যাত এক কূপ ছিল, তাহার ভিতর এক পার্শ্বে গর্ত্ত খনন করিয়া কএক দিনের খাদ্য দ্রব্য সহিত উপর উক্ত আরমানিকে রাখিয়া রাজাকে কহিয়াছিলেন যে এক সাদা কাগজের বহি এই দেবংশী কূপের মধ্যে

৩৬৪৩।২

ক্রমিক

রজ্জু সংযোগে নিক্ষেপ করা যাউক তাহাতে যদি কোন লিখিত কথা উত্থিত হয় তবে তাহা দৈবী আজ্ঞা জ্ঞান করা যাইবেক অবশেষে সেই কথা স্থির হইয়া রাজা সেই কূপ নিকটে যাইবাতে লোকারণ্য হইল রাজার পাগড়িতে সাদা কাগজের বহি বান্ধিয়া কূপে নিক্ষিপ্ত হইলে কূপ মধ্যস্থ আরমাণি ঐ সাদা পুস্তক লইয়া জলে নিক্ষেপ করণ পুর্ব্বক তাহার স্থানে যে লিখিত কোরাণ ছিল তাহা পাগড়ির অঞ্চলে বান্ধিয়া দিলেক পরে তাহা উত্থিত হইলে লোকারণ্য মধ্যে দেখান গেল ইহাতে লোকের চমৎকার জ্ঞান হই বাতে মহম্মদের কথায় লোক আস্থা করি লেক এবং মহম্মদ কহিলেন এই কূপে ঈশ্ব রের আবির্ভাব হইয়াছে অতএব তাঁহার আজ্ঞা এই স্থলে যত লোক আছে সকলে একত্র হইয়া কিঞ্চিৎ২ মৃত্তিকা এই কূপে নিক্ষেপ করুক তাহার প্রথম রাজা স্বহস্তে এক কুদালি নিক্ষেপ করিলেন পরে সমুদয়

৩৬৪৩।২

ক্রমিক।

লোক এককালে ঐ রূপ করাতে কূপ প্রায় পরিপূর্ণ হইল এবং আরমাণি সেই মৃত্তিকার চাপে কূপ মধ্যে পঞ্চত্ব পাইলেন, অদ্যাপিও মোছলমানেরা তীর্থ দর্শনার্থ মক্কা মদিনা যায় তাহারা একটী লোষ্ট্র উক্ত কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে এইরূপে ক্রমশ সেই কূপ মুখে মৃত্তিকার পর্ব্বতাকার হইয়াছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইলে মহম্মদের জহুরা প্রকাশ হইল এবং তিনি স্বীয় সদ্বক্তৃতা ও সুবুদ্ধি দ্বারা আরববাসি বহু ব্যক্তিকে স্বম তাবলম্বি করণ পূর্ব্বক অন্য দেশীয়দিগকে স্বীয় শক্তি ও ধর্ম্মের অধীন করণাশয়ে এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জীবনাবধি যে যুদ্ধে জয়ের চিহ্ন করিয়াছিলেন তাহার উত্তরাধিকারিরাও তত্তুল্য পরাক্রমের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়াছিল, মহম্মদের দল বল প্রথম পরাক্রমী হয় নাই, তাহার পর যখন তাঁহার কন্যা বিবি ফাৎমার সহিত হজরত আলীর বিবাহ হইল তখন সবল

ক্রমিক।

হইলেন তাহার কারণ আলীর কতক গুলি সৈন্য এবং দেশ ও ধন ছিল, তাহা মিলিত হইলে ক্রমশ প্রাবল্য হইল, আরো তিন জন তাঁহার পরামর্শের ভিতর ছিল, এই জন্যে মুসলমান মধ্যে এক দল চারইয়ারি কহে, অন্য দল পঞ্জতন, পঞ্জতনবাদিরা মহম্মদ, বিবি ফাতমা, হজরত আলী, এবং হাসেন হুসেন দুই ভ্রাতা, এই পঞ্চ জনে এক আত্মা ঈশ্বরাংশ অবতার, অপর তিনজনকে তাহারা মানে না, আর চারইয়ারিরা কহে মহম্মদ স্বতন্ত্র হজরত আলী আবুবেকর, ওমর এবং ওসমান, এই চারি এক আত্মা উক্ত উভয় দলে অদ্যাপি ধর্ম্ম বিবাদ উপস্থিত হইয়া রক্তপাত হইয়া থাকে, মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনা পলায়ন দিন অবধি হিজরি নামে সন নিরূপিত হইয়া সে দেশে প্রচলিত হয়, মহম্মদের মরণের পর রাজকীয় কর্ম্মে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাঁহার তুল্য গৌরব ও অসম্ভব আশায় উৎসাহি

ক্রমিক।

হইত, এবং দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে স্বদেশে এমত শীঘ্র রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল যে কোন ইতিহাসে কদাচিৎ এরূপ উপমা পাওয়া যায় না, এক প্রদেশের পরেই অন্য প্রদেশ অধিন করিতে লাগিল, এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই মোছলমানেরা পৃথিবীর পশ্চিমভাগে রাজকীয় কর্ম্মে উপপ্লব ঘটাইয়াছিল, মোছলমানি ধর্ম্মের উৎপত্তি অবধি তদুপাসকেরা সমুদয় প্রথিবীর রাজা হইতে অভিলাষি হইয়াছিল, কথিত আছে এক হস্তে কোরান অপর হস্তে করবাল লইয়া লোককে কহিত হয় কোরান মান নচেৎ এই খড়্গ দ্বারা মস্তকচ্ছেদন করিবো এইরূপে মোছলমানি ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হয়, সেই সময় পারস্যদেশীয় কতিপয় ব্যক্তি ধর্ম্ম নাশের ভয়ে পলাইয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দক্ষিণ দেশে বাস করিয়াছিল তাহারা অদ্যাপি তদ্দেশে পারসি নামে খ্যাত আছে এবং যাবনিক দেশীয় পুর্ব্ব ধর্ম্ম যাজন করে অর্থাৎ অগ্নির আরাধনা

কলেগতাব্দাঃ
৩৬৪৩।২

ক্রমিক

করে, তাহারা গঙ্গা মানে, গলায় যজ্ঞসূত্র আছে। যবন দিগের আদি যে অগ্নির উপাসনা তাহা বোধ হয় যযাতি সন্তান তুর্ব্বসু রাজা হইয়া অগ্নিহোত্র করিতেন তদনুরূপ ক্রমাগত প্রচলিত ছিল, জলপ্লাবনের পর নোয়ার সন্তান কর্ত্তৃক তাহা পুনঃ প্রকাশ হয়। পারস দেশে অগ্নির উপাসনা পক্ষে এক জনশ্রুতি ইতিহাস আছে সে এই যে গুজরাট দেশের এক ক্ষত্রিয় কন্যা ব্যভিচারিণী হইলে তাহার স্বামি এবং পিতৃকুল হইতে বহিষ্কৃতা হয় পরে সেই স্ত্রীলোক বিবেকী হইয়া তপস্বিনী বেশে অনেক তীর্থ পর্য্যটনের পর পারস রাজ্যের কোন গ্রামের প্রান্তভাগ আশ্রয় করিয়া বৃহৎ এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তৎকালে সেদেশে বোধ হয় ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য থাকিবেক তজ্জন্য উক্ত সন্ন্যাসিনীর কর্ম্ম দেখিয়া এবং কোন২ ব্যক্তির অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে অগ্নির উপাসনাতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া

৩৬৪৩।২

কলেগতাব্দাঃ

ক্রমিক ৩৬৪৩।২

অবশেষে দেশময় প্রচলিত হইয়া থাকিবেক, যাহা হউক মহম্মদ অবতীর্ণ হইয়া সে সমুদয় পূর্ব্বধর্ম্ম রহিত করিয়া নূতন ধর্ম্ম চালাইলেন, সে ধর্ম্মের এবং রাজনীতির ব্যবস্থা একই প্রকার, একজন ভবিষ্যদ্বক্তা, এইরূপ বর্ণিত আছে। যখন মুসলমানেরা আফিরিকা ও সাইরিয়া জয় করিল এবং পারস্যরাজ্যে উপপ্লব জন্মাইল ও প্রায় সমুদয় ইউরোপকে আপন জ্ঞান করিল তখন তাহারদিগের দূর দৃষ্টি হইতে হিন্দুস্থান যে ধনশালী প্রদেশ তাহা রক্ষা হইতে পারেনা এমত আশা করিলেক এবং এই ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট সাম্রাজ্য প্রতি লক্ষ করিয়া প্রথম তাহারা সিন্ধুনদীর বামপার্শ্বস্থ সিন্ধিয়া এবং গুজরাট সহিত বাণিজ্য করিতে আসিয়া বসরা নামে নগর নির্ম্মাণ করিলেক, পরে তদ্দেশ আক্রমণ করণাশয়ে আবুল অসর নামক এক রাজা কতকগুলিন সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং আরবের মহারণে প্রাণ হারাইবাতে এবং হিন্দুরাও

৩৬৪৩।২

কলেগতাব্দাঃ

ক্রমিক ৩৬৪৩।২
সে যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়ী হইবাতে সে আশা পূর্ণ হইলনা। সরাসনি রাজ্যের প্রধান যাজকের উত্তরাধিকারিরা সিন্ধুনদীর অপর পার্শ্বস্থ দেশে আসিয়াছিল তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ হয়নাই, আলি নামে খ্যাত চতুর্থ কালিফ উক্ত নদীর তীরের এক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মরণের পর পুনরায় তাহা হিন্দুদিগের হস্তগত হইল। এইরূপে মুসলমানেরা এদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিল কিন্তু তখন কিছু করিতে পারে নাই, অতএব এইক্ষণে সেকথা স্থগিত রাখিয়া দিল্লীর রাজাদিগের কথা পুনরায় লিখি, মুসলমানের দৌরাত্ম্য বিষয় পশ্চাৎ উচিত সময়ে লিখিব

অতএব মদন পালের রাজ শাসন কাল ৩৭।৯

করমপাল—ইনি মদন পালের পুত্র এবং ঐ ৫৪।০

বিক্রমপাল—ইনি করম পালের পুত্র এবং মহাবল পরাক্রান্ত বাহুবলে নানাদিগ্ দেশীয় রাজা দিগকে পরাভব পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিতেন, বহবচ দেশীয় রাজা তিলক

৩৭৩৪।১১

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৩৭৫৪।১১
চন্দ্র কখন কর দিতেন কখন কর দিতেন না এজন্য মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া তিলক চন্দ্রকে কঠিনরূপে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৌর্ভাগ্য বশত এইযুদ্ধে মহারাজ করমপাল আপনিই প্রাণ হারাইলেন অতএব তাঁহার রাজ্য শাসন কাল	৪৪।৩
তিলকচন্দ্র—ইনি বিক্রমপালকে পরাজিত এবং সংহার করিয়া স্বদেশে নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, অর্থাৎ পরাভূত সৈন্যদিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন কিন্তু দৌর্ভাগ্যক্রমে সিংহাসনারূঢ়ের অল্পকাল পরেই পরলোক গমন করিলেন অতএব তাঁহার শাসন কাল	২।০
বিক্রমচন্দ্র—ইনি তিলকচন্দ্রের পুত্র এবং ঐ	২২।৭
কার্ত্তিকচন্দ্র—ইনি বিক্রমচন্দ্রের পুত্র এবং ঐ	৪।৩
রামচন্দ্র ইনি—কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্র এবং ঐ	১৪।১১
দ্বেধরচন্দ্র ইনি—রামচন্দ্রের পুত্র এবং ঐ	১৮।২
কল্যাণচন্দ্র—ইনি দ্বেধর চন্দ্রেরপুত্র এবং ঐ	১১।৭
ভীমচন্দ্র—ইনি কল্যাণচন্দ্রের পুত্র এবং ঐ	১৮।৩
	৩৮৭০।১১

	কলেগর্তাব্দাঃ
ক্রমিক।	৩৮৭০।১১
বোধচন্দ্র—ইনি ভীমচন্দ্রের পুত্র এবং ঐ	২৫।৫
গোবিন্দচন্দ্র—ইনি বোধচন্দ্রের পুত্র এবং নিঃসন্তান এজন্য তাঁহার পরলোক হইলে তাঁহার পত্নী সিংহাসনাধিকারিণী হন অত এব তাঁহার রাজ্য	২২।২
প্রেমদেবী—ইনি গোবিন্দচন্দ্রের বনিতা মন্ত্রিরা তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ়া করিলেন, কিন্তু অল্পকালেই পরলোক গতা হইলেন তাঁহার শাসনকাল :কেবল	১।০
হরিপ্রেম—প্রেমদেবীর পরলোক হইলে সিংহাসন শূন্য হইল মন্ত্রিরাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন পরে বিবেচনা করিলেন যে রাজা ব্যতিরেকে রাজ্য চলে না এজন্য এই হরিপ্রেমকে আহ্বান করেন, ইনি বৈরাগী সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক এবং দেশস্থ বড়লোক ছিলেন, রাজকীয় সম্পৃক্ত অনেকেই তাঁহার শিষ্য অতএব উপযুক্ত পাত্র জানিয়া সিংহাসনে বসাইলেন তাঁহার শাসনকাল	৭।৫
	১৯২৬।১১

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৩৯২৬।১১
গোবিন্দপ্রেম—ইনি হরিপ্রেমের প্রধান শিষ্য গুরু মরণে তৎসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহার শাসনকাল	২০।৩
গোপালপ্রেম—ইনি গোবিন্দপ্রেমের শিষ্য এবং .... ঐ	১১।৩
মহাপ্রেম—ইনি গোপালপ্রেমের শিষ্য বাল্য কালাবধি ঈশ্বর পরায়ণ সর্ব্বদা ঔদাস্য চিত্ত রাজ্যশাসনে তাঁহার ভার বোধ হওয়াতে পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিলেন তাঁহার শাসন কাল	৬।৮
ধীসেন—ইনি বৈদ্যজাতি বঙ্গদেশের রাজা কোনমতে আদিশূরের বংশ্য মহাপ্রেমের বন গমনে সিংহাসন শূন্য হয় মন্ত্রিরা রাজ্য রক্ষা করেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ধীসেন মগধ দেশীয় রাজার অভিমত গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে হস্তিনা বেষ্টন করিলেন, রাজ মন্ত্রিরা উক্ত রাজাকে পরাক্রমী এবং যোগ্য পাত্র দেখিয়া শূন্য সিংহাসন প্রযুক্ত বিনা যুদ্ধে তদুপরি স্থাপন করিলেন অতএব তিনি	
	৩৯৬৫।১

	কলের্গতাব্দা
ক্রমিক	৩৯৬৫।১
বিনাদ্বন্দ্বে রাজ্য করিয়া পীড়োপলক্ষে দেহ ত্যাগ করিলেন তাঁহার শাসনকাল	১৮।৫
বিক্রমাদিত্যের পর অবধি দিল্লীর সিংহাসনস্থ কেহই রাজচক্রবর্ত্তী হননাই কেবল হিন্দুস্থানের প্রধান সিংহাসন বলিয়া মান্য এবং এপুস্তকে কাল নিরূপণের অনুরোধে প্রতিজ্ঞা আছে হস্তিনাকেই প্রধান করিয়া অন্যান্য করগ্রাহি রাজা বলবান্ হইলেও তদন্তর্গত ইতিহাস মধ্যে রাখিব অতএব এতৎ কালের ইতিহাস যোগ্য পরাক্রান্ত মগধের রাজারা এবং প্রমারা বংশীয় যাঁহারা দক্ষিণ দেশে ব্যাপ্ত, মুসলমানের অধিকার হওয়া পর্য্যন্ত অন্ধ্র রাজারা গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে বীর্য্য বন্ত ছিলেন, তাঁহারদিগের রাজধানী ইউরোপীয় ইতিহাসে পালিবোথ্র কহে তাঁহারদের সুখ্যাতি অতি দূরবর্ত্তী রূম নগরে প্রচার ছিল, হিষ্টোরি আব রোমানে তৎকালে এদেশকে অন্ধ্র ইণ্ডিয়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছে, অন্ধ্র রাজারা বিক্রমাদিত্যের সম	
	৩৯৮৩।৬

কল্যের্গতাব্দাঃ

৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

কালেই মগধ দেশে প্রবল সম্রাট্ ছিলেন তাঁহারা ঐস্থানে ক্রমে ত্রিংশৎ পুরুষ অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাঁরা আপনারদের রাজত্বের শেষে চীনদেশীয় রাজার সহিত সন্ধি রাখিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের পরিচয় ইতিপূর্ব্ব সেলিউকসের উপাখ্যানে লেখাগিয়াছে তাহারপর আর এক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে দাতাকর্ণ ও শূদ্রক কহে, মহাভারত পুরাণে যে অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ কথিত আছে সে কর্ণ ইহারা নহেন, তাঁহারা সপ্তমপুরুষ রাজ্য করেন এজন্যে সপ্তকর্ণ খ্যাত, বারাণসীতে মৃত্তিকা খননে এক তাম্রপত্র পাওয়াযায় তাহাতে লিখিত ছিল যে এই সপ্তের কেহ তদ্দেশে ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য অতিশয় বিস্তৃত ছিল, এবং তিনি তিন কলিঙ্গের প্রভু ছিলেন, অতএব মগধের মহানন্দ একদিগে, তৈলঙ্গ আরদিগে, এবং আরাকান অন্যদিগে, এই তিন তৎকালে হিন্দুস্থানে বলবান্ রাজা ছিলেন, কর্ণেরা

৩৯৮৩।৬

কলেগতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৩৯৮৩।৬

সমুদ্রতীরস্থ খণ্ডত্রয় অধিকার করত, জাহাজ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দিগের পরাক্রম পূর্ব্বোপদ্বীপস্থ লোকের বিদিত ছিল। ৭৭২ সম্বতে কিম্বা ৩৮১৫ কলেগতাব্দে অথবা তৎসম কালে পৈগম্বর মহম্মদের উত্তরাধিকারি মুসলমানেরা মহম্মদ বেন কসুমিস সেনাপতি পুনরায় জয়ি সৈন্য সাহিত্যে হিন্দুস্থানের সিন্ধিয়াদেশে আসিয়াছিল, তৎকালে চিতোরায় বাপা নামক এক শিশু সেনাপতিত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়ি শত্রু দিগকে জয় করিতে২ গিজনী পর্য্যন্ত তাহার দিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া ছিলেন, এবং সে স্থানে সলিম নামক এক যবন রাজা ছিলেন তাঁহাকে উক্ত জয়ী যুবা জয় করিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাপার চিতোরায় পুনরাগমনের পর এরা জ্যর কুলীন দিগকে এমত স্ববশ করিয়াছিলেন যে তাঁহা দিগের সহায়তা ক্রমে তদ্দেশস্থ নৃপতিকে ৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারূঢ হইয়া ছিলেন, তাহার কিছুদিন পরে বোধহয় বাপার যবনী রমণী থাকাতে হিন্দুমধ্যে লোকাপবাদ হওয়া প্রযুক্ত এরাজ্য ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদী পার দ্বিতীয়বার সসৈন্যে খোরাসান যাত্রা করিয়া সেইদেশে সাম্রাজ্য এবং মনের সাধে বহুতর যবনী রমণী বিবাহ করত তদ্গার্ব্ভজাত অনেক সন্তান সন্ততি রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বাপার পরিচয় শ্রীযুত মার্সমেন সাহেব এইরূপ লিখেন যে চিতোরা এবং উদয়পুরের রাজারা যখন সুরতে বালাভিপুর নামক রাজধানী করিয়া শাসন করিতেছিলেন এমত সময়ে পারস্থ দেশের রাজপুত্র নসীজাদ সসৈন্যে আসিয়া নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন সেই দুঃসময়ে পুস্বতা নাম্নী এক রাজমহিষী পলাইয়া মালোয়া দেশের এক পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কায়িতা হইয়াছিলেন এবং উক্ত রাজ্ঞী গর্ব্ভবতী প্রযুক্ত সেই স্থানে এক পুত্র প্রসব হন

কলের্গতাব্দাঃ ৩৯৮৩।৩

ক্রমিক।

তাঁহার নাম গোহ্ হয়, সেই রাজকুমার বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া ইদর দেশে রাজা এবং অতি মান্য হইয়াছিলেন, পুস্‌বতী রাজ মহিষীর পরিচয় এইরূপ লেখেন যে তিনি পারস দেশের রাজা নসীর্বানের কন্যা ও নসীজা দের ভগিনী এবং কনিষ্টাণ্টিনোপেল নগরা ধিপ মারিসের কন্যার দৈহিত্রী ছিলেন, সেই গোহ্ বংশে আট পুরুষ গতে বাপার জন্ম এবং তিনি শিশু কালে রাখালের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া বয়ঃ প্রাপ্তে মাতার প্রমু খাৎ চিতোরার রাজ বংশ জাত সম্বন্ধ শুনিয়া কতক গুলি লোক সংগ্রহ করিয়া চিতোরার রাজ সভায় বন্ধু রূপে গৃহীত হন পরে পরাক্রম প্রকাশ হওয়াতে সেনাপতি হন, তাহার পর কৌশলে রাজাকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হন, হইতে পারে যেমন সেলিউকস স্বীয় কন্যাকে উপঢৌকন দিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত প্রণয় করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ পারস দেশীয় রাজা

৩৯৮৩।৩

কলের্গতাব্দাঃ
৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।
ফ্রেঞ্চ রাজ কন্যা রাজমহিষীগর্ব্ভজাত কন্যাকে পরমাসুন্দরী চিতোরার কোন রাজাকে উপঢৌকন দিয় সন্ধি করিয়া থাকিবেন, সেই গর্ব্ভজাত বংশেরা প্রথমত অগ্রাহ্য হইয়া রাখাল সমভিব্যাহারে ছিল পরে কাল ক্রমে তন্মধ্যে বাপা সেনাপতি হইয়া কৌশলে প্রকৃত বংশ্য রাজকুমারকে সিংহাসন চ্যুত করিলেন, বাপার প্রপৌত্র যখন চিতোরায় রাজা তখন বোগদাদের হারান আলবসিদের পুত্র মামুন সাবলোমানই ফরাসিসের রাজার এক দল ফ্রেঞ্চ সেনা সাহিত্যে ২৪ বার চিতোরা আক্রমণ করেন কিন্তু আশ্চর্য্য রূপ পরাজয় হইয়া যবনেরা ৫০ বৎসর হিন্দু স্থানাবলোকন করে নাই, এই সকল ইতিহাস দ্বারা বোধ হয় তৎকাল পর্য্যন্তও হিন্দু রাজাদিগের সিন্ধু নদীর উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশে প্রাধান্য এবং লোক মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, মধ্যে২ যবনেরা যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাজয় হইয়া পলাইত, চিতো

৩৯৮৩।৬

কলেগতাব্দাঃ
৩৯৮৩।৭

ক্রমিক।

রাতে উক্ত বাপা মহারাজের যে বংশ ছিল. তাঁহাদিগকে অধুনা বোধহয় চিতোরার রাণা কহে, । এইকালে পুলোমা নামে হিন্দুস্থানে আর এক নৃপতি ছিলেন, প্রাচীনেতিহাস বক্তা মহাখ্যাত উইলফোর্ড সাহেব স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যে পুরাণের রাজা বলিতে অন্ধ্রাজা দিগের সমুদয় বংশের বিশেষ লিখিত নাই কিন্তু যদি তাহা লেখা যায় তবে পুলোমা রাজার রাজত্ব তদ্বংশ্য দিগের রাজত্বের সীমাহয়, অর্থাৎ সেই পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের বলবান রাজার শেষ হয়, উক্ত পুলোমা অতিখ্যাত এবং হিন্দুস্থানের প্রধান রাজাদিগের মধ্যে শেষবর্ত্তী গণ্য ছিলেন, কথিত আছে তিনি সমুদয় দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন, পূর্ব্বদিগে তাঁহার রাজ্য হিন্দুস্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া চীনের সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল, চীন দেশীয় ইতিহাস বক্তাদিগের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি এমতরূপে ব্যাপ্ত হইয়া

কলেগতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৩৯৮৩।৬

ছিল, যে তদ্দেশ বাসিরা তৎকালে ঐ নাম দ্বারা হিন্দুস্থানকে পুলোমেনকফ অর্থাৎ পুলোমার রাজ্য কহিত। ফেরেস্তা নামক পারস্য ইতিহাস বক্তা তৎকাল বাসি রাম দেব নামক এক প্রধান রাজার আশ্চর্য্যকর্ম্ম লেখেন, যে তিনি হিন্দুস্থানের রাজার এক সেনাপতি ছিলেন, এবং তাঁহার প্রভুর মর ণান্তে সিংহাসনাধিকারী হইয়া ছিলেন, বোধহয় তিনি পুলোমার উত্তরাধিকারী হই বেন, তিনি পূর্ব্বদেশে যুদ্ধার্থে যাত্রা করত ঐদেশের রাজধানী লুঠ করিয়া অধিক ধন পাইয়া ছিলেন, তাহার চারিবৎসর পরে তিনি উজ্জয়নীর রাজ্যকারি প্রমারা বংশীয় পরিবারের বিপক্ষে মালোয়ার যাত্রা করিয়া জয়ি সৈন্য সাহিত্যে হিম লয়ে গমন করিয়া ছিলেন, তিনি কাশ্মীর প্রবেশ করিয়া পর্ব্ব তীয় রাজাদিগকে কর প্রদ করিয়াছিলেন তাঁহার মরণান্তে তাঁহার পুত্রেরা বিবাদ করাতে এক সেনাপতিপ্রতাপচন্দ্র সিংহাসন

৩৯৮৩।৬

কলেৰ্গতাব্দাঃ ৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

পাইয়া তিনিও প্রভু সদৃশ পরাক্রান্ত হইয়া ছিলেন, । মুসলমানেরা লেখে যে প্রতাপচন্দ্র পারস রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন প্রতাপচন্দ্রের মরণান্তে তাঁহার প্রত্যেক সেনাপতিরা এক২ প্রদেশ অধিকার করাতে সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল অতএব বক্তব্য যে ১০০০ সহস্র সম্বতের পূর্ব্ব সময়ে ক্ষত্রিয় রাজার লোপ হইয়া ব্রাহ্মণ অবধি পুলন্দ অর্থাৎ বন্য পর্ব্বতীয় জাতি পর্য্যন্ত নানা বর্ণের লোক মগধ, প্রয়াগ, মথুরা, কান্তিপুর, কাশীপুর, কান্যকুব্জ এবং অনুগঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গা তীরস্থ প্রদেশে স্বতন্ত্র২ স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখি, গুপ্ত নামক শূদ্র মগধের কর্ত্তা, দ্বাররক্ষিত কলিঙ্গের সমুদ্র তীরস্থ দেশ, গোলারা ঐ কলিঙ্গের অন্য খণ্ডে শ্যামধন বংশীয়েরা কাশী এবং বঙ্গের পূর্ব্ব প্রদেশ, কুলুতোয় নামক স্থান ও নৈসিস ও নিষধ দেশে রাজা, শূদ্র এবং

৩৯৮৩।৬

কলের্গতাব্দাঃ

৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

রাখালেরা সুরতে মারোয়ার এবং নর্ম্মদা নদী তীরে রাজা ছিল, ম্লেচ্ছেরা সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারে অধিকারী, ইহার আরো বিশেষ মার্শমেন সাহেব লেখেন যে দিল্লী তুয়ার বংশীয় রাজারদিগের অধিকার, রাথুর ইতিহাস মতে রাথুরেরাই কান্যকুব্জে রাজা, মিয়র রাজ্যে ঝিলোট দিগের অধিকার, গুজরাট সোলানকিস্‌দিগের, দিল্লী ও কান্যকুব্জের সীমা কালী নদী পর্য্যন্ত, সিন্ধু নদীর পশ্চিমাবধি যাবদীয় দেশে দিল্লীশ্বরের প্রাধান্য ছিল। কান্যকুব্জের উত্তর সীমা হিমালয় শ্রেণী, পূর্ব্ব সীমা বারাণসী, ও পশ্চিম বুন্দেলখণ্ড, ও দক্ষিণ মিয়র দেশ, মিয়রের উত্তর সীমা আর বেলি পর্ব্বত, দক্ষিণে ধর দেশীয় কান্যকুব্জের অধীন, প্রমারা রাজ্য এবং পশ্চিমে গুজরাট রাজ্যে মিলিত ছিল, গুজরাটের পশ্চিম সীমা সিন্ধুনদী, দক্ষিণে মহাসমুদ্র, উত্তরে বালুকাময়ী ভূমি। বৈদ্য জাতীয়ের। বঙ্গদেশে রাজা হিন্দু স্থানের

৩৯৮৩।৬

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

দক্ষিণ সীমায় মাতুরার রাজারা স্বাধীন কিন্তু কালক্রমে তানজোরের শক্তি বিস্তার হইলে হীনবল হইয়াছিল, হিন্দুস্থানের দক্ষিণ অঞ্চলের পশ্চিম দেশে যাদবেরা ছিল, ঐ দেশের উত্তর খানদেশ স্লোলানকী রাজার দিগের অধিকার ছিল, এইরূপ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পরস্পর অনৈক্য তাহা.ধর্ম্ম বিবাদে ও রাজ বিবাদে বিচ্ছেদ প্রযুক্ত হিন্দুস্থান দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময়ে প্রাচীনাবস্থায় যে সকল যবন শত্রু জয়াভিলাষে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুর্ব্ব পরাঙ্মুখ হইয়াছিল তাহারা অতি ভয়ানক রূপে নদী স্রোতের ন্যায় সৈন্য সমূহ সহিতঐ নদী তটে আগমন পুরঃসর হিন্দুস্থান ধ্বংস করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এইকালে আর এক ইতিহাস আছে তাহা বর্ণনা যোগ্য ঘটনার মধ্যে অল্প বোধ হইলেও বঙ্গদেশীয় লোক পক্ষে গুরুতর ফল থাকাতে ত্যাজ্যজ্ঞান না করিয়া লেখা যায়

৩৯৮৩।৬

কলেৰ্গতব্দাঃ
৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

যথা, বঙ্গদেশে যৎকালে আদিশূর নামে বৈদ্য জাতীয় রাজা ছিলেন, তাঁহার অধি কারে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত যজ্ঞ করিবার আব শ্যক হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে সে সময়ে তদ্রূপ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না তাহার হেতু কস্যচি ন্মতে গৌতমের প্রাদুর্ভাবকালে তচ্ছিষ্য পাল উপাধির রাজাদিগের শাসন সময়ে বঙ্গে বেদ শাস্ত্র প্রায় লোপ হইয়াছিল, যাহা হউক এক মত হইবেক এজন্যে আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ দেবকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি কতিপয় বেদ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন, অত এব উক্ত রাজা পঞ্চজনকে বঙ্গদেশে পাঠা ইয়া ছিলেন তাঁহারদের নাম, ১ ভট্টনারায়ণ তাঁহার আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য মুনি প্রযুক্ত শাণ্ডিল্য গোত্র, ২ শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ বংশ্য হেতু ভরদ্বাজ গোত্র, ৩ বেদগর্ভ সাবর্ণমুনিসন্তান জন্য সাবর্ণ গোত্র, ৪ ছান্দড় বাৎস্যবংশীয় হেতুক বাৎস্যগোত্র, ৫ দক্ষ কাশ্যপঋষি সন্তান

৩৯৮৩।৬

কল্যের্গতাব্দাঃ ৩৯৮৩।৬

ক্রমিক।

প্রযুক্ত কাশ্যপ গোত্র। ভট্ট নারায়ণ সমভিব্যাহারে যে ভৃত্য আইসেন তাঁহার নাম মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষ সঙ্গে কালিদাস মিত্র, বেদগর্ব্ব সহিত দশরথ গুহ, ছান্দড় সঙ্গে দশরথী বসু, দক্ষ সমভিব্যাহারে পুরুষোত্তম দত্ত, এই রূপে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আর পঞ্চ কায়স্থ রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমশ দেশময় বিস্তার হয়, তাহার তদন্ত বিস্তার রূপে কুলাচার্য্য মিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থে প্রচার আছে, ব্রাহ্মণের ৫৬ ছাপ্পান্ন গাঞী হওনের হেতু উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান ক্রমশ বল্লালসেনের শাসনকালে ৫৬ ছাপ্পান্ন জন উপস্থিত থাকাতে তাঁহারদিগের প্রত্যেককে একং খানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করাইলেন এবং এই ৫৬ ছাপ্পান্নজনের মধ্যে আচারের তারতম্য হেতুক উচ্চনীচ শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য অর্থাৎ নবগুণ বিশিষ্ট আট জন, আর গৌণ, অর্থাৎ গুণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা বিশিষ্ট চতু

৩৯৮৩।৬

কলে গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৩৯৮৩।৬

র্দ্দশ, এই দ্বাবিংশতি জন কুলীন, অবশিষ্ট ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ গুণের অনেক লাঘবত্ব হেতু শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হন,। আর এই বঙ্গ দেশ স্থিত পূর্ব্বতন যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারদিগের গণনায় ৭০০ সপ্তশত ঘর হইলে তাঁহারদিগের পৃথক্ সাতশতী থাক নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং উক্ত সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত অভিনব আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরদিগের আদান প্রদান হয় না।

বল্লাল সেন—ইনি ধীসেনের পুত্র এবং তাঁহার শাসন কাল .... ১৮।৫

লক্ষ্মণ সেন—ইনি বল্লালের পুত্র এবং ঐ ১০।৫

কেশব সেন—ইনি লক্ষ্মণের ভ্রাতা এবং ঐ ১৫।৮

মাধব সেন—ইনি কেশবের পুত্র এবং ঐ ১১'৪

শূর সেন—ইনি মাধবের পুত্র এবং ঐ ৮।২

ভীম সেন—ইনি শূর সেনের পুত্র এবং ঐ ৫'২

এইক্ষণে যবনের উপদ্রব বিষয় লিখি তন্মধ্যে প্রথমত পশ্চিম রাজ্যস্থ গুজরাট ও রাজপুতানা এবং চিতোরার শাসন কর্ত্তা মিয়র

৪০৫২।৮

	কলেৰ্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪০৫২'৮

অথবা উদয়পুরের রাণারা মুসলমানদিগের আক্রমণকে অতিপ্রবল জানিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহারদিগের প্রথম আক্রমণ সম্বৎ ১০০৪ অথবা হিজরি ৩৬৭ এবং ৪০৫০ কলের্গতাব্দে গিজনির বাদশাহ সবক্তজীন লাহোর লুঠ করেন, তাহার পর বিংশতি বৎসরের মধ্যে তৎপুত্র মহম্মদ দ্বাদশবার হিন্দুস্থানে আসিয়া অসহ্য ক্ষতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপ দেশ উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালের হিন্দু রাজারা বিদ্যা এবং বুদ্ধি হারাইয়া পরস্পর বিচ্ছেদ ও অনৈক্য মত হইয়া এমন দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে দেশকে এ রূপ উপদ্রব হইতে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই, তাহার বিস্তার বিবরণ যাব নিক ইতিহাসানুসারে পশ্চাদ্ব্যক্ত করিতেছি, ইতিমধ্যে কএক জন দিল্লীর সিংহাসনস্থ বৈদ্য রাজাদিগের বংশাবলি লিখিয়া রাখি।

কার্ত্তিক সেন—ইনি ভীম সেনের পুত্র এবং শাসন কাল .... ৪'১

৪০৫৬।৯

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪০৫৬।৯
হরি সেন—ইনি কার্ত্তিক সেনের পুত্র .... এবং ঐ	১২.২
শত্রুঘ্ন সেন—ইনি হরি সেনের পুত্র এবং ঐ	৮।১১
নারায়ণ সেন—ইনি শত্রুঘ্নের পুত্র এবং ঐ	২।৩
লক্ষ্মণ সেন—ইনি নারায়ণের পুত্র এবং ঐ	২৬।।১

দ্বীপ সিংহ—ইনি শৌনক পর্ব্বতীয় চৌহান রাজ পুত্র বংশীয় রাজা, লক্ষ্মণ সেনের মরণের পর তস্য পুত্র দামোদর সেন পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রজার এবং মন্ত্রিগণের সুন্দরী স্ত্রী বলাৎকার করিতে আরম্ভ করিবাতে সকলে মন্ত্রণা করিয়া এই দ্বীপ সিংহকে আহ্বান করত দামোদর সেনকে সংহার পূর্ব্বক সিংহাসনস্থ করেন।

এক্ষণে মুসলমানেরা এদেশ যে রূপে জয় এবং উচ্ছিন্ন করে তাহার বিবরণ সংক্ষেপ রূপে বিস্তার লিখি, অসাদৌ মুসলমানদিগের পরিচয় এই যে পারস্য রাজ্যে ওয়ালিড ও হারাণ অলরসীদ নামক রাজারদিগের রাজ্য

ক্রমিক। কালে মুসলমানেরা হিন্দু স্থানকে স্বরাজ্য সম্মিলিত করিবার চেষ্টা গুরুতররূপে করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালে হিন্দু ভূপতিরা পরাক্রান্ত এবং ঐকবাক্য থাকা প্রযুক্ত তৎকর্তৃক দূরীকৃত হওয়াতে সে অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে নাই, তাহার পর এক নূতন জাতীয় রাজারা সিন্ধু নদীর কিঞ্চিদন্তর এক রাজ্য স্থাপন করত হিন্দু স্থান জয়ের উদ্যোগ করিয়া সুসিদ্ধ করে. তদ্বিশেষ এই যে মাবরন মিয়র ও খোরাসান হিজরি সালের প্রথমাবধি অথবা পৈগম্বর মহম্মদের মদিনা পলায়নের পর অবধি একাত্তর বৎসরের মধ্যে মুসলমান কর্তৃক জিত হইয়া খলিফাদিগের প্রতিনিধি দ্বারা ১৮০ এক শত অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত শাসিত ছিল, পরে পূর্ব্বোক্ত রাজবংশোদ্ভব হারাণ অল রসীদের মরণের পর শক্তি হ্রাস হওয়াতে পৈগম্বর মহম্মদের উত্তরাধিকারি রূপ সম্মান দ্বারা দুর দেশে প্রেরিত কর্ম্ম কর্ত্তারদিগকে	কলের্গতাব্দাঃ ৪১০৭।০ ৪১০৭।০

কং লগ ওদ্দাঃ

৪১০৭।০

ক্রমিক

অধীন করিতে অক্ষম হন, বোগদাদ ও তন্নিকটস্থ দেশ ব্যতীত বহির্ভূত হইয়া গেল সেই দুঃসময়ে যে সকল নাএর শাসন কর্ত্তারা রাজা হইয়াছিলেন তন্মধ্যে ২৬৩ হিজরি সালে মাবরন মিয়র ও খোরাসানের প্রতিনিধি ইসমেল সেমনী রাজ চিহ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দুই দেশের সহিত কাবুল আফগান স্থান কান্দহার এবং জাবুলিস্থান সম্মিলিত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, এই নব্য বংশীয়দিগের রাজ ধানী বোখারা হইলে তাহারা শামনিয়ম নামে খ্যাত নবতি বৎসর পর্য্যন্ত চারি জন রাজ্য করিয়াছিল, চতুর্থ জন এক অল্প বয়স্ক মনসর নামে কুমারকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করাতে মন্ত্রিগণ মধ্যে মতের ভিন্নতা হইয়া মৃত রাজার পিতৃ ব্যকে রাজ্যাধিকারী করণে অভিলাষী হইয়া খোরাসানের শাসন কর্ত্তা আবিস্তি জিন নিকট এই প্রশ্ন প্রেরণ করেন, তখন

৪১০৭।০

কলেগতাব্দাঃ
৪১০৭।০

ক্রমিক

তাঁহার সভা গজানন দেশে ছিল, মৃত রাজার পিতৃব্যকে রাজা করা আবিস্তিজিনের মত প্রকাশ বার্ত্তা রাজধানীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন২ মত যুক্ত মন্ত্রিরা ঐক্য হইয়া উক্ত কুমার মনসরকেই সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন, যুবরাজ সুতরাং আবিস্তিজিনকে আপন বিপক্ষ জানিয়া আহ্বান করিলেন, তাহাতে আবিস্তিজিন আপনাকে যুবরাজ হস্তে বিশ্বাস করণে ভাবি অশুভ জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইলেন, সুতরাং যুবরাজকে যুদ্ধ করিতে হইল কিন্তু দৌর্ভাগ্য ক্রমে দুইবার পরাস্ত হইয়া অধীন করিতে অক্ষম হন, আবিস্তিজিনের মৃত্যুর পর তৎ পুত্র আইজেফ সিংহাসনে বসিবা মাত্র মনসরের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য সহিত সবক্ত জিন নামে এক সেনাপতিকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করত জয়ী হইয়া সন্ধি দ্বারা আই জেফ খোরাসান রাজ্যে স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তিনি সুখজনক বিষয়ে মগ্ন হইয়া অল্প

৪১০৭।০

ক্রমিক	কলের্গতাব্দাঃ
	৪১০৭।০

কালের মধ্যে শমন ভবন গমন করিবাতে উক্ত সেনাপতি মন্ত্রিগণের সহায়তায় সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, সবক্তজিন পারস্য দেশীয় সেসেনাইডস্ নামে খ্যাত রাজ বংশ জাত ছিলেন, এজন্যে উক্ত রাজ্যে গিয়া সে স্থানের শেষ রাজা জেজার্ডকে দূর করিয়া সমুদয় দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া অতিপ্রবল হইয়া উঠিলেন এবং ৩৬৭ হিজরি সনে প্রথম ভূরি২ সৈন্য সাহিত্যে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে আগমন করিলেন, তৎকালে জয় পাল নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা লাহোরের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু সবক্তজিনের আক্রমণ সময়ে জয়পাল সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না অর্থাৎ ভিণ্ডার কিল্লাতে গিয়াছিলেন, কথিত আছে ইতিপূর্ব্বে আফগানীয়দিগের সহিত জয়পালের দৃঢ় সন্ধি থাকাতে যবনাগমনের পথ অবরোধ ছিল, সিন্ধিয়া ব্যতীত অন্য বর্ত্ম ছিল না, কিন্তু সবক্তজিনের আগমনে আফগানীয়েরা পরাজিত

৪১০৭।০

কলেৰ্গতাঙ্কাঃ

ক্রমিক। ৪১০৭।০

অথবা মিলিত হইবাতে সিন্ধু নদীর অন্য তীরস্থ অবরোধ নষ্ট হয় যেহেতু তাহারা সন্ধি ভগ্ন করিয়া জয়পালকে সংবাদ না দিয়া শত্রুকে পথ মুক্ত করিয়া দেয় তাহাতে আক্রামকেরা লাহোর ও মূলতান লুঠ করিতে অনায়াসে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পর জয়পাল এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আসিয়া স্বসৈন্যে সিন্ধু নদী পার হইয়া গজানন পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে দেশ পুনরায় হিন্দুস্থানে সংলগ্ন করেন এমত ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু দৌর্ভাগ্য বশত কোন ব্যাঘাত জন্মিবাতে পরাস্ত হইয়া সবক্তজিনকে কতকগুলি ধন প্রদানে স্বীকৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু স্বরাজ্যে আসিয়া স্বীকৃত ধন না দিয়া সবক্তজিনের প্রেরিত লোককে কারাবদ্ধ করিলেন, এই অবিচার শুনিয়া সবক্তজিন ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বসৈন্যে লাহোর আসিয়া ঘোরতর

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪১০৭।০

যুদ্ধ করিলেন কিন্তু সে যুদ্ধে সবক্তুজিন জয়ী হইতে পারেন নাই এবং ব্যবহার যবে স্ববেই থাকে, তাহার পর সবক্তুজিন সে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে বিংশতি বৎসর রাজ্য করিয়া পরলোক গত হইলেন। তৎপুত্র ইস্মেল প্রথমত পিতৃ সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হন কিন্তু তিনি কিয়ন্মাসান্তে মহাখ্যাত্যাপন্ন মহম্মদ নামে তাঁহার অপর ভ্রাতার অধীন হইতে বাধ্য হন, এই মহম্মদ অতি বীর্য্যবন্ত ছিলেন বাহু বলে ইরান্ তুরান্ প্রভৃতি জয় করিয়া বহু ধন এবং সৈন্য সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ৩৯২ হিজরি সনে পিতৃ শত্রু পেশোয়া রাজা জয়পালের উপর ভয়ানক রূপে পতিত হইলেন, এ যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হইলে তৎকালের হিন্দু রাজারদের নিয়ম এই ছিল যে যবনের নিকট বারদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইলে আর সে শরীর রাখা কর্ত্তব্য নহে, এবম্বিধায় রাজা জয়পাল অগ্নি প্রবেশ করত নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন,

৪১০৭।০

ক্রমিক।	কলেগর্তাঙ্কাঃ
	৪১০৭।০

তৎপুত্র আনন্দপাল মহম্মদের সহিত সন্ধি করিয়া অধীনস্থ রাজা হইয়া রহিলেন, মহম্মদ সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারে কতকগুলি আফগানীয় সৈন্য সহিত একজন শাসন কর্ত্তা স্থাপিত করিয়া অনেক দেবালয় নষ্ট করত স্বদেশে প্রস্থান করিলেন, হিন্দুর এই প্রথম দুরবস্থা এবং যবনের প্রাবল্য। তাহার পর আনন্দপালের অধীনে ভোটানীয়ের রাজা প্রভৃতি কর প্রদানে অস্বীকার করাতে ৩৯৫ হিজরি সনে মহম্মদ দ্বিতীয় বার আসিয়া বিকেনিয়র অরণ্যের উত্তর বুটানীয়ের দুর্গ তিন দিবস বেষ্টনে অধিকার করিলেন, তদ্দেশীয় রাজা জয়কর্ত্তাকে নীচ অধার্ম্মিক যবন জানিয়া তাহার হস্তে পতিত হওনাপেক্ষা মরণ শ্রেয় জ্ঞানে স্বীয় খড়্গ দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৃতীয়বার মুলতানের শাসন কর্ত্তা দাউদ ঐ রূপ মহম্মদের অধীনতা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা করিবাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মহম্মদের সেনা গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা

৪১০৭।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪১০৭।০

অধিক কর স্থাপনে সন্ধি করিয়াছিল, এই উভয় রাজাদিগের অধীনতা অস্বীকার প্রযুক্ত যুদ্ধ ঘটনা আনন্দপালের প্ররোচনাতে হইয়াছিল, এই অবধারণ করিয়া হউক অথবা এই এক ছল অবলম্বনে মহম্মদ চতুর্থ বার সমারোহ পূর্ব্বক হিন্দুস্থান লুঠ করিতে আগত হইয়াছিলেন, এ আগমন সংবাদ পূর্ব্ব রাষ্ট্র হওয়াতে হিন্দু রাজারদিগের মধ্যে বিবেচনা হইয়াছিল যে এতদ্রূপ তৃপ্তি শূন্য অধার্ম্মিক যবন জাতিকে এককালে হিন্দুস্থানের সীমা হইতে সমূলোৎপাটন কর্ত্তব্য বিধায় আনন্দপাল স্বনিকটস্থ সমূদয় রাজাদিগকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে উজ্জয়নী, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী এবং আজমিয়র এই কএক দেশের রাজা একবাক্য হইয়া আনন্দপালের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সিন্ধু নদীর ধার পেশোয়ারে বহু সৈন্য একত্র করিয়া চত্বারিংশৎ দিবস পর্য্যন্ত যবন সহিত ঘোর

৪১০৭।০

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪১০৭।০

ক্রমিক।

তর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশেষে মহম্মদ আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত বিবেচনা করিয়া এক দল ধানুষ্ক সৈন্য আনিলেন, তাহারদিগ কেও হিন্দু পক্ষায় গোক্ষরু জাতীয় এক দলেরা দূর করিয়া দেয় (গোক্ষরু জাতি বিহুত ও সিন্ধু নদীর মধ্য স্থলে বাস করিত তাহারদিগকেই আধুনিক জাঠ বংশের আদি কহা যায়) এই যুদ্ধে অনেক যবন হত হয় পরে উভয় পক্ষীয় অসংখ্য গোলার গম্ভীর শব্দে এবং ধূমে অন্ধকার প্রযুক্ত আনন্দ পালের হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া পলায়নোন্মুখ হওয়াতে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া মুসল মানকে এককালে হিন্দুস্থান হইতে দূর করা হইল না, অর্থাৎ কোন পক্ষে জয় পরাজয় স্থির না হইয়া অমনি যবে স্থবে রহিল। ফল কথা ভাবিষ্য পুরাণের লেখা কলি যুগে ভারতবর্ষ সমুদয় ম্লেচ্ছ প্রধানক হইবেক, সে ভবিতব্য ঈশ্বরেচ্ছা কাহার্ সাধ্য অন্যথা করিতে পারে। তৎপর বৎসর

৪১০৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

৪১০৭।০

ক্রমিক।

মহম্মদ শা যবনদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসার প্রকৃতির অধীন হিন্দুর জাতি ভ্রষ্ট করণ রূপ যুদ্ধার্থে যাঁহার গূঢ়াভিপ্রায় হিন্দুস্থান ধন শালী এবং বিদ্যাবান্ তাহা উচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশ উন্নত করণাশয়ে যে আগমন করিয়া ছিলেন তাহাতে তিনি প্রথমে জ্বালামুখী পর্ব্বতের অন্তঃপাতি নাগরকোট প্রদেশীয় ভীম দুর্গ আক্রমণ করিলেন, খ্যাত ছিল যে ভীম দুর্গ অতি দুরাক্রমণীয় দৃঢ়প্রযুক্ত হিন্দুস্থানের ভূপতিরা আপদ কালার্থে তথায় ধন সঞ্চয় করিতেন এ জন্যে সে স্থানে অনেক সম্পত্তি ছিল তাহা লুঠ করিয়া মহম্মদ স্বদেশ গিজনি গিয়া লোকারণ্য করিয়া দেশের লোককে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় তদ্দেশে এতাদৃশ ধন এক স্থানে কখন কেহ দেখে নাই। তাহার পর মহম্মদ সন্ধান পাইলেন যে স্থানেশ্বরে হিন্দুদিগের এক দেবালয় আছে সেখানেও অনেক ধন আছে, জ্বালামুখী লুঠ করিয়া

৪১০৭।০•

কলেগর্তাব্দাঃ ৪১০৭।

ক্রমিক।

লুব্ধ ছিলেন অতএব ষষ্ঠবার এদেশে আইলেন, তাহাতে আনন্দপাল দূতদ্বারা মহম্মদকে জানাইয়াছিলেন যে স্থানেশ্বর হিন্দুদিগের দেবস্বরূপ মান্য অতএব তিনি যদি স্থানেশ্বরকে ধ্বংস না করেন তবে ঐ স্থানের বার্ষিক করস্বরূপ আপন ইচ্ছায় প্রদান করিবেন, কিন্তু লোভী মহম্মদ উত্তর করিলেন যে মুসলমান দিগের যথার্থ ধর্ম্ম দেবপূজক দিগকে মহম্মদান্ করিবেন, তাহাতেই স্বর্গ হয়, আরো কহিলেন যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা হিন্দুস্থান হইতে প্রতিমা পূজার প্রথা সমূলোৎপাটন করিবেন তদর্থ ঐশ্বরীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ কথায় সুতরাং আনন্দপালকে নিরস্ত হইতে হইল এবং তাঁহার সন্ধির নিয়মানুসারে আপন সৈন্য দিগকে পথ মুক্ত করিয়াদিতে ও ভূম্যধিকারি দিগকে আহারীয় দ্রব্য যোগাইতে অনুমতি প্রদানে বাধিত হইলেন, ইতি মধ্যে দিল্লীর মহারাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুস্থানের

৪১০৭।০

ক্রমিক।	কলেৰ্গতাব্দাঃ
	৪১০৭।০

ভূপাল গণকে উক্ত দেবালয় রক্ষার্থে সচেষ্ট হইতে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহায্যার্থ না আসিতেং মহম্মদ স্থানেশ্বরে পড়িয়া লুঠ করিলেন, এস্থান হইতেও অনেক ধন অনেক মনুষ্য এবং প্রতিমা পর্য্যন্ত গিজনিতে লইয়া গিয়াছিলেন। কিয়ৎ বৎসর পরে মহম্মদ সপ্তম বার একলক্ষ পদাতিক বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ আর লুঠ করণাভিপ্রায়ে তদ্দলাক্রান্ত লোভি বিংশতি সহস্র ধর্ম্ম যোদ্ধার সহিত পুনরাগমন পুরঃসর শ্রীবৃন্দাবনে পড়িলেন সেখানকার রাজা দস্যু দিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অপারক হইয়া বনিতা সমভিব্যাহারে পলায়ন পরায়ণ কালে দস্যুদিগকে তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান দেখিয়া আপন রক্ষার কোন উপায় না পাইয়া স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথমত খড়্গ দ্বারা তাহাকে ছেদন করিয়া পরে আপনিও হত হইলেন, তদনন্তর শত্রুরা মথুরা নগর

৪১০৭।০

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ ৪১০৭।০

প্রবেশ করিয়া দেখিল ঐ পুরী মন্দির দ্বারা শোভিতা এবং দেবালয় সমস্ত বিবিধ রত্ন দ্বারা খচিত, তাহা গণনায় এক সহস্রের ন্যূন নহে, তন্মধ্যে অনেক শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, মহম্মদ প্রতিমা সমস্ত ভগ্ন করিয়া ধাতু নির্ম্মিত বস্তু গলাইয়া লইলেন, মথুরা লুঠে তিনি একশত উষ্ট্রের ভার পরিমাণে রৌপ্যময়ী একশত প্রতিমা আর পদ্মরাগ মণি নির্ম্মিত নয়ন বিশিষ্ট স্বর্ণের পাঁচটী আর অন্য এক বিগ্রহের শরীরে এক বহু মূল্য নীলকান্ত মনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দস্যুরা ষড়্‌বিংশতি দিবস মথুরা থাকিয়া তথাকার অসহ্য ক্ষতি করণানন্তর কান্যকুব্জে গমন করিল। যবনীয় ইতিহাস বক্তারা লিখেন যে এই স্থানে এমন এক নগর দেখিলেন যে তাহার অগ্রভাগ গগনস্পর্শী ছিল, এই নগর পঞ্চদশ ক্রোশ ব্যাপ্ত, আর তাহার ঐশ্বর্য্যের বিবরণ অস্মিন্ কালে বিশ্বাসের অযোগ্য, এস্থানে বহুকাল রাজধানী ছিল

৩১০৭।০

	কলেৰ্গতাব্দাঃ
ক্রমিক	৪১০৭।০

এমত বোধ হইল এবং সেখানকার রাজা দিগের এতাবৎ সৈন্য ছিল যে তাহারদিগের সৈন্যের গমন কালে পশ্চাৎ ভাগের সৈন্যেরা তাম্বু হইতে নির্গত না হইতেই অগ্রভাগের কটকেরা রণস্থলে উপস্থিত হইত, তন্মধ্যে কথিত আছে যে যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জীভূত অশীতি সহস্র বর্ম্মাবৃত, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ, তিনলক্ষ পদাতিক, দুইলক্ষ ধনুর্দ্ধারী ও যুদ্ধ কুঠার ধারী তদ্ব্যতীত গজারোহির এক বৃহৎ দল ছিল, নগরের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে আর কি লিখিব ত্রিংশৎ সহস্র তাম্বুলি, ষষ্টিসহস্র বাদ্যকর নগর মধ্যে বাস করিত ইহাতেই অন্যান্য কতলোক তাহা অনুমান হইবেক এই নগর মহম্মদ তিনদিবস লুঠ করেন, লুঠিত দ্রব্যের মূল্য পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা ইতিহাস বক্তারা লিখেন, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বোধহয়, ইহাতে লেখকের অনভিজ্ঞতা বা ভ্রম অথবা মুদ্রার মূল্য অজ্ঞাত, প্রযুক্ত ন্যূনতা। এইযুদ্ধে

৪১০৭।০

ক্রমিক	কলের্গতাঙ্কাঃ
	৪১০৭।০

কথিত আছে কনোজের রাজা গৌরা পরাজিত হইয়া মহম্মদকে পেসকস অর্থাৎ রাজকর স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন এই কথা কালঞ্জরের রাজা নন্দ শুনিয়া গৌরাকে হেয় জ্ঞান করিয়া প্রাণ দণ্ড করিয়াছিলেন। এইকালে মহম্মদ হিন্দুস্থানস্থ নগরের শোভা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গিজনিতে গমন কালে এদেশ হইতে কর্ম্মি প্রভৃতি অনেক লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় রাজধানী গিজনি হিন্দুস্থানী নগরের ন্যায় শোভিতা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সুন্দর প্রস্তর দ্বারা এক মসজিদ ও পুস্তকাগার নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, তদ্দৃষ্টে সে দেশের লোক চমৎকৃত হইয়া ধনাঢ্য পরস্পর প্রায় সকলেই সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ এবং নানা আভরণ দ্রব্য দ্বারা শোভিত করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া তদ্দেশীয় অন্যান্য নগরাপেক্ষা গিজনি অত্যৈশ্বর্য্য শালী এবং নানাবিধ উত্তমোত্তম স্বাভাবিক

৪১০৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪১০৭।০

ও সালঙ্কারিক গৃহ ভূষা দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। তাহার পর মহম্মদ ঐরূপ আরো তিন বার নদী স্রোতের ন্যায় সৈন্য সমূহ এবং লুঠেরা লোক সমভিব্যাহারে হিন্দুস্থান ধ্বংস করণাশয়ে আসিয়া প্রায় অর্দ্ধেক দেশকে প্লুতোৎপ্লুত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবালয় ও প্রতিমা নয়ন গোচর হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভগ্ন, পুস্তক প্রাপ্তিমাত্র দগ্ধ, পণ্ডিত হত, প্রজার শিশ্নচ্ছেদন ও জাতি ভ্রষ্ট, লক্ষ২ লোক ধরিয়া লইয়া অপরিচিত দূর দেশে নিঃক্ষেপ, খর্জূরাদি উত্তম২ ফলের বৃক্ষ চ্ছেদন ও নির্ব্বীজ করণ ইত্যাদি, সে উপদ্রবের কথা বর্ণন করিতে খেদ উপস্থিত হইয়া নয়ননীরে শরীর আর্দ্র হয়। একাদশ বারে মহম্মদ গুজরাট রাজ্য ভুক্ত সমুদ্রের এক অন্তরীপ মধ্যে সোমনাথ নামে এক দেবালয় বেষ্টন করেন, উক্ত দেবালয়ের চতুর্দ্দিগে প্রশস্ত প্রাচীর থাকাতে এবং সেই প্রাচীরের উপর ব্রাহ্মণের সেনারা দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর

৪১০৭।০

:

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ
৪১০৭।০

যুদ্ধ করাতে তাহা অনায়াসে অধিকৃত হইতে পারে নাই, কথিত আছে সে যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুসলমান মারা পড়িয়াছিল, অবশেষে ব্রাহ্মণেরা অবসন্ন এবং পরাস্ত হইয়া মহম্মদকে আট কোটি মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, মহম্মদ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া সোমনাথ বিগ্রহ ক্রাত দ্বারা কাটিয়া খণ্ড২ করিয়া তাহার উদর হইতে তদপেক্ষা অধিক মূল্যের রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কথিত আছে উক্ত প্রতিমার প্রস্তর খণ্ড এবং ঠাকুর বাটীর প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত লইয়াগিয়া গিজনির মসজিদে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, অধুনা সেই কাটক ইংরাজ বাহাদুরেরা ইং ১৮৪৪ সালে গিজনি উচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুস্থানে পুনরানয়ন করিয়াছেন, সোমনাথ দেবালয়ের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে লিখিত আছে যে পূজার ব্যয়ের নিমিত্ত দুই সহস্র গ্রামের উপস্বত্ব দেবোত্তর রূপে নিরূপিত ছিল, প্রতিদিন পঞ্চশত ক্রোশ

৪১০৭।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪১০৭।০

হইতে গঙ্গাজল আনিয়া ঠাকুরের অবগাহন হইত, দুই সহস্র ব্রাহ্মণ পূজক ও পরিচারক নিযুক্ত ছিল, পঞ্চশত নর্ত্তকী, তিনশত বাদ্য কর নৃত্যগীত বাদ্যকরণে নিয়ত বেতন ভোগীছিল, দানের ব্যাপার অধিক কি লিখব উদাসীন অভ্যাগত উপস্থিত হইলেই আহার প্রাপ্ত হইত, তাহারদিগের ক্ষৌর নিমিত্ত তিনশত নাপিত সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত, ঠাকুর বাটির মন্দিরে এক প্রদী পের আলোকেতে অট্টালিকার তাবৎ গৃহ দিবার ন্যায় প্রকাশিত হইত, তাহার কারণ সেই এক প্রদীপের তেজ মন্দিরস্থ রত্নপ্রস্তরে প্রতিবিম্ব লাগিয়া পরস্পর মহা আলোক যুক্তহইত। মহম্মদ এই দেবলায় লুঠ করিয়া এতাদৃশ ধনপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, যে তৎ কালে পৃথিবীতে কোন ভূপতির ঘরে তাদৃশ ধন ছিলনা, কথিত আছে সোমনাথ স্থানের উত্তমতা দেখিয়া মহম্মদ এমত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে সেইস্থানে স্বীয় রাজধানী

৪১০৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

৪১০৭।০

ক্রমিক

করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন কিন্ত মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাহা রহিত হয়। সোমনাথ বিগ্রহের আদি কথা এইরূপ কথিত আছে যে ইনি পূর্ব্ব মক্কানগরে স্থাপিত ছিলেন, যবনেরা যে অবধি মনুষ্যের সৃষ্টি বলে, এই চারি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হিন্দুস্থানের কোনো রাজা সে দেশ জয়করিয়া মক্কাহইতে ঐ প্রতিমা আনয়ন করিয়া এই অন্তরীপে স্থাপিত করিয়া ছিলেন। এযাত্রা মহম্মদের স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে সিন্ধুতীরে প্রেমদেব নামা এক রাজা বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া ছিলেন, তাহাতে যবনেরা আক্রান্ত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হয়, মহম্মদ শাহ স্বয়ং মূলতান হইয়া বেগস্থান পথে বেগে পলায়ন করিবাতে ধরা পড়িলেন না, এই ক্রোধ বশত মহম্মদ শাহ সিন্ধু নদীতে ৪০০০ চারি সহস্র নৌকা লইয়া প্রেমদেবকে প্রতিফল দিবার জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়া পুনরায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া ছিলেন এবং

৪১০৭।০

কলের্গতাব্দাঃ
৪১০৭।০

মিক্রক

এই দ্বাদশবারের আগমনে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, এই ব্যাপারের পর লুঠের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পাঁচ বৎসর নির্দ্বন্দ্বে রাজ্য করিয়া স্বদেশে ক্ষয়রোগ গ্রস্ত হইয়া মুমূর্ষকালে হিন্দুস্থানের লুঠিত ধন সমস্ত সম্মুখে আনাইয়া রাখিতে আদেশ করেন, এবং যাবদীয় সেনা শ্রেণীপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া রোদন করিতে২ প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তৎকালে সৈন্যদিগের এবং নিকটস্থ লোকেরদের মনে কতই উদয় হইয়াছিল, বুঝি মৃত্যুকালে এত সম্পত্তিতে অবশ্য কোন একটা অক্ষয় দান চিহ্ন রাখিয়া যাইবেন কিন্তু দরিদ্র ভিক্ষুককেও এক কপর্দ্দক দান করিলেননা, কেবল সম্মুখে রাখিয়া কিরূপে এই শুভদৃষ্টি ত্যাগ করিবেন এই দুঃখে চক্ষের জলে শরীর ভাসিয়া গেল মহম্মদের বয়ঃক্রম ত্রিষষ্টি বৎসর হইয়াছিল আকার মধ্যম অর্থাৎ দীর্ঘ কিম্বা খর্ব্ব ছিলনা, মুখে বসন্ত চিহ্ন ছিল, স্বভাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

কলেগর্তাঙ্কাঃ
৪১০৭৷০

ক্রমিক।

অকুতোভয়,হিংসক,দয়ালেশও ছিলনা,কিন্তু মহান্ ব্যক্তির ন্যায় মতিমান্ ছিলেন, অর্থো পার্জন প্রিয়, কিন্তু দান শক্তি রহিত, তিনি হিন্দুস্থানের লোককে যেরূপ ক্লেশ ও দেশের হানি করিয়াছিলেন, এমন কস্মিন্ কালে কেহ কোন দেশে করে নাই, তাঁহার উপদ্রবে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এককালে উচ্ছিন্ন এবং দরিদ্র হইয়াছিল, রাজকীয় কর্ম্মের এমত গোলযোগ হইয়াছিল যে শস্য মাত্র জন্মেনাই, ইনি হিন্দুস্থানে যত প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে তাহা সমুদয় করিয়া ছিলেন, তিনি স্বদেশে বিদ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী ছিলেন, কিন্তু যাদৃশধন তদুপযুক্ত ব্যয় নহে, সিন্ধু নদীর পূর্ব্বতটস্থ দেশ ব্যতীত আরো যে সকল দেশ তিনি পুনঃ২ উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্থানেই অধিক কাল বাস করেন নাই, কেবল উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় ধনাঢ্য দেশ হইতে বহু মূল্য দ্রব্য লুঠ করিতেন তাঁহার পিতা

৪১০৭৷০

কলের্গতন্দা৪

৪১০৭।০

ক্রমিক।

সবক্তুজিন মৃত্যু কালে গিজনি, কাবল, বাল্ক এবং কান্দহার কিয়দংশ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, ইনি ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে এক দিগে পারস্থ মোহানা অবধি আরল নামক সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্য দিগে কার্দ্দি স্থানস্থ পর্ব্বত অবধি শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত রাজ্যের সীমা করিয়াছিলেন, অতএব কালের গতিকে মহাশ্চর্য্য এই যে এরূপ অধার্ম্মিক দেবতা ভগ্নকারি ক্রূরের মহা পরাক্রম এবং এতাদৃশ বৃহৎ সাম্রাজ্য অধীন হইয়াছিল, মহম্মদের দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ মহম্মদ, কনিষ্ঠ মাসুদ, তাহার জ্যেষ্ঠ মহম্মুদ পিতার ইচ্ছায় প্রথমত সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং মাসুদ রাজ্যের পশ্চিম খণ্ডের শাসন কর্ত্তা হন, কনিষ্ঠ পিতার ন্যায় বিক্রমী এবং স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন, মহম্মদ ধীর সিংহাসনারূঢ় হইবা মাত্র মাসুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত ও অন্ধ এবং কারাবদ্ধ হন, সুতরাং মাসুদ সর্ব্বা

৪১০৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪১০৭।০

ধিকারী হইয়া ৪২৪ হিজরি সনে পিতার ন্যায় মহাসমারোহ পূর্ব্বক হিন্দুস্থান লুঠ করিতে লোভাক্রান্ত হইয়া আইসেন, কিন্তু প্রবল হইতে পারেন নাই, কেবল কুলাচার রক্ষা মাত্র করেন অর্থাৎ কতিপয় দেব স্থান ভগ্ন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহারদিগের রাজত্ব ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল তদ্বিশেষ তাঁহার রাজধানীর পশ্চিম দিগে অসভ্য সেলকুজ জাতিরা প্রবল হইয়া অনেক লোক একত্র দলবদ্ধ করিয়া দেশ লুঠ করিতে২ অবশেষে সমুদয় রাজত্ব গ্রাস করিয়াছিল তাহার দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে২ দেশীয় সেনার ক্ষয় হইলে হিন্দুস্থান হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাধিত হইয়াছিলেন, কিন্তু চরমে সর্ব্ব প্রকার প্রাধান্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কারাবদ্ধ হওত তন্মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, সেলকুজেরা তদগ্রজ অন্ধ মহম্মদকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া রাজ সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিল, মহম্মদের

৪১০৭।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪১০৭।০

মৃত্যুর পর তৎপুত্রেরা আত্ম কলহে মারা মারি করিয়া নির্বংশ হইলে গিজনির সিংহা সনে সেলকুজেরাই রাজা হইয়াছিল তাহার দিগের বংশাবলির ইতিহাসে গোলযোগ আছে অতএব বিশেষ প্রকাশে অশক্ত, স্থূল এই যে সেলকুজ বংশের শেষবর্ত্তী শাহ ইবরাহিম নামা এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি ৪৭২ হিজরি সনে হিন্দুস্থানে আসিয়া লুঠ করিয়া এক লক্ষ লোক ও কিঞ্চিৎ ধন লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার মর ণের পর তৎপুত্র মাসুদ গিজনির বাদশাহ হন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক। এইক্ষণে বক্তব্য যৎকালে গিজ নিতে মহম্মদের পুত্রেরা অর্থাৎ মহম্মদ ও উভয় ভ্রাতা রাজ্য লইয়া বিরোধ করিতে ছিলেন, এবং সেলকুজেরা দেশ উচ্ছিন্ন করিতে ছিল সেই সময়ে অনেক কালপর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুস্থান লুঠকরিতে আসিতে

৪১০৭।০

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪১০৭।০

পারেনাই অতএব ইত্যবসরে হিন্দু রাজা দিগের নাম ও ইতিহাস লিখি যথা।

দ্বীপসিংহের—শাসনকাল .... ২৭।২

রণসিংহ—ইনি দ্বীপসিংহের পুত্র এবং.... ঐ ২২।৫

রাজসিংহ—ইনি রণসিংহের পুত্র এবং....ঐ ৯।৮

বরসিংহ—ইনি রাজসিংহের পুত্র এবং ....ঐ ৪৬।১

নরসিংহ—ইনি বরসিংহের পুত্র এবং .... ঐ ২৫।৩

জীবনসিংহ—ইনি নরসিংহের পুত্র তাহার পঞ্চম পুরুষ পূর্ব্ব অর্থাৎ এই বংশের শিরো ভাগ দ্বীপসিংহকে কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা কহি য়াছিলেন যে এই রাজ্যে ভাগিনেয় অধিকারী হইবেক, এই আশঙ্কায় এই বংশে কন্যা জন্মা ইবা মাত্র বধকরা প্রায় কুলাচার হইয়াছিল পরে রাজা নরসিংহের পুত্র নাজন্মিয়া কেবল এক কন্যা হইলে স্নেহ বশত নষ্টকরণাশক্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তে পাঠ দেশের রাজপুত্রসহিত বিবাহ দেন উক্ত রাজপুত্রের প্রথমাপত্নী মনুষ্য মাংস ভোজন করিতেন এবং স্বামিকে ও শিক্ষা করাইয়াছিলেন এই বলিয়া এক

৪২৩৭।৭

ক্রমিকা	কলের্গতাব্দাঃ
	৪২৩৭।৭

জনরব ছিল, এবং রাজা নরসিংহের উক্ত কন্যার গর্ব্ভে প্রথম যে এক কন্যা জন্মিয়া ছিল তাহাও সপত্নী ভক্ষণ করিয়াছিল এইমত রাষ্ট্র হয়, এই জন্যে দ্বিতীয় বার গর্ব্ভবতী হইলে সেস্থান হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া ভ্রাতার নিকট অভয় প্রাপ্তা হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ও সেই গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মি য়াছিল তাহার নাম পৃথু রাখিয়াছিলেন এবং জীবনসিংহ অপুত্র হেতু ভাগিনেয় পৃথুকে পুত্র বাৎসল্যে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন, কিছু কাল পরে একবার যৎকালে জীবনসিংহ রাজগিরি রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া জয়ী হইয়া সেরাজ্য শাসনের নিয়মাদি স্থাপন করণে কাল বিলম্ব করিতে ছিলেন, ইত্যবসরে ভাগিনেয় পৃথু সিংহা সনোপবিষ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগি লেন, জীবনসিংহ দিল্লী আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মাত্র ক্রুদ্ধহইলেন, কিন্তু কোন কথা প্রকাশ নাকরিয়া কিয়দ্দিনের পর

৪২৩৭।৭

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪২৩৭।৭

বন গমন করিয়া তপস্যা করত সমাধি অবলম্বনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব জীবন সিংহ—রাজার শাসন কাল ···· ···· ২০'৫

পৃথুরাজ—ইনি দিল্লীর মহারাজ হইয়া পরাক্রমী রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু অসদ্ব্যবহার প্রযুক্ত অন্যান্য রাজাদিগের মধ্যে অমান্য ছিলেন বিশেষত মনুষ্য মাংস ভোজির পুত্র বলিয়া এক কলঙ্ক ছিল, এই লজ্জায় ইনি পিতার রাজ্য পাঠ দেশে গিয়া পিতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কোন২ ইতিহাসে লেখে যে পাঠরাজধানীতে উগ্রচণ্ডা প্রতিমা স্থাপিতা ছিলেন তাঁহার সম্মুখে পৃথু তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার জীর্ণ শরীর বলিপ্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব কথিত হইয়াছে কান্যকুব্জে যৎকালে কোরা বংশীয় গোরানামে শেষবর্ত্তী রাজা যিনি শাহ মহম্মদের সপ্তমবার আগমন কালে তাঁহাকে পেসকস অর্থাৎ করস্বরূপ ধন দিয়াছিলেন এই জন্য

৪২৫৮।•

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪২৫৮।০

সিন্ধুদেশের রাজা নন্দ তাঁহাকে হীনবীর্য্য বলিয়া বধ করিয়াছিলেন, তৎকালে কান্যকুব্জের সিংহাসনে এই পৃথুর বংশ চন্দ্রদেব স্থাপিত হন তাঁহার পঞ্চম পুরুষ পরে জয়চন্দ্র এই পৃথুর সমকালে সে স্থানে রাজা ছিলেন এবং তিনি এই সময়ে মহা সমারোহ পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে যজ্ঞে উত্তর প্রদেশের যাবদীয় রাজারা কান্যকুব্জে অধিষ্ঠান পুরঃসর জয়চন্দ্রকে সম্ভ্রান্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ কর প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু পৃথু অধীনতা স্বীকার না করিবাতে জয়চন্দ্র পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারে সুবর্ণের পৃথু নির্ম্মাণ করিয়া অপকৃষ্ট স্থানে অর্থাৎ দ্বারে স্থাপিত করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পৃথু প্রাপ্ত হইয়া মহা ক্রোধে সসৈন্যে কান্যকুব্জ বেষ্টন করেন, তৎকালে সেই যজ্ঞীয় সভায় জয়চন্দ্রের অনঙ্গমঞ্জরী নাম্নী কন্যা স্বয়ম্বরা হইতে ছিলেন, ইতিমধ্যে পৃথুরাজ

৪২৫৮।০

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪২৫৮।০

ক্রমিক।

উপস্থিত হইয়া উক্ত কন্যা এবং স্বর্ণনির্ম্মিত স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি বলপূর্ব্বক হরণ করেন, তাহাতে অনেক যুদ্ধ হইয়া অবশেষে উভয়ে ক্ষান্ত হইলেন পৃথু অনঙ্গমঞ্জরীকে বিবাহ করিয়া অহর্নিশি অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিন্দুস্থানের অবস্থা পুনর্ব্বর্ণন করা যায় তাহা এই যে কান্যকুব্জ এবং হস্তিনার বিষয় উপরে ব্যক্ত হইল, আর পাল উপাধি বিশিষ্ট বারাণসীর রাজারা এক দিগে তাঁহারাও পরাক্রান্ত, বঙ্গদেশে রাজা লক্ষ্মণ সেন একাংশ বেহার ও গৌড় অধিকার করেন, ভোজদেশে প্রমারা বংশীয় যদ্যপি তাঁহারদিগের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের হ্রাসতা হইয়াছিল, তথাপি সিন্ধিয়া উজ্জয়নী এবং ধারানগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, ভোজ রাজার রাজ্য ইতিপূর্ব্বে অতি বিখ্যাত ছিল, বিদ্যার উৎসাহ প্রযুক্ত তাঁহার সভা বিক্রমাদিত্যের তুল্য হইয়াছিল কেহ২ অনুমান করেন রাজা ভোজ বিক্রমাদিত্যের বংশোদ্ভব।

৪২৫৮।০

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪২৫৮।০

এইক্ষণে গিজনির বৃত্তান্ত পুনরারম্ভ যথা, পূর্ব্ব কথিত হইয়াছে ইবরাহিমের লোকান্তর হইলে তস্য পুত্র মাসুদ সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন তিনি ষোড়শবর্ষ নির্ব্বন্দে রাজ্য করিয়া গত হন, তস্যপুত্র অর্সনাল সিংহাসনাধিকারী হইয়া বাইরাম নামে এক জন ব্যতীত আপনার আর তাবৎ ভ্রাতৃগণকে কারাবদ্ধ করেন, বাইরাম পলাইয়া সেলকুজ তর্কমানের সাহায্য প্রাপ্তে গিজনি আসিয়া অর্সনালের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু অর্সনাল পুনঃপুন বিবাদ করাতে বাইরাম প্রথমত সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন শেষ অর্সনাল মারা পড়িলে বাইরাম নিষ্কণ্টকে ৩৫ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার পর ঘোর বংশীয় রাজারদিগের সহিত বিবাদ হইয়া শক্তিহ্রাস হইলে পলাইয়া হিন্দুস্থানে বাস করত অতিজুরবস্থায় পরলোক গত হন, তস্য পুত্র খুসরু লাহোরে একটী ক্ষুদ্র

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪১৫৮।০

রাজার ন্যায় কালযাপন করিয়াছিলেন, গিজনি প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশ ঘোর বংশীয় মহম্মদ এবং আলাবুদ্দিন দুই ভ্রাতা প্রদৃপ্ত হইয়া গিজনি নগর লুঠ করিয়া প্রথম মহম্মদের লুণ্ঠিত এবং সঞ্চিত ধন সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুস্থানের প্রতি লুব্ধ হইয়া দৃষ্টিপাত করেন, তৎকালে লাহোরে উপরোক্ত খুসরুর পুত্র খুসরু মলিক রাজা সুতরাং তিনিই প্রথম মহম্মদ ঘোরের শত্রু হইলেন, ঘোরি মহম্মদের বংশাবলি ও বিবাদের হেতু এই যে ইজউদ্দিন হসিসন্ নামক ব্যক্তি ঐ বংশের আদি সংস্থাপক, তিনি গিজনির মাসুদের নিকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া ঈদৃক অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন যে মাসুদ স্বীয় কন্যার বিবাহ তাঁহার সহিত দিয়া ঘোর রাজ্য যৌতুক দিয়াছিলেন, ইজউদ্দিনের সপ্ত পুত্রের মধ্যে কুতবুদ্দিন বাইরামের এক কন্যাকে বিবাহ করণানন্তর রাজপদ গ্রহণ

৪২৫৮।০

ক্রমিক।	কলেৰ্গতাব্দাঃ
	৪২৫৮।॰

অর্থাৎ ফিরোজ খোঁকে স্বাধীন রাজধানী করিবাতে বাহরাম ক্রুদ্ধ হইয়া কুতবুদ্দিনকে বধ করিয়াছিলেন এই কারণ উভয় বংশের মধ্যে বিবাদ সঞ্চার হয়, ৫৬৯ হিজরি সনে গিজনির রাজা আলাবুদ্দিন মুলতানে পড়িয়া লুঠ করিয়াছিলেন, তাহার পর বৎসর ৫৭০ হিজরিতে গুজরাট আসিয়া রাজা ভীমদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া ছিলেন, এ যুদ্ধে দিল্লীর মহারাজ পৃথু সিংহ ছিলেন, ৫৭৫ হিজরিতে খুসরু মলিকের উপর পুনরায় পড়িয়াছিলেন, ৫৭৭ হিজরি সনে ঠটঠাদেশ লুঠ করিয়া অনেক ধন প্রাপ্ত হইয়া গিজনি প্রস্থান করিয়াছিলেন, ৫৮০ হিজরিতে খুসরুকে তৃতীয় বার পরাজয় করিয়া লাহোর লুঠ করিয়াছিলেন, ৫৮৩ হিজরি সনে পুনরায় লাহোরে পড়িয়া খুসরু মলিককে প্রতারণা দ্বারা ধরিয়া গিজনি লইয়াগিয়াছিলেন, ৫৮৭ হিজরি সনে মহম্মদ ঘোর বিদর নগর

ক্রমিক	কলেৰ্গতাব্দাঃ ৪২৫৮।০

হইতে প্রত্যাগমন কালে নারায়ণপুরে দিল্লীর মহারাজ পৃথুর সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হন অর্থাৎ আলাবুদ্দিন স্বয়ং এক বরছির আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অতিকাতরে স্বদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, দলবল হিন্দুস্থানে ছিল তাহার দিগকেও পৃথু স্বয়ং সে স্থানে সসৈন্যে গমন করিয়া দূর করিয়াছিলেন, কথিত আছে পৃথু যদ্যপি অবিবেচক তিনি কান্য কুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের সহিত অনর্থক বিবাদ করিয়া স্বীয় ১০৮ জন সেনাপতির মধ্যে ৬৪ জনকে প্রাণে হারাইয়া আপন বল নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তিনি লম্পট ছিলেন তথাপি মহাবীর রূপে খ্যাত তাঁহার সম্মুখ যুদ্ধে মহম্মদ ঘোর এবং আলাবুদ্দিন উভয় ভ্রাতা পুনঃপুন অর্থাৎ ৭ বার পরাজিত হইয়া অতি খেদযুক্ত হইয়া সেই গত দুর্দ শার বিষয় গুলি অহরহ চিন্তা করিতেন, মহম্মদ আপন কোন বন্ধুকে কহিয়াছিলেন যে তাঁহার মনঃ পীড়াতে রাত্রে সুখে নিদ্রা

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক ৪২৫৮।০

হয় না, তিনি আরো প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যদ্যপি এই হিন্দু পৌত্তলিকদিগের নিকট আপন সম্ভ্রম শুধরাইতে না পারেন তবে আপন শরীর ত্যাগ করিবেন, কিন্তু পৃথু তদ্বিপরীত অর্থাৎ আলস্য যুক্ত সর্ব্বদা অন্তঃ পূরেই বাস করিতেন, বিশেষত এই ঘোর তর আপদের সময় গুজরাট ও কান্যকুব্জের রাজা যাঁহারা উভয়েই বলবান্ কিন্তু পৃথুর প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে রণ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান না হইয়া বরং গোপনে বিপক্ষতা করিতেছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার দিগকেও অতি অবিবেচক জ্ঞান করা যায়, যেহেতু হস্তিনার পতন হইলে তাঁহারদিগের রাজ্য যে আক্রমণকারির পক্ষে অবরোধ থাকিবে না এ কথা ক্ষণ মাত্র বিবেচনা করিতে পারগ হন নাই, সকলি ভগবৎ স্বেচ্ছা।

মহম্মদ ঘোর মহারাজ পৃথুরাজের নিকট যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মনো দুঃখে শিথিয়ান

৪২৫৮।০

কলের্গতাব্দাঃ ৪২৫৮।০

ক্রমিক

দেশে গিয়া তদ্দেশীয় বিংশতি সহস্র এক দল বলবান্ অতিভয়ানক অশ্বারোহি এবং স্বদেশ গিজনি, আফগানস্থান, ইরাণ, তুরাণ হইতে নানা প্রকার সৈন্য সমূহ তাহার গণনা কি লিখিব অতিবেগবতী নদী স্রোতের ন্যায় পৃথুকে উচ্ছিন্ন করিতে এবং হিন্দুস্থান ধ্বংস করিতে ৫৮৮ হিজরিসনে কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের রণ ক্ষেত্রে পতাকা স্থাপিতা করিলেন, এই সংবাদ ভাটের দ্বারা পৃথু রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে আজ্ঞা করিলেন যে নারায়ণপুরে প্রধান সেনাপতি আছেন তাঁহাকে সুসজ্জ হইয়া অগ্রসর হইতে আজ্ঞা যাউক, মন্ত্রিরা এরূপ তাচ্ছীল্যের কথা শুনিয়া মনেং ক্ষুণ্ণ হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে বুঝি অতঃপর রাজ লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছেন, যাহা হউক রাজাজ্ঞার অনুসারি কর্ম্ম হইল অর্থাৎ নারায়ণপুরে পত্র গেল এবং পৃথুর পক্ষে

৪২৫৮।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
৪২৫৮।০

চিত্তেরারা রাজা সসৈন্যে ছিলেন এবং আর২ সর্ব্বসুদ্ধা তিন চারি লক্ষ সেনা রণ স্থলে মহম্মদ ঘোরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দূত দ্বারা মহম্মদকে কহিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যদি আপন মঙ্গলেচ্ছা করেন তবে উপদ্রব ব্যতিরেকে স্বদেশে প্রস্থান করুন নচেৎ সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবেন, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহম্মদ ঘোর তখন সম্মুখ যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া ভীত হইয়া ছলনা দ্বারা বিনতি পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন যে তিনি আপন ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ এখানে আছেন, যদি তাঁহারা ক্রুদ্ধ না হইয়া অনুমতি করেন তবে কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই ভ্রাতার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিবেন, হিন্দুরা নির্ব্বোধ পূর্ব্ব কালের রাজার দিগের ন্যায় সত্যপ্রতিজ্ঞা বিশিষ্ট একালের অধার্ম্মিক যবনেরা নহে একথা বিস্মৃত হইয়া মহম্মদ ঘোরের উক্ত প্রতারণা বাক্যে

৪১৫৮।০

কলের্গতব্দাঃ
৪২৫৮।০

ক্রমিক।

বিশ্বাস করিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া নৃত্যগীত জাগরণ করিয়া নিদ্রাগত হইলেন, মহম্মদ রাত্রি শেষে যখন বিলক্ষণ সুসময় প্রাপ্ত হইলেন তখন অকস্মাৎ এককালে সমুদয় সৈন্য সাহিত্যে কাগর নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া অরুণোদয়ের সহিত উদিত হইয়া অহিতাচারির মুখ হইতে নিদ্রাবসানে চৈতন্য না হইতেই তিনি আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার বিশেষ এই যে মহম্মদ হিন্দুদিগের একত্র স্থিত সৈন্য সমীপে আপন অর্দ্ধেক সেনা প্রেরণ করিয়া সমস্ত দিন যুদ্ধ করাইলেন, দিবাবসানে স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগ স্থিত অপরার্দ্ধ অকৃত যুদ্ধ সৈন্য সাহিত্যে অগ্রসর হইয়া রাত্রে নূতন সমর আরম্ভ করিলেন তাহাতে যবন সৈন্যেরা অতি তেজস্বি রূপে প্রকাশ পাওয়াতে হিন্দুরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল বিশেষত চিতোরার রাজপুত্র যিনি রাজপুত সৈন্যদিগের সেনাপতি তিনি রণশায়ী হইলেন, এইরূপে মুসল

৪২৫৮।০

	কলেগতাব্দাঃ
ক্রমিক	৪২৫৮।৹

মানেরা নারায়ণপুরে জয়ী হইয়া কুরুক্ষেত্রের রণ স্থলে উপস্থিত হইলো তখন পৃথু চৈতন্য প্রাপ্তে সমরাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন কিন্তু এসময়ে আর কি হয়, কথিত আছে এ যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর এই দ্বিতীয়বার উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণের মৃতকায় দ্বারা রণস্থল বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, পৃথু আলাবুদ্দিনের হস্তে ধৃত হইলেন, কিন্তু জয়চন্দ্রের জামাতা প্রযুক্ত মহম্মদ পৃথুকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া গিজনি প্রেরণ করিয়া অবশেষে ছল দ্বারা সংহার করিয়াছিলেন, অতএব পৃথুর শাসন কাল .... ১৪।৭

দেখুন কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ভগবানের ইচ্ছাই মূল কহিতে হইবেক, পঞ্জাবের খালসা সেনার সহিত যখন ইংরাজ রাজাদিগের যুদ্ধ হয় তখন এক রাত্রে শীকেরা অতি সংগোপনে বৃটিস শিবিরের সন্নিকট তাহারদিগকে এককালে ধ্বংস করিবার

৪২৭২।৭

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪২৭২।৭

জন্য প্রস্তুত হইতেছিল লার্ড হার্ডিঞ্জ অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে বুঝি নিকটে শত্রু আগত, এই কথায় দূত গিয়া সংবাদ আনে এবং শত্রুরা প্রস্তুত না হইতে২ বৃটিসেরা অকস্মাৎ বেষ্টন করিয়া গোলাবৃষ্টি করাতে শীকেরা ক্ষত বিক্ষত হইয়া সমুদয় রণশায়ী হইল অতএব যখন যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকে তখন তাহার এমনি আশ্চর্য্য ঘটনা হয়।

কুতবুদ্দীন—ইহাঁর পরিচয় এবং শাসন কালের ইতিহাসাদি প্রকাশ করণের পূর্ব্বে বক্তব্য যে শকাদিত্য অবধি ১২২৭ বৎসর আর মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠীর অবধি পৃথু পর্য্যন্ত অথবা কলিযুগারম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত ৪২৭২ বৎসর হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের সাম্রাজ্য শেষ হইয়া যবনাস্ত হইল।

যদিস্যাৎ ৪০৫০ কলের্গতাব্দে অথবা ১০০৪ সম্বতে বা ৩৬৭ হিজরিতে মুসলমান রাজা

কলের্গতাব্দাঃ

৪২৭২.৭

ক্রমিক।

সবক্তুজিন প্রথম লাহোর আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু এতৎকাল কেবল মুসলমানেরা মুলতান ও লাহোর প্রদেশ অধিকার করিত, গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ কথন২ আক্রমণ মাত্র করিত কিন্তু সম্যক্ প্রকারে জয়ী হইয়া আপনারদিগের রাজ্যে সংলগ্ন করিতে পারে নাই, প্রথম মহম্মদের আগমনে কেবল দস্যুর ন্যায় পতিত হওয়াতে প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠ দেবালয় ভগ্ন প্রতিমা নষ্ট ব্রাহ্মণ হত্যা ইত্যাদি যাহা পূর্ব্ব২ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ উপদ্রব হইয়া এতৎ রাজ্য নিঃস্ব এবং মনুষ্য ধরিয়া লইয়া যাইবাতে লোকের অল্পতা হইয়াছিল, দ্বিতীয় মহম্মদ ঘোরের আগমনে রাজ্য গেল. ইহাতে এই সময়ে কথিত আছে যদিস্যাৎ হিন্দুস্থানে নানা খণ্ডে নানা রাজা স্ব২ প্রধান এবং ধনহীন হইয়াছিলেন বটে তথাপি ধর্ম্মবিবাদে ও রাজবিবাদে পরস্পর অনৈক্য না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যবনাগমনের প্রতিরোধে একবাক্য

৪২৭২।৭

থাকিতেন তবে রাজ্যচ্যুত হইতেন না, কিন্তু তদ্বিপরীত অর্থাৎ যখন মহম্মদ ঘোর উত্তরাংশে হিন্দু রাজাদিগের হিন্দু নাম সমূলোৎপাটন করিতে প্রস্তুত হইতেছিল তখন এখানকার রাজারা স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ঐক্য না হইয়া বরং গোপনে পরস্পর বিচ্ছেদ করিতেছিলেন পাশ্চাত্য দেশে দুই দল হইয়াছিল, তাহার একাংশে গুজরাট ও কান্যকুব্জ, অপরাংশে দিল্লী, আজমিয়র এবং চিতোরা অতএব এইরূপ পরস্পর বিবাদ করাতে তাঁহারা জঘন্য এবং সামান্য মুসলমান শত্রুর দ্বারা পরাভূত হইলেন।

যাবৎ কান্যকুব্জের ও গুজরাটস্থ রাজারা মহম্মদ কর্ত্তৃক দিল্লীর রাজ্য পতিত হওনে সানন্দ হইয়া তাঁহারদিগের শত্রুকে দেখিলেন, তাবৎ তাঁহারদিগকেও তদবস্থায় পতিত হইতে হইল, যেহেতু মহম্মদ ঘোর পুনরায় গিজনি গিয়া নূতন সৈন্য আনয়ন করিয়া

কলের্গতাব্দাঃ

৪২৭২।৭

ক্রমিক।

কান্যকুব্জ চান্দোয়া ইটাওয়া ইত্যাদি লুঠ এবং জয়চন্দ্রকে হত করিয়াছিলেন।

ইহ কালেও ঐ রূপ হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পর ধন জাতি এবং ধর্ম্ম বিবাদে অনৈক্য এবং অবিশ্বাস থাকাতে কোন সাধারণ উপকারি কর্ম্মে কৃতী হইতে পারেন না, এবং কোন বিদেশীয় বিপক্ষদিগের প্রতিবন্ধক তাবা সমূলোৎপাটন করিতে সক্ষম হয়েন না, সকলি ভগবৎ স্বেচ্ছা যাহা ভবিতব্য তাহা কে অন্যথা করিতে পারে।

মহম্মদ ঘোর হিন্দুস্থান প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নাই তাঁহার নামে কুতবুদ্দিন প্রতিনিধি ছিলেন, ৬০২ হিজরি সনে মহম্মদ লীলা সম্বরণ করেন, ইনিও অনেক ধন যাহা হিন্দুস্থান ও গিজনি লুঠ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রাখিয়া যান, সে ধনের পরিমাণ হইয়াছিল' তাহার অন্যান্য দ্রব্যের কথা আর কি লিখিব হীরা ৫/ পাঁচ মোন ওজন হইয়াছিল, মহম্মদ

৪২৭২।৭

ক্রমিক।

গতে তাঁহার বংশের লোপ হয়, যেহেতু ইনি নিঃসন্তান, মহম্মদ নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন তিনি ঘোর অধিকার করিলেন, আর দুই দাস যাহারা সেনাপতি ছিল, তাহারদের একের নাম এলডোজ গিজনির সিংহাসন প্রাপ্ত হন, দ্বিতীয় কুতবুদ্দিন দিল্লীর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু রাজা দিগকে মার মার শব্দে তাড়াইতে এবং দেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক শত্রু হইল, এজন্যে কুতব প্রাণভয়ে দিল্লী হইতে পলাইয়া লাহোরে বাস করিয়া ছিলেন, এবং এলডোজের সহিত রাজ্য লইয়া যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া হিন্দু স্থানে তৃপ্ত হন, এতদ্দেশে তিনি বিংশতি বৎসর ছিলেন কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ কাল সেনাপতি রূপে কর্ত্তৃত্ব ছিল মহম্মদের মরণের পর স্বনামী হন, তাঁহার এক দাস যাহার নাম বখ্তিয়ার তিনি অতি প্রিয়পাত্র এবং যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাকে সসৈন্য পূর্ব্বাঞ্চলে পাঠাইলেন

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক	৪২৭২।৭

বখ্‌তিরায় প্রথম বেহার লুঠ করিয়া কতক গুলিন ধন লইয়া মহারাজকে দিয়াছিলেন পরে বঙ্গদেশের প্রতি লক্ষ করিয়া তুইবৎসর পর্য্যন্ত ইতস্তত ভ্রমণ করেন তাহাতে বঙ্গদেশের রাজা কর্ত্তৃক কোন বাধা দিতে নাদেখিয়া উখ্‌ড়া নগর যাহাতে লক্ষ্মণ সেন নামে বৈদ্য জাতি রাজা ছিলেন, সেই নগর আক্রমণ করিলেন, ধীসেন বংশে দিল্লীর সিংহাসনস্থ যে তুই লক্ষ্মণ সেন কথিত হইয়াছে ইনি তদুভয়ের কেহই নহেন, সেন বংশের শিরোভাগ রাজা আদিশূর কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে যাহা হউক সেন বংশের অনেক শাখা এবং এক প্রকার নাম প্রযুক্ত বংশাবলি লিখিতে গোল যোগ হয়, কোন২ ইতিহাসে লিখে বল্লালের পিতা আদিশূর কিন্তু তৎকর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ৫৬ ষট্‌পঞ্চাশৎ ব্যক্তি বল্লালের উপস্থিত সময়ে এতাদৃক অল্প কালের মধ্যে সম্ভব হয় না, আইন আখবরীতে লিখে

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪২৭২।৭

ক্রমিক।

সুখ সেনের পুত্র বল্লাল, সে কথার আর কোন প্রমাণ নাই এবং আইন আখবর পরে রচিত অতএব সে কথা বিশ্বাসের অযোগ্য ধীসেনের পুত্র বল্লাস দ্বারা কৌলীন্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব বরং হয় বটে কিন্তু তাঁহার পুত্র যে লক্ষ্মণ বঙ্গের রাজা তাহা কোন প্রকারে কহা যাইতে পারে না যেহেতু ৩৯৬৫ কলের্গতাব্দে ধীসেন দিল্লীর সিংহাসনস্থ ছিলেন বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে দূরীকরণ করা ৪৩০০ কলের্গতাব্দে হয় ইহাতে লক্ষ্মণ যদিস্যাৎ তাঁহার পিতৃ মরণের পর জন্মিয়া থাকুন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম ৮০ অশীতি বৎসর হউক তথাচ অনেক ব্যত্যয় দেখা যায় অতএব পূর্ব্ব দেশে মৃত্তিকা খননে যে তাম্র পত্র উত্থিত হয় তাহাতে লিখিত বিজয় সেনের পুত্র লক্ষ্মণ, বঙ্গের রাজা এই কথা যথার্থ বোধ হয়। বঙ্গ দেশে কোন যুদ্ধায়োজন না হওনের কারণ জ্যোতির্বেত্তারা গণনা করিয়া লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন যে

৪২৭২।৭

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪২৭২।৭

এদেশ সমুদয় তুরুক হস্তে পতিত হইবেক তাহা কোন মতে রক্ষা হইবার নহে মিথ্যা যুদ্ধ করিয়া মহাপ্রাণি হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই ইহা শুনিয়া অশীতি পর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সাহসিক হইয়া কহিয়াছিলেন যে বিনাযুদ্ধে দেশত্যাগ রাজধর্ম্ম নহে, কিন্তু পাত্র মিত্র সৈন্যাধ্যক্ষ তাবতে সপরিবার স্বীয়২ সম্পত্তির সহিত উড়িষ্যা দেশে প্রস্থান করিলেন সুতরাং যুদ্ধায়োজন কে করে ইত্যবসরে উক্ত যবন সেনাপতি উপস্থিত হইয়া একাকী লক্ষ্মণকে দূর করিয়া দিয়া নগর ও দেবালয় সকল সমভূমি করত গৌড় নগরে গিয়া রাজধানী করেন, লক্ষ্মণ অপদস্থ হইয়া শ্রীক্ষেত্রে প্রস্থান পূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রয়ে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন, বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া মহা সাহসিক হইয়া থিবেট ভোটান এবং আসাম দেশ জয় করিতে মনস্থ করিয়া দশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য সাহিত্যে পর্ব্বতারোহণ করেন, কথিত আছে

৪২৭২।৭

ক্রমিক। | কলেগতাব্দাঃ ৪২৭২।৭

তৎকালে ব্রহ্ম পুত্র নদের উপর দ্বাবিংশতি খিলান বিশিষ্ট অতি প্রাচীন এক প্রস্তরময় সেতু ছিল তাহা বোধ হয় গৌতমের অধিকার কালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক সেই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া বখ্তিয়ার গমন করিলে আসাম রাজার লোকেরা রক্ষকগণকে সংহার ও সেতু ভগ্ন করিয়া দিলেক, এবং বঙ্গদেশের নিরীহ ও মৃদু স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সে সকল পাহাড়ীয়া লোক নহে, বিশেষত ভবিষ্য পুরাণের লেখা কলিযুগে নীচের প্রাধান্য ইহাতে মুসলমান যদিস্যাৎ নীচ এবং ধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হউক তথাপি তৎকালে মঘ ধাঙ্গড় এবংপাহাড়ীয়া নাস্তিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, সুতরাং সেখানে বখ্তিয়ারকে পরাজিত হইয়া পলাইতে হইয়াছিল, তাহাতে এমত দুর্দশাগ্রস্ত হন যে উক্ত দশ সহস্র সৈন্যের কতিপয় ব্যক্তি আর সেনাপতি মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল ফলত কতক যুদ্ধে কতক পলায়ন কালে সংক্রম ভগ্ন প্রযুক্ত ব্রহ্মপুত্র

৪২৭২।৭

	কলের্গত. ব্দাঃ
ক্রমিক।	৪২৭২।৭
নদে ভাসিয়া গিয়াছিল। অবশেষে মুসল মানেরা বঙ্গদেশে অবস্থিতি করত আপনার দিগের কুলাচারানুসারে পরিবার মধ্যে পুরুষানুক্রমে প্রবঞ্চনা ও অপহরণ এবং মস্তক চ্ছেদন ইত্যাদি ব্যাপারে চিরকাল রাজ্য করিতেছিলেন সে সমস্ত ইতিহাসে পুতি বাড়ে, দেখিতে ইচ্ছা হয় হিষ্টোরি আব বেঙ্গালে প্রচার আছে। এই সময়ে কারাজিম বাসী টেক্স সিন্ধুনদীর পশ্চিমে এক নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন উক্ত রাজা পারসদেশ জয় করিয়া পরে এলডোজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গিজনি ও ঘোর এবং সমুদয় সিন্ধুর পশ্চিম দেশ অধিকার করিয়া ছিল।	
কুতবুদ্দিনের মৃত্যু লাহোরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতন দ্বারা ৬০৭ হিজরি সনে হয় অতএব তাঁহার স্বনামে রাজ্য শাসনকাল	৫।০
আরাম শাহা— ইনি কুতবুদ্দিনের পালক পুত্র দিল্লী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন কিন্তুতৎকালে হিন্দুস্থান মুসলমানের অনা	
	৪২৭৭।৭

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪২৭৭।৭
য়ত্ত বিশেষ বৃহদ্রাজ্য তিনি শাসন করিতে অযোগ্য এজন্যে শীঘ্র মারা পড়িলেন তাঁহার রাজ্য কাল	১।০
সমসুদ্দিন আল তমস—ইনি পূর্ব্ব উত্তম বংশ জাত পরে কুতব ক্রয় করেন কিন্তু উত্তম চরিত্র হেতু জামাতা হইয়া সাম্রাজ্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত ছিলেন তিনি আপন শ্যালক আরাম শাহার মস্তক চ্ছেদন করিয়া দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার রাজত্বের দশম বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি কালে সিন্ধুর পশ্চিমে মোগলের উপদ্রব প্রকাশ পায়, অতএব মোগল জাতির আদি পরিচয় এই সময়েই প্রকাশ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।	
গিজনির মহম্মদ ঘোরের রাজত্বের শেষে জঙ্গীয় খাঁ নামক এক ব্যক্তি মোগল স্থান প্রদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কাস্পীয়ন সমুদ্র চীন এবং সাইবিরিয়া দেশের মধ্যে যে উচ্চ পরিসর স্থান ছিল যে স্থানে পূর্ব্বে হান্‌শ ও তুরুক জাতীয়েরা বাস করিত,	
	৪২৭৮।৭

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪২৭৮।৭

তৎকালে সেই স্থানে নানা প্রকার যোদ্ধৃ জাতি ছিল, অতি পূর্ব্ব কালে তদ্দেশী য়েরা কলিঙ্গের ক্ষত্রিয় রাজার সৈন্য মধ্যে ছিল, তাহারা কতক গুলি কিরাত আখ্যা বিশিষ্ট পুরাণে কথিত আছে, আর তৎপরে তাহারা বহুতর মেষ পালন করিত এজন্যে রাখাল নামেও প্রসিদ্ধ, তাহারা যখন আপনাদিগের জীবিকাপেক্ষা অধিক সংখ্যক এবং মুসলমান রাজাদিগের সৈন্য মধ্যে গৃহীত না হইল, তখন খড়্গ হস্তে নানা দিগ্‌দেশে গমন করত দক্ষিণে ইউরোপের মধ্যস্থলাবধি আসিয়ার পূর্ব্ব চীন দেশের কিয়দংশ জয় করিয়া এবং কারিজিমের শুলতান মহম্মদের রাজ্য পারস্য মহাখালা বধি সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত যে দেশ তাহা জঙ্গীয় খাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইয়াছিল, তাহার পর জঙ্গীয় খাঁ উক্ত সমস্ত দেশও অধিকার করিয়াছিল, সে অধিকার কালে জঙ্গীয় খাঁ ৭ লক্ষ সেনা সহিত তদ্দেশে অতি ভয়া

কলেগতাব্দাঃ
৪২৭৮।৭

ক্রমিক।

নক যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে দেশ এক কালে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সে সমস্ত ইতিহাস বাহুল্যরূপে এপুস্তকে স্থানাভাব, এস্থলে কেবল বক্তব্য এই যে, উক্ত মোগলজাতীয়েরা হিন্দুস্থান আক্রমণে সচেষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তি সীমায় সর্ব্বদা ভ্রমণ করত তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত লক্ষ করিয়াছিল, এবং তাহা প্রাপ্তির বৃত্তান্ত সময় বিশেষে ব্যক্ত হইবেক।

সংপ্রতি দিল্লীর মহারাজ সমসুদ্দিন আলতমসের শাসন কালে স্মরণার্থ রাজকীয় কীর্ত্তি এই যে করাজিম রাজ্যেশ্বর জালালুদ্দিন মোগল কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া হিন্দুর স্থানে পলায়ন কালে আলতমসের সৈন্যদ্বারা বাধা পাইয়াছিলেন, আর হিন্দুস্থানের প্রদেশে২ স্থাপিত মুসলমান শাসন কর্ত্তারা স্বাধীন হইতে অভিলাষী হওয়াতে মহারাজ তাহারদিগকে দমন করিয়াছিলেন, আর গোয়ালিয়ার, মালোয়া, উজ্জয়নী প্রভৃতি লুঠ

৪২৭৮।৭

ক্রমিক।	কম্লেগর্ত্তান্দাঃ
	৪২৭৮৷৭
এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের ও অন্যান্য রাজারদিগের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্বরূপ দেবালয় ও বিগ্রহাদি ভাঙ্গিয়া তাহার দ্রব্যাদি দিল্লীর মসজীদের নীচে গাড়িয়া পরে ২০ শাবান ৬৩৩ হিজরি সনে আপনিও মৃত্তিকার নীচে গাড়া গেলেন, তাঁহার রাজত্ব	২৫৷
শুলতানরুকুনুদ্দিন ফিরোজ শাহা—ইনি সমসুদ্দিনের পুত্র পিতা বর্ত্তমানে ৬২৫ হিজরি সনে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি কুক্রিয়াতে রত প্রযুক্ত পিতার মরণান্তে ছয় মাস অষ্টাবিংশতি দিবস মাত্র সিংহাসনস্থ ছিলেন, তৎপরে মন্ত্রিরা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করে এবং সেই কারাগারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয় অতএব তাঁহার শাসন কাল কেবল	৷৭
শুলতানা রাজিয়া—ইনি আলতমসের জ্যেষ্ঠা কন্যা, অতি বুদ্ধিমতী এবং পিতৃসত্ত্বে রাজকীয় ব্যাপার অনেক অবগতা ছিলেন, এজন্যে প্রথমত প্রতাপ ও সদ্বিবেচনার	
	৪৩০৪৷২

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৩০৪।২

ক্রমিক।

সহিত সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়া অল্পদিন পরে এবিসিনিয় দেশের এক নীচ এবং অযোগ্য ব্যক্তির সহিত প্রেম করিবাতে সে ব্যক্তি উচ্চ পদস্থ হয়, তদ্দৃষ্টে কুলীনেরা বিরক্ত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করত রাজিয়াকে সিংহাসন চ্যুতা করিয়া তীবর হিন্দ অথবা বিতণ্ডার কিল্লায় বদ্ধা করেন, উক্তা রাজ্ঞী তথাকার শাসন কর্ত্তাকে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ করেন এবং পুনঃসিংহাসন প্রাপ্ত্যর্থে সৈন্য সমাবেশ করিয়া দুইবার দিল্লী আসিয়া কঠিন যুদ্ধ করেন অবশেষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে পরাভূত ও হত হইলে বিবাদ ভঞ্জন হয়, অতএব তাঁহার রাজ্য ....

৩।৬

বএরামসা—ইনি শুলতান আলতমসের অন্য এক পুত্র মন্ত্রিদিগের অভিমতে সোমবার ২৭ রমজান ৬৩৭ হিজরিসনে দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার রাজত্ব কালের আর কোন বিশেষ চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি নাই, কেবল তৎকালে মোগল

৪৩০৭।৮

কলের্গতাব্দাঃ

ক্রমিক ৪৩০৭।৮

জাতীয় পূর্ব্বোক্ত জঙ্গীয় খাঁর সন্তানেরা সমুদয় চীন দেশ গ্রাস করিয়া থিবেট পথে বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উৎপাত করিয়া ছিল, বএরাম অধিকদিন রাজ্য করেন নাই তাহার কারণ ৬৩৯ হিজরিতে যখন মোগ লেরা লাহোর অধিকার করিলেক সেই সময়ে কারাগারে বদ্ধ হইয়া তাহাতেই দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়া মরিলেন এব্যাপার প্রতা রণা যুক্ত এক মন্ত্রি দ্বারা হয়, ইহাঁর শাসন কাল দুই বৎসর একমাস পোনেরো দিন মাত্র .... ২।২

মসাউদ—ইনি রুকুনুদ্দিন ফিরোজের পুত্র কিন্তু অতি নির্ব্বোধ এজন্যে মন্ত্রিরা কারাগারে বাসস্থান প্রদান করে তাহাতেই যাবজ্জীবন ছিলেন তাঁহার রাজত্ব .... ৪।০

মহম্মদ—ইনি নাজিরের পুত্র এবং আলত মসের পৌত্র ৬৪৩ হিজরিসনে দিল্লীর সিংহা সন প্রাপ্ত হইলেন, ইনি যোগ্যপাত্র হেতুক শাসন সুদৃঢ় হয়, এবং তখন পর্য্যন্ত যে

কলের্গতাব্দাঃ
৪৩১৩।১০

ক্রমিক।

কএক হিন্দু রাজা স্বাধীন ছিলেন তাঁহার দিগকে পদচ্যুত করেন, কিন্তু মোগলেরা গিজনি, কাবল, কান্দহার, বাল্ক এবং হিরাট পর্য্যন্ত অধিকার করিত, সুতরাং ইনি কেবল হিন্দুস্থানের রাজা এবং তাহা রক্ষার্থে সিন্ধু নদী তীরে সতর্ক থাকাই তখনকার প্রধান কর্ম্ম ছিল, ১১ জমাতুল ঔয়ল সন ৬৬৪ হিজরিতে মহম্মদ রোগগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়া ছিলেন, ইহাঁর বিচ্ছেদে রাজসভার লোক ক্ষেদ করিয়াছিল তাঁহার শাসনের কাল .... ২২।০

বালিন—এব্যক্তির আদি তুরুক দেশীয় নফর, পরে গত বাদশাহ আলতমসের পরিবার ভুক্ত হন, অর্থাৎ নাজিরের শ্যালক এবং গত মহম্মদের মাতুল ছিলেন, বিদ্বান্ এজন্যে প্রধান রাজমন্ত্রিত্ব পদস্থ হইয়া, এই ক্ষণে মহম্মদ গতে সন ৬৬৪ হিজরিতে রাজ পরাক্রম প্রাপ্ত হইয়া যথার্থতা ও সুশাসনে এমত খ্যাত্যাপন্ন হইলেন, যে পারস

৪৩৩৫।১০

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৩৩৫।১০

ক্রমিক ।

ও তাতার দেশীয় রাজারা তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইনি রাজকৰ্ম্মকারি দিগের বিশেষ চরিত্র অবগত হইয়া উপযুক্ত ভিন্নান্য কাহাকেও উচ্চপ দাভিষিক্ত করিতেন না, ইনি স্বধৰ্ম্ম বিস্তার এবং স্বজাতীয় প্রতিপালনে বিলক্ষণ সুচতুর, ইংরাজ জাতির ন্যায় ছিলেন যেহেতু নিয়ম দ্বারা হিন্দর পদ বৃদ্ধি নিবারণ করিয়াছিলেন সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্থ যে রাজারা মোগল দ্বারা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিল তাহারদিগকে হিন্দুস্থানে আশ্রয় দিয়া যশস্বী এবং মুসল মান দিগের রাজত্ব মধ্যে দিল্লীর রাজ সভাকে উজ্জ্বল এবং ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া ছিলেন, যেহেতু এসভায় তৎকালে অনেক পণ্ডিত থাকাতে ভূষিত হইয়াছিল, এই সময়ে বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা তাগরণ খাঁ উড়িষ্যার জগন্নাথের রাজাকে আক্রমণ করিয়া অনেক ধন ও হস্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সাহসিক হইয়া দিল্লীর মহারাজকে

কলের্গতব্দাঃ ৪৩৩৫।১০

ক্রমিক।

অমান্যতা পুরঃসর স্বাধীন হইতে ইচ্ছাকরি বাতে শাহ বালিন সসৈন্য তদ্দেশে গিয়া তাগ রণ খাঁর দর্পের সহিত সংহার করিয়া স্বীয় পুত্র করা খাঁকে তৎপদে স্থাপন করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে মোগলেরা সিন্ধু নদী তটে আগত- হইয়া মূলতান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু মহারাজ বালিনের অন্য পুত্র মহম্মদ সংগ্রাম জয়ী হইয়া যদিস্যাৎ মোগলদিগকে দূর করি য়াছিলেন, তথাচ সেযুদ্ধে অবশেষে অত্যন্ত সাহসিকতা প্রকাশে অর্থাৎ পলায়িত মোগল দিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া অনায়ত্ত স্থানে পতিত হইয়া শত্রু হস্তে হতহন, এই পুত্র শোকে মহারাজ বালিন কাতর হইয়া রোগগ্রস্ত এবং ৬৮৫ হিজরি সনে লোকান্তর প্রাপ্ত হন অতএব তাঁহার রাজত্ব ....

২১। কৈকোবাদ--ইনি গত বালিনের পৌত্র এবং বঙ্গদেশ শাসনকর্ত্তা করা খাঁর পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সিংহাসনাধিকারী হইয়া সুখে মগ্ন প্রযুক্ত রাজত্বের ভার সমুদয় প্রধান মন্ত্রী

৪৩৫৬।১০

ক্রমিক।	কলেৰ্গতাব্দাঃ
	৪৩৫৬ ১০

নেজামুদ্দিনের প্রতি সুতরাং অর্পিত হইল, অতএব যাবনিক চরিত্র মতে উক্ত মন্ত্রী স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত্যর্থে যত্নবান হইলেন, এসমস্ত সংবাদ তৎপিতা বঙ্গাধিপতি করা খাঁ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে সাবধান্ হইতে পত্র লিখিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কৈকোবাদের চৈতন্য নাহওয়াতে পিতা স্বয়ং সসৈন্যে পুত্র সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগত হইয়া যখন যোগরা নদীতটে ছাউনি করিলেন, তখন কৈকোবাদ পিতাকে সমাদর পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রী নেজামের পরামর্শক্রমে বহুসৈন্য সাহিত্যে যুদ্ধায়োজন বিশিষ্ট হইয়া উক্ত নদীর অপর তীরে দৃঢ় শিবির স্থাপিত করিলেন, এ ব্যাপার দৃষ্টে করা খাঁ যদিস্যাৎ চমৎকৃত হইলেন, তথাপি স্নেহ বশত নত হইয়া পুত্রের সহিত এক বার সাক্ষাৎ হয় এই প্রার্থনায় পত্র লিখিলেন তাহা মহারাজের গ্রাহ্য হইল, কিন্তু মন্ত্রির মতে পুত্র অগ্রসর না হইয়া মহারাজের ন্যায়

কলেৰ্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৩৫৬।১০

সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন পিতা অগ্রসর হইয়া সম্রাটকে যাদৃশ মান্য করিতে হয় সেই রূপে সাক্ষাৎ করিবেন, করা খাঁ পুত্রের হিতার্থে তাহাও স্বীকার করিয়া স্থানে২ যেমন২ তিন২ বার প্রণাম করিতে হয় তাহাও করিলেন, এই সময়ে মন্ত্রির ইঙ্গিতক্রমে নকিব ডাকিয়া কহিল যে করা খাঁ বঙ্গ দেশের নবাব ভীত হইয়া নতশিরে জগদধিপতির অধীনে শরণাপন্ন হইতে স্বয়ং আসিতেছে, পুত্র পিতাকে উচিত অভ্যর্থনা না করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিলেন, করা খাঁ বৃদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত রাজা এই সমস্ত অপমান দ্বারা দুঃখিত হইয়া অশ্রুজল রোধ করিতে অপারগ হইলেন, তখন পুত্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পিতাকে গ্রহণ পুরঃসর সিংহাসনে বসাইয়া উভয়ে গলাগলি করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিলেন, পরে বিংশতি দিন সেই স্থানে পিতা পুত্র একত্র থাকিয়া পিতা পুত্রকে

কল্যেগতাব্দাঃ
৪৩৫৬।১০

ক্রমিক।

অনেক প্রকার রাজনীতি কহিয়া অন্তে নেজাম মন্ত্রিকে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে গমন করিলেন, যুবরাজ দিল্লী আসিয়া সে সমুদয় পরামর্শ বিস্মৃত হইয়া অপরিমিত মদ্যপানে ধনুষ্টঙ্কার রোগ গ্রস্তে যখন অট্টালিকোপরি মৃত্যুকাল উপস্থিত, এমন সময়ে, ইতিপূর্ব্বে রাজ সভার মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত ছিল এবং যদ্দ্বারা মোগলেরা যুবরাজ পক্ষ, আর খিলজিরা আপনারদিগের একজনকে সিংহাসন প্রদান করণে কৌশল করিতেছিল, এই উভয় দলের সেনারা রণস্থলে সংগ্রাম ও কোলাহল উপস্থিত করিয়া খিলজিরা মোগলের ব্যূহভেদ করিয়া যে তাম্বুতে যুবরাজের শিশু পুত্র ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়া জয় চিহ্ণ রূপে ঐ শিশুকে লইয়া গেল এবং খিলজিদিগের সেনাপতি মহারাজের বধার্থে একদল হত্যাকারি রাজবাটীতে প্রেরণ করিলেন, তাহারা মুমূর্ষু কৈকোবাদের মস্তক যষ্টি দ্বারা চূর্ণ

ক্রমিক।	কলেগর্তাব্দাঃ
	৪৩৫৬।১০
করিয়া মৃত শরীর গবাক্ষ দ্বারা যমুনা নদী তটে নিঃক্ষেপ করিলেক, এইরূপে ৬৮৮ হিজরি সনে তাঁহার নিপাত এবং ঘোর বংশের অন্ত হইল অতএব কৈকোবাদের শাসন কাল......................	৩।০
ফিরোজ—ইহাঁর পিতার নাম মলিক আফ গানী, এবং প্রকৃত নাম জলালুদ্দিন ছিল, ইনি সাম্রাজ্যে খিলজি জাতিয় সেনার অধি পতি ছিলেন, ৬৮৯ হিজরি সনে জলালুদ্দিন ফিরোজশাহ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সপ্তত্তি বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজ্যলোভে স্বীয় মৃত প্রভু কৈকোবাদের শিশু পুত্রকে বধ করিয়া সিং হাসনোপবিষ্ট হইয়া অল্প কালের মধ্যেই ধন লোভ প্রযুক্ত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক হত হন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য দুই মত তাহা এই যে, এই সময়ে দক্ষিণ দেশে যবনের অধিকার ব্যাপ্ত হয় যে যুদ্ধে সেনাপতি মহা রাজ ফিরোজের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাবুদ্দিন, দেবগড় রামদেব রাজার বহুকালের সঞ্চিত	
	৪৩৫৯।১০

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৩৫৯।১০

ভাণ্ডার এবং দেশ লুঠ করিয়া অনেক ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ধন গ্রহণে মহারাজ ব্যগ্র হওয়াতে কোন ইতিহাস বক্তা কহেন আলা ছল দ্বারা মহারাজকে একাকি সৈন্য শ্রেণী মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া অকস্মাৎ মস্তক চ্ছেদন ও সেই ছিন্ন মস্তক লইয়া একটা বর্ষার উপর স্থাপিত করিয়া সেনারা নানা বাদ্যোৎসব করিয়াছিল, অপর ইতিহাসে লিখে এক ক্ষুদ্র নৌকারোহণে গমন কালে উক্ত সেনাপতি ভ্রাতুষ্পুত্র আলা স্বয়ং পশ্চা দ্ভাগ হইতে খড়্গ দ্বারা মহারাজের মস্তক চ্ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আলাবুদ্দিন স্বমস্ত কোপরি শ্বেত রাজচ্ছত্র সুশোভিত করাইয়া ছিলেন, এ ঘটনা ৬৯৫ হিজরি সনে হয় অত এব তাঁহার শাসন কাল............... ৭।৩

আলাবুদ্দিন—আদৌ ইনি স্বীয় পিতৃব্য অথবা মাতুলের মস্তক চ্ছেদন এবং তৎপুত্র কে দুরীকরণ ইত্যাদি গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা রাজ্য গ্রহণ ও সিংহাসনারূঢ় হইয়া তৎকলঙ্ক মোচ

৪৩৬৭।১

ক্রমিক।

নার্থ রাজসভার কুলীনদিগকে বহুতর পুরস্কার এবং সম্ভ্রান্ত করিয়া বিসম্বাদ ঘুচাইলেন, তাহার পর ইহাঁর রাজত্ব সময়ের ইতিহাস এই যে মোগল এবং মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে ক্রমাগত সংগ্রাম ব্যাপ্ত ছিল, ইনিও প্রথম গুজরাটের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়া সে দেশ লুঠ করেন, তাহার পর প্রাচীন নরহোলা রাজ্যের লোপ করেন, তাহার পর আজমীয়ের আকর হইতে শ্বেত প্রস্তর বিরচিত অট্টালিকাযুক্ত মহা ঐশ্বর্য্যশালি পত্তন নগর উচ্ছিন্ন করেন, সোমনাথের মন্দির যাহা পুনশ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে এক বৃহৎ মসজীদ স্থাপিত করেন, যদ্দ্বারা সে স্থানে সর্ব্বদা গোহত্যা প্রযুক্ত হিন্দুদিগকে বিরক্ত করা হয়, হিন্দুদিগের প্রাচীন পুস্তক সমস্ত বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মাঠে পর্ব্বতাকার করিয়া অগ্নির দ্বারা ভস্মসাৎ করেন, পত্তন নগর লুঠ করিয়া যত ধন প্রাপ্ত হন তন্মধ্যে অমূল্য রত্ন দুই তাহা কাফুর নামক অতি

কলের্গতাব্দাঃ
৪৩৬৭।১

ক্রমিক।

সুন্দর একটী দাস, আর নিরুপমা সুন্দরী কমলা নাম্নী এক রাজ ভোগ্যা স্ত্রী প্রাপ্ত হন এতদুভয়কে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন পুরঃসর কমলাকে প্রধানা রাজ্ঞী করেন, এবং কাফুরকে রাজ সভায় সম্ভ্রান্ত করেন, সেই কাফুর শেষাবস্থায় সেনাপতিত্ব পদে দক্ষিণ প্রদেশে প্রেরিত হইয়া ঘোরতর রণে জয়ী হইয়াছিল সে ইতিহাস পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক, অস্ত্যাদৌ পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধের পর স্বল্প কাল স্থির হইতে না হইতে দুই লক্ষ মোগল সেনা হিন্দু স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত লুঠ করিতে২ অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু অবশেষে অনেক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করে, এই মহারাজ একবার এক মহান্ ব্যক্তির অপমান করিবাতে সে বিন্ধুঘর দেশের চৌহান রাজপুত হামির রাজার শরণাগত হইয়াছিল এজন্যে সে ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ হেতুক বাদশাহ উক্ত রাজাকে পত্র লিখেন, তদুত্তর রাজা কহেন. যে প্রাণ সত্ত্বে শরণা

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৩৬৭।১

ক্রমিক।

গত ত্যাগ রাজধর্ম্ম নহে, তাহাতে মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত রাজাকে আক্রমণ করেন, রাজা অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কাল গতিকে অধর্ম্মের জয় হেতুক রণশায়ী হন, এই মৃত্যু সংবাদ অন্তঃপুরে প্রকাশ হইলে রাজ মহিষীরা যবন হস্তগতা হওনাশঙ্কায় জ্বলচ্চিতারোহণ পূর্ব্বক নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন, এই ব্যাপারের পর মহারাজ কিছু দিন স্থির থাকেন, কিন্তু রাজ্যে নানা অমঙ্গল হইতে লাগিল, রাজকোষ শূন্য, সেনা সংখ্যা অল্প, সর্ব্বদা গৃহ বিবাদ ইত্যাদি, তাহাতে মহারাজ উদ্বিগ্ন হইয়া দোষ শান্তির উপায় চিন্তা করত মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, মন্ত্রিরা পরামর্শ করিয়া কহেন যে মহারাজের সর্ব্বদা রণ স্থলে থাকাতে রাজ কার্য্যে শৈথিল্য হয়, আর দেশময় মদ্যা চরণ বাহুল্য হইয়াছে, এবং কুলীনদিগের বিবাহ ভিন্ন জাতীয় স্ত্রী সহিত হয়, ও পৈতৃক ধন বিভাগ অসমান প্রচলিত আছে, এই

৪৩৬৭।১

কলের্গতাব্দাঃ

৪৩৬৭।১

ক্রমিক।

সকল কারণে ব্যতিক্রম কার্য্যোৎপত্তি হইতেছে, ইহা শ্রবণে মহারাজ নূতন নিয়ম স্থাপিত করেন, তদ্দ্বারা মদ্যাচরণ ও বিনা রাজাজ্ঞায় কুলীনের বিবাহ রহিত, বিত্ত বিভাগ সমান, ক্ষুদ্র বিষয়েতেও সম্পূর্ণ মনো যোগ, খাদ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে মূল্য নির্দ্ধারণ, এবং নিয়ম বিশেষে প্রজা শোষণ দ্বারা তাহারদিগকে দরিদ্র করিতে লাগিলেন এইরূপ কিছু কাল যাপনের পর মহারাজ দেখিলেন যে রাজকোষ ধনে পরিপূর্ণ হইল, এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ হইয়া তাহা গণনায় ৪,৭৫০০০ চারি লক্ষ পঞ্চসপ্ততি সহস্র অশ্বারোহী তদ্ভিন্ন পদাতিক প্রভৃতি হইল, অতএব সুসময় জানিয়া বহু কটক সাহিত্যে বঙ্গভূমি হইয়া গমন পূর্ব্বক তৈলঙ্গ দেশে উপস্থিত হইয়া চিতোরার রাজা ভীম দেবের প্রতি লক্ষ করিলেন, এবং উক্ত রাজার এক পরমা সুন্দরী পদ্মাবতী নাম্নী স্ত্রীর গুণানুবাদ শুনিয়া আসক্ত হইয়া ভীম দেবকে কহিয়া

৪৩৬৭।১

ক্রমিক।

পাঠাইলেন যে যদি তিনি পদ্মাবতীকে অর্পণ করেন তবে বিনা উপদ্রবে স্বদেশে প্রত্যা গমন করিবেন, এ প্রার্থনায় রাজা অস্বীকার করিলে চিতোরার দুর্গ বেষ্টন করিলেন, কিন্তু জয়ী হইতে না পারিয়া সন্ধি উপলক্ষে অবশেষে দর্পণ দ্বারা উক্তা রমণীর প্রতি বিম্ব দর্শনের প্রার্থনা করিলেন, রাজা তাহা তে সম্মত হইবাতে এ কর্ম্ম সম্পন্ন কালে শত্রুর খলতায় পতিত হইয়া কৃতঘ্নতা হেতুক উক্ত কামিনী অর্পণ না করণ পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ হইলেন, এই বার্ত্তা পদ্মাবতী অন্তঃপুরে শ্রবণ করিয়া আলাবুদ্দীনকে কহিয়া পাঠাইলেন যে তিনি আপনাকে অর্পণ করিতে প্রস্তুতা আছেন কিন্তু মেলন কালে মর্য্যাদার অনুযায়ি দাস দাসী প্রভৃতি অনুচর সমভিব্যাহারে যাইবেক, এ প্রার্থ নায় মহারাজ সম্মত হইলে সপ্ত শত শিবিকা মধ্যে সুশিক্ষিত সর্ব্বাস্ত্রধারী সৈন্য পরি পূর্ণ সহচরী প্রচার করত পদ্মাবতী যবনের

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ ৪৩৬৭।১

শিবিরে গমন পূর্ব্বক কৌশল দ্বারা পরিবর্ত্তের শূন্য শিবিকা যোগে আপনি এবং স্বামিকে উদ্ধার করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন, শিবিকাস্থ গুপ্ত সেনারা বাহির হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ছেদ ভেদ দ্বারা নানা দিগে পলায়ন করিলেক, এই চতুরতা দেখিয়া শাহনশাহ আলাবুদ্দীন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় অতি ভয়ানক রূপে চিতোরার দুর্গ বেষ্টন করিলেন কিন্তু ভীমদেব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সে বারেও রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার কিছু কালের পর মহারাজ পুনর্ব্বার অপর্য্যাপ্ত সেনা সংগ্রহ করিয়া অতি দৃঢ়রূপে আক্রমণ করাতে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অবশেষে রাজা ভীমদেব রণশায়ী হইলেন, তখন সকল রাণীরা এবং নগরের তাবৎ মহান্‌লোকের বনিতারা নিরুপায় দৃষ্টে যবন হস্তে পতিতাশঙ্কায় বৃহৎ২ জ্বলচ্চিতা প্রবেশ করণক অনিত্য দেহ ত্যাগ করিলেন, আলা

৪৩৬৭।১

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৩৬৭ ১

ক্রমিক।

বুদ্দীন নগর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয়তমার চিতাধূমে নগরান্ধকার এবং সেনার মৃত দেহে রাজপথ বিস্তীর্ণ, তৎ পরে তদ্রাজধানীস্থ অট্টালিকাদির সৌন্দর্য্য প্রশংসানন্তর সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস এবং দেব প্রতিমা নষ্ট, দুঃখি প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ, পুস্তক দগ্ধ ইত্যাদি মুসলমানদিগের রীত্যনু সারে বিবিধ উপদ্রবের পর উচ্ছিন্ন নগর ঝাল রাজ্যাধিপতিকে অর্পণ পুরঃসর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন রাজ ধানী শূন্য প্রযুক্ত পুনরায় মোগলেরা আসিয়া হিন্দুস্থান লুঠ করিতেছিল, সে উপ দ্রব নিবারণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালের পর পুন রায় এক যুদ্ধ দেবগড়ের রাজার সহিত রাজকর প্রদানে শৈথিল্য হেতুক উপস্থিত হয়, সে যুদ্ধে মহারাজ স্বয়ং না গিয়া প্রাগুক্ত কাফুর সেনানী পদে নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হয়, কাফুর সে স্থানে জয়ী হইয়া তৈলঙ্গ দেশকে অনেক মাসাবধি বেষ্টন করণানন্তর

৪৩৬৭।২

ক্রমিক।	কলেগতা ব্দ.
৪৩৬৭।১

হস্তগত করিয়া প্রচুর লুঠের দ্রব্য লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন, তাহার পর বৎসরে কাফুর পুনরায় দক্ষিণাঞ্চলে গিয়া কর্ণাট রাজ্য উচ্ছিন্ন করেন, তন্মধ্যে দ্বার সমুদ্র নামক নগর যাহা সমুদ্র তীরে স্থাপিত ছিল সে স্থান পর্য্যন্ত গমন পুরঃসর মন্দির মধ্যস্থ স্বর্ণ প্রতিমা লুঠ করিয়া উক্ত তটে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহার ভিত্তি হেতুক মৃত্তিকা খননে প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন, সে ধনের কথা নবতি মোন সুবর্ণ কথিত আছে, তদ্ভিন্ন রৌপ্যাদিও ছিল, এই সমস্ত ধন সৈন্য এবং সচিবগণ মধ্যে বণ্টিত হইবাতে এই সময়ে দিল্লীর রাজ সংপৃক্ত লোক ধনাঢ্য হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল ইতিমধ্যে ব্যাঘাত কারক পঞ্চাশৎ সহস্র মোগল যাহারা রাজ্যেরও সুস্থিরতার আপদ জনক ছিল, তাহারা মস্তকোত্তোলন করিবাতে বাদশাহ তাহারদিগকে অতিনিষ্ঠুররূপে হত্যা

৪৩৬৭।১

ক্রমিক।

করিয়া আপদঃ শান্তি করিয়াছিলেন, তাহার পর দিল্লী নগর এমত সৌভাগ্যাবস্থায় দীপ্ত হইল যে তাদৃশ কোন মুসলমানের রাজ্য কালে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই, যেমন ঐন্দ্রজালিকী যষ্টি গুণে হঠাৎ দ্রব্য নির্ম্মিত হয় তদ্রূপ এই সময়ে উক্ত নগর অতিশীঘ্র উত্তম অট্টালিকা দিতে সুশোভিত হইয়াছিল। শাহ আলাবুদ্দীন পৈগম্বর মহম্মদের ন্যায় পৃথিবী মধ্যে এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই, ইনি আপনাকে দ্বিতীয় সেকন্দর রূপে স্বনাম মুদ্রায় অঙ্কিত করাইয়াছিলেন, ফল কথা ইনি বলবান্, প্রজা শাসনে সুবিচারক রাজা ছিলেন এবং অনেক অজেয় দেশ জয় ও লুঠ করিয়া অনেক ধন আহরণ করিয়াছিলেন, গিজনির মহম্মদ ব্যতিরেকে অন্য কোন রাজা এতাদৃশ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই শেষাবস্থায় সুখজনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পীড়িত এবং বলহীন হইয়াছিলেন কিন্তু দেহ

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ ৪৩৬৭।১
নাশ তদ্দ্বারা না হইয়া ইনি যে দাসকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন সেই ভৃত্য কর্ত্তৃক বিষপান দ্বারা ৫ সউয়াল ৭১৬ হিজরি সনে মৃত্যু হয়, অতএব তাঁহার রাজ্য শাসন কাল	২১।০
ওমার—ইনি আলাবুদ্দীনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র, কাফুর আলাবুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বয়ের চক্ষুরুৎপাটন করিয়া এই সপ্তম বর্ষীয় শিশুকে সিংহাসনে পুত্তলিকার ন্যায় স্থাপিত করিয়া আপনি এক পার্শ্বে বিরাজ করিলেন এবং ওমারের মাতাকেও বিবাহ করিয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার আশা করিলেন, কিন্তু সে আশা দুরাশা হইল যেহেতু কুলীনেরা তাঁহাকে কৌশলে সংহার করিলেন, অতএব ওমারের শাসন কাল কেবল।	৩।০
মবারক শাহ—ইনিও আলাবুদ্দীনের পক্ষান্তরের এক পুত্র, ৭ মোহরম ৭১৭ হিজরিসনে ওমারকে অন্ধ করিয়া চির কালের নিমিত্ত গোয়ালিয়রের দুর্গ মধ্যে কারাবদ্ধ করিয়া	

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৩৮৮।৪

ক্রমিক।

সিংহাসনারূঢ় হইলেন, এবং অল্প দিনের পরেই তাঁহাকে রাজ্যাধিকারি করিবার মূলাধার যে ব্যক্তি সকল তাহারদিগকে হত্যা করিয়া আপন সমভিব্যাহারি নীচ ভৃত্য গণকে কুলীন পদস্থ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন, ইনি আদৌ তাঁহার পিতার কৃত নিয়ম সমস্ত গোলযোগ বলিয়া পরিবর্ত্ত করিলেন পরে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহিতাচরণ করিলে তাহাকে দমন করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ দেশে ইনি স্বশক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, শেষাবস্থায় ইনি কোন কুক্ষণে মলিক খোসৰু নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসনের অতি সান্নিধ্য উচ্চ পদে উপবেশন স্থান প্রদান করিলেন, যে তদ্দ্বারা তাহার সিংহাসনে পদার্পণ করিতে অভিলাষ জন্মিল, এবং আপন অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য মহারাজকে মদ্যপানাদি সকল কুকর্ম্মে রত করাইল, মবারক নানা সুখে মত্ত হইয়া অবশেষ স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক স্ত্রীলোকের

৪৩৮৮।৪

	কলেগতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৩৮৮।৪
যে সুখ পুরুষ দ্বারা হয় তাহাও আস্বাদন করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার পর উক্ত খোসরু আপনদেশ মালোয়া হইতে লোক আনিয়া ছল এবং মিথ্যা দ্বন্দ্ব উত্থাপন করিয়া ৭২১ হিজরি সনে মবারককে সংহার করিল, অতএব তাঁহার শাসন কাল	৪।০
খোসরু। প্রাগুক্ত বিশ্বাস ঘাতকতা দ্বারা ৫ রবিউল ঔয়ল ৭২১ হিজরি দিল্লীর শাহন শাহ হইলেন, কিন্তু সম্ভ্রান্ত হইতে পারিলেন না এবং দৌরাত্ম্য হেতুক সকলেই ঘৃণা করিতে লাগিল, এই অনুসন্ধান লাহোরের শাসন কর্ত্তা গাজি প্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি পরাক্রান্ত সৈন্য সাহিত্য দিল্লী আগমন পুরঃসর জয় এবং খোসরুকে বিনাশ করিলেন অতএব তাঁহার শাসন কাল কেবল	৬।০
গাজিবেগতগলক—ইনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া গয়াসউদ্দীন নাম ধারণ করিলেন, ইহাঁর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই যে ইনি আদৌ	
	৪৩৯৮।৪

কলের্গতাব্দাঃ
৪৩৯২।১০

ক্রমিক।

শাহ বালিনের দাস থাকিয়া নানা কর্ম্ম দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মূলতানের শাসন কর্ত্তা হন, তদ্দ্বারা পরাক্রান্ত হইয়া এইক্ষণে হিন্দুস্থানের প্রধান সিংহাসনে পাদার্পণ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যে রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ নূতন নিয়ম স্থাপন করিলেন, বাণিজ্য বিষয়ে এই মহারাজের উৎসাহ ছিল, এবং ইনি বিদ্বান্ ব্যক্তি সমূহকে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন, তগলকাবাদ নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, গত বাদশাহ খুসরু সংক্রান্ত লোক সমস্তের দণ্ড করিয়াছিলেন, ইঁহার জ্যেষ্ঠ পূত্র ফকুরুদ্দীন অথবা আলিফ খাঁকে যুবরাজ ও অন্যান্য পুত্রদিগকে দূর দেশের শাসন কর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের সৌষ্ঠব এবং দূর দেশ সমুদয় সুশাসিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিশেষ দক্ষিণ দেশে আলিফ খাঁ প্রেরিত হইয়া তৈলঙ্গীয় সহস্র২ লোককে

৪৩৯২।১০

কলের্গতাব্দাঃ
৪৩৯২।১০

ক্রমিক।

হনন করিয়া অনেক ধন লুঠ করিয়াছিলেন, ওয়ারজন নগরের রাজা‌কে বান্ধিয়া আনিয়াছিলেন. এই গাজীর রাজত্ব কালে শুল্তান মোসাখালির জামাতা মজউদ্দীন আউলিয়া মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন, তাঁহার খ্যাতি শাহনশা অপেক্ষাও বড়, ৭২৪ হিজরি সনে বঙ্গ দেশে যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহা নিবারণার্থ মহারাজ স্বয়ং গিয়াছিলেন, সে স্থানে জয়ী এবং শান্তি স্থাপিত করিয়া প্রত্যাগমন কালে আফগানপুরে যুবরাজ আলিফ খাঁ পিতার অভ্যর্থনা হেতুক অগ্রসর হইয়া তিন দিবসের মধ্যে অচিরস্থায়িনী কাষ্ঠময়ী এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পিতা পুত্রে মেলন এবং ভোজনান্তে যুবরাজ বিদায় হইবার অব্যবহিত পরেই উক্ত অট্টালিকা পতিত হইয়া কতকগুলি লোক সহিত রবিউল ঔযল মাসে ৭২৫ হিজরিসনে মহারাজ গাজীবেগ তগলক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার মৃত্যুর কথা তুই প্রকারে

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৩৯২।১০

প্রকাশ আছে, কেহ কহে বজ্রাঘাত হয় কেহ কহে তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন কথা স্থির ছিল এজন্য পুত্র এই ষড়্‌যন্ত্র দ্বারা পিতাকে সংহার করেন, যাহা হউক যবনদিগের কিছুই আশ্চর্য্য নহে অতএব তাঁহার রাজ্য .... ৪।২

মহম্মদ তগলক—ইহাঁর প্রকৃত নাম ফকুরুদ্দীন এবং গাজীর পুত্র, এইক্ষণে মহম্মদ তগলক নাম ধারণ পূর্ব্বক পিতৃমরণের তিন দিবসের মধ্যে সিংহাসনারূঢ় হইলেন, কথিত আছে মহম্মদের শরীর দোষ ও গুণ উভয়েতে মিলিত ছিল, গুণ এই যে তিনি সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত রাজা, সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, গ্রীশ দেশীয় দর্শন শাস্ত্র পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন, দেশে বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, যুদ্ধে দুঃসাহস প্রযুক্ত নির্ভয় ছিলেন। দোষ ইনি এক প্রকার বাতুল ছিলেন, সর্ব্বদা অস্থির চিত্ত, স্বেচ্ছাচারী, এবং নির্দ্দয় রাজকীয় কর্ম্মকারক

ক্রমিক।	কলেগর্তাব্দাঃ
	৪৩৯৭।০

ভৃত্যগণকে বধ না করিয়া প্রায় কোন সপ্তাহ ক্ষান্ত থাকিতেন না, একবার কান্য কুব্জের লোক সমূহকে অকারণে হত্যা করিয়া ছিলেন, তাঁহার রাজত্বের প্রথমে মোগলেরা হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিল, তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাকে অপারক দেখিয়া অনেক ধনদিয়া মোগল সেনাপতি দিগকে শান্ত করিয়াছিলেন, তাহার পর দক্ষিণ দেশে গিয়া সংগ্রাম জয়ী হইয়া সে প্রদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ জিত প্রদেশের কতিপয় রাজারা সাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল, ইনি এক বার রাজকর এমন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, যে কৃষকেরা তাহা প্রদান করিতে অশক্ত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাতে দেশে দুর্ভিক্ষের উদয় হয়, ইনি এক প্রকার মন্দ তাম্র মুদ্রা স্বেচ্ছাধান মূল্যে চালাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা রাজ্য মধ্যে অর্থ সম্বন্ধীয় গোলযোগ

কলের্গতাব্দাঃ
৪৩৯৭।০

ক্রমিক।

এবং রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, তাহা পুনঃ পরিপূর্ণ করণাশয়ে চীনদেশ ধনশালী শুনিয়া আপন ভ্রাতৃপুত্রকে সেনাপতি করিয়া একলক্ষ সেনা সাহিত্যে পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু চীনীয়েরা বহু সৈন্য দ্বারা মুসলমান দিগকে দূর করিলে পলাইয়া যে অবশিষ্ট ভগ্ন পাইকেরা দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহার দিগকে মহারাজ হীনবীর্য্য বলিয়া হত্যা করেন, মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র খোরাপিস পূর্ব্ব সাগরের অধি পতি থাকিয়া স্বয়ং হইবার উচ্চাভিলাষে রণ ভূমিতে সমাগত হইয়া সম্রা‌টের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইয়া দক্ষিণদেশে দ্বার সমুদ্র রাজার শরণাপন্ন হন কিন্তু উক্ত রাজা যব নকে বিশ্বাস না করিয়া খোরাপিসকে মহা রাজার হস্তে অর্পণ করেন, মহারাজ খোরা পিসের জীবনাবস্থায় সর্ব্ব শরীরের চর্ম্ম তুলিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইনি এক বার দক্ষিণ দেবগড়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া

৪৩৯৭।০

কলেগতাব্দাঃ
৪৩৯৭।০

ক্রমিক।

মোহিত হইয়া সেইস্থানে প্রধান রাজধানী করিয়া দিল্লীর প্রজা সমূহকে সপরিবার ও সসম্পত্তি লইয়া গিয়া বাস করাইয়াছিলেন, এবং এতদুভয় নগরের মধ্যে যে রাজপথ তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী রোপণ এবং দেবগড় নাম পরিবর্ত্তে দৌলতাবাদ রাখিয়াছিলেন, কিয়দ্বৎসর পরে উক্ত স্থান দিল্লীর ন্যায় বৃহন্নগর না হওয়াতে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সর্ব্বসুদ্ধা দিল্লী প্রত্যাগমন করত প্রজা সমূহকে নানা স্থানী করিয়া দরিদ্র করিয়াছিলেন, তাহার পর দুর্ভিক্ষেতে অনেক লোক নিহত প্রভৃতি দেশে অমঙ্গল ঘাটিলে তাহার শান্তি নিমিত্ত মিসর দেশের বাদশাহ সমীপে দূত দ্বারা উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তথাহইতে যে প্রত্যুত্তর লিপি আইসে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া জুম্বায় নমাজ আরম্ভ এবং আপন তৈজস ও পরিচ্ছদাদি তাবদ্দ্রব্যে খলিফার নামাঙ্কিত করিয়াছিলেন, মহারাজ একবার একটী

কলের্গতাব্দাঃ
৪৩৯৭।•

ক্রমিক।

দন্ত হীন হইলে তাহা মহা সমারোহ পূর্ব্বক সমাজ দিয়া তাহার উপর এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্তম্ভ বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার উম্মত্ততার এক চির স্মরণীয় চিহ্ন ছিল, এইরূপ এ মহারাজের অনেক পাগলামীর ইতিহাস আছে তাহা সমুদয় বর্ণনে প্রয়োজন অল্প পুথি বাড়ে, ফল কথা তাঁহার অবিবেচনায় রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দশা হইয়াছিল, নানা প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা স্বাধীন হইয়াছিলেন, চিতোরার রাজ বংশ জাত হামীর রাজা তত্রস্থ নবাবকে দূর করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল, মিউরের সীমা বিস্তীর্ণ করিয়া তদ্বংশের পূর্ব্ব পুরুষদিগের তুল্য গৌরব পুনঃ প্রকাশ করিয়াছিল, তৎকালে তিনিই হিন্দুস্থানে হিন্দু স্বাধীন রাজা ছিলেন, উদয়পুরের রাণারাও তৎকালে পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, শেষাবস্থায় ঠঠ্ঠা দেশের রাজাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে গমন করিয়া তন্নিকটবর্ত্তি

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৩৯ ৭।০

স্থানে সমারোহ পূর্ব্বক দশ দিন মোহরম করিয়া অপরিমিত মৎস্য ভোজনে রোগ গ্রস্ত হন, কিন্তু অস্থির স্বভাব প্রযুক্ত রোগোপযুক্ত বিশ্রাম না করিয়া নৌকারোহণে দিল্লী আসিতে সিন্ধু নদী তটে ২১ মোহরম ৭৫২ হিজরিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন অতএব তাঁহার শাসন কাল .... ২৭।০

ফিরোজশাহ—ইনি এই গত মহম্মদের পিতৃব্য পুত্র এবং তগলকের ভ্রাতুষ্পুত্র, মহম্মদের মরণ সময়ে রণ স্থলে ছিলেন, সেই স্থানেই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারিগণের সম্মতিতে রাজ্যাভিষিক্ত হন, এদিগে রাজধানীতে মহম্মদের ষড়্‌বর্ষীয় এক পুত্রকে সিংহাসনাধিকারী করিবার কথা লইয়া মন্ত্রিরা অনেক বাদানুবাদ করেন, অবশেষে মীমাংসা হইয়া ফিরোজের কর্ত্তৃত্ব সাব্যস্ত থাকে, ইনি বড় যোদ্ধা ছিলেন না, ধীর স্বভাব প্রযুক্ত যশস্বী ছিলেন, বরং হিন্দুস্থানের লোক যে কহেন, "ন নীচো যবনাৎ

	কলেৰ্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৪২৪।০

পরঃ” বিশেষত আফগান জাতি অতি অপ কৃষ্ট তন্মধ্যে ফিরোজ প্রশংসিত হইয়াছি লেন, ইনি প্রথমত ঠঠঠা দেশে কিল্লা করিয়া তন্মধ্যে সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন পরে দিল্লীতে আসিয়া বিরাজ করেন, পূর্ব্ব কালীন যবন রাজাদিগের কুক্রিয়া হেতুক যে সর্ব্বদা যুদ্ধ সম্ভাবনা হইত ইনি তদ্রূপে যদিস্যাৎ প্রবৃত্ত হইতেন বটে তথাপি নিরুদ্বেগে থাকাতে সন্তুষ্ট হেতুক শীঘ্র সমাধা করি তেন, এই প্রযুক্ত তাঁহার শাসন কালে রাজ্যের উত্তমোত্তম দেশ সমস্ত অনধীন হইয়া সাম্রাজ্যের সীমা সঙ্কুচিত হইয়াছিল, বঙ্গ দেশের শাসন কর্ত্তা ফকিরউদ্দীন স্বাধীন হইলে তাঁহাকে মবারক নামে এক ব্যক্তি বধ করিয়া নবাব হন এবং মবারককেও তাঁহার ভ্রাতা হাজি সংহার করিয়াছিল এই গোলযোগ হেতুক মহারাজ ফিরোজশাহ বঙ্গ দেশ পুনর্জ্জয় করিতে আসিয়া সন্ধি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমান হয়

কলের্গতাব্দাঃ
৪৪২৪।০

ক্রমিক।

তৎকালে বঙ্গীয় রাজ্যের সীমা উত্তর বেহার অবধি গণ্ডকী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, যেহেতু হাজির স্থাপিত প্রযুক্ত হাজিপূর নগর তৎকালে বঙ্গের প্রধান সিংহাসন স্থান হয়, অতএব এই অবধি যবনাধিকারের মধ্যে বঙ্গীয় রাজার স্বাধীনতা আরম্ভ, ফিরোজশাহ কতকগুলিন চিরস্মরণীয় সৎকর্ম্ম করিয়া প্রশংসিত রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা এই যে পঞ্চাশৎ বান্ধ, চত্বারিংশৎ মসজিদ, ত্রিংশৎ বিদ্যালয়, বিংশতি অট্টালিকা, এক শত সরাই, দুই শত নগর, ত্রিংশৎ কুণ্ড, এক শত চিকিৎসালয়, পঞ্চ গোরের উপর স্তম্ভ, এক শত ঘাট, দশটা কূপ, এবং সার্দ্ধ শত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য ভোগ করণানন্তর আপনাকে অতি প্রাচীন এবং অশক্ত জানিয়া স্বীয় পুত্র মহম্মদকে রাজশাসনের ভারার্পণ করেন, মহম্মদ সুখে মগ্ন এবং পিতৃ মন্ত্রিগণকে দূর

৪৪২৪।০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দা
	৪৪২৪।০

করিয়া নব্য মন্ত্রি আনাতে প্রাচীনেরা এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করত নগর প্রবিষ্ট হইয়া তুমুল যুদ্ধ তিন দিবস ব্যাপিয়া করিলে, যখন উভয় পক্ষের মৃত সেনার দেহে রণস্থল এবং রাজপথ বিস্তীর্ণ হইল, তখন নগরস্থ প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত লোক সমূহ একত্র হইয়া বৃদ্ধ রাজা ফিরোজশাহকে যোদ্ধৃ দিগের মধ্যস্থলে আনিয়া স্থাপিত করিলেন, তাহাতে যুবরাজের সৈন্য সামন্তেরা বৃদ্ধ রাজার সহিত মিলিত হইলে সুতরাং বিবাদ ভঞ্জন হইয়া মহম্মদকে পলায়ন করিতে হইল, এবং বৃদ্ধ রাজা পুনরায় প্রাচীন মন্ত্রির সহিত রাজ শক্তি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নিতান্ত অশক্ত প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁর পুত্র গেয়াসউদ্দীনকে উত্তরাধিকারি রাখিয়া নবতি বৎসর বয়ঃক্রমে ৭৯০ হিজরিসনে লোকান্তর গমন করেন অতএব তাঁহার রাজ্য ....

৩৮।০

৪৪৬২।০

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৪৬২।০
গেয়াসউদ্দীন তঘলিক—ইনি ফিরোজের পৌত্র সিংহাসনারূঢ় হইলে পাঁচ মাস কয়েক দিনের পর, ফিরোজের আর এক পৌত্র কর্ত্তৃক ছিন্নশিরা হইলেন অতএব তাঁহার শাসন কাল কেবল	।৬
আবুবেকর—ইনি ফিরোজের আর এক পৌত্র অর্থাৎ তৃতীয় পুত্রের পুত্র, স্বীয় পিতৃব্য পুত্রের মস্তক চ্ছেদন করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু ফিরোজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক তাড়িত হইলেন অতএব তাঁহার শাসন কাল	১।০
মহম্মদ—ইনি ফিরোজের সেই জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি পিতার বর্ত্তমানতায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওত অত্যল্প লোকের সহিত পলাইয়া প্রথম পর্ব্বতারণ্যে লুক্কায়িত, পরে তগলকের প্রেরিত সেনার ভয়ে নগর কোট কিল্লাশ্রয় করিয়াছিলেন, অধুনা যে সকল মোগলেরা মুসলমানী ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দিল্লীতে ছিল, তাহারাই তাঁহাকে	
	৪৪৬৩।৬

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৪৬৩।৬
সাহসপ্রদান করিয়া আহ্বান করে, কিন্তু দুই বার রাজসেনার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তৃতীয়বার পরাক্রমের পথাবলম্বী না হইয়া উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি অর্থাৎ প্রতারণা দ্বারা আবুবেকরকে দিল্লী হইতে ৩০ ক্রোশ দূর জলেশ্বর প্রেরণ করিয়া অতিবেগে দিল্লী আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন অল্পভোগি হেতুক ১৭ রবিউসানি ৭৯৬ হিজরি সনে পীড়োপলক্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন অতএব তাঁহার রাজত্বের কাল	৬।৬
সেকন্দর—ইনি এই গত মহম্মদের পুত্র প্রকৃত নাম হুমাউ পিতার মরণে সিংহাসনাধিকারী হন, কিন্তু দৌর্ভাগ্য বশত অত্যল্প কালেই অর্থাৎ ৪৫ দিবস পরে কাল গ্রস্ত হন, অতএব তাঁহার শাসন কাল কেবল	।২
মহম্মদ—ইহাঁর প্রকৃত নাম তগলক, গত সেকন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অত্যল্প বয়স্ক উত্তরাধিকারী বিষয়ের অনেক বাদানুবাদ হইয়া অবশেষে ইনি সিংহাসনে স্থাপিত	
	৪৪৭০।২

৪৪৭০।২

হন, কিন্তু বালক প্রযুক্ত সভাসদেরা এবং প্রদেশীয় অধ্যক্ষেরা নানাস্থানে ভিন্ন২ দলের সহিত গোপন সোপানে নানা কুপরামর্শ উপস্থিত করত পরিশেষে আহবানল প্রজ্জ্বলিত করে,এবম্বিধায় এক দিল্লী নগরের মধ্যে দুই সম্রাট অর্থাৎ ফিরোজের পৌত্র ফতের পুত্র আবুবেকর যিনি মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রতারিত এবং তাড়িত হইয়া ছিলেন, তিনি সসৈন্য একদিগে,এবং এই মহম্মদ তগলক যিনি সিংহাসনস্থ বালক তাঁহার পক্ষীয় সেনারা অপর দিগে পরস্পর অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক তিনবৎসর ব্যাপিয়া ভীষণ সংগ্রাম করিতেছিল, কথিত আছে এযুদ্ধে নদী স্রোতের ন্যায় নগরের রাজ পথে যোদ্ধৃ দিগের শোণিত প্রবাহ বহিয়াছিল.এই সকল বিরোধ হওয়াতে রাজশক্তি ও মর্য্যাদা এমত হ্রাস পাইল, যে সাম্রাজ্য প্রায় পতিত হইল, মালোয়া, খান্দেস, গুজরাট এবং জওনপুর স্বাধীন হয়,শেষোক্ত জওনপুর মহম্মদ তগলি

৪৪৭০।২

ক্রমিক।

কের মন্ত্রি খোয়াজাজিহান কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া সরকী উপাধি বিশিষ্ট মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, দিল্লীর অধীন কেবল রাজধানীর পার্শ্বস্থ স্থান মাত্র ছিল, অন্যান্য দেশীয় রাজারা স্বীয়২ নামে মুদ্রা চলিত করিয়া স্ব২ প্রধান হইলেন, এই সংবাদ তমরলেন অথবা তৈমুরবেগ শ্রবণ করিয়া হিন্দুস্থানাভি মুখে যাত্রা করিলেন। তৈমুরের পরিচয় এই যে তিনি মোগল, এক উত্তম বংশোদ্ভব, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা জঙ্গিয় খাঁর সন্তান দিগের কিঙ্কর ছিলেন, তৈমুর ২৭ বৎসর বয়ঃ ক্রমে খোরাসানের বাদশাহের নিকট মহৎ কর্ম্মদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার ভগিনীপতি হইয়াছিলেন এবং উক্ত বাদশাহের মরণের পর সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমরকন্দেই বাস করিলেন, এবং বাহু বলে তদ্রাজধানীর চতুর্দ্দিকস্থ দেশ জয় করিয়া ইউরোপ পর্য্যন্ত কম্পান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উগ্র ছিল, মনুষ্য বধ করিয়া ছিন্ন

কলের্গতাব্দাঃ
৪৪৭০।২

ক্রমিক।

মস্তক দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া উৎসব করিতেন, তিনি তিন বৎসরের মধ্যে সমুদয় পারস্য দেশ উচ্ছিন্ন ও ইউরোপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানের আফগানী পাঠান মুসলমানদিগের সাম্রাজ্যের উপরোক্ত গোলযোগ শুনিয়া তাঁহার পৌত্র পীর খাঁ সেনাপতির সহিত প্রথমত মূলতান আক্রমণ করিলেন কিন্তু তখন জয়ী হইতে পারেন নাই, [তাহার পর ১২ মোহরম ৮০০ হিজরি সনে সিন্ধু নদী পার হইয়া বোটনিয়ের রাজ্য দগ্ধ ও প্রজা হনন করণানন্তর যমুনা নদী উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এককালে আসিয়া দিল্লী বেষ্টন করিলেন, দিল্লীর মহারাজের সেনাপতি একবাল খাঁ অগ্রসর হইয়া যে দিবস সংগ্রাম করিতেছিলেন, মহম্মদ শা কতিপয় সৈন্য সাহিত্যে সেই রাত্রেই গুজরাট প্রস্থান করেন, তদ্দৃষ্টে মন্ত্রিরাও স্বরক্ষণার্থ বীরণ নগরে পলায়ন করিলেন, সুতরাং তৈমুর শূন্য নগরে প্রবেশ করিয়া

৪৪৭০।২

ক্রমিক	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৩০।২

প্রজার উপর পড়িলেন, নগর বাসিরা আপনং ধনাদি শত্রু গৃহীত এবং বনিতাদিগের অপ মান দেখিয়া আপনারাই স্বীয়২ স্ত্রী পুত্রাদি গকে হনন ও গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া অসি হস্তে শত্রু সেনার্ণবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিহত হইলেন, তৈমুর স্বীয় তাম্বু হইতে নগর দাহের অগ্নি শিখা যখন গগন স্পর্শ দেখিলেন তখন তাঁহার অবশিষ্ট সমু দয় সৈন্য ছাড়িয়া দিলেন, এই সৈন্য সমূহ এক নগরের উপর পতিত হইয়া কিপর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলেক তাহা বর্ণনাপেক্ষা অনুমান দ্বারা পাঠকবর্গের পরিষ্কার বোধগম্য হইতে পারে, এইরূপ ষোড়শদিন ব্যাপিয়া হয়,কথিত আছে যে উত্তর হিন্দস্থান লুঠের দ্বারা দুই শত বৎসরে যে ধন দিল্লী নগরে সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহা সমুদয় লুঠ করিয়া তৈমুর স্বদেশ প্রত্যাগমনোন্মুখ হইলেন, যেহেতু তাঁহার অভিপ্রায় সাম্রাজ্য গ্রহণ করা ছিল না, কেবল লুঠ করিয়া ধনাপহরণ, এবং গৌরব

৪৪৭০।২

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৪৭০।২

প্রকাশ মাত্র, সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে মিরাট নগরে গিয়া পড়িলেন, তাহা নষ্ট করিয়া হরিদ্বার হইয়া হিমালয় পার্শ্বস্থ সমুদয় দেশ ধ্বংস করিয়া সিন্ধু তটে আসিয়া মুলতান ও দেবলপুরে খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে তদুভয় দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে স্থাপিত করিয়া কাবলের পথে সমরকন্দে উপস্থিত হইলেন। এই মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় মুসলমান কর্ত্তারা ক্রমশ দিল্লী:তে আসিতে লাগিলেন, মহম্মদ আসিবার পূর্ব্ব তাঁহার প্রধান মন্ত্রী একবাল খাঁ ভগ্ন সিংহাসনে ভগ্ন পাইক লইয়া বাদশাহ হইয়া বসিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে মহম্মদ সুতরাং প্রস্থান করিয়া কান্য কুব্জের রাজস্ব দ্বারা তৃপ্ত থাকিতে বাধিত হন, তদবধি ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীন যে অত্যল্প প্রদেশ ছিল তাহা লইয়া আপ নারা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন, পরে একবাল খাঁ লোভাক্রান্ত হইয়া মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদার খিজির খাঁ যাহাকে

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৪৭০।২

তৈমুর স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া অতিশীঘ্র পরাভূত এবং নিহত হইলেন, এই সংবাদ মহম্মদ প্রাপ্তি মাত্র পুনরায় দিল্লী আসিয়া রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খিজির খাঁ কর্তৃক বিদ্রুত হইতে লাগিলেন, অর্থাৎ সে বারদ্বয় আক্রমণ করে কিন্তু মহম্মদ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার পর ৮১৬ হিজরি সনে জ্বর রোগগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন, অতএব তাঁহার রাজত্ব যদ্যপি ছিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ কখন সিংহাসন চ্যুত, কখন বা আরূঢ় তথাপি জীবিত................ ২০।২

দৌলত লোদী।—ইনি পাঠান জাতি পূর্ব্বে মুন্সীগিরি কর্ম্ম করিতেন, পরে২ অনেক সৎকর্ম্মের দ্বারা গত মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক উচ্চ পদস্থ অর্থাৎ আজিজ মমালিক উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছিলেন এইক্ষণে সেই প্রভুর মরণে মাহ মোহরম ৮১৬ হিজরি সনে দিল্লীর

৪৪৯০।৪

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৪৯০।৪
সিংহাসনে পাদ স্পর্শন করিলেন, কিন্তু তৎ কালে দিল্লীশ্বরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সকল প্রদেশীয় রাজারা স্বাধীন, তন্মধ্যে অতি নিকট জওনপুরের নবাবকে দমন করণে সম্রা টের গুরুতর উদ্যোগ ছিল, কিন্তু সুসিদ্ধ করিতে পারেন নাই, বরং জওনপুর স্থাপন কর্ত্তা যে প্রাগুক্ত খোয়াজা জোহেন, তাহার পুত্র ইব্রাহিমের প্রশংসা দ্বারা জওনপুর বিখ্যাত হইয়া দিল্লী প্রায় নির্ণাম হইয়াছিল। অপরদিগে পঞ্জাপের নবাব খিজির খাঁ অত্যন্ত প্রবল, এবং যুদ্ধাভিলাষী, তাহাতে অবশেষে সেই ব্যক্তিই তৃতীয়বার ষষ্টি সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া দিল্লীতে আগমন করিয়া ১৫ রবিউল উয়ল ৮১৭ হিজরি সনে দৌলতকে পরাজয় করিয়া ফিরোজার দুর্গে আবদ্ধ করেন এবং অল্প দিনের পর তিনি সেই কারাগারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন অতএব তাঁহার রাজত্ব	১।৩
	৪৪৯১।৭

ক্রমিক।	কল্যেগতাব্দাঃ
	৪৪৯১।৭

খিজির খাঁ—ইনি সৈয়দ জাতি অর্থাৎ পৈগম্বর মহম্মদ বংশীয়, ইঁহার পিতা শোলিমান দৌলতের পোষ্য পুত্র একজন ওমরাও মধ্যে গণ্য ছিলেন, ফিরোজ সাহার সময়ে মুলতান প্রদেশের শাসন কর্ত্তা হন, তাঁহার মরণের পর ইনি পিতৃ পদ প্রাপ্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে সারিং কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাড়িত হইয়াছিলেন, পরে যখন তৈমুর দিল্লীতে বিজয়ী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে তৎকর্ত্তৃক মুলতানের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে পুনঃস্থাপিত হন, অতিরিক্ত পঞ্চাপ ও দেবলপুর প্রাপ্ত হন, এই পদের প্রভাবে প্রভান্বিত হইয়া অধুনা হিন্দুস্থানের প্রধান সিংহাসনাধিকারী হইলেন, কিন্তু ইনি সম্রাটের প্রজা হইয়া রাজা হন, এজন্য দেশীয় লোকের হিংসা প্রবাহে পতিত হইলে পরিণামের অনিষ্টাশঙ্কায় স্বনামী না হইয়া তৈমুরের নামে মুদ্রা ও খোতবা প্রকাশ এবং ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ রাজকর স্বরূপ সমরকন্দে

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৪৯১।৭
প্রেরণ করত নিরুদ্বেগে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, উৎপাতের মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজারা অধীনতা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা তাহারদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কেবল জওনপুর, মালোয়া, খান্দেস, গুজরাট প্রভৃতি প্রধানদিগের শক্তি হ্রাস করিতে পারেন নাই, ইনি মিরাটের পথে পীড়িত হইয়া ৮২৪ হিজরি ১৭ জমাদু সানিতে কালাকর্ষিত হন, ইহাঁর মৃত্যুতে লোক খেদ করিয়াছিল, তাঁহার রাজত্ব	৭।৩
মুজাউদ্দিন আবুল ফাতে সুলতান মবারক সা—ইনি খিজির খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, পিতৃ মরণের দুই দিন পরে পিতৃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন, পিতার রাজত্বে দিল্লীর সীমা যে পর্য্যন্ত ছিল ইনি তদপেক্ষা বিস্তার করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ ইনি তৎসময়োপযুক্ত উগ্র ছিলেন না, বরং ক্রোধ অত্যল্প হেতুক পক্ষান্তরে মান্য ছিলেন, তাঁহার শাসনকালে পঞ্চাপ নিবাসি যশরথ খাঁ নামক এক	
	৪৪৯৮।১০

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৪৯৮।১০
দস্যু অনেক লোক একত্র করিয়া সাম্রাজ্যের এক শত্রু হইয়াছিল, তাহারদিগের প্রতিকার করিতে সর্ব্বদা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইত, দস্যুরা যখন২ রাজ সেনাকে রণস্থলে উপস্থিত দেখিত, তখন২ তাহারা পলাইয়া পর্ব্বতারণ্যে লুক্কায়িত হইত, এইরূপে কালক্ষেপ, ইঁহার মৃত্যু ব্যাপার ৮৩৭ হিজরি সনের ৯ রজব যমুনা তীরে নূতন স্থাপিত মবারকাবাদের নূতন মসজিদে গমন কালে মলক ফিরোজের কুমন্ত্রণাদিষ্ট কুচনুই ক্ষত্রিয়ের পৌত্র শ্রদ্ধাপালের অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে করবালাঘাতে আকালিক কালের করাল বদনে প্রবিষ্ট হইলেন, অত এব তাঁহার শাসনকাল।	১৩।৩
মহম্মদ।—ইনি খিজির খাঁর পৌত্র, পিতা মহ গতে মহারাজা হইয়া সরবরউল মলক নামক এক জন ওমরাও যিনি ইঁহার পিতা মহ মবারক সাহাকে হত্যাবিষয়ে লিপ্ত এবং স্বয়ং সাহনসাহ হইতে উচ্চাভিলাষী ছিলেন,	
	৪৫১২।১

ক্রমিক। | কল্যেগতাব্দাঃ

৪৫১২।১

তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী করিয়া আপনি তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেন, তথাচ উক্ত খাঁ সাহেবের উচ্চাভিলাষের ষড়্‌যন্ত্র বিধানে কুলীনদিগের ধনাপহরণ লোভে স্থির হইতে না পারিয়া প্রাচীন মন্ত্রি সকলকে দূর করিয়া আপন সঙ্গি কুলী খাঁ ও শ্রদ্ধাপাল প্রভৃতিকে রাজসভায় নিযুক্ত করিলেন. প্রাচীন সচিবেরা বহিষ্কৃত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তখন সরবর খাঁ গোপন সোপানে আক্রামকদিগের সহিত মিলিত হইলেন, মহম্মদ এব্যাপার জানিতে পারিয়া বিদ্রোহিদিগের সহিত সন্ধি করিয়া সরবর খাঁকে বিনাশ করিয়া কুলী খাঁকে প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া রাজঘাতিদিগের হস্তে সকল কর্ম্মের ভারার্পণ পুরঃসর স্বীয় পদ রক্ষা করিলেন, দেখুন কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের কর্ম্ম জিঘাংসা' দোষে সরবর খাঁ পাপাভিভূত হইয়া অচির কালের মধ্যেই ফল প্রাপ্ত হইলেন,তদনন্তর মহারাজ

৪৫১২।১

ক্রমিক।

পৈতৃক শক্র পর্ব্বতে লুক্কায়িত পঞ্চাপ নিবাসি যশরথ খাঁ দস্যুকে দমন করিয়া তাহার সর্ব্বস্বাপহরণানন্তর এক প্রকার স্থির হইয়াছিলেন কিন্তু তৎপরেই আফগান জাতীয় বিলোলী লোদী নামক এক ব্যক্তি মূলতান প্রদেশ আক্রমণ করিলে প্রথম যদিস্যাৎ মহারাজের সৈন্য দ্বারা পরাজিত হয় তথাপি পরে পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাম্রাজ্যের বিপক্ষে প্রবল শক্রর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে বার্ত্তিক দ্বারা কহিয়া পাঠায় যে যদি প্রধান মন্ত্রী কুলি খাঁকে মহারাজ হনন করেন তবে যুদ্ধ না করিয়া বরং অনুগত থাকিবেন, মহম্মদ তাহাই করিবাতে দেশীয় রাজারা তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করে এবং মালোয়ার অধিপতি সসৈন্যে যুদ্ধার্থে রণস্থলে উপস্থিত হয় তাহাতে মহম্মদ ভীত হইয়া বিলোলীর আনুকূল্য প্রার্থনা করিবাতে প্রথম অগ্রসর হইয়া অকৃত কার্য্য হইল, তদ্দৃষ্টে মহারাজ মালোয়ার

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৫১২।১

রাজার প্রার্থনা মত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইতিমধ্যে বিলোলী পুনরায় সুসজ্জীভূত হইয়া রণ স্থলে শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিবাতে শত্রুরা পরাঙ্মুখ হয়, কিন্তু উক্ত হিন্দু শত্রুর পরিবর্ত্তে বিলোলী স্বয়ং তদপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধ হইলেন যেহেতু তিনি এককালে সিংহাসন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় চারি মাস ক্রমিক দিল্লী নগর বেষ্টন করিয়াছিলেন কিন্তু রাজ সেনার শক্তি দুর করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন ৮৪৯ হিজরি সনে মহম্মদ রোগোপলক্ষে গত প্রাণ হন অতএব তাঁহার শাসন কাল .... ১১।০

আলাহবুদ্দীন—ইনি এই গত মহম্মদের পুত্র এবং পিতা অপেক্ষাও হীন বল, বিশেষ নির্ধন, দিল্লীর অধিকার কেবল নগরের পার্শ্বস্থ অল্প স্থানেই ছিল তাহার রাজকর যে যৎকিঞ্চিৎ তাহা যুদ্ধের ব্যয়ে গ্রাস করে, সুতরাং কোশ শূন্য, আলাহ যৎকালে সিংহাসনারূঢ় হন, তখন বিলোলীলোদী যাহার

৪৫২৩।১

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দাঃ ৪৫২৩।১

ব্যবহার উপরে মহম্মদের আখ্যানে লেখা গিয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতিরেক আর সমস্ত ওমরাওগণ আসিয়া শপথ করিয়াছিলেন, আলাহবুদ্দীন রাজ্য শাসনের ভার স্বীয় শ্যালক দ্বয়কে অর্পণ করিয়া আপনি বদাউনের উদ্যানের শোভা সন্দর্শনে নিযুক্ত হইলেন, এবং বিলোলী নানা প্রকার কল কৌশলের ভয় দেখাইতে লাগিল এই বিষয়ের মন্ত্রণা হেতুক মহারাজ আপন সচিবগণকে বদাউনে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিবাতে মন্ত্রিরা প্রতারণা পূর্ব্বক কহিলেন, যে সমুদয় গোলযোগের মূল প্রধান মন্ত্রী হামিদ, এই কথায় মহারাজ বিশ্বাস করিয়া হামিদকে নিধন করিবার আজ্ঞা দেন, এ সংবাদ হামিদ প্রাপ্ত হইয়া মনে বিচার করিলেন, যে অযোগ্য পাত্র নিকটে ভাল করিলেও মন্দ হয়, অতএব তৎক্ষণাৎ সপরিবার নগরাভ্যন্তর গিয়া বিলোলীকে পত্র লিখিলেন সে পত্র প্রাপ্তে বহু কালাবধি উচ্চাভিলাষী

কলেৰ্গতাব্দাঃ ৪৫২৩।১

ক্রমিক।

বিলোলী বিলক্ষণ সুসময় বিবেচনা করিয়া দিল্লী আসিয়া আপন পুত্রকে রাজ প্রকোষ্ঠে রাখিয়া আপনি দেবলপুরে গিয়া কতক গুলিন আফগানী সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং মহারাজ আলাহকে পত্র লিখিলেন যে তিনি মহারাজের অনুপস্থিতি হেতুক দিল্লী শাসন করিতেছেন, সে পত্রের উত্তর আলাহ এই লিখিলেন যে এব্যাপারে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন যেহেতুক বিলোলী তাহার পিতার কেব ভৃত্য ছিলেন এমত নহে বরং পালক পুত্র বলা যায়, অতএব বিলোলী জ্যেষ্ঠ তিনি কনিষ্ঠ, কিন্তু এক কথা এক্ষণে এই যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তক চ্ছেদন অথবা আহার রোধ না করিয়া উক্ত বদাউন নগর মহারাজের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দান করিয়া মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে রাখেন, এই লিপি প্রাপ্তি মাত্র বিলোলী লোদী হিন্দুস্থানের প্রধান রাজ ছত্র স্বীয় মস্তকোপরি সুশোভিত করিলেন, আলাহ

৪৫২৩।১

কলেগর্তাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৫২৩।১

বুদ্দীন সেই অবধি মৃত্যু কালপর্য্যন্ত অষ্টা বিংশতি বৎসর বদাউনের শাসন কর্ত্তার ন্যায় থাকিয়া কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার মরণে সৈয়দ রাজ বংশের লোপ হইল, আলাহবুদ্দীনের মহারাজ রূপে শাসন কাল কেবল .... ৮।০

শুল্‌তান বিলোলীলোদী—ইনি আফগান জাতি লোদী বংশীয় (লোদী আখ্যার হেতু পূর্ব্ব পারস্য এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে বাণিজ্য কারী) ফিরোজ শাহার রাজত্ব কালে এই বিলোলীর পিতামহ ইবরাহিম উচ্চ পদস্থ হন, এবং দিল্লী আসিয়া রাজপ্রসাদে মুল তান প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন, সেই ইবরাহিমের পঞ্চ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুল্‌তান নামা দিল্লীর মহারাজ খিজির খাঁর অনুগ্রহে সরহিন্দের শাসন কর্ত্তৃত্বে ইস্মাল খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন, দ্বিতীয় পুত্র কালা এই বিলোলীর পিতা, এক পরগনা জায়গীর ভোগী ছিলেন, তাঁহার বনিতা এক দিন

৪৫৩১।১

কলেগতাব্দাঃ
৪৪২৪।০

ক্রমিক।

দৈবাৎ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিতা হইয়া নিশ্বাস রুদ্ধা হইলেন, তৎকালে সম্পূর্ণ অন্তর্বত্নী ছিলেন, স্বামী অতিবেগে আসিয়া পেস কবজ দ্বারা উক্ত ভার্য্যার উদর বিদীর্ণ করিয়া জীবিত সন্তান উদ্ধৃত করেন এবং বিলোলী নাম রাখেন, তদনন্তর কালার বিনাশ হইলে বিলোলী তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত উক্ত শুলতান ইস্মালের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন, এবং শ্বশুরের পরলোক হইলে সেই বিষয় প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই বিলোলী দিল্লীর সাহন্সাহ রূপে সিংহাসনে উদিত হইয়া হামিদ খাঁকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন, কিছু দিন পরে উক্ত মন্ত্রির অতিশয় প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আপনি সিংহাসনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়া মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন, বিলোলী অতি সাহসিক যোদ্ধা ছিলেন, দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকার সমুদয় পৃথক্ এবং পরাধীন দৃষ্টে অসন্তোষ চিত্ত এবং পুনঃ সংলগ্ন করিতে যত্নশীল হইলেন, কিন্তু

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৫৩১।১

ক্রমিক।

কতিপয় ক্ষুদ্র রাজা ব্যতীত প্রধান স্থানস্থ দিগের স্বাধীনতা দুর করিতে পারেন নাই, সেই প্রধানদিগের ইতিহাস এক্ষণে বরং সুশ্রাব্য, কিন্তু সমুদয় লিখিতে অতিবিস্তার হয়, তথাচ কিঞ্চিৎ সংক্ষেপএই যে মালোয়া দেশের শুল্‌তান দিলওয়ারের পুত্র হুসং তৎ কালে বলবান্ রাজা এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছিলেন তাঁহার এবং গুজরাটের বাদশাহ্ মুজঃফরের মধ্যে বিরোধ এবং নানা স্থানে নানা সংগ্রাম হইতেছিল, তৎকালে হুসং একবার উড়িষ্যা লুঠ করিয়াছিলেন। চিতোরার হিন্দু রাজা কুম্ভ নামে স্বাধীন, তাঁহার খ্যাতি দূর বিস্তৃতা ছিল এবং তিনি শিল্প বিদ্যা দ্বারা অপূর্ব্ব দুর্গ এবং উত্তম২ অট্টালিকা ও জয় সূচক স্তম্ভ দ্বারা স্বদেশ সুশোভিত করিয়াছিলেন, গুজরাটের মুজফর খাঁর পৌত্র মহম্মদ মহা বীর্য্যবান্ এবং লব্ধ খ্যাতি ছিলেন, তিনি দক্ষিণ দেশে ভীষণ সংগ্রাম জয়ী হইয়া মাহিম নামক উপদ্বীপে বোম্বাই নগর

কলের্গতাব্দঃ
৪৫৩১।১

ক্রমিক।

স্থাপিত করিয়াছিলেন, সে স্থানে ইউরোপ দেশীয় বাণিজ্যকারিরা তৎকালে আসিয়া বাণিজ্য করিত। পূর্ব্ব দেশে জওনপুরে মহম্মদ নামে বাদশাহ এমত ঐশ্বর্য্য এবং পরাক্রমশালী ছিলেন, যে তদ্দ্বারা দিল্লীর জ্যোতি আচ্ছাদন হইয়াছিল, সে স্থান দিল্লীর অতি নিকট প্রযুক্ত মহারাজ বিলোলীর চক্ষুঃশূল হইয়া তাঁহার সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, জওনপুরাধিপ মহম্মদের মৃত্যুর পর তস্য পুত্র হুসিসন খাঁ সিংহাসনারূঢ় কালে বিলোলীর দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ চারি বৎসরের নিমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট কাল স্থায়ি সন্ধি করেন, তাহার পর পুন যুদ্ধ এবং অচিরস্থায়ি সন্ধি বারম্বার হয় এইরূপে অষ্টাবিংশতি বৎসর ব্যাপিয়া জওনপুরের শক্তি অটল ছিল, তাহার পর সাহন্সাহ আলাহবুদ্দীনের মৃত্যু হইলে বিলোলীর দত্ত বদাউন নগর হুসিসন খাঁ বলপূর্ব্বক অধিকার করাতে সাহস বৃদ্ধি

হইয়া রাজ্য লুণ্ঠন করিতে২ দিল্লী নগরাভ্যন্তরে উপস্থিত হইলে বিলোলী সংত্রস্ত হইয়া হুসিসন খাঁর সহিত এক চিরস্থায়ি সন্ধি করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে আর অস্মদুভয়ে বিবঁদমান না থাকিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতট স্থিত ভূপ্রদেশ জওনপুরের আর পশ্চিম দিল্লীর অধিকার থাকুক এবম্প্রকারে বিরোধ শান্তি করত নিশ্চিন্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হুসিসন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে পথে অনায়ত্ত স্থানে অপ্রত্যাশিত রূপে বিলোলী পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করত পরাভব করিলে পুনরাহবানল জাজ্জ্বল্যমান হইয়া নানা স্থানে বহুবিধ উভয় পক্ষীয় অশান্ত দুর্দান্ত সেনানিচয় অবিশ্রান্ত ভীষণ সংগ্রামে সহস্র২ ব্যক্তি কৃতান্তাক্রান্ত হইলেও বিলোলীর বিশ্বাস ঘাতকতা হুসিসনের হৃদয়ে দীপ্তিমান্ থাকাতে নিয়ত সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যে ক্ষান্ত ছিলেন না, পরিশেষে যখন বিলোলী অসংখ্যক পরাক্রান্ত

ক্রমিক। কলেগতাব্দাঃ ৪৫৩১।১

সেনা সহকারে অতিবল পূর্ব্বক জয় করিতেং পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন ও নানা স্থানী করিল, তখন হুসিসনকে দেশ ত্যাগী হইয়া পলায়িত হইতে হইয়াছিল, এবম্প্রকারে অশীতি বৎসরের পর জওনপুর নগর দিল্লী সাম্রাজ্যে পুনঃ সংলগ্ন হয়, তদনন্তর বিলোলীলোদী স্বীয় জীর্ণাবস্থা পরিজ্ঞানে ভবিষ্যতে দায়াদেরা বিবদমান না হয় তজ্জন্য রাজ্য বিভাগ করিয়া পুত্রগণকে প্রদান করত হিজরি ৮৯৪ সালে মালালি দেশের সিকিৎ পরগনায় এতন্মায়াময় দেহ ত্যাগ করেন অতএব তাঁহার রাজ্য শাসন কাল .... ৩৮।৮।৭

সেকন্দর লোদী—ইনি গত বিহোলল লোদীর জ্যেষ্ঠ তনয় জ্যেষ্ঠ ভাগ প্রধান সিংহাসনোপবেশন করণোন্মুখেই স্বর্ণকার কন্যা গর্ব্ভজাত বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, কিন্তু ইনি বলপূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করত

কলেগতাব্দাঃ
৪৫৬৯।১০

ক্রমিক।

ভ্রাতারা যে২ প্রদেশ স্বীয়২ অংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহারদিগকে অনধিকারী করণ পুরঃসর সাম্রাজ্য পুনশ্চ বিস্তার করিলেন, তন্মধ্যে মবারক নামে ভ্রাতা আপন অংশে জওনপুর প্রাপ্ত হইয়া অনেক যুদ্ধের পর যদিস্যাৎ পরাজিত হউন, তথাপি পরিণামে সেকন্দর দ্বারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়াধিকারে সংস্থাপিত ছিলেন, কিন্তু জওনপুরের পূর্ব্বাধিকারী হুসিসন যিনি তৎপিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়িত ছিলেন, তিনি বেহার অধিকার করিয়া অবশিষ্ট পৈতৃক সম্পূর্ণ রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত্যর্থে যত্নশীল হইল মহারাজ সেকন্দরের এক লক্ষ কটক জওনপুরের সহিত সমবেত হওয়াতে মবারক পুষ্টাঙ্গ হইয়া বিপক্ষ প্রতি ধাবিত হইলে হুসিসন পুনশ্চ নির্জ্জিত হইয়া পলায়ন পুরঃসর বঙ্গ দেশে আশ্রয় প্রাপ্ত হওত প্রচ্ছন্নরূপে বাস এবং তদবস্থায় অনিত্য দেহ ত্যাগ করেন, সেকন্দর হিজরি ৯০৭

৪৫৬৯।১০

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ
	৪৫৬৯।১০
সালে আগরায় প্রধান প্রকোষ্ঠ করিয়া শাসন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশার মধ্যে অনেক বৎসর যুদ্ধে ক্ষেপ হইয়াছিল, কিন্তু যে২ প্রদেশ ইতিপূর্ব্ব দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল চন্দরি প্রদেশ পুনরধিকার করণে সুসিদ্ধ, এবং চণ্ডালগড়ে পঞ্চ গোত্রীয় রাজা ও পাটনার সালিবাহন রাজা সহিত কাশীতে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন, আর সর্ব্বত্র প্রজা পীড়ন মাত্র, এ মহারাজও হিন্দু পক্ষে পীড়া প্রদায়ক মধ্যে গণনীয়, যেহেতু ইনি দেবালয় প্রাপ্তিমাত্র সমভূমি করত তদিষ্টকাদি দ্বারা মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্যে তৎপর ছিলেন, তদ্রূপে যমুনা পুলিনে মথুরায় এক বৃহদ্ঘা পার হয়, ইনি কোন হিন্দুকে গঙ্গা স্নান করিতে দিতেন না, এবং তীর্থ যাত্রিকে যে নাপিত ক্ষৌর করিত সে দণ্ডার্হ হইত, ইহাঁর মৃত্যু হিজরি ৯২৩ সালে রোগোপলক্ষে হয়	
অতএব শাসন কাল	২৮।৫
	৪৫৯৮।৩

ক্রমিক।

ইবরাহিম—ইনি সেকন্দর লোদীর পুত্র ৯২২ হিজরিসনে পিতৃ বর্ত্তমানতায় সিংহা সনারূঢ় হন, ইহাঁর চরিত্র পিতৃপিতামহ হইতে বিভিন্ন কহা যায় যেহেতু ইনি অত্যন্ত অহ স্কৃত সম্পাদ্ মদগর্ব্বিত হইয়া প্রকাশ্যে প্রকাশ করিতেন যে রাজার কুটুম্ব কেহ নহে, সক লেই কিঙ্কর, এবম্বিধায় লোদী বংশীয় মহান্ ব্যক্তি যাঁহারা রাজ সভায় উপবেশনে আজ্ঞপ্ত ছিলেন, তাঁহারদিগকে করপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে কহেন, তদ্ধেতু তাঁহারা বিরক্ত হইয়া গোপন সোপানে সম্রাটের শত্রু হইলেন, এই সংবাদ মোগল জাতি যুদ্ধ বিশারদ সাহ বাবর পরিজ্ঞাত হইয়া সুসময় জ্ঞানে হিন্দুস্থান প্রাপণের প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়া জল পথে এতদ্দেশে আগমন করিলেন, এবং তাঁহার বারম্বার আক্রমণের শেষ পঞ্চম বার হিজরি ৯৩২ সনে রণদক্ষ পঞ্চদশ সহস্র হয়ারোহি সৈন্য সাহিত্যে যখন পানিপত দেশের তেপান্তরে রণস্থল ও শিবির স্থাপিত

কলেৰ্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৫৯৮।৩

করিলেন তখন ইবরাহিম প্রবল পরাক্রমের সহিত সসৈন্যে রণস্থলে অরিসম্মুখবর্ত্তী হইয়া তুমুল যুদ্ধ করেন, কথিত যে এতদ্যুদ্ধে উভয় পক্ষে ত্রিংশৎ সহস্র সেনা বিদ্বস্ত হওনা নন্তর দৌর্ভাগ্য বশত মহারাজ স্বয়ংরণশায়ী হইলে নায়ক শূন্য রাজসেনারা পরাজিত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, ইবরাহিমের পতনে আফগানীয় লোদী বংশের রাজত্ব লুপ্ত হইয়া তৈমুর বংশীয় মোগল দিল্লী সিংহাসনোপরি দ্বিতীয় বার উদিত হইলেন অতএব ইবরাহিমের শাসন কাল ৭.০

সাহবাবর—ইহাঁর বংশাবলী এই যে তৈমুর বেগের পুত্র মীর সাহা, তস্যপুত্র মহম্মদ, তস্যপুত্র আবুসৈয়দ, আবুসৈয়দের কোন মতে একাদশ সন্তান, মতান্তরে পঞ্চদশ, তন্মধ্যে পুত্র চতুষ্টয় রাজপরাক্রম বিশিষ্ট হন অর্থাৎ আলী কাবলের রাজা, অহম্মদ সমরকন্দাধিপ, মহম্মদ খান্দ্রজের নৃপতি এবং অমর ইন্দিজা ও ফরগনাতে ভূ

৪৬০৫।৩

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৬০৫।৩

ক্রমিক।

পাল, উক্ত চারি সহোদরেরা মোগল স্থানের ইউনস বাদশাহের কন্যা চতুষ্টয় সহিত পরিণয় করেন, তন্মধ্যে কাতিক নেগার নাম্নী কন্যাকে অমর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন. এই কাতিক নেগার গর্ব্ভে অমর ঔরসে হিজরি ৮৮৮ সনে বাবর জন্ম পরিগ্রহ করেন, এবং ইনি দ্বাদশ বর্ষবয়ঃক্রমে ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত ও সর্ব্বগুণোপেত এবং বীর্য্যবান্ রূপে প্রকাশ পাইলেন যে তস্য জনক তাঁহাকে তৎকালেই ইণ্ডজের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভারার্পণ করেন, তদনন্তর অমর বৈরি হস্তে নিহত হইলে ইনি পিতার অর্জ্জিত উভয় রাজ্যের অধিকারী হওত বিশ্বাস রক্ষক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে জহিরুদ্দিন বাবর উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সাহনসা হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড ধারণ করিলেন, তাঁহার নিকট তদ্বংশাবতংস তৈমুর বিরচিত এক রাজনীতি গ্রন্থ ছিল তাহাতে বিধিবদ্রূপে এই লিখিত যে কোন রাজা কোন দেশ জয়

৪৬০৫।৩

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ
	৪৬৩৫।৩

করিলে তদ্দেশের পূর্ব্বাধিকারিকে রাজ্যচ্যুত করিবেনা, আর প্রজামধ্যে বৃদ্ধগণকে পিতা জ্ঞান করিবে, যুবা সকলকে ভ্রাতা, বালক বৃন্দকে পুত্র, প্রাচীনা নারী সমস্ত মাতৃবৎ, যুবতী ভগিনীতুল্যা এবং বালিকাবলীকে কন্যা বাৎসল্য করিবেক, ধনাঢ্য জনের ধন সম্পত্তি স্বসম্পত্তির ন্যায় রক্ষা আর নির্দ্ধনির দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইবে, পণ্ডিত গুণি জ্ঞানি গণকে সর্ব্বদা সম্মান করিবে। সাহবাবর রাজ্য প্রাপ্তিমাত্র রাজনিলয়ে যে সমস্ত ধন মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিল তৎসমুদয় উদ্ধারকরণানন্তর মক্কা, মদীনা, সমর কন্দ এবাক, বোখারা, খোরাসান, কাশ্মীর, বদ সফা এবং কাবল প্রভৃতি স্থানের স্বজনা মাত্য এবং বুভুক্ষিত উদাসীন দীন গণকে দান করিলেন, এবং দিল্লীর সচিব ও সেনা নিচয়কে পুরস্কার করিলেন, হিন্দস্থানে আর তাঁহার আহব বার্ত্তা দেখা যায়না, কেবল ফতেপুরে বিজয়ী হইয়া হিজরি ৯৩৬ সালে

ক্রমিক। | কলেগতাব্দাঃ ৪৬০৫।৩

রোগাক্রান্ত হইয়া আগরায় কৃতান্তাক্রান্ত হইলে তাঁহার শরীর কাবল নগর লইয়া গিয়া সমাধি হইয়াছিল, ইনি স্বদেশে দীর্ঘ কাল অর্থাৎ ১২ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজা হইয়া অষ্টাত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত অনেকানেক যুদ্ধ বিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ শাসন দিল্লীতে কেবল .... ৫। ৫

হুমাউ—ইনি বাবরের পুত্র পিতা মুমূর্ষ কালে কালঞ্জরের দুর্গ বেষ্টনে ছিলেন, সোমবার ৫ জমাদু ৯৩৭ হিজরিসনে পিতৃ রাজ্যে রাজ্যাধিকারী হইয়া নসরুদ্দিন মহম্মদ উপাধি ধারণ করিলেন, ইনি অতি জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন, সাতটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সাত নক্ষত্রের নামে তাহারদের নাম রাখিয়া নক্ষত্রের সঞ্চারানুসারে ক্রমশ তন্নাম বিশিষ্ট গৃহে রাজসভা করিতেন, এবং সে সমস্ত গৃহের গৃহভূষা ও ভৃত্য এবং সচিব গণের পরিচ্ছদ নক্ষত্রগণের যে বর্ণ শাস্ত্রে কথিত তদনুযায়ী হইত, এবং সেই নক্ষত্রের

ক্রমিক ।

কলের্গতাব্দাঃ
৪৬১০।৮

ফলানুসারে গৃহ বিশেষে কর্ম্ম বিশেষ নিষ্পন্ন হইত যথা সোম নামক গৃহে ভিন্ন দেশীয় রাজ দূতের সহিত ও কবিদিগের সহিত আলাপ হইত, বৃহস্পতি নামক গৃহে যোদ্ধা ও বিচারপতিগণের বিজ্ঞাপনাদি শ্রবণ হইত ইত্যাদি, কিন্তু বিশেষ গুরুতর প্রয়োজনে ব্যবস্থান্তর ছিল, ইনি রাজ সিংহাসনে কৃচিৎ উপবিষ্ট থাকিতেন, তাঁহার শাসন কালে আর কোন যুদ্ধ বার্ত্তা দেখা যায় না কেবল সের খাঁ নামক এক দুর্ব্বৃত্ত যাহার পরিচয় পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি বিদ্রোহিতাচরণ আরম্ভ করিলে তাহাকে দমন করিতে মহারাজের অন্য ভ্রাতারা সহযোগী না হইয়া বরং প্রত্যেকেই একদা এরূপ বিচার করিতে লাগিলেন, যে মহারাজের পতনে তাঁহারা প্রধান সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবম্বিধায় কামরণ নামে ভ্রাতা জিগীষাযুক্ত হইয়া আগরার সিংহাসনে স্বতন্ত্র হইলেন, হিরদান নামে অপর সহোদর পঞ্চ সহস্র

৪৬১০।৮

হয়ারোহি সেনা সাহিত্যে প্রস্থান করিলেন, হিজরি ৯৪৭ সালে যখন মহারাজ পূর্ব্ব দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমতসময়ে সের এক প্রতারণা দ্বারা তাঁহাকে আহবে পরাভব করেন, সের খাঁর প্রতিকারার্থ মহা রাজ নানা স্থানীয় সপক্ষ এবং ভ্রাতৃগণের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই অগ্রসর হয় নাই, এমতে নিরুপায় হইয়া হিন্দুস্থান হইতে প্রস্থান করত অমর কোট অভিমুখে ধাবমান কালে পথিমধ্যে ৫ রজব ৯৪৯ হিজরি হামিদা নাম্নী রাজ্ঞীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া আকবর নামে পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, তৎকালেও বিকার দ্বারা তাড়িত হইয়া খান্দহার উপস্থিত হইয়া আসকর নামে ভ্রাতার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি সাহায্য পরিবর্ত্তে আক্রমণের চেষ্টা করেন, মহারাজ সুতরাং জয় প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইয়া ঘোর বিপদ গ্রস্ত শিশু আকবরকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করত

৪৬১০।৮

	কলেৰ্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৬১০।৮
যুদ্ধাবশিষ্ট ২২ দ্বাবিংশতি অশ্বারোহি ও মেরিয়ম নাম্নী মহিষী এবং বৈরাম. নামক মন্ত্রি সমভিব্যাহারে শোক সন্তপ্ত ও দুঃখে বিকলাঙ্গ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত অতিবেগে খোরাসান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, এদিগে আসকর মহারাজের সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক তৎপ্রত্যুপকার স্বরূপ দয়া প্রকাশের মধ্যে এই করেন যে শিশু আকবরকে হনন না করিয়া খান্দহারে রাজ বাটীতে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন, হুমাউ ভ্রাতাদিগের চরিত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পারস দেশের বাদশাহের শরণাগত হইলেন। এই ক্ষণে আর হুমাউ বাদশাহের ইতিহাস প্রয়োজন নাই, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক অতএব এ যাত্রা তাঁহার রাজ শাসনের কাল	১২।০
সেরসাহা—ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ, জনকের নাম হুসেন, শূরবংশীয় আফগানি রোহ যৎকালে বিলোলী লোদী দিল্লীর সিংহাসনস্থ ছিলেন, সেই সময়ে ফরিদের পিতা-	

কলেগর্তাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৬২২।৮

মহ ইব্রাহিম দিল্লী আসিয়া সৈন্য মধ্যে ব্যাপ্যবৃত্ত এক পদাতিক মাত্র ছিলেন, তদনন্তর বিলোলীর পুত্র সেকন্দরের রাজত্বকালে জমাল নামক সেনাপতি যখন জওনপুর শাসনার্থ প্রেরিত হন, সেই সমভিব্যাহারে উক্ত ইব্রাহিমের পুত্র হুসেন থাকিয়া পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হেতু পঞ্চশত হয়ারোহির অধীশ্বরত্বে বৃতী হইয়া সাহসরাম পরগনা জায়গীর ও বাস স্থান জন্য তন্মধ্যে অচলোপরি দুর্লঙ্ঘ্য রোহতাসগড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন. উক্ত হুসেনের পুত্রদ্বয় মধ্যে প্রকৃত পত্নী গর্ব্ভজাত জ্যেষ্ঠ নেজাম আর অবিবাহিত রমণী উদরে কনিষ্ঠ ফরিদ, হুসেনের অবর্ত্তামানতায় উভয় ভ্রাতৃ মধ্যে দায় বিভাগ সম্বন্ধে অনেক বিবাদ হইয়া পরিশেষে নেজাম দূরীকৃত হইলে ফরিদ যাবদীয় বিষয় লাভ করেন, এই লাভের মূলীভূত পীর খাঁ যিনি বেহার প্রদেশের এক স্বাধীন রাজা হইয়াছি

৪৬২২।৮

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ
	৪৬২২।৮

লেন, ফরিদ উক্ত পীর খাঁর সাম্রাজ্যে বেতন ভোগী থাকাতে এক দিবস মৃগয়া করিতে সমভিব্যাহারে গিয়া এক খড়্গাঘাতে এক শার্দ্দূল চ্ছেদন করিবাতে পীর সন্তুষ্ট হইয়া ফরিদের উপাধি সের খাঁ রাখেন এবং এই স্থলে কর্কটী বা অশ্বতরের গর্ত্ত গ্রহণবৎ পীর বিশ্বাস করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা নিকটে উপস্থাপন করিবাতে সের খাঁ কোন সুযোগে কৌশলে গুপ্তাঘাতে প্রভুঘাতন দ্বারা বেহারের আধিপত্য গ্রহণ করণানন্তর তাঁহার বঞ্চনা বিদ্যার অদ্বিতীয় রূপ পারদর্শিতায় বিপুল ঐশ্বর্য্য ও প্রচুর সৈন্য পরিবেষ্টিত প্রবল পরাক্রান্ত রূপে হুমাউকে কৌশলে পদচ্যুত করত সেরসাহা উপাধি গ্রহণ পুরঃসর দিল্লীর সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতে লাগিলেন, তদনন্তর হুমাউর ভ্রাতারা তাঁহারদিগের পূর্ব্ব প্রত্যাশার বিপরীত ফল সন্দর্শন করিলেন, অর্থাৎ সেরসাহা ক্রমশ তত্তাবৎকে দূর করিয়া বাহুবলে পশ্চিম অটক অবধি আস

ক্রমিক।

মুদ্র কটক পর্য্যন্ত জয় পতাকা স্থাপিত করত প্রচণ্ডা খণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন, কথিত আছে তাঁহার শাসনে তৎকালে দস্যুতা ও চৌর্য্য তস্করী ব্যাপার রাজ্য হইতে একদা বিদায় লইয়াছিল, সের সাহার সংকীর্ত্তি কনৌজ নগর সমভূমি করিয়া সেরগড় স্থাপন, সমসাবাদ ভগ্ন করিয়া রশুলপুর, দিল্লার কিয়দংশ উচ্ছিন্ন করিয়া ফিরোজাবাদ করেন, অপর স্থানেং দ্বাদশ দুর্গ, পথিক নিমিত্ত অনেক সরাই, কূপ, ও প্রকাশ্য মার্গ, তৎপার্শ্বে দ্রুমাবলি রোপণ করত সুদৃশ্য ও সুখজনক করেন, আর স্থানেং অতিথি সেবার পারিপাট্য তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত রাখিয়া বুভুক্ষু পথিক গণকে পক্বান্ন দান করিতেন, সের সাহা আসন্নকালে মালোয়া দেশ জয় করিয়া কালিঞ্জরের দুর্গ ধ্বংস করিবার উদ্যোগে শুড়ঙ্গ খনন করিয়া ভূমধ্যে আগ্নেয় বস্ত্র প্রপূরিত করিয়া স্বয়ং হুতাশন প্রদানে

কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৬২২।৮

ক্রমিক।

ভীষণ নিঃস্বনে সমীরণ বেগে ভূবি দীর্ণা হইয়া কালানল সদৃশ অগ্নি রাশি নিঃসৃত হওত দুর্গের ভিত্তি প্রস্তর খণ্ড এবং শত২ সেনাগণের পাণি পাদ মস্তক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড২ করিয়া প্রচণ্ডবেগে নানাদিগে নিঃক্ষিপ্ত হওত তদাঘাতে ও সেই ভয়ঙ্কর শব্দে দূরস্থ সৈন্যগণ চূর্ণ কম্পিতাঙ্গ মুর্চ্ছাপন্ন ও মহা শব্দে আলোকাকীর্ণ রণ ভূমি দর্শনে গজ বাজি সমূহ বৃংহণ হেষণ শব্দে দিগ্বিদিক্ পবন বেগে ধাবিত ও তৎপদাঘাতে অনেকা নেককে চূর্ণায়মান এবং একদা ধূমপুঞ্জ দিগ ধ্বান্ত হইল, এই কালে উক্ত দুর্গের সহিত মহারাজ ও ১২ রবিউল ঔয়ল ৯৫২ হিজরি তে ভস্মসাৎ হইয়া অপূর্ণ মনোরথের সহিত অকালে কাল গ্রাসিত. হইলেন, অতএব তাঁহার জীবদ্দশায় ১৫ পঞ্চদশ বৎসর যোদ্ধৃ রূপে এবং দিল্লীর সাহন্সাহ রূপে .... ৫।•

সলীম—ইনি সের সাহার কনিষ্ঠ পুত্র, জ্যেষ্ঠ আদিল দূরস্থিত প্রযুক্ত মন্ত্রিগণের

কলের্গতব্দাঃ
৪৬২৭।৮

ক্রমিক।

মন্ত্রণাদিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠই রাজচিহ্ন গ্রহণ করত জ্যেষ্ঠকে পত্র লিখিলেন যে পিতা অকস্মাৎ স্বর্গগত হওয়াতে সাম্রাজ্যের গোলযোগাশঙ্কায়, সৈন্যাধ্যক্ষবৎ দেশ রক্ষা করিতেছেন, আদিল এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আগরা রাজধানীতে আগমন করিয়া ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করত আপনি রাজা হইবেন না স্বীকার করিলেন, তথাচ সলীম সন্দেহক্রমে ভ্রাতাকে কারাবৃত করিবার চেষ্টা করিবাতে বিরোধ এবং যুদ্ধোপস্থিত হইয়া দুরদৃষ্ট ক্রমে আদিল ভগ্ন হওত পাটনায় গিয়া প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিলেন, সলীম গোয়ালিয়রে সিংহাসন স্থাপন করত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শাসনকালে আর কোন বিশেষ ইতিহাস নাই, কেবল শেখ আলি নামক একব্যক্তি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে প্রচার করত দেশময় ঘোষণা দিলেন, যে তিনি ইমাম মেহন্দী অবতার, পৈগম্বর মহম্ম

৪৬২৭।৮

চ ১

কলেৰ্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৬২৭।৮

দের প্রকাশিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তে এক অভিনব ধর্ম্মপথ প্রচলিত করিবেন, হিজরি ৯৬০ সালে সলীম রোগাক্রান্ত হইয়া শমনাক্রান্ত হন, তাঁহার রাজত্ব .... ৯।০

ফিরোজ—ইনি সলীমের পুত্র, দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শূর বংশীয় সচিবগণের প্রযত্নে গোয়ালিয়র সিংহাসনে পিতৃ সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকারী হইলেন কিন্তু ত্রিরাত্র যাপন করিতে নাকরিতে মবারক নামে সেরসাহার ভাগিনেয় নেজাম শূরের পুত্র সলীমের শ্যালক ফিরোজের মাতুল রাজ্যধন লোভে লোলুপ চিত্ত হইয়া মহাকোপে এক করবালা ঘাতে শিশুরাজ ফিরোজের শিরশ্ছেদন করিলেক, অতএব তাঁহার রাজ্য ০

মহম্মদ আদিল—ইহাঁর পরিচয় উপরে ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃত নাম মবারক শিশুরাজ ঘাতী, এইক্ষণে মহম্মদ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন, ইনি বিদ্যাহীন প্রযুক্ত রাজসভাস্থ বুধগণের দ্বেষ্টা

৪৬৩৬।৮

ক্রমিক। কলেৰ্গতাব্দাঃ

৬৫ ৪৬৩৬।৮

কিন্তু মহাধনুষ্মান্, সর্ব্বদা সেই আমোদে আমোদিত, শর সমূহের পশ্চাদ্ভাগ সুবর্ণ মণ্ডিত করত লোকারণ্য মধ্যে নিঃক্ষেপ করিতেন, দরিদ্রলোক তাহা লুণ্ঠন করিত, এতদ্রূপে অচির কালে রাজকোষ ক্ষয় করিয়াছিলেন, ইনি কি কুক্ষণে হিং ৯৫১ সালে স্বীয় ভগিনীপতি ইবরাহিমকে আক্রমণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন যে তাহাতে সেব্যক্তি পলাইয়া আপন পিতা গাজির সহিত বেয়ানায় মিলিত হইয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করত দিল্লী ও আগরা আয়ত্ত করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে নাহইতে অন্য এক প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মহম্মদ নামা সের সাহার অপর ভাগিনেয় এবং মহম্মদ আদিলের শ্যালক দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহি সেনার সহিত বেগে ধাবিত হইয়া পঞ্জাপ প্রভৃতি দেশ অধিকার করত প্রধান সিংহাসনের প্রতি লক্ষ করিলেক এবং আপন উপাধি সেকন্দর সাহা প্রচার

৪৬৩৬।৮

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ
	৪৬৩৬।৮

করিলেক, ইতিমধ্যে পঞ্চাপাঞ্চলে মোগলের উপদ্রব শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ উত্তরাভিমুখে বেগে ধাবমান হইলে এদিগে হাইমোর নামক মহম্মদের মন্ত্রী দিল্লী আগরা অধিকার করিয়া সাহন্‌সাহ্ হইলেন, অতএব এইক্ষণে এবিশৃঙ্খল বর্ণনাপেক্ষা হুমাউন যিনি সেরখাঁর উপদ্রবে সন্তপ্তহইয়া পারস গমন করিয়াছিলেন তাঁহার ইতিহাস প্রকাশ করা উচিত অতএব দিল্লীতে নানারাজার গোলযোগ ....

হুমাউন—দ্বিতীয়বার।—ইনি হিন্দুস্থানে নির্জিত হইয়া হিং ৯৪৯ সালে পারস দেশীয় রাজা তামাম্প সমীপে উপস্থিত হইয়া এক সন্ধি পত্র নির্ব্বন্ধ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে কাবল ও খান্দাহার পারস সাম্রাজ্যে সংলগ্ন হইবেক, তদ্বিনিময়ে পারস্যাধিপ সুশিক্ষিত সৈন্য দিবেন, এবম্প্রকারে মহারাজ হুমাউন দশ সহস্র গৌরবর্ণ রণদক্ষ অশ্বারোহি সৈন্য লব্ধহইয়া হিং ৯৫২ সালে আদৌ ৩।০

৪৬৩৯।৮

ক্রমিক	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৬৩৯।৮

তাঁহার ভ্রাতা কামরণকে অভিমর্ষণ পূর্ব্বক খান্দাহারে স্বশক্তি স্থাপনানন্তর ১০ রমজান বাসরে কাবল প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় পুত্র আকবর এবং তদ্ধার্ত্তধারিণী বেগমকে প্রাপ্তহইয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন আনন্দ পাথোধি বিপ্লব হওত নেত্রদ্বারা অজস্র বিপুল পুলকধারা পতিত হওয়াতে সাংসারিক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করেন, তৎকালে আকবরের বয়ঃক্রম চারিবৎসর হইয়াছিল, তদনন্তর হিং ৯৬২ সনে হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া লাহোর এবং সিন্ধুদেশে জয় পতাকা স্থাপিত করিলেন, ঐ বৎসরের রমজান মাসে দিল্লীস্থ লোক প্রধান সিংহাসনোপরি হুমাউন বাদশাহকে দ্বিতীয়বার উপবিষ্ট দেখিলেন, তৎপর বৎসর অর্থাৎ হিং ৯৬৩ সালের ৭ রবিউল ঔয়ল সন্ধ্যাসময়ে রাজ প্রকোষ্ঠের সোপান হইতে পতিত হইয়া ১১ বাসরে তাঁহার প্রাণ বিহঙ্গম দেহ পিঞ্জর হইতে উড্ডীয়মান হইলে তচ্ছরীর যমুনা পুলিনে সমাধি হইল তাঁহার

	কলের্গতাব্দা
ক্রমিক।	৪৬৩৯।৮
বয়ঃক্রম ৫১ এক পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ এবং কাবলের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বসুদ্ধা ২৫ পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজ্যভোগ করেন, তাহাতে দিল্লীর মহারাজরূপে পূর্ব্ব কল্পে দ্বাদশবৎসর অঙ্কিত হইয়াছে, এবার	২।•
আকবর সাহ—ইনি হুমাউনের পুত্র ত্রয়োদশবৎসর নয়মাস বয়ঃপ্রাপ্তে ২ রবি উসানী ৯৬৩ হিজরিসনে পঞ্চাপ হইতে দিল্লীর পথে কালানোর নগরে পিতৃরাজ্যে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এবং বএরাম যিনি হুমাউনের সহিত ২২ অশ্বারোহি সমভিব্যাহারে খোরাসান প্রস্থানকালে ছিলেন, তিনি প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযোজিত হইয়া খান্ খানা উপাধি বিশিষ্ট পুনরায় নূতন হইলেন এবং আক্বর শিশু হেতুক যাবদীয় রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। কালাত্যয়ে আক্বর অসীম সৌভাগ্য সহকারে সমর বিজয়ী লক্ষ্মী প্রসাদাৎ ধনে মানে	
	৪৬৪১।৮

ক্রমিক। | কলেৰ্গতাব্দাঃ
৪৬৪১।৮

বৰ্দ্ধিষ্ণু মহাধনুৰ্দ্ধর ও শৌর্য্য বীর্য্যবন্ত রূপে বিখ্যাত হইয়া পঞ্জাপ, গুজরাট, দেকান, হিন্দুস্থান, এবং বঙ্গ প্রভৃতি একাদশ সুবার অদ্বিতীয় একচ্ছত্রিরূপে রাজত্ব এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পরমসুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন, আকবর সাহার কীৰ্ত্তির এক ইতিহাস ইনসা আবল ফজল নামে পুস্তক আছে সে গ্রন্থে তাঁহার গুণ বর্ণন অতি বাহুল্য অর্থাৎ মহারাজের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, গুণজ্ঞতা, গুণ গ্রাহকতা, দ্বেষ ত্যাগিতা, শিষ্ট সমাদর কারিতা, দুষ্ট বিনাশিতা, বিদ্যামোদিতা, দীন দয়ালুতা, দুঃখিজন বন্ধুতা, ধনিজন রক্ষিতা, বন্ধুজন বন্ধুতা, রসিকতা, দাতৃত্ব, ধাৰ্ম্মিকতা, প্রজা মনোরঞ্জিতা, সাহসিকতা, সদোৎসাহিতা, নিত্যোত্তম কবিতারততা, পিতৃভক্ততা, পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি তাবৎ গুণ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজসভা বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় অনেক পণ্ডিত বেষ্টিতা

৪৬৪১।৮

ক্রমিক। কলের্গতাব্দাঃ ৪৬৪১।৮

নানাদেশ হইতে নানাশাস্ত্র আনয়ন করিয়া নানাকবিদ্বারা ভাষান্তর বিশেষ সংস্কৃত শাস্ত্র অনেক পারস্যে অনুবাদ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সভাসদের মধ্যে প্রধান বীরবর তিনি মথুরা নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সর্ব্বদা মহা রাজের সহিত শ্লেষোক্তিতে কথোপকথন করিতেন, দ্বিতীয় কবি গঙ্গা তাঁহার রচিত অনেক দেশীয় ভাষায় দোহা প্রচার আছে, তৃতীয় ফৈজী যে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক কাশী গিয়া সংস্কৃত বিদ্যা আহরণ করিয়াছিল, চতুর্থ হাফেজ তাঁহার কৃত অনেক গ্রন্থ আছে, পঞ্চম আবল ফজল যিনি আকবর বাদশাহের জীবন বৃত্তান্ত পুস্তক রচনা করেন, ষষ্ঠ তোড়লমল, ক্ষত্রিয়জাতি ভূ পরিমাপক বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি হিন্দুস্থানের যাবদীয় ভূমি সংখ্যা করিয়া রাজস্ব বিন্যস্ত করিয়াছিলেন সেইকালে কানুনগো ও মুন্সেফের সৃষ্টি হয়, আকবর সাহ সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনা করিয়া সন্তুষ্ট

কলেগতাব্দাঃ
৪৬৪১।৮

ক্রমিক।

হইয়া যাবনিক ধর্ম্মের এক প্রকার দ্বেষ্টা হই য়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এক প্রামাণিক জনশ্রুতি আছে যে আকবর জাতিস্মর ছিলেন তিনি স্বীয় পূর্ব্ব জন্মের কথা কহিতেন যে তিনি মুকুন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী প্রয়াগ তীর্থে বাঞ্ছা বট মূলে যোগাভ্যাস করিতেন দৈবা য়ত্ত এক দিন গো লোম ভক্ষণ করত ক্ষুব্ধ হইয়া দুরদৃষ্ট ক্রমে পৃথিবীর রাজা হই এই কামনায় উক্ত বট বৃক্ষালিঙ্গনে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একথা সপ্রমাণার্থ লোকে দৃষ্টান্ত দেন যে আকবর এই ঘটনা ভবি ষ্যতে লোপেচ্ছায় উক্ত বৃক্ষোপরি দ্রবীভূত সীসক এবং প্রস্তরাদি গ্রন্থন করিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমোপরি এলাহাবাদ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইনি গঙ্গা নীর ভিন্ন অন্য জল পান করিতেন না, গো মাংস স্পর্শ করিতেন না এবং অদ্যাপি কিল্লায় গো হনন নিষেধ আছে। আকবরের শাসন কালেরশেষাবস্থায় কালাপার নামক এক

৪৬৪১।৮

কলেগতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৬৪১।৮

ব্রাহ্মণ জনশ্রুতি যে অনেক জপ তপ করিয়া প্রায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি অতি সুন্দর পুরুষ হেতু বাঙ্গলার নবাবের কন্যা আসক্তা হন এজন্যে নবাব সেই ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক কলমা দীক্ষা দিয়া উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, তদ্ধেতু ব্রাহ্মণ পরমেশ্বর প্রতি ও হিন্দু ধর্ম্ম প্রতি ক্রোধাকুল হইয়া অনেক দেব প্রতিমা ভগ্ন করিয়া পরিশেষে শ্রীক্ষেত্রে রাজা মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক নিহত হন। হিজরি ১০১৪ সালে আকবর মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন তাঁহার শাসন কাল .... ৫১।২

জাহাঙ্গির—ইনি আকবর শাহার পুত্র প্রকৃত নাম সলীম, মহারাজের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গির উপাধি ধারণ পুরঃসর হিজরি ১০১৪ সালে ২০ জমাদুল ঔয়ল বৃহস্পতবার পিতৃ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, ইনি হিন্দু মহিষী গর্ব্ভজাত তওয়ারিখা জাহাঙ্গির নামক পুস্তকে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত প্রচার

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৬৯২।১০৷

আছে, ফল ইনি অনবস্থিত চিত্ত হইয়াও প্রত্যাশার অধিক খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার সিংহাসনের নিম্নে সোহান২ নামে দুই টা শূকর থাকিত তাহা দেখিয়া মুসলমানেরা বিরক্ত হইলে উত্তর করিতেন যে মাতৃ ধর্ম্মানুযায়িক ইহারা আছে, পিতৃ ধর্ম্মে ভক্ষণ করি না, জাহাঙ্গিরের মৃত্যু ২৮ সফর ১০৩৭ হিজরি রবিবার হয় অতএব তাঁহার শাসন কাল ২৩৷০

সাহজাহান—ইনি জাহাঙ্গিরের ঔরস এবং হিন্দু রাজ্ঞীর গর্ব্ভজ, প্রকৃত নাম করীম ইহাঁর ব্যবহার এবং বেশ ভূষা অনেক হিন্দুর ন্যায় ছিল, বাল্য কালে, জননী কর্ণ বেধ করাইয়া কুণ্ডল পরাইয়াছিলেন, ইনি পিতৃ বর্ত্তমানতায় রাজ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পরাক্রমি রূপে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সর্ব্বদা রণস্থলে থাকিতেন, এবং পিতৃ ভক্ত ছিলেন, পিতৃ মরণান্তে ৮ জমাদুসানি ১০৩৭ হিজরি সনে আগরার সিংহাসনোপবিষ্ট হন, তাঁহার

ক্রমিক।	কলের্গতাব্দ ৪৭১৫।১০

শাসন কালে ইং ১৬২৭।২৮ সালে পর্ত্তুগিশেরা হুগলিতে বাণিজ্য কুঠী করিয়াছিল, তাহা এক প্রকার দুর্গ বিশেষ অনেক সৈন্য সামন্ত বেষ্টিত হুগলি নদী দ্বারা যে কোন নৌকা গমনাগমন করিত তাহার শুল্ক লইতে আরম্ভ করেন তাহাতে চট্টগ্রামের বাণিজ্য প্রায় রহিত হইয়া উঠিল, কাশীম খাঁ যিনি তৎকালে বাঙ্গলার সুবেদার ঢাকা নগরে সিংহাসনস্থ তিনি পর্ত্তুগিশদিগের উক্ত উপদ্রব শ্রবণে রাজস্বের হানি বিবেচনায় গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থানে পর্ত্তুগিশেরা দস্যু বৃত্তি করে বলিয়া গ্লানি সূচক ক্রোধোৎপাদক আবেদন দ্বারা দিল্লী মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হুগলি আক্রমণ করেন এবং ইং ১৬৩২ সালে পর্ত্তুগিশের তিন শত জাহাজ দগ্ধ ও অনেক লোক হনন এবং দুর্গ ধ্বংস করেন, অবশিষ্ট পলায়ন করিলে বঙ্গ দেশ নিষ্কণ্টক হয়। সাহজাহান উত্তম দাতা ছিলেন, হিন্দুর ন্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি

ক্রমিক।	কলেৰ্গতাব্দাঃ
	৪৭১৫।১০

মুক্তা দ্বারা স্বশরীর তুলা করিয়া দান করিতেন, প্রত্যহ প্রাতঃকালাবধি অন্ধ অতুর উপায় হীন দরিদ্র লোককে প্রচুরার্থ দান ও মধ্যাহ্ন কালে নগর অন্বেষণ করিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া পরে আপনি আহার করিতেন, ইহাঁর তাজমহাল নামে এক প্রিয়তমা রাজ্ঞী পরলোক গতা হইলে স্ত্রী ধন যে কয়েক কোটি মুদ্রা ছিল তদ্দ্বারা তাঁহার স্মরণার্থ আগরায় তাজমহাল নামে মসজিদ করেন তাহা অতি বৃহদ্ব্যাপার অদ্যাপি চিহ্ন আছে, মহারাজ স্বীয় শেষাবস্থা জানিয়া পুত্র মধ্যে কলহ নিবারণার্থ রাজ্য বিভাগ করিয়াছিলেন তথাপি মহারাজ যখন মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু শয্যাশায়ী তখন তাঁহারা হিংসা ও লোভের বশতাপন্ন হইয়া জিঘাংসা দোষে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অমাত্য বর্গের সহিত নির্ম্মূল হইলেন, এবং মহারাজকেও কারারুদ্ধ করেন তিনি সেই কারাগারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন অতএব তাঁহার শাসন কাল .... ৩২।৩

৪৭৪৮।১

কলেগতাব্দাঃ
৪৭৪৮।১

ক্রমিক।

আলমগির—ইনি সাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রকৃত নাম আওরঙ্গজেব, হিজরি ১০৬৯ সালে ১ রমজান সিংহাসনারূঢ় হইয়া আকবর শাহার স্থাপিত কিল্লা মধ্যে শ্রীশ্রীগ-ণেশ ও সূর্য্য বিগ্রহ প্রপূজিত ছিলেন তাহা উঠাইয়া দেন, এবং তাঁহার কৃত নিয়ম সমস্ত পরিবর্ত্তন করেন, ক্রমশ এই মহারাজের প্রতাপানল অত্যন্ত দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিতে লাগিল ইনি অসংখ্য সৈন্য একত্র করিয়া ছিলেন তাহার গণনা অন্যে পরে কা কথা কুঞ্জর ৫৬০০০ সহস্র ছিল প্রত্যহ দিবা রাত্রি ৫০০০০ সহস্র অশ্বারোহি সিংহাসনের প্রহরী নিযুক্ত থাকিত প্রধান সেনাপতি জয় সিংহ, কাশ্মীর প্রভৃতি উৎপৎ প্রদেশ, মধ্যম পুত্র আজীম শাসন করিতেন, তদঞ্চলে হিন্দু দিগের তীর্থ জ্বালামুখীর অগ্নি কুণ্ড দেখিয়া মহা ঈর্ষাযুক্ত হইয়া উক্ত কুণ্ডে দ্রবীভূত সীসক নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা একাগ্নি অবরোধ হইয়া ঐ অনল পঞ্চধা

কল্যের্গতাব্দাঃ

৪৭৪৮।১

ক্রমিক।

রূপে প্রধান কুণ্ডের পার্শ্ব ভেদ পূর্ব্বক বহির্গত ও প্রজ্বলিত হইতেছে, দক্ষিণ দেশের সেতারা গুলকন্দা ইত্যাদি দেশীয় রাজারা আওরঙ্গজেবের সংগ্রামে পরাভব হইয়া অবনত রূপে শরণাগত হইয়াছিল, আকবরের শাসন কালে দিল্লী একাদশ সুবার অধীশ্বর হয়, ইনি দ্বাবিংশতি সুবার এক ছত্র করেন, ইরাণ, তুরাণ, কাবল, বোখারা, মিসর, কাসগর, বছরা প্রভৃতি দেশীয় রাজার দূত সর্ব্বদা দিল্লীর সম্রাটনিকট সম্ভ্রম পূর্ব্বক শরণাপন্ন থাকিত, কথিত আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের পর আর কোন ভূপতি এতাদৃশ সম্ভ্রান্ত হন নাই, ইনি প্রাচীনাবস্থায় যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া সংসার অনিত্য ও পরমাত্মা নিত্য ইত্যাকার জ্ঞানাবলম্বী হইয়া যাবদীয় সুখভোগ আমিষাদি হিংসাযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ এবং শয্যাভূমি উপস্থিত মতে কম্বল এইরূপে দীর্ঘকাল জীবিত অতি জীর্ণ শরীর বিশিষ্ট হইয়া হিং ১১১৯ সালের২৮

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক ।	৪৭৪৮।১
জিয়কাদ শুক্রবাসরে আহম্মদ নগরে এতম্মা য়াময় দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য শরীরে স্বর্গা রোহণ করেন তাঁহার রাজ্য	৫০।৩
বাহাদুর সাহ—ইনি আলমগিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভ্রাতৃ অংশে জ্যেষ্ঠ হেতু প্রধান সিংহা সনাধিকারী হইয়াছিলেন, অন্যান্য ভ্রাতারা প্রাপ্যাংশে তৃপ্ত না হইয়া জিগীষাবশত আহবে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশ বাহাদুর ভিন্ন অন্য২ সকলেই রণশায়ী হইলে রাজ্য পুনশ্চ এক ছত্র হয়, এ মহারাজ উত্তম দাতা এবং স্বজাতীয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, অল্প ভোগি হেতু স্বল্প কালের মধ্যে লাহোর প্রদেশে রোগের সহিত সাক্ষাৎ করত কালা কর্ষিত হন তাঁহার শাসন কাল	৪।১১
জাহন্দারসাহ—ইনি বাহাদুরের পুত্র লাহোরে পিতৃ হীনতায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া জুল্‌ফকার আলী খাঁকে প্রধান সচিবত্ব পদ প্রদান দৃষ্টে অপরেরা অসন্তোষ চিত্ত হইয়া একবাক্যতা পুরঃসর সেনা সংগ্রহানন্তর শত্রুর	
	৪৮০৩।৩

ক্রমিক।	কলেৰ্গতাব্দাঃ
	৪৮০৩। ৩
ন্যায় রণস্থলে উদয় হইয়া বিজাতীয় বিগ্রহ উপস্থিত করেন, জাহান্দার দৌর্ভাগ্য বশত আহবে পরাভূত হওত পলায়ন পুরঃসর দিল্লী আইসেন কিন্তু এখানেও শত্রুর শাখা বিস্তৃত অর্থাৎ মহারাজের এক ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারা আগত মাত্র ছিন্ন শিরা হইলেন তাঁহার শাসন কাল	১।৬
ফরকসের—ইনি আলমগিরের পৌত্র বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতা জাহান্দারকে পতনে পাইয়া তাঁহার স্কন্ধ নাশ পূর্ব্বক হিজরি ১১২৪ সনে রাজ্যাস্পদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু জাহান্দারের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র হসেন ও হুসেন নামা হিজরি ১১৩০ সালের ২ জমাদুসানি বাসরে মহারাজ ফরকসেরের চক্ষুর্দ্বয়ে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া অন্ধীভূত ও নিহত করেন, অতএব ইহাঁর রাজ্য ভোগ কাল	৬।০
রফিউদ্দৌলা—ইনি বাহাদুর শাহার তৃতীয় পুত্র, প্রাগুক্ত হসেন হুসেনের মতে	
	৪৮১০।৯

কলের্গতাব্দাঃ
৪৮১০।৭

ক্রমিক।

প্রথম ক্ষণে রাজা দ্বিতীয় ক্ষণে সংহার মুদ্রা

অতএব তাঁহার কাল .... ।৩

মহম্মদ শাহ—ইনি বাহাদুর শাহার পৌত্র হিজরি ১১৩০ সনে সৌয়াল মাসে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার কয়েক দিবস পরেই উক্ত হসেনহুসেনের চপেটাঘাতে মস্তক ঘূর্ণায়মান রোরুদ্যমান অন্তঃপুর প্রস্থান করত ব্যাপক কাল তদবস্থায় লুক্কায়িত থাকেন, ইতিমধ্যে এক দিন তস্য জননী উক্ত হসেন হুসেনকে আহ্বান করিয়া কহিয়াছিলেন যে তাঁহারা সর্ব্বদা রাজ পরিবারের বালকা বলিকে প্রথম ক্ষণে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষণে সংহার করেন, এরূপে বংশ লোপের প্রয়োজন কি? তাঁহারা উভয় ভ্রাতারাই রাজ্য করুন মহম্মদের রাজা হইয়া কায নাই অন্তঃপুরে থাকিবেন এবম্প্রকারে কিয়ৎকাল রাজ পরাক্রম উক্ত রাজ বংশ ঘাতিদ্বয়ের অধীন ছিল, মহম্মদ অন্তঃপুরে থাকিয়া গোপন সোপানে পরি

৪৮১১।

কলেৰ্গতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৮১১।

ণামে কৌশলে উভয়োভয়ের মধ্যে হুসেন আলিকে প্রথমত বিধ্বস্ত করিলে হুসেন দক্ষিণ দেশে থাকিয়া এই ভয়ানক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোক ও ক্রোধোন্মত্ত প্রায় উল্কা মুখে ভীষণ বেগে দিল্লী প্রতি ধাবমান হন, পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহ যিনি পূৰ্ব্ব আওরঙ্গ জেবের প্রধান সেনানী ও দক্ষিণ প্রদেশীয় ভূখণ্ডোপস্বত্ব ভোগী মহাশূর ও প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী একবার ৩৬ ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই রাজা জয়সিংহ দ্বারা হুসেনের গন্তব্য পথাবরোধ হওনানন্তর সংগ্রামে সংহারিত হইলে মহম্মদ শাহ নিষ্কণ্টকে হৃষ্টান্তঃকরণে সুপ্রকাশ্য রূপে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও তাঁহার রাগাসক্ততা ও ভীরুতা স্বভাব প্রযুক্ত তৎকালীন মহাশূর মহারাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্র লুণ্ঠন নিবারণ কারণ প্রদেশীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ প্রতিবৎসর প্রদানে স্বীকৃত হন এবম্প্রকারে রাজকীয় পরাক্রমের ক্ষীণতা

ক্রমিক।

দর্শনে কোন২ সচিবেরা গোপন সোপানে সম্রাটের অনিষ্ট চেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হওত পারস দেশীয় বলিষ্ঠ নাদরসাহ সমীপে নেজামল মলক ও সাদতলি এই উভয়ে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেষণ করেন, তিনি তদনুসার ইংরাজী ১৭৩৯ সালে পেশাওর ও লাহোর জয় করিয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে যখন কর্ণালের রণস্থলে রণপতাকা স্থাপন করত বীরগণের সিংহনাদে দিগ্বধির করিলেক তখন মহম্মদ কতকগুলি মোগল সৈন্য সহকারে বিপক্ষের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরকালে প্রাগুক্ত নেজাম লমলক ও সাদতালি স্বীয়২ কার্য্য সাধনের অনুষ্ঠান নাদর সাহ সহিত অতিসংগোপনে স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, এই সংবাদ মহম্মদ প্রাপ্ত হইয়া ভাবি বিপদ জানিয়া স্বয়ং নাদর সাহার তাম্বুতে গিয়া সাদরে গৃহীত হইলেন, ইংজারী ১৭৩৯ সালের ৯ মার্চ্চ নাদরসাহ মহম্মদসাহকে সভ্রান্ত আসেব

কল্লেগতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৮১১।২

রূপে সমভিব্যাহারে দিল্লী প্রবিষ্ট হইয়া এক মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিতি করত প্রথমত উক্ত নেজামল মলককে ও সাদতা লিকে আহ্বান করিয়া পশ্চাৎ লিখিত বিজাতীয় রূপে ভৎর্সনা বাক্য গম্ভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, যথা “ ওরে কৃতঘ্ন দুরাত্মা তোমরা এতাদৃশ উচ্চপদ এবং অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও আপন প্রভুকে ও স্বদেশকে এবং তোমারদের আপনাপনকেও উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত পারস রাজ্য হইতে আমাকে আহ্বান করিয়াছ” ইহা কহিতে২ মহা ক্রোধোদয় চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত ঘূর্ণায়মান করত উক্তোভয় ব্যক্তির লম্বায়মান শ্মশ্রুতে থু২ শব্দে লাল নিঃক্ষেপ করণানন্তর ধনাগারে প্রবিষ্ট হইলেন, তথা রাজকোশের সমুদয় ধন, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি মোগল রাজ সম্বন্ধীয় যে কিছু তৎসমুদয়ে ৬২০৫০০০ দ্বিষষ্টি লক্ষ পঞ্চসহস্র মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া মহম্মদকে রাজ সিংহাসনে স্থাপন

৪৮১১।২

ক্রমিক	কলের্গতাব্দাঃ
	৪৮১১।২

করত গুরুভাব ক্রিয়া প্রকাশার্থ স্বহস্তে রাজমুকুট মহম্মদের মস্তকে স্থাপনানন্তর স্বদেশ পারস রাজ্যে প্রস্থান করেন, মহম্মদে মনোদুঃখে মলিনবদনে নম্রশিরা হইয়া কালযাপন করত হিং ১১৬০ সালের ৮ রবিউসানী অনিত্য দেহ ত্যাগ করেন তাঁহার শাসন কাল .... ৩০।

আহমদ—ইনি মহম্মদের পুত্র পিতৃ মরণের সপ্তাহানন্তর পৈতৃক রাজ্যে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন এবং কিয়দ্বৎসরান্তে ইন্তজামদ্দৌলাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিবাতে নেজামল মলকের পুত্র গাজিউদ্দিন মহারাজের চক্ষুর্দ্বয়ে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া কারাবাস প্রদান করেন, মহারাজ তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন অতএব তাঁহার রাজ্য .... ৭।০

আলমগির—ইহাঁর প্রকৃত নাম ইয়াজুদ্দিন, গত বাহাদুর সাহার পৌত্র, আওরঙ্গজেবের পুত্র, মন্ত্রি গাজিউদ্দিন দ্বারা কারা

৪৮৪৮।০

ক্রমিক।	কল্লেগতাব্দাঃ
	৪৮৪৮।•

মুক্ত, হিং ১১৬৭ সালের জমাদু ঔয়ল দিল্লী সিংহাসনোপরি রাজপুত্তলিকাবৎ আসেধ যুক্ত, সুতরাং উক্ত মন্ত্রী যাবদীয় রাজকীয় অর্থ সামর্থ্য সৈন্য সামন্তে প্রধানাপ্রধান প্রজাবৃন্দকে স্বকীয় করায়ত্ত করত কাল যাপন করেন, তদ্দৃষ্টে মহারাজের পুত্রদ্বয় দুইদিগে উপায়ান্তর চেষ্টায় আলি গৌহর যিনি পরিণামে সাহ আলম উপাধি বিশিষ্ট আয়ুষ্মান মাত্র দিল্লীর মহারাজ হন, তিনি পূর্ব্বাভিমুখে গমন করেন, তাঁহার বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশ হইবেক,এইক্ষণে অপর পুত্র যিনি পশ্চিমাভিমুখে অর্থাৎ কাবল গিয়া আব দুল্লা সহিত সমবেত হওত লাহোর প্রভৃতি জয়করিয়া আলমগিরকে মুক্ত করণাভিলাষে দিগ্‌দাহ করিতে২ দিল্লী আসিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে ব্যাঘাত সম্বৎ ১৮১৫ সালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তদ্বিশেষ, মথুরার বহুসহস্র ব্রাহ্মণ উক্ত অবদুল্লার সৈন্য দ্বারা নির্জিত হইয়া পলা

ক্রমিক। | কলেগতাব্দাঃ ৪৮৪৮।০

ইয়া দুর্দ্ধর্ষ পেশোয়া মহারাজ সমীপে অভি
যোগ করেন, তিনি ব্রহ্ম দ্রোহিতা শ্রবণে
ক্রোধাকুল হইয়া ভীষণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক
ক্ষত্রিয় কুলান্তক পরশুরামের ন্যায় যবন
বধার্থ ও হিন্দুস্থান হইতে মুসলমানের
সমূলোৎপাটন পুরঃসর পুনশ্চ হিন্দু রাজ্য
সংস্থাপনের প্রতিজ্ঞা করিয়া ১৫০০০০ এক
লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র রণোন্মত্ত মহারাষ্ট্রীয়
সেনা এবং দুইলক্ষ জাঠ অর্থাৎ শীক তন্মধ্যে
হিন্দু বীরগণ মিলিত হইয়া মার২ শব্দে মহা
ঘোরতর আহবাগ্নি জাজ্বল্যমান করেন মুস
লমানপক্ষে দিল্লী মহারাজের এবং আবদু
ল্লার কাবলীয় সমর তৎপর বৃহদাকার সেনা
সমূহ ছিল এবং যবন জাতীয় প্রথানুসারে
যাবদীয় পাতিযবন প্রজা শস্ত্রপাণি হইয়া মার২
শব্দে বহির্গত হয়, এযুদ্ধে উভয়পক্ষে যুযুৎসু
সৈন্যগণ নানা স্থানে নানা প্রকার ভীষণ ও
লোম হর্ষণ সংগ্রাম করিয়াছিল তদ্বিশেষ
কখন২ মহারাষ্ট্র দিগের প্রখরতর অশ্বচয়ের

৪৮৪৮।০

কলের্গতাব্দঃ
৪৮৪৮।•

ক্রমিক।

লৌহমণ্ডিত খুরাঘাতে ক্ষুণ্ণ ক্ষৌণীতল বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত ধূলী সমূহে নভো মণ্ডল ধূস রিত করিত, কখন বা উভয় পক্ষের তোপ ও বন্দুকের ভীষণ গর্জন দ্বারা দিক্করিগণ বধির অধীর হইয়া ভূপৃষ্ঠ কম্পমান করিত, কোন২ স্থানে উভয় পক্ষীয় শাণিত শস্ত্র পাণি শূরগণের যমোপম করাল করবালা স্ত্রের পরস্পর প্রহারে সহস্র২ বীরগণ ক্ষণে২ ক্ষত বিক্ষত বিকলাঙ্গ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত মূর্চ্ছিত হত আহত মধ্যে২ উভয় পক্ষে ভগ্নো দ্যম দুরাবসরণ দিগ্দাহ, আষাঢ়ীয় ধারা ধর বর্ষণবৎ উভয় পক্ষীয় সহস্র২ অগ্ন্যাস্ত্রের অগ্নিময় গুলি বৃষ্টি বাণ বৃষ্টি এবম্প্রকারে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া অনুমান উভয়পক্ষে তিন লক্ষ সেনা বিধ্বস্ত হয়, মুসলমান প্রায় উচ্ছিন্নবৎ হইয়াছিল কিন্তু কালের অনির্ব্ব চনীয় বিপরীত প্রবাহে ইতিমধ্যে হিন্দুপক্ষে অতীব বিলপনীয় ঘটনা উপস্থিত অর্থাৎ বিশ্বাস রাও রণশায়ী হইলে তজ্জ্যেষ্ঠভ্রাতা সদা

৪৮৪৮।•

কলেগতাব্দাঃ

ক্রমিক। ৪৮৪৮।০

শিবভট্ট তচ্ছোকে বিকলাঙ্গ হইয়া দেশ ত্যাগী হইবাতে এই দাবানল সদৃশ আহবাগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু তদবধি মহারাষ্ট্র এবং শীক গণের প্রাধান্য হিন্দুস্থান ময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই মহাপ্রলয় কালে হিং ১১৭৪ শালের রবিউসানি মাসে মন্ত্রী গাজি উদ্দিন আলম গিরকে গুপ্তাঘাতে বিনাশ করিয়াছিল অতএব তাঁহার সিংহাসনস্থ থাকার কাল .... ৭।০

সাহজাহান—জিওনবক্ট—প্রভৃতি কয়েক জন অত্যল্প২ কালের নিমিত্ত অচিরস্থায়ি মহারাজোপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন আবিষ্ট রাখেন তত্তাবতেরকাল .... ২।০

সাহ আলম—ইহাঁর প্রকৃত নাম আলী গৌহর, আলমগিরের পুত্র, পিতৃবর্ত্তমানতায় প্রধান মন্ত্রী গাজি উদ্দিন ইহাঁকে কারাবৃত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহাতে ইনি অসীম শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করত যৎকালে ইহাঁকে উক্ত সচি

৪৮৫৭।০

ক্রমিক।	কলেগতাব্দাঃ
	৪৮৫৭।০

বাদিষ্ট লোকেরা এক উদ্যাম মধ্যে আসেধ প্রায় করিলেক তখন ইনি ছয়জন অশ্বারোহি পরিবেষ্টিত অনাবৃত সুশাণিত খড়্গ পাণি হওত গাজির রক্ষক গণকে ছেদ ভেদ করিতে২ প্রস্থানানন্তর দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারা যুবরাজকে গোয়ালিয়র প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু ইনি তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া সেকন্দরাবাদ নজীবুদ্দৌলাকে উত্তর সাধক হইতে কহেন, সে ব্যক্তি স্বীয়াশক্ততা প্রকাশ করিবায় লখনৌ শুজা উদ্দৌলার নিকট গিয়া আনুকূল্য যাচ্ঞা করেন, কিন্তু তিনি সমুদয় রাজ্য লাভের প্রত্যাশায় স্বয়ং লোলুপ চিত্ত সুতরাং যুবরাজের সহিত সমবেত না হইয়া মৌখিক সমাদরের সহিত পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা এক হস্তী এক অশ্ব উপঢৌকন দিয়া বিদায় করেন, গৌহর তদনন্তর এলাহাবাদ কুলিখাঁর নিকট সাদরে গৃহীত এবং আশ্বাসিত হন,

কলেগস্তাঙ্গা।
৪৮৫৭।০

ক্রমিক।

কিন্তু কুলিখাঁ তৎকালে সাম্রাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হেতু পরামর্শ এই স্থির হয় যে বঙ্গ বেহার শাসন কারী মীর জাফর ইংলণ্ডীয় সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য করিতেছে তাহাকে জয় অথবা সন্ধিদ্বারা সমবেত করিলে পুষ্টাঙ্গ হইয়া দিল্লী আক্রমণ পুরঃসর গাজিকে সমুচিত ফল দিয়া যুবরাজ স্বীয় পিতাকে এবং পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করিতে পারেন, এবম্বিধায় সৈন্য সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইল, তদ্বিশেষ বেহারের ফৌজদার কম্পার খাঁ ভোজপুরের রাজা পাহলয়ান সিংহ, আমা টার জমীদার বলভদ্র রায় ইত্যাদি অনেক হিন্দু ও মুসলমান সেনানী এবং এলাহা বাদের সৈন্য গণকে সংগ্রাম দীক্ষিত করিয়া যুবরাজ ষষ্টি সহস্র কটকের শিরোভাগে অবস্থিতি করত হিং ১১৭৩ সালের রবি উসানিমাসে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে গমন করেন, কিন্তু যুব

৪৮৫৭।০

কলেগতাঙ্কাঃ
৪৮৫৭।৹

ক্রমিক।

রাজের এ মহোদ্যম অচিরাৎ বৈফল্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেক যেহেতু মীর জাফরের পৃষ্ঠদেশ স্থিত বিগ্রহ চতুর বৃটিস শূরগণের বৃহদগ্ন্যস্ত্র চয়ের ভীষণ গর্জ্জন সম্বরণ করিতে আলি গৌহরের অশিক্ষিত নূতন বীর্য্যহীন পাহাড়িয়া চিতি সর্পের ন্যায় দৃষ্টি গৌরব হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ সেনা সমস্ত অপারক হইল. বিশেষত ইতিমধ্যে এলাহাবাদ শূন্য পাইয়া লখনৌ নবাব উজীর শুজাউদ্দৌলা তদ্রাজ্য আত্মসাৎ করিবার উদ্যোগ করিবাতে কুলিখাঁ সংত্রস্ত হইয়া যুবরাজকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক স্বরাজ্য রক্ষার্থ ব্যগ্রচিত্তে এলাহাবাদাভিমুখে বেগে ধাবমান হইলে যুবরাজ সুতরাং অতিশীঘ্র বৃটিস হস্তে পতিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্রের স্থানে কিঞ্চিৎ ও দুর্ল্লভ রামের স্থানে কিঞ্চিৎ এবং ঝাড়ির কমদার খাঁর স্থানে কিঞ্চিৎ এইরূপ পদে২ কিঞ্চিৎ২ ধন সঞ্চিত করিয়া গয়ার নিকট কিছুদিন অবস্থিতি করেন, ইতিমধ্যে

৪৮৫৭।৹

কলেগতাদাঃ
৪৮৫৭।০

ক্রমিক।

পূর্ব্বোক্ত হিন্দু মুসলমানের মহারণের ঘূর্ণায়মান সমীরণে গাজিদ্বারা মহারাজ আলমগিরকে কাল সদনে প্রেরণের সংবাদ প্রাপণে গৌহর্ স্বয়ং সাহনসাহ অভিমানে ঘোষণা দিলেন এবং পাটনায় সিংহাসন স্থাপন করিলেন। এদিগে লখনৌ নবাব উজীর কুলিখাঁকে কথোপকথন ছলে নিমন্ত্রণ করিয়া অতি অধমের ন্যায় হনন করিয়া যুব রাজকে এলাহাবাদ লইয়াগিয়া মহারাজের ন্যায় সিংহাসনে আবদ্ধ রূপে স্থাপিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনের অনুষ্ঠান স্থির অর্থাৎ রাজ্য দৃঢ়করণ হেতু প্রদেশীয় রাজা দিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন. এমন সময়ে নবাব কাসমলি খাঁ বৃটিস দ্বারা তাড়িত হইয়া শুজাউদ্দোলার সহিত লখনৌ মিলিত হইয়া বগসরে ইংলণ্ডীয় সহিত পুন যুদ্ধে নির্জ্জিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে শুজাদ্দৌলা বৃটিস সহিত

৪৮৫৭।০

	কলেৰ্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৮৫৭।০

সন্ধি দ্বারা লখনৌ নগরে মহৈশ্বর্য্যশালি রূপে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এতৎকালে দেশের অবস্থা এইযে আব দুল্লা খান্দহার, কাবুল গিজনী, পেশাওর, মুলতান ও সিন্ধু অধিকার করেন, যেসত সিংহ ও নেতাসিংহ প্রভৃতি শীকেরা পঞ্জাপ ও মুলতান এবং সিন্ধুর অনেকাংশ ভোগ করে, উক্ত দেশের পূর্ব্বাংশ রোহেলা আফ গানীর অধীন, নজীবদ্দৌলা তৈমুর বংশীয় দিল্লীতে ছিলেন, আহমদ খাঁ পাঠান ফরাখা বাদ শাসন করেন, জৌয়াহর সিংহ জাঠ আগরা প্রদেশে ব্যাপ্ত, মধুসিংহ শীক জয় নগরে রাজা, বিজয়সিংহ মারোয়ারর কর্ত্তা, রাণা উদয়পুর প্রধান্য, মহারাষ্ট্র পুনা সেতা রায় রাজধানী মহাবল পরাক্রান্ত প্রায় সর্ব্বত্র রাজস্বের চতুর্থাংশ লয়, হিন্দুপত বুন্দেলখণ্ডে ও কালিঞ্জরে প্রদৃপ্ত, নেজাম হৈদরালি মহাবীর্য্যবান্ দক্ষিণদেশে বৃটিস সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন, মহম্মদালি কর

	কলেগতাব্দা:
ক্রমিক।	৪৮৫৭।॰
র্ণাটে বৃটিস অধীন অতিক্ষীণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা এই তিন শুবার নবাব, সাহ আলমের দিল্লী প্রাপণ ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ডে প্রকাশ হইবে এইক্ষণে হিং ১২২১ সালে ৬ রমজান তাঁহার মৃত্যু হয়, অতএব বক্তব্য যে যদি তাহার সাসন কাল সম্যক স্বাধীনতায় নাহউক তথাপি প্রধান সিংহাসনাধিকারী এবং তাঁহার নামে মুদ্রা সর্ব্বত্র চলিত ও খোতবা জারী এবং এ পুস্তকে কাল নিরূপনের প্রয়োজন অতএব তাঁহার কাল	৪৭।॰
বৃটিশ ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইহাঁর দিগের এদেশে প্রথম আগমনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরন সংক্ষেপ অথচ বিস্তার রূপে দ্বিতীয়খণ্ডে প্রকাশ করিব. এইক্ষণে বক্তব্য যে পলাশীর যুদ্ধ অবধি গণনা করিলে অদ্য ৯॰ বৎসর বৃটিস্ অধিকার কহাযায়, আর দিল্লী মহারাজ সাহ আলম হইতে বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার নবাবী	
	৪৯॰৪।॰

	কলের্গতাব্দাঃ
ক্রমিক।	৪৯০৩।০
ফরমান প্রাপ্ত্যবধি গণনায় ৮২ বৎসর হয় কিন্তু এগ্রন্থ কলিযুগাব্দায় মেলন হেতুক শাহ আলমের মৃত্যুর পর অবধি অঙ্কিত করাগেল তাহাতে	৪৪।০
	৪৯৪৮।০

এই পুস্তক ইংরাজী ১৮৪৮ সালে, ও শকাব্দা ১৭৬৯ সম্বৎ ১৯০৪ এবং হিজরি ১২৬৫ সালে সংগ্রহ হইল অতএব উক্ত সময়ের দিনপঞ্জিকা দৃষ্টি করিলে ৪৯৪৮ কলের্গতাব্দা পাওয়া যাইবেক!

ইতি শ্রীবৈদ্যনাথ আচার্য্য বিরচিত ভারতবর্ষীয় প্রাচী নেতিহাসে আদি মধ্যে এবং যাবণিক ইতি ত্রিপর্ব্বে প্রথম খণ্ডং সমাপ্তং।

শুদ্ধি পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি।
থরযার্থ	রযথার্থ	৮	১
রাশি	বাণি	২২	২০
মধ্যম	অধম	৪১	৯
শস্ত্রাদি	সন্ন্যাসী	৬৩	১
কর্ম্মাধ্যক্ষ	কর্ম্মজ্ঞ	৫৯	২
গ্রাস	গ্রীস	১২০	১৮
অটক	শতদ্রু	৮৫	১৭
মহাবলম্বি	মতাবলম্বী	১৩৯	১৬
সাগরে	মগধে	১৪৯	৫
পাব্যার	ব্যাপার	১৭২	৮
যোগরা	ঘোগরা	২৫৬	৯
৩। বৎসর	।৩ মাস	২৭০	১৫
৬। বৎসর	।৬ মাস	২৭২	১৬
৪৩৯৮।৪	৪৩৯২।১০	২৭২	২০

BRITISH INDIA

A PART OF

BRIEF HISTORY OF HINDOSTAN,

COMPILED FROM DR. BROOKS GENERAL GAZETTIER AND MARSHMAN'S HISTORY OF BENGAL &c. &c. &c.

BY

BYDEANATH BANERJEA.

1848

VOL. II.

ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহান্তর্গত

বৃটিস ইণ্ডিয়া।

ব্রুক জেনরল গেজেটিয়র এবং মার্সমন্স হিষ্টৌরি বেঙ্গাল প্রভৃতি হইতে অনুবাদ করিয়া গৌড়ীয় সাধুভাষায়

কাচরাপাড়া নিবাসি

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যেতি খ্যাত

কর্তৃক সংগ্রহ।

মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তদবর্ত্তমানতায় শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দ্বারা সংশোধিত হইয়া

[illegible] এই কলিকাতা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৭১।

২ খণ্ড।

PRINTED SUMACHAR CHUNDRIKA PRESS.

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

বৃটিস ইণ্ডিয়া।

ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যকারি মহাশয়েরা যেরূপে এদেশ সন্দর্শন করত কল, কৌশল, সন্ধি, বিগ্রহ দ্বারা যাবদীয় হিন্দুস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন তদ্বির্ত্তান্ত সংক্ষেপ অথচ বিস্তার প্রকাশ করিব।

অনুমান ৪৫৭০ কলের্গতাব্দে ইউরোপ দেশে বিবিধ বিদ্যা প্রচার হইতে আরম্ভ হওত তদ্দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছিল, তন্মধ্যে নেবিগেসন অর্থাৎ নাবিক বিদ্যা জ্ঞানের বিশেষ উৎসাহ হয়, পুরাকালে সগর প্রভৃতি রাজার পতনানন্তর তদ্বিদ্যা পৃথিবী হইতে একদা অন্তর্ধ্যান হইয়াছিলেন, মধ্যে কিয়ৎকাল রোমান এবং গ্রীশদিগের রাজ্যে দীপ্যমান হইয়া তদ্দেশীয় বাণিজ্যকারিগণের অর্ণবযান নানাদিগ্ ভ্রামক হয়, তৎকালে বঙ্গদেশে যুগ্ম স্থান অর্থাৎ সুবর্ণ গ্রাম এবং সপ্ত গ্রাম ছিল, তদনন্তর রোমানদিগের সাম্রাজ্য বিধ্বংশ হইলে নাবিক বিদ্যা লুপ্ত প্রায় হওত ইং ১৪৮০ সালে পুনঃ প্রকাশারম্ভ হইয়া হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য্য শ্রবণে ইউরোপীয়

লোকের জল পথে এতদ্দেশাগমনের পথ অন্বেষণ কার্য্যে অত্যন্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে পুর্ত্তগীশেরাই প্রথম সাহসিক রূপে সমুদ্রে বিস্তর ভ্রমণ করে, ইং ১৪৮৪ সালে পুর্ত্তগেল নৃপ জান আফরিক বেষ্ঠনাভিপ্রায়ে জাহাজের বহর প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হন।

স্পাহান দেশীয় কোলম্বশ নামা এক নাবিক ইং ১৪৯১ সালে আমেরিকা সন্দর্শন করিয়াছিল, উক্ত দেশ ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে পৃথিবীর যে প্রধান অংশ চতুষ্টয় তন্মধ্যে এক কহেন, এবং তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার ও তচ্চতুঃ পার্শ্বে মহাসমুদ্র বেষ্টিত প্রযুক্ত এক মহাদ্বীপ কহা যায়, কিন্তু বিশেষানুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে এরাজ্য পুরাকালে এসিয়াখণ্ডের উত্তরাংশে সংলগ্ন ছিল, বোধ হয় কোন সময়ে কিয়ৎখণ্ড ভূমি সাগর মগ্না হইবাতে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অস্মন্মতে আফেরিকা যে ভারতবর্ষ মধ্যে পরিগণিত তাহা সাব্যস্ত হয়, তবে নামান্তর ছিল, তাহাতে সন্দেহাভাব যেহেতু আমেরিক্স বেশপুসস যিনি ওজিদা স্পাহান দেশীয় পুরাবক্তা সমভিব্যাহার তদ্রাজ্যে গমন পূর্ব্বক স্বীয় দিগ্‌ভ্রমণের এক কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা তিনি স্বকীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার প্রত্যাশায় দ্বিতীয় পৃথিবী প্রাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করেন তজ্জেতু সেই আদি প্রকাশকের নামানুরূপ সে স্থানের নাম ইউরোপীয়েরা এমেরিকা কহেন, কিন্তু প্রকৃত রূপ নির্দ্দেশ

কলম্বশ দ্বারা ১৪৯১ সালে হয়, তিনিও দ্বিতীয় মহাদ্বীপ অথবা পৃথিবী বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহার কারণ তদ্দেশীয় মনুষ্য পশু পক্ষী এবং বৃক্ষাদি এতদ্দেশাপেক্ষ অনেক বিভিন্ন, কোন২ স্থানের মনুষ্যের গাত্রে লোম মাত্র নাই তদ্দেশে ভাষা নানা স্থানে নানা প্রকার, ধর্ম্ম পূর্ব্ব হিন্দু অনুযায়ি অর্থাৎ সূর্য্যোপাসনা বাহুল্য অধুনা স্পাহান পুর্ত্ত গীশ এবং ইংরাজ প্রভৃতির বাস স্থান হইবাতে বহুতর খীষ্ট মতাবলম্বী হইয়াছে।

পুর্ত্তগিশেরা দ্বিতীয়বার জাহাজের বহর প্রস্তুত করিয়া যেমন মনুষ্যেরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিবাব প্রত্যাশা ত্যাগ করত তীর্থ পর্য্যটন করে সেই রূপ তাহারা মৃতাবধারণ পূর্ব্বক ইং ১৪৯৭ সালে সমুদ্র ভ্রমণ করিতে২ আফরিক দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এদেশ ভারতবর্ষের ইউরোপীয় মতে পৃথিবীর খণ্ড চতুষ্টয়ের এক খণ্ড কহা যায়, তাহার উত্তর সীমা মেডিটোরিয়ান সমুদ্র, পশ্চিমে আটলাণ্টীক নামে মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণমহার্ণব, পূর্ব্বে হিন্দু স্থান কিন্তু সুএজ, ইস্তামস্, রেদশি এবং ভরত মহাসাগর দ্বারা ব্যয়হিত এই চতুঃসীমা বচ্ছিন্ন অদ্ভুত ব্যাপক এক প্রায়দ্বীপ, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দৈর্ঘতা, উত্তর উত্তমাশা হইতে ২৩০০ ক্রোশ এবং প্রাসস্ত্যতা কেপ বর্ব্ব হইতে কেপ গোয়ারডাফিস পর্য্যন্ত ১৭৫০ ক্রোশ, এদেশ বিশুব রেখায় সমসূত্র পাতস্থিত হেতু ভাস্কর কৃপায় অত্যন্ত উষ্ণ, কিন্তু বিবিধ স্বাদু ফলের

ব্র   ঙ্গাৎ হইয়া থাকে, এদেশে সর্ব্বদেশাপেক্ষা বন্যপশুর আধিক্য তন্মধ্যে বিশেষ সামুদ্রিক বাজি প্রাচুর্য্য, এস্থানের পর্ব্বতারণ্যে অনেক নদ নদী তাহার প্রধান নাইল, ও নাইজর ইত্যাদি পঞ্চাপগা, এবং বারবরি ইজিপ্ত প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি খণ্ডে রাজ্য বিভক্ত, মনুষ্য তাবৎ কৃষ্ণবর্ণ ধর্ম্ম অধুনা চতুষ্টয়, অর্থাৎ পুরাকালের সনাতন ধর্ম্মানুরূপ দেব পূজক কতকগুলি আছে, তদ্ভিন্ন নব্য যবন খ্রীষ্টিয়ান এবং উত্তরাংশে কতিপয় মুশাকৃত যীহুদি ধর্ম্মাশ্রিত আছে।

পুর্ত্তগীশেরা তদনন্তর কালিকট নগর দেখে, তাহা মালো য়া প্রদেশের সমুদ্র তীরে স্থাপিত, তৎকালে তদধিপতি হিন্দু নেয়ার নামে এক জাতি এবং রাজবংশ্যেরা তাম্বুরী নামে খ্যাত, তাহারদিগের স্ত্রীগণ তম্বুবাতী উপাধি বিশিষ্টা হয়, উক্ত নারীদিগের নাম্বুরী নামে শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ কিম্বা নায়ের দ্বারা গর্ব্ভাধান হয়, স্বামীর সহিত আলাপ করে না, ভ্রাতৃ গৃহে বাস, এবং তদ্দেশে ইতিপূর্ব্বে সামুদ্রিক বাণিজ্য মিসর এবং আরব দেশীয় যবনেরাই করিত, সুতরাং তাহারা পুর্ত্তগীশ দেখিয়া হিংসাযুক্ত হওত উক্ত দেশাধীপ সমীপে ক্রোধোৎপাদক গ্লানি অর্থাৎ পুর্ত্তগীশেরা অন্ত্যজ জাতি, ভ্রষ্টাচারী, দস্যুবৃত্ত, বলিয়া প্রচার করিবাতে রাজা দ্বারা যদিস্যাৎ পুর্ত্তগীশেরা তৎকালে বহিষ্কৃত হউক, তথাপি তাহারদিগের এই প্রথম কীর্ত্তি ইউরোপ দেশময় অতীব

পুর্ত্তগীশেরা তদ্রাজ্যে পুনরুপস্থিত হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে এবং গুজরাটের বন্দরে কোন স্থান আবাস জন্য অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তখন অকৃত কার্য্য হইয়া পরে ইংরাজী ১৫০০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার তট আশ্রয় করণানন্তর ইংরাজী ১৫০৬ সালে গোয়া নগরে বাস স্থান প্রাপ্ত হয়, এই সূত্রে ক্রমশঃ মালাকা উপদ্বীপ, কচিন প্রভৃতি ত্রিংশৎ স্থানে তাহারা বাণিজ্য কুঠী করিয়া নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং মধ্যে২ মিসর দেশীয় জাহাজের লোকের সহিত ও কোন২ উপদ্বীপের দস্যু সহিত যুদ্ধ করিত, পুর্ত্তগীশদিগের এই সমুদ্র দ্বারা দিগ্‌ভ্রমণের কীর্ত্তি প্রশংসা দূর বিস্তৃতা হইলে ইংলণ্ডীয়েরা তদ্রূপ যশোস্বান হইবার প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সাহস ও উদযুীভূত বিদ্যার অধিকারী হইতে লাগিলেন এবং তৎকালে ইলিজা বেথ রাজ্ঞীর কোমল রাজ শাসনে প্রজা বৃন্দেরা ব্যবসায়োপ যোগি মূল ধনের সহিত সাক্ষাৎ করত আমেরিকা দেশে স্পাহান বণিকের গমনাগমন দৃষ্টে প্রথমতঃ তদ্দেশে যাতা য়াত আরম্ভ করেন।

ইংরাজী ১৫৮২ সালে ব্রিটন দেশীয়েরা উত্তমাশা অন্ত রিপ বেষ্টন পূর্ব্বক চীন দেশাভিমুখে চারি জাহাজ গমনো দ্যোগ করিয়া পথে স্পাহান সহিত বিরোধ হইবাতে ব্যাঘাত জন্মিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তিত হন। ইংরাজী ১৫৯৬ সালে পুনরায় তিন জাহাজ চিনীয় রাজার নামে ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীর

লিপি সমভিব্যাহারে প্রস্থিত হইলেও জাহাজ চড়ায় ঠেকিয়া মারা গিয়া ৪ ব্যক্তি মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, ইতি পূর্ব্ব যে ইংরাজী ১৫৭৭ সালে মেং ড্রেক ৫ জাহাজ লইয়া অজ্ঞাত দেশানুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল, তাহার ৩ বৎসর ভ্রমণের পর ইং ১৫৮০ সালে উক্ত ৫ জাহাজ মধ্যে ৪ স্পাহান কর্ত্তৃক হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া অবশিষ্ট এক খানি নানা স্থান ভ্রমণানন্তর প্লিমৌথ নগরে উত্তীর্ণ হয়, প্লিমৌথ এক সামুদ্রিক বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনের ক্ষুদ্র স্থান, এই বৃটিস দিগের প্রথম কৃতকার্য্য। ইং ১৫৯৩ সালে ইংলণ্ডীয় কতিপয় ব্যক্তি স্থলপথে বোগদাদ আসিয়া পারস সমুদ্র দ্বারা গোয়াগিয়া সেখান হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিগ্‌ভ্রমণ করিতে২ হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া আগরা লাহোর এবং বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশ সন্দর্শন করিয়া মালাকায় অর্ণব যানারোহণে সমুদ্র পথে স্বদেশ গিয়া প্রাগুক্ত যাবদীয় দেশ বিবরণ প্রচার করেন। ইং ১৫৯৯ সালে বৃটিন জন পদেরা ঐক বাক্য হওত এক সম্প্রদায় বণিক শ্রেষ্ঠ হইয়া ৩০১৩৩০ মুদ্রা মূল ধন সংগ্রহ করিয়া ইং ১৬০০ সালে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জাহাজের বহর প্রস্থিত পূর্ব্বক ইং ১৬০৫ সালে দিল্লীর বাদশাহ আকবর সাহার মৃত্যু পরে বৃটিসদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পতাকা হিন্দুস্থানের সমুদ্র তটে প্রথম উড্ডীয়মান হয়, অর্থাৎ সুমাত্রা উপদ্বীপে আচীননগরে উদয় হইয়া তদ্দেশাধ্যক্ষ সমীপে উপঢৌকনের সহিত সাদরে গৃহীত হন।

আচীন সুমাত্রা উপদ্বীপের বায়ু কোণে সমুদ্র হইতে ৩ ক্রোশান্তরিত আছে, তদ্দেশ এবং রাজধানী উভয়েরি নাম আচীন, কিন্তু নগর এক অচলোপরি তচ্চতুর্দ্দিগে তদপেক্ষ উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত, তথা কুদৃষ্য রাজ গৃহ নিকট পিত্তল তোপ শ্রেণী আছে, দেশ শস্যশালিনী এবং বাণিজ্য দ্রব্য ঘোটক, বেত্র, কর্পূর ইত্যাদি এবং নানা দেশীয় বণিকের সমাগম, বৃটিসেরা রাজাকে ৬ টাকা শত করা শুল্ক দিয়া আফীণ ও লৌহ বিনিময় করিয়া থাকেন।

ইং ১৬১৪ সালে হিন্দুস্থানে পুর্ত্তগীশদিগের সহিত যুদ্ধকরণানন্তর উক্ত কোম্পানির দূত বাদশাহের সমীপে উপঢৌকনের সহিত উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করত ইং১৬১৬ সালে সুরত নগরে ও বন্তান উপদ্বীপে প্রধান ব্যবসায় স্থান করেন তৎকালে হলণ্ডীয় এবং ইংলণ্ডীয় এই জাতি দ্বয় এতদ্দেশে ধনবান বাণিজ্যকারি হইয়াছিলেন, কিন্তু হলণ্ডীয়েরা বৃটিস পক্ষে নিরন্তর ক্লেশ প্রদ হন, ইং ১৬১৯ সালে হলণ্ডীয় ভূপতি সহিত বৃটিস রাজের সন্ধি নির্ব্বন্ধ হইবাতে সে আপদঃ শান্তি হয়। সূরত নগরের আদি নাম সৌরাষ্ট্র তাহা গুজরাট প্রদেশে তপতী নদী যে স্থানে মহা সমুদ্র সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন তথাহইতে বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণ ১৩১২৩১৫ বিঘা ভূমি একত্রিংশ গ্রামে বিভক্ত, তাহার সমগ্র রাজস্ব ১৯০৩৫১৭৭ দাম নামক মুদ্রা ছিল, এ স্থান হিন্দু সাম্রাজ্য পতনের পর যৎসামান্য রূপ হয়, মধ্যে পৈগ

শ্বর মহম্মদের দ্বারা উপদ্রুত পারস দেশীয় অগ্নি হোত্র ব্যক্তি সমূহ পলায়ন পুরঃসর লুক্কায়িত হইবাতে প্রচুর লোকালয় হয়, তদনন্তর হিন্দুস্থানে যবণাধিকার ব্যাপ্ত হইলে তজ্জাতির মহাতীর্থ মক্কা গন্তব্য যানারোহণের ঘাট হইবাতে স্থরত মক্কার দ্বার পদে মান্য এবং আকবর বাদশাহের শাসন কালে মহৈশ্বর্য্যবন্ত হয়, ইং ১৬১২ সালে ইংলণ্ডীয় ভূপতির প্রেরিত কাপ্তান বেষ্ট এই স্থানে প্রথমোপস্থিত হওয়ার পর ইং ১৬১৬ সালে ফ্রান্স এবং ডচ প্রভৃতি বহুতর ইউরোপীয় গণের সমাগমে বহুধা স্বতঃস্থায়ি ব্যবসায়োপযোগি নগর রূপে বিখ্যাত হয়, তদ্দৃষ্টে শিবাজী অধীন মহারাষ্ট্রীয় সেনারা লোলুপ চিত্তে বারম্বার অর্থাৎ ইং ১৬৬৪ ও ইং ১৬৭০ সালে নগর বিলুণ্ঠন করে এবং ইং ১৭০৭ সালে পুনরায় ঐ রূপে পতিত হইলে বৃটিস সেনার সহকারিতায় দেশাধিপ কর্ত্তৃক নিরাকৃত এবং অনেক মহারাষ্ট্র বিধ্বংশ হইলে তদবধি তাহারা নিরস্ত হয়, ইং ১৭৪৭ সালে মৈনুদ্দীন নামক নবাব স্থরত শাসনার্থ নিযুক্ত হন, তিনি গতে তস্য উত্তরাধিকারী কতবুদ্দীন, তস্য নেজামুদ্দীন, তস্য নাসর উদ্দীনকে ইংলণ্ডীয়েরা বিত্ত ভোগী করিয়া রাজ দণ্ড স্বহস্ত গত করত বোম্বে সাম্রাজ্যে সংলগ্ন করিয়াছেন, তদবধি এ স্থান পুনরায় এক সামান্য গ্রাম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ইং ১৬২২ সালে ইংলণ্ডীয়েরা অরমস্ নগরে পারসীরা সহিত সম্প্রীতি করেন তাহার হেতু ইং ১৫০৭ সালে পুর্ত্ত

গীশেরা সে স্থানে কুঠী করিতে আজ্ঞপ্ত হইলে পর নানা দেশীয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ির সমাগমে মহতী জনতা উপস্থিতা হয়, তদ্দৃষ্টে পারসীয়ারা ভবিষ্যদনিষ্টাশঙ্কায় বৃটিস সহিত সংযুক্ত হইয়া পুর্ত্তগীশ দূর করত তাহারদিগের নির্ম্মিত কুঠী সমভূমি করিয়া তদুপরি এক দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে,ও পারস দেশে প্রবিষ্ট হইবার দ্বার স্বরূপ সুরত সুরক্ষিত হইতেছে, এক্ষণে সে স্থান যদ্যপি পূর্ব্ব সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তে অরণ্যময় কেবল লবণ জন্মে, তথাচ জাহাজ থাকিবার উত্তমস্থান প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাহারা উপস্থিত হইয়া পথ শ্রান্তি দূর করে।

ইংরাজী ১৬২৪ সালে তাঞ্জোর দেশে আর্ঘেগস্ স্থানে বৃটিসেরা এক কুঠী করেন, তাঞ্জোর কর্ণাট রাজ্যান্তর্বর্ত্তী কহা যায়, তাহার উত্তর সীমা কাবেরী নদী, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিগে মহাসমুদ্র, পশ্চিমে ত্রিচিহ্ন পল্লী এবং মহারাষ্ট্রদিগের রাজ্য সীমা, তন্মধ্যে প্রস্তরময় প্রাচীর বেষ্ঠিত সুদৃশ্য যুগ্ম দুর্গ পশ্চাৎ ভাগে এক অপূর্ব্ব নগর এবং তৎপশ্চাৎ এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে, এরাজ্য কখন প্রকৃত রূপ যবনাধিকৃত হয় নাই, তজ্জন্য বহুতর নিষ্কর ভূমি ভোগি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস স্থান, তত্তাবতেই প্রমৃতজীবী, এরাজ্যে ওলজাজির পোষ্যপুত্র শেরযাজি নামে মহৈশ্বর্য্য ও বিপুল সম্ভ্রান্ত স্বাধীন রাজা ছিলেন, ইং ১৭৪৯ সালে বৃটিসেরা অনেক যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই পরে ইং ১৭৮৬

সালে উক্ত রাজার লোকান্তর হইলে ইং ১৭৯৯ সালে ইংল লীয় পরাক্রমের আয়ত্ত হইয়াছে।

ইং ১৬২৭/২৮ সালে পুর্ত্তগীশেরা বাঙ্গালার নবাব কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পলায়নের ২ বৎসর পরে যখন সাজাহান দিল্লীর বাদসাহ মহারাষ্ট্র সহিত যুদ্ধার্থ সসৈন্য ও সপরিবার শিবিরস্থ ছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার কন্যার বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া স্বরীর দগ্ধীভূত হয়, এমত সময়ে সুরত নগরস্থ বৃটিস কুঠীর অধীন জাহাজের চিকিৎসক ডাক্তর বৌটন মহারাজের উক্ত কন্যাকে আরোগ্য করিবাতে তৎপারিতোষিক প্রদানো মুখে বৌটন অন্য কিছু না গ্রহণ করিয়া ইংরাজ জাতির বঙ্গ দেশে বিনা শুল্ক প্রদানে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হন, কিন্তু পুর্ত্তগীশেরদের অহিতা চার দোষে দেশ বহিষ্কৃত হওয়ার বিবরণ স্মরণ থাকিবাতে হুগলির দ্বার মুক্ত না করিয়া বালেশ্বর সান্নিধ্য পিপিলাতে জাহাজ আনয়ন পূর্ব্বক বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা প্রদান করি য়াছিলেন, তদনুসারে মেং বৌটন ইং ১৬৩৪ সালে প্রথম ১ খানি জাহাজ বঙ্গ দেশীয় স্রোতস্বতীতে নঙ্গর করিয়াছি লেন, তৎপশ্চাদ্বর্ত্তি অনেকানেক অর্থাৎ ডচ, পুর্ত্তগীশ, স্পেনিস, প্রভৃতি বঙ্গ দেশে আসিতে আজ্ঞপ্ত হইয়া ভরত সাগরে ও তদিতস্তত বিবিধ বিপিনাদ্রি দ্বীপোপদ্বীপে উক্ত পরস্পর অর্ণবযানস্থিত বীরগণ নানা প্রকার যুদ্ধ বিক্রম, ছল, কৌশল করিয়াছিল সে সমস্ত ইতিহাস বাহুল্য হেতু ত্যাগ

করা গেল। বঙ্গ দেশের উত্তর সীমা ভূটান ও নেপাল, দক্ষিণে ভরত সাগর, পূর্ব্বে আসাম দেশ, এবং পশ্চিমে বেহার, মেদিনীপুর একত্র করিলে তাহার দৈর্ঘ্য ৩৫০ আর প্রস্থ ৩০০ ক্রোশ হয়, আবুল ফজল লিখিত প্রমাণ এরাজ্য ১৯ অংশে বিভক্ত অর্থাৎ টাণ্ডা, জেনতাবাদ, ফতেবাদ, মহম্মদবাদ, খলিফাবাদ, বোকালা, পূর্ণিয়া, তাজিপুর, গোরা ঘাট, পিঞ্জারা, বারবকাবাদ, বাজুহা, স্বর্ণগ্রাম, শ্রীহট্ট, চট্ট গ্রাম সরিফাবাদ, সলিমাবাদ, সপ্তগ্রাম, মাদরণ, তৎসমুদয় বিবিধ বিপিনাদ্রি দ্বীপোপদ্বীপ নদ নদী হ্রদ সরোবর এবং রম্য হর্ম্যারাম উদ্যানে সুশোভিত, নদী গঙ্গা ও ব্রহ্ম পুত্র ইত্যাদি নীরে বর্ষে২ উৎসেচন দ্বারা ভূমি অত্যুর্ব্বরা এবং বিবিধ শস্যশালিনী এদেশের বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য বস্ত্র তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।

বঙ্গ দেশে যৎকালে হিন্দু রাজাদিগের প্রাচীন নগর গৌড় উচ্ছিন্ন হইল এবং সাশুজা বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া রাজমহলে রাজধানী করেন সেই সময়ে পুনরায় উক্ত ডাং বৌটন তৎসন্নিধানে প্রতিপন্ন হইয়া বালেশ্বর হুগলি এবং পিপিলা এই তিন স্থানে কুঠী করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন, তদনন্তর বঙ্গের নবাব যুমলামীরের মৃত্যু হইলে দিল্লীর বাদসাহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক সাহেস্তা খাঁ তৎপদাভিষিক্ত হইলে তাঁহার অনুমতিক্রমে ইংরাজী ১৬৬৩ সালে কোম্পানির কুঠী কলিকাতা এবং কাশিম বাজার হয়।

ইং ১৬৭৪ সালে মেষ্টর মেরস্যাল বঙ্গ দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া শ্রীভাগবত ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মুসলমান এবং আসাম দেশীয় রাজার মধ্যে সংগ্রাম হইতেছিল, তদর্থে অনেক পুর্ত্তগীশ আসাম দেশীয় রাজার সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত হইয়া তাহারা চট্টগ্রামে বসতি স্থান প্রাপ্ত হয়, এই যুদ্ধাবসানে ইতিপূর্ব্বে যে ইউরোপীয় বাণিজ্য কারিদিগের জাহাজ হুগলি আগমনে অবরোধ ছিল তাহা আবেদন দ্বারা মুক্ত হয়, ইং ১৬৭২ সালে ফ্রেঞ্চ দেশীয় রাজ মন্ত্রি কোলবর্ট কর্ত্তৃক ফ্রেঞ্চ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক এক সম্প্রাদয় যাহা ইং ১৬৬৪ সালে সৃজন হইয়াছিল তাহার দিগের এক জাহাজের বহর বাঙ্গালায় আসিয়া চন্দন নগরে কুঠী করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় এবং ডচ যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কেবল বালেশ্বরেই জাহাজ লইয়া আসিতেন তাঁহারা ১৬৭৫ সালে চুচুঁড়ায় কুঠী করেন, ইং ১৬৭৬ সালে ডেনিস বাঙ্গালায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলিতে কুঠী করিতে আজ্ঞপ্ত হন, কিন্তু বালেশ্বরেই বাস করিতেন, ইং ১৬৮১ সালে যখন হেজ সাহেব বাঙ্গালায় ইংরাজ কোম্পানির কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত সেই সময়ে বঙ্গের নবাব সাহেস্তা খাঁর সহায়তায় বৃটিসেরা দিল্লীর রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া অনেক ব্যয় এবং বহু কষ্টে মহারাজের স্বাক্ষরিত ফরমান প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দোৎসব অর্থাৎ এক শত তোপধ্বনি করিয়া সুতা লুটিতে স্বাধীন কুঠীর সূত্রপাত করেন, এবং তাহা রক্ষণা

যোজন হেতু বিংশতি জন বৃটিস সেনা নিযুক্ত হয়, এতদর্থে রাজস্ব সাম্বৎসরিক ৩০০০ মুদ্রা নবাবকে প্রদান করিতে হইত, ১৬৮৭ সালে বঙ্গ দেশাধিপ কোম্পানির কর্ম্ম বাহুল্য দৃষ্টে তিন সহস্র মুদ্রা অল্প জ্ঞান করিয়া সার্দ্ধ তিন মুদ্রা শত করা মাসুল নির্দ্ধারিত করিবাতে কোম্পানি পক্ষে লাভাংশ লাঘব দৃষ্টে এ দেশে বাণিজ্য করা হয় কি না হয় এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এই সুযোগে ডচ বণিকেরা উক্ত ৩॥০ টাকা শুল্ক স্বীকার করিয়া রাজানুরক্ত হইয়া চুচুঁড়ায় দৃঢ় কুঠী করেন, এই সংবাদ লণ্ডনে উপস্থিত হইলে কিং জেম্স দ্বিতীয়াদিষ্ট এডমাইরল নিকল নামক সেনাপতি ১০ মেনওয়ার ৬০০ শত রণোন্মত্ত সেনা সাহিত্যে বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অদৃষ্ট তৎকালে তাদৃক্ সুপ্রসন্ন হয় নাই, দশ জাহাজের মধ্যে কতিপয় সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অবশিষ্ট হুগলি আসিয়া নগর প্রতি গোলা, বর্ষণ করত অনেক গৃহাদি সমভূমি প্রভৃতি বিজাতীয় উপদ্রব উপস্থিত করেন, এই ব্যাপারে দেশাধীশ ক্রোধাকুল হইয়া ইংরাজ কোম্পানির যেখানে যত কুঠী অর্থাৎ পাটনা, ঢাকা, মালদহ এবং কাশিমবাজারে ছিল তৎসমুদয় আটক করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার আজ্ঞা প্রকাশ করেন, ইতিমধ্যে যদ্যপিও মার্জনা করিবার উপক্রম হইয়াছিল,তথাপি আর বার দুই মেনওয়ার ডাইরেক্টর্সদিগের তদ্রূপ আজ্ঞা সম্বলিত সেনাপতি কাপ্তেন নির্থ

বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত এবং অনেক কথার বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাওয়াতে বৃটিস দিগের এদেশ হইতে এককালে বহিষ্কৃত হইতে হইল, এই হেতু তাহারা সক্রোধ হইয়া সমুদ্রে মোগলদিগের জাহাজ সুযোগমতে প্রাপ্তি মাত্র আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, ইংরাজী ১৬৯০ সালে যখন মহারাজ আলমগীর দক্ষিণ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রাম করেন এবং ভিওরা নদী তটে শিবির স্থাপিত তৎকালে রাজ বিপক্ষেরা অকস্মাৎ এক দিন ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মহারাজকে বেষ্টন করিবাতে ইংলণ্ডীয় সেনাপতিরা এক অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়া দিয়া বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া বৃটিস সেনানীগণকে পারিতোষিক প্রদান করিতে উদ্যুক্ত হন কিন্তু ইংরাজেরা অন্য পারিতোষিক না লইয়া কলিকাতায় কিঞ্চিৎ স্থান বাণিজ্য কুঠী করিতে প্রার্থনা করিলে তিনি বাঙ্গালার নবাবকে আজ্ঞা করেন যে অন্যান্য ইউরোপীয় ন্যায় ইংরাজকে বঙ্গে বাণিজ্য করিতে প্রাতিকূল্য না করেন, তদনুসারে ইব্রাহিম খাঁ মান্দ্রাজস্থ মেং কেরনাককে পত্র দ্বারা আনাইয়া সুতানুটিতে পুনঃস্থাপয়িতা হন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্বাধীন কুঠী না হওয়াতে ইংরাজেরা ভবিষ্যতে বিদ্রোহিতা না করা প্রতিজ্ঞা করিয়া দিল্লী মহারাজ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন প্রেরণ করিবাতে আওরঙ্গজেব দয়াদ্র হইয়া পূর্ব্ববৎ ৩০০০ টাকা পেসকশ দিয়া কুঠী করিতে আজ্ঞা দেন, এই

অবধি কলিকাতার আদি বলা যায়, কিন্তু বিলাতের কোর্ট আব ডাইরেকটরেরা এরূপেও তৃপ্ত নহেন তাঁহারা বারম্বার লিখেন যে যদ্যপি বাঙ্গালায় স্বাধীন এক দৃঢ় দুর্গ আর টেকশাল করিতে না পাওয়া যায় তবে সে বাণিজ্যে লাভ নাই কিন্তু এখানে তখন যবনরাজ দুর্দ্ধর্ষ্য আজ্ঞা বহির্ভূত কর্ম্ম করিলে দেশ বহিষ্কৃত করিতে পারে, বরং সেই ঘটনাই বাস্তবিক হইল. যেহেতু মোগল তীর্থ যাত্রির দুই জাহাজ মক্কা যাইতেছিল, সমুদ্রে আক্রান্ত হওনের অভিযোগ দিল্লীশ্বর সমীপে উপস্থিত হইবাতে তিনি সক্রোধ হইয়া তাবৎ ইউরোপীয় লোককে বাঙ্গালা হইতে দূর করিতে আজ্ঞা করেন কিন্তু বাঙ্গলার নবাব ইব রাহিম সংগোপনে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এইরূপে কিয়ৎ কাল যাপনের পর ইং ১৬৯৫ সালে এক অনির্ব্বচনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল, তদ্দ্বারা বিনা উৎকোচ ও তোষামোদন যাবদীয় ইউরোপ বাণিজ্যকারী স্বীয়২ স্থান সুদৃঢ় করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন. । যথা শোভা সিংহ নামক এক ভূম্যধিকারী জিতোয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামাধিপ বর্দ্ধমানের রাজার সহিত বিরোধ করিয়া উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা রহিম খাঁর সাহায্য প্রাপ্তে বর্দ্ধমান অধিকার করত রাজাকে হনন করেন, বর্দ্ধমানের রাজকুমার ঢাকা নবাবের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিবাতে যশোহরের ফৌজদার বিবাদ ভঞ্জনার্থ আজ্ঞপ্ত হইয়া প্রেরিত হন, কিন্তু অকর্ম্মণ্য ফৌজদার ও

সহস্র ভীরু সেনার সহিত হুগলির নিকট গঙ্গাপার হইয়া বিপক্ষ পক্ষে রণোন্মত্ত বহু সেনা প্রস্তুত দেখিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়, সুতরাং বিদ্রোহিরা সাহসিক হইয়া নানা দলে বিভক্ত পঙ্গপালের ন্যায় গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ সমুদয় দেশ বিলুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া লয়, অতএব চন্দন নগর, চুচুঁড়া, শ্রীরামপুর এবং কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়েরা এক২ দুর্গ স্ব২ রক্ষার্থ নির্ম্মাণ করেন, সেই সময়ে বৃটিসেরা পুরাতন কুঠী নামক দুর্গ লালদীঘি পুষ্করিণীর পশ্চিমাংশে গঙ্গার উপর দিবা রাত্রি কর্ম্মি নিযুক্ত করিয়া অতিশীঘ্র কুঠী নির্ম্মাণ করেন, তদনন্তর উক্ত আক্রামক রহিম খাঁ মুরশিদাবাদে স্বশক্তি স্থাপন পূর্ব্বক রাজমহল পর্য্যন্ত অধিকার করিল, কিন্তু অচিরাৎ দিল্লী হইতে আরঙ্গজেবের পুত্র আজীম ওসান সসৈন্য বঙ্গ ভূমিতে আগমন করিয়া বিদ্রোহি সেনানিচয়ের ছিন্ন গলদ্রক্ত গলিত ধারায় ধরাতল আরক্তীকৃত, করত রহিমকে দুরীকৃত করিয়া বঙ্গ রাজ্যে পুনঃ শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক আজীম ওসান কর্ত্তৃত্ব পদে স্থাপিত রহিলেন, সেই সময়ে কোম্পানি সুতানুটি প্রভৃতি ৩ খানি গ্রামের কালকৃত স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ ইজারদার হইলেন, এবং কলিকাতায় অনেক লোক গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, ইংরাজী ১৭০৩ সালে ইংলণ্ডে ইংলিস কোম্পানি নামে আর এক সম্প্রদায় বাণিজ্যকারী সৃজন হইয়া বাণিজ্যার্থ কলিকাতায় উপস্থিত হইল, তাহাতে দুই সম্প্রদায় এক

স্বব্যাভিলাষী হওয়াতে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থে বিলাতের কর্ত্তারা উভয় দলকে একত্র করিয়া ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম প্রদান করেন, সেই নাম অদ্যাপি প্রচলিত।

বাঙ্গালার দেওয়ান জাফর খাঁ যাঁহার প্রকৃত নাম মুরশিদ কুলি এবং যদ্দ্বারা মুরশিদাবাদ নগর স্থাপিত হয়, তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তিনি এক দরিদ্রব্রাহ্মণ সন্তান, হাজিসফা নামক এক বাণিজ্যকারির প্রতিপালনে সম্বর্দ্ধিত এবং ইস্পাহান দেশেগিয়া যৌবনাবস্থায় মহা ধনুর্দ্ধান, ব্যায়াম মল্ল যুদ্ধ এবং অশ্ব চালনাদি যুদ্ধ কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়া দিল্লীর মহারাজ সমীপে দেকান দেশে মনোরম্য কর্ম্ম দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া বেহারের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, সে কর্ম্মে কৃতী কুশল হইলে বাঙ্গালার দেওয়ান হন, দেওয়ান শব্দের অর্থ আকবর বাদশাহের সময়াবধি বঙ্গে দুই শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তাহার একের নাম নবাব তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা দেশ রক্ষা করিতেন, দ্বিতীয় দেওয়ান রাজস্ব আদায় বিচার প্রভৃতি নাগর্য্য কার্য্য করিতেন, সেই নিয়মানুসারে এই সময়ে আজিমওসান নবাব আর মুরশিদকুলি দেওয়ান ছিলেন, তদনন্তর আজিমওসান লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র ফরক সের যখন তাঁহার পিতৃব্য এবং ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সেই কালে তদ্দ্বারা

এই মুরশিদকুলি পরাক্রমী এবং নিরপেক্ষ হেতু উভয় কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য এবং নাগর্য্য কার্য্য সুধার্য্য করণক তুল্য কারুণ্যময় স্বভাব প্রযুক্ত শুল্ক প্রদান সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করেন যে কি ইউরোপীয়, কি মোগল, কিম্বা বাঙ্গালি সকলেই সমাম মাসুল দিয়া বাণিজ্য করিবেক, ইহাতে বৃটিস ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হইয়া এক দূত দিল্লী ফরকসের সমীপে প্রেরণ করেন, দূত দিল্লী রাজসভায় দুই বৎসর উপস্থিত থাকিয়া চিকিৎসাদি বিবিধ মনোরম্য কর্ম্ম দ্বারা মহা রাজ সমীপে কৃতকার্য্য হইয়া প্রার্থনা করেন, যে ইংরাজেরা যে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমন করিবেন তাহার তল্লাসি কোন বাঙ্গালিতে না লয়, আর মুরশিদাবাদের টাকশালে তিন দিবস রৌপ্য আনিয়া মুদ্রা বানাইয়া লইবেন, এবং ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা কাজী না করিয়া কুঠীর কর্ত্তা সাহেব করিবেন এবং উক্ত কোম্পানির নামে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানের অষ্টাত্রিংশৎ গ্রাম কাল ক্রৃত স্বত্বাধিকার লিপি হইতে পারে, এই সমস্ত প্রার্থনায় দূর দর্শী প্রধান মন্ত্রী আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু বাদশাহ অল্প বয়স্ক এবং নূতন সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া সমুদয় অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং ইং ১৭১৭ সালে উক্ত কোম্পানির উকীল কলিকাতায় পুনরাবর্ত্তিত হইয়া

নবাবকে ফরমান দেখাইবাতে সুতরাং তাহা শিরোধার্য্য হইল, কিন্তু গ্রাম ইজারা সম্বন্ধে দেশীয় ভূম্যধিকারিগণকে নবাব সাবধান হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

অনুমান ১৭৩৩ সালে আষ্ট্রীয়া ও নেথরলেণ্ড দেশীয় লোকেরা বঙ্গের বাণিজ্যে লুব্ধ চিত্ত হইয়া রমনী বাদশাহের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় অর্ণবযান সাহিত্যে বঙ্গে আসিয়া ফরাসডাঙ্গার ভাটী পূর্ব্বপার বাঁকিবাজার নামক গ্রামে খাদ বেষ্টিত কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ এবং ডচ পুরুষেরা ঈর্ষাযুক্ত হইয়া কলে কৌশলে তাহারদিগকে দূর করিয়াছিলেন।

ইং ১৭৪২ সালে যখন আলাবুদ্দিন খাঁ বঙ্গ, বেহার, ও উড়িষ্যার অধিরাজ মুরশিদাবাদে সিংহাসন তখন ভাস্কর পণ্ডিত নামক এক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বঙ্গ দেশ বিলুণ্ঠন করে, তাহাতে ইংলণ্ডীয় কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেব সশঙ্ক হইয়া স্বরক্ষার্থে দুর্গ সুসজ্জ এবং কলিকাতা নগর বেষ্টিত এক গভীর পরিখা খনন করেন তাহার চিহ্ন অদ্যাপি মহারাট্টা ডিচ বলিয়া খ্যাত আছে, এই মহারাষ্ট্রদিগের সহিত নবাবের বিবাদ দশ বৎসর ক্রমাগত বেহার বঙ্গ এবং উড়িষ্যার মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সেনা, ও দিল্লী মহম্মদের, ও লখ্নৌ নবাবের প্রেরিত সেনা এবং আলাবুদ্দিনের পক্ষের কটক তন্মধ্যে কয়েকজন সেনানী প্রত্যেকেই দেশাধিপ হইবার প্রত্যাশায় নানা কৌশল, প্রতারণা, ছল, যুদ্ধ, হত্যা, লুঠ ইত্যাদি করি

তেছিল, সে উপদ্রবে বঙ্গ দেশ মহা মারকের প্রায় একদা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহার বিস্তার ইতিহাস লিখনে বাহুল্য হয়, স্থূল এই যে পরিশেষে আলাবুদ্দিনের পরাক্রমে ও বুদ্ধির কৌশলে এবং ভাগ্য বশত সকল আপদুপদ্রব হইতে মুক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রদিগকে সাংবৎসরিক দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা চৌথ নামক রাজকর স্বরূপ প্রদানাঙ্গীকার করিয়া দেশীয় প্রজাচয়কে এবং বিদেশীয় বাণিজ্যকারিগণকে নির্ব্বিঘ্নে বাস ও বাণিজ্য করিতে দিয়াছিলেন, ইং ১৭৪৭ সালে কোম্পানির কুঠী শূরত, বোম্বে, ডাবল, কারওয়ার, টিলিচরি, আঞ্জিগো, টীজাগা পাটাম, মান্দ্রাজ, বিজাগাপাটাম. বালাে গার এবং কলিকাতায় হইয়া কর্ম্ম বিস্তার হইয়াছিল। ফরাসিসেরা পাণ্ডিসেরি এবং ফরাস ডাঙ্গায় ছিল'। ডেনিস শ্রীরাম পুরে। ডচ চুঁচুড়ায়।

এইক্ষণে যে রূপে ইং ১৭৫৬।৫৭ সালে বৃটিসেরা বাঙ্গালার নবাব সেরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া দেশীয় রাজ কার্য্যে লিপ্ত হওত দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া কালাত্যয়ে সমুদয় দেশাধিপ হইয়াছেন তদ্বিশেষ সংক্ষেপ বর্ণন করি।

বাঙ্গালার নবাব আলাবুদ্দিন সর্ব্বাংশে প্রশংসিত ছিলেন, কেবল তাঁহার এক উন্মত্ততার কার্য্য এই যে তিনি নিঃসন্তান প্রযুক্ত তিন কন্যার বিবাহ তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত দিয়া তদ্দ্বারা দুই দৌহিত্র জন্মান, তাহার জ্যেষ্ঠের নাম নোইস মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তা, আর কনিষ্ঠ জৈনুদ্দিন

বেহারের নবাব হন, এই শেষোক্ত জৈনুদ্দিনের পুত্র সেরাজ দ্দৌলাকে পুত্রবাৎসল্যে কালসর্প পোষণের ন্যায় স্বনিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং মুমূর্ষকালে জিজ্ঞাসিত হইবাতে সেরাজ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লোকান্তরিত হন, সেরাজদ্দৌলা ঈদৃশী সম্পদ মদগর্ব্বিত যে সিংহাসনারূঢ়ের পূর্ব্বে দিল্লী মহারাজের ফরমান গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন, তন্মধ্যে ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে তৎকালে দিল্লীর পরাক্রম এমত ক্ষীণ যে তুচ্ছজ্ঞান করিলেও করিতে পারেন, সেরাজদ্দৌলা ইং ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রেল বাসরে বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইয়া আদৌ স্বস্তি বাচন তাঁহার পিতৃব্য লোইস মহম্মদ ঢাকা নবাবের বিধবা পত্নীর অর্থলাভার্থে লুব্ধচিত্ত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করত তাঁহার সর্ব্বস্বাপহরণ করিলেন, এবং তৎকালের নিয়মানুসারে ঢাকার নাএব নবাব অথবা দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ তিনি তৎকালে মুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকিবাতে সেরাজ কর্ত্তৃক কারা বাস প্রাপ্ত হইলেন, ঢাকায় তৎপুত্র কৃষ্ণদাস হৃতসর্ব্বস্ব ভয়ে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে সপরিবার ও সসম্পত্তি কলিকাতা আসিয়া ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়া অত্র বাস করেন, সেরাজ রাজবল্লভের সম্পত্তি স্থানান্তরিত শ্রবণে অনুতাপাক্রান্ত হৃদয় হইয়া কৃষ্ণদাসকে ধৃত করণার্থ কলিকাতায় দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু উক্ত দূত সন্নিধানে কোন বিশ্বাসজনক নিদর্শন পত্র না থাকাতে ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ড্রেক সাহেব কর্তৃক তাহারা নগর বহিষ্কৃত হয়, এই সময়ে লণ্ডন নগরীয় সংবাদে ব্যক্তী কৃত হয় যে বৃটন এবং ফ্রেঞ্চরাজ্য মধ্যে বিরোধ বায়ু সহ যোগে আহবানল জাজ্জ্বল্যমান হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে অতএব এখানে এই বিবেচনা স্থিরীকৃত হইল যে ফরাসডাঙ্গায় ফ্রেঞ্চজাতীয় অনেক সেনা, ধন, এবং যুদ্ধাস্ত্র আছে, কলিকাতা আক্রান্ত হইলে নিবারণার্থ পুরাণা কুঠী সুস জ্জীভূত ও দৃঢ় করণে উদ্যোগী হওয়া বিধেয়, এই সংবাদ নবাব সেরাজদ্দৌলা শ্রুত মাত্র ক্রোধাকুল হইয়া ড্রেক সাহে বকে এক নিষ্ঠুর লিপি লিখেন, যে দুর্গ সুসজ্জ করণ সুদূর পরা হত যাহা আছে তাহাও সমভূমি করিতে হইবে যদি কল্যাণা কাঙ্ক্ষী হও তবে কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া অবিলম্বে মুরশিদা বাদ প্রেরণ কর, তাহার প্রত্যুত্তর ড্রেক সাহেব রাজ নীতির সহিত বিনতি পূর্ব্বক কৃষ্ণদাসকে নিরপরাধে নষ্ট করা রাজার দূষণ এইরূপ লিখেন, যৎকালে নবাব বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষণ রণসজ্জায় তাঁহার এক ভ্রাতা সৃকত জঙ্গ পুর্ণিয়ার নবাবের বিরুদ্ধে ধাবিত রাজমহালে গঙ্গা পার উত্তীর্ণ হইতেছিলেন, ইতিমধ্যে ড্রেক সাহেবের উক্ত পত্র নবাবের সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইলে শিখা জাজ্জ্বল্যমানা হয় তদ্রূপ সেরাজ একদা উভয় ক্রোধে আকুল হইয়া রণোন্মত্ত প্রায় ঐ সুসজ্জীভূত সেনা সমুহ সাহিত্যে অতি বেগে কলিকা

তায় আসিয়া নগর বেষ্টন পূর্ব্বক কহেন যে ইংরাজেরা অদ্য পঞ্চদশ বৎসর বিনা শুল্ক প্রদানে বাণিজ্য করিতেছেন এবং আমাকে এপর্য্যন্ত স্বয়ং আসিতে হইয়াছে তাহার সৈন্য ব্যয় অর্পণ কর, এই ব্যাপারে বৃটিসেরা সুতরাং ভীত হইয়া স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালকাতুর, সহিত নৌকাযোগে পলাইতে ছিলেন ইতিমধ্যে নবাবী সেনা পতিত হইয়া অস্ত্রাগ্নি দ্বারা বৃটিস গণকে বিধ্বস্ত করিতে ১৪৬ ব্যক্তি নিস্তেজ হওত ধৃত হইয়া ব্লাকহোল নামক ক্ষুদ্র কারাগারে আবদ্ধ হইল, ইং ১৭৫৬ সালের জুন মাসের গ্রীষ্মেতে সেই কদর্য্য গৃহ মধ্যে এক রাত্রে উক্ত ১৪৬ ব্যক্তি মধ্যে কেবল ২৩ জন দৈব রক্ষিতের ন্যায় রক্ষা পাইয়াছিল আর তাবৎ অতীব বিলপনীয় দুর্গতি শোকার্ত্তনাদ দৈহিক মৃত্যু চিহ্ন অবসন্ন নিরন্ন ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া নিহত হয়, তদনন্তর নবাব পুরাণা কুঠীর ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তে আত্মসাৎ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন কালে ডচ দিগকে অভিমর্ষণ করিয়া সাড়ে চারি লক্ষ মুদ্রা আর ফরাসিসেরস্থানে তিনলক্ষ মুদ্রা লইয়া ডেনিসদিগকে শ্রীরামপুরের পাট্টা এবং নগর স্থাপনের আজ্ঞা দিয়া মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, । এদিগে ড্রেক সাহেব অত্যন্ত ক্রোধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়া মান্দ্রাজ গিয়া এই অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করেন তাহাতে কর্ণেল্ ক্লাইব ও এডমাইরেল ওয়াটসন এই সেনাপতিদ্বয়, কতিপয় যুদ্ধ জাহাজের এক বহর আর কতকগুলিন সুশিক্ষিত পরাক্রান্ত রণদক্ষ

সেনা সাহিত্যে ২৮ ডিসেম্বর ফলতায় উদয় হইলেন, সে স্থানে দেশাধিপের এক ক্ষুদ্র মৃন্ময় দুর্গ এবং মাণিক্যচন্দ্র নামক ভীরু সেনাপতি ছিলেন, কথিত আছে তৎকালে মাণিক্যের যদ্যপিও দল বল অল্প তথাপি যাহা ছিল তাহারা কিঞ্চিৎকাল পরিশ্রম করিলে ইংরাজদিগের কয়েকজন মান্দ্রাজী সিপাহীকে অনায়াসে নিরাকরণ করিতে পারিত কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যখন ক্লাইবের স্বহস্তস্থিত বন্দুকের একটী গুলি মাণিক্যের হাওদায় আঘাত লাগিয়া ভূমে পতিত হইল তখন মাণিক্যচন্দ্র সেই ঠক্ শব্দেই অতীব ত্রাস যুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে কুঞ্জরারোহণে বেগে পলাইয়া মুরশিদাবাদ উপস্থিত হইয়া দেহে প্রাণ পাইয়াছিলেন, ভগ্নপাইকেরা নানাদিগে পলায়ন করিলে ক্লাইব স্থলপথে আর জাহাজ সমস্ত জলপথে ইং ১৭৫৭ সালের ২ জানুআরি বাসরে বৃটিস সেনার মধ্যে কোন ব্যক্তির গাত্রে একটী ছড় ব্যতিরেকে কলিকাতা আসিয়া পঁহুছিলেন, ক্লাইব পুরাণা কুঠীতে পাদার্পণ মাত্র সেঠ নামক এক ব্যক্তিকে দৌত্যকর্ম্মে উপঢৌকনের সহিত নবাব সেরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়াদিলেন তাহাতে নবাব অপরাধ মার্জ্জনাঙ্গীকার করিয়া ক্লাইবকে কলিকাতায় বাস করিতে অনুমতি করেন, তথাপি ইত্যবসরে বৃটিস সেনা হুগলি গিয়া উপদ্রব করিবাতে সেস্থানের অন্যান্য ইউরোপীয় ও মোগল বাণিজ্য কারিগণ নবাব সমীপে অভিযোগ করাতে তাহারদিগের সাহায্যার্থ নবাব কতকগুলি সেনা সাহিত্যে বৃটিস

বিরুদ্ধে সমাগত হইলে এক ক্ষুদ্র সংগ্রাম হয় তাহাতে ইংরাজেরা পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে নবাব এক প্রকার ভয় ও মৈত্রতা উভয় সহযোগে শাম্যমূর্ত্তি হইয়া ইংলণ্ডীয়দিগের সাহসের প্রশংসা করণানন্তর পুর্ব্ববৎ কলিকাতায় বাস করিতে অধিকন্তু টাক্‌শাল ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু সেরাজ তৎকালে বৃটিসদিগকে নিতান্ত প্রজা না জানিয়া বরং শত্রু জ্ঞানে সঙ্গোপনে উপায় চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইং ১৭৫৭ সালের ১৯ আগষ্ট কলিকাতার টাক্‌শাল হইতে প্রথম মুদ্রা নির্গত হয়, এবং ফোর্ট উলিয়ম নামক দুর্গ নির্ম্মাণারম্ভ হয়। ওয়াট সাহেব যিনি কোম্পানির পক্ষে মুরশিদাবাদের রাজসভায় দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি নবাবের কুব্যবহারে সর্ব্বদা অপমানিত হওত সোৎকণ্ঠ চিত্তে ক্লাইবকে বারম্বার বিজ্ঞাপন করিতেন, তজ্জন্য সকলেরি চিত্তবর্ত্তী সেরাজ পরিবর্ত্তে অন্য কোন সুবিচারক নবাব হইলে শ্রেয় হয়। অপিচ প্রামাণিক জনশ্রুতি এই আছে যে ইতিমধ্যে অনপেক্ষিত রূপে এক অত্যাশ্চর্য্য যোজনার উদয় হইল, অর্থাৎ দেশীয় প্রধানাপ্রধান সকলেরি ঐ রূপ বৈরক্তি জন্মে তাহার হেতু সেরাজ কখন মাতৃ গর্ব্ভে সন্তান কি রূপে অবস্থান করে তাহা দেখিবার ইচ্ছায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী লোক আনাইয়া উদর বিদীর্ণ করিয়া দেখেন, কখনও বা নৌকা জলমগ্না হইলে মনুষ্য কি রূপ ডুবিয়া মরে তাহা দর্শনেচ্ছায় সচ্ছিদ্র নৌকায়

লোক সমূহ আরোহণ করাইয়া গঙ্গার উত্তুঙ্গ তরঙ্গে নিঃক্ষেপ করত আনন্দাবিষ্ট ও হৃষ্ট হইতেন, সভাস্থ মহল্লোক মাত্রেরি সদা ধন প্রাণ মান রক্ষা হেতু ত্রাস, অতএব সকলে গোপন সোপানে ঐকবাক্য হইয়া ইংলণ্ডীয়গণকে কর্ম্ম কুশল দেখিয়া ভালুকা নিবাসি কালীপ্রসাদ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে দূতরূপে কলিকাতা প্রেরণ করেন, বার্ত্তিক বাক্য এই যে কোন ছলে বিরোধ উপস্থিত করণক রণ ভূমি সমাগত হউন, যুদ্ধ কালে অনেক নবাবী সেনা বিপরীত পক্ষাবলম্বী হইবে কোন শঙ্কা নাই, যুদ্ধোপলক্ষ মাত্র কৌশলে সেরাজকে দুর করিয়া মীর জাফরকে তৎপদাভিষিক্ত করিলে সকলেই সুখী হইতে পারিব এবং এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেক কোম্পানির চিহ্নিত ভৃত্য রাজসভায় মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্ত হইবেন, এ ষড়্‌যন্ত্র মধ্যে তাবৎ ভূম্যধিকারী ও ধনাধ্যক্ষ জগৎ সেঠ, দুই মহাধনি উমীচন্দ্র এবং খোজাওয়াজিত প্রভৃতি ছিলেন, এই প্রযোজ্য বাক্য ইংলণ্ডীয়েরা শ্রবণ করিয়া কৌন্সেল অর্থাৎ সভাধিবেশন পূর্ব্বক প্রজল্পিত বিষয়ক বিচারারম্ভ করেন, আদৌ এডমাইরেল বক্তৃতা করেন যে আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ি স্বতঃসিদ্ধ নম্র প্রকৃতি, এ জিঘাংসুর কার্য্য অস্মৎ সম্বন্ধে প্রশংসনীয় হইতে পারে না, ক্লাইব কহেন দেশীয় লোক অনুকুল, সেরাজের শরীর পাপপুঞ্জে পরিপূর্ণ, পরিণামে বোধ হয় ইংলণ্ডীয় লোক একবার রাজ সংক্রান্ত কার্য্যে প্রবিষ্ট

হইলে কালাত্যয়ে রাজ্য প্রাপণের সম্ভাবনা, এইরূপ বহুবিধ বাদানুবাদের পর কং ক্লাইবের প্রস্তাব প্রবল হইয়া সঙ্গোপনে ওয়াট সাহেব দ্বারা এপ্রেল ও মে এই মাসদ্বয় ব্যাপিয়া কথা সঞ্চালনের পর মীর জাফর কোরাণ লইয়া শপথ করেন, উমীচন্দ্র লোভী মন্ত্রণা রাষ্ট্র করিবার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ত্রিংশৎলক্ষ মুদ্রা উৎকোচ প্রার্থনা করে, ক্লাইবধূর্ত্তের সহিত ধূর্ত্ততা বিধানে এক অঙ্গীকার পত্র বিন্যস্ত করেন, এবম্প্রকারে বৃটিসেরা সচিব ও সেনা নিচয়কে বশীভূত এবং আত্মপক্ষ করত স্বকার্য্য সাধনের তাবদনুষ্ঠান স্থির করিয়া নবাবকে পত্র লেখেন যে তিনি ইংলণ্ডীয়দিগের অনেক অপচয় এবং সন্ধিপত্রের বিপরীতাচরণ ফরাসিসকে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব এই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত ক্লাইব স্বয়ং মুরশিদাবাদের রাজসভায় বিচারাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিতেছেন, এই অভাবনীয় পত্র পাঠ করিয়া নবাব চিন্তা করিলেন যে "অত্র কিঞ্চিন্নিগূঢোস্তি" যাহা হউক বৃটিসদিগকে একবার ভাল রূপে শিক্ষা প্রদান করা উচিত হইয়াছে, অতএব মার কোলাহ্ পোসকো বলিয়া ইং ১৭৫৭ সালের জুন মাসে ১৫০০০ অশ্বারোহি ৩৫০০০ পদাতিক ৫০ টা বৃহত্তোপ ৪০ জন ফরাসিস গোরা ও সেনা নিচয়কে সুসজ্জীভূত হইয়া রণ স্থলে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করেন, পক্ষান্তরে ৯০০ ইউরোপীয় পদাতিক ২০০০ তৈলঙ্গী সিপাহী ২৮ তোপ সহিত যুদ্ধ বিশারদ কং ক্লাইব

কাটোয়ায় নদ্যুত্তীর্ণ হইয়া পলাশীর ত্র্যবান্তরে নবাবের ব্যূহ সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, ২৩ জুন যুদ্ধারম্ভ হয়, নবাব প্রথ মত মোহন চান্দকে সেনানীত্বে বৃত করিয়া রণ স্থলে প্রেরণ করেন, তিনি ক্লাইবের ইঙ্গিত মাত্র ভঙ্গ দিলেন, এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে সেরাজ স্বীয় শ্যালক মীরমদনকে তৎপদাভিষিক্ত করিলে মদন ক্ষণকাল প্রকৃত যুদ্ধ করিয়াছিল অর্থাৎ প্রাগুক্ত সেনা দিগকে রণোৎসাহী করত স্থানে২ তোপ যোজনা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়া বিপক্ষের সম্মুখবর্ত্তী হইলে উভয় পক্ষ হইতে প্রলয় কালীন ঘন ঘোর নিস্বন শত২ বজ্রা ঘাতের ন্যায় তোপের ও বন্দুকের ভীষণ গর্জ্জন দ্বারা দিগ্ধির ও ভূপৃষ্ঠ কম্পমান করিল, ইহাতেই ইংলণ্ডীয় পক্ষের ২০ জন ইউরোপীয় এবং ৫০ মান্দ্রাজী সিপাহী রণশায়ী হয়, দিবা অনুমান ২ প্রহর কালে উক্ত সেনাপতি মীর বন্দুকের এক গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে এক ব্যক্তি তাহার চরণাকৃষ্টি করত নবাবের সম্মুখে আনয়ন করণের পর ক্ষণকাল ধূল্যবগুণ্ঠিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেক এই ব্যাপার দেখিয়া নবাবের হৃদয়ে চৈতন্যের উদয় হইয়া সমুদয় কপট যুদ্ধ হইতেছে অনুমান করিয়া মীর জাফরকে আহ্বান করত স্বীয় উষ্ণীষ তাঁহার পাদুকো পরি অর্পণ করিলেন, এখানেও জনশ্রুতি এই যে মীর জাফর ও দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি সেনাপতিগণ রণস্থলে পুনরাগত হইয়া সমুদয় তোপ যোজনা করিয়া গোলাশূন্য জতুচূর্ণ পট্ট

নির্ম্মিত পিণ্ড প্রপূরিত তোপধ্বনি মুহুর্মুহু করিবাতে তন্নিঃসৃত ধূম দ্বারা রণভূমির সহিত দিগন্তরাল অন্ধীভূত মধ্যে২ উল্কা স্ফুলিঙ্গ পতনের ন্যায় রঞ্জকের অগ্নি অবলোকন হইতে লাগিল ইতিমধ্যে নবাবী সৈন্য সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা স্থানে ভিন্ন২ সম্প্রদায়ের সহিত উপবিষ্ট হইয়া তাহারদিগের প্রাপ্য বেতন সমুদয় প্রাপ্ত না হইলে যুদ্ধ করিবেক না কহিয়া মহাগোলযোগ উত্থাপিত করিলেক, নবাব তৎক্ষণাৎ রাজকোষ হইতে সমুদয় বেতন দিয়া কহিলেন যে ধনের অভাব যদি হয় তবে বেগমদিগের গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া দিব তোমরা মনোযোগী হইয়া যথার্থ সংগ্রাম কর, এই কথা রাত্রি দুই প্রহরপর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া নিশাবসানে নবাব স্বয়ং সেনাপতির ন্যায় অবস্থিতি করত যুদ্ধ করিবেন পরিকল্পনা স্থির হইল, কিন্তু "প্রভাতে দশদিশো যান্তি কাকস্য পরিবেদনা" এক বৃদ্ধ সেনানী মাত্র ৫০০ পদাতিকের সহিত রাজাজ্ঞাধীন ছিল, সেরাজ অতি বিপদুপস্থিত নিশ্চয় জানিয়া উষ্ট্রারোহণ পূর্ব্বক অতিবেগে মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন সেখানে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার আজ্ঞা প্রকাশ করণেচ্ছু কিন্তু মন্ত্রিবর্গ কেহই উপস্থিত না থাকাতে সমস্ত দিন একাকী ছিলেন, পরিশেষে বিবেচনা করিলেন আর এস্থানে থাকা অযুক্তি যেহেতু প্রাণ নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবম্বিধায় সাধ্যমত কিঞ্চিৎ ধন লইয়া বিশ্বাসি ভৃত্য সমভিব্যাহারে ভগবান গোলা গিয়া এক পলোয়ার নামক

তরণি আরোহণ পুর্ব্বক পাটনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, অভিপ্রায় মুসেলা নামক এক জন ফরাসিস যাহাকে ইতিপূর্ব্ব আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং রাজা রামনারায়ণ লোক ভাল ও যোদ্ধা তাহারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য তা যে হয় করিবেন, পথিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া রাজ মহলে নৌকা লাগান করিয়া বাজারে ভৃত্য প্রেরণ করেন, সে স্থানে এক ব্যক্তি যে পূর্ব্ব সেরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তিতিক্ষায় বুভুক্ষু উদাসীন দীনবৎ সন্ন্যাসি বেশে নদী তটে উপবিষ্ট ছিল সেই ব্যক্তি আপন অনিষ্টের প্রতি ফল প্রদানার্থ সচেষ্ট হইয়া সেই স্থানের ফৌজদারী কাছা রীতে নবাবের দুরবস্থা বিজ্ঞাপন করিবাতে তাহারা তৎক্ষ ণাৎ আসিয়া নৌকা আটক ও সম্পত্তি লুঠ করিয়া মুরশিদা বাদে বার্ত্তা পাঠায়, মীর জাফর শ্রুত মাত্র দূত প্রেরণ করিয়া সেরাজকে আবদ্ধ পূর্ব্বক আনাইয়া কুটীরে বদ্ধ করেন, তদ নন্তর মীরের পুত্র মীরণের আদিষ্ট লোক দ্বারা সেরাজের শরীর খড়্‌গাঘাতে খণ্ড২ হইয়া কুক্কুরের ভোজ্য হয়, দেখুন জগজ্জাগরূক জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিচার চৈকণ্য, কর্ম্মা নুরূপ জীব সমূহকে ফলদান করিতেছেন, যে এই মদান্ধ দুর্ব্বৃত্ত সেরাজকে পাপশাস্তা পরমেশ্বর অচির কালের মধ্যেই সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন, যেহেতু ঐ পাপাত্মার শরীর ও সংস্কৃত হইল না। এ দিগে যৎকালে কর্ণেল ক্লাইব এই রূপ অনায়াস যুদ্ধে জয়ী হইলেন, তৎক্ষণাৎ মীর জাফর

আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশীয় ও বিলাতীয় বান্ধবগণে পরিবৃত ও উৎসবান্বিত হইয়া বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত এক সন্ধি পত্র করিলেন, প্রকাশ্য ধনাগারে দুই আর অন্তঃপুরে ছয় এই অষ্ট কোটি মুদ্রা রাজ ভাণ্ডারে ন্যস্ত ছিল তৎসমুদয় ক্লাইবের দেওয়ান রামচন্দ্র এবং মুন্সী নব কৃষ্ণ সমভিব্যাহারি অধ্যক্ষ ন্যায় অবস্থিতি করত ধন সাহেব ও সচিবগণ মধ্যে এক প্রকার হইয়া গেলে তদ্দ্বারা বৃটিসেরা কেবল গত বৎসরের দুঃখ বিস্মরণ হইলেন এমত নহে বরং সেরাজকে বিনাশ করিয়া উক্ত তিন প্রদেশের মধ্যে মান্য হইলেন, যাহা বাসনা করেন তাহাই হয়, ফরাসিস দূর ও ডচের সহিত সন্ধি এবং কলিকাতা অবধি কালপি পর্য্যন্ত তালুক করিলেন।

মীর জাফর নবাব হইলে পর তাঁহার গুণাগুণ প্রকাশ হইতে লাগিল যে তিনি ক্ষীণবীর্য্য ও হীন প্রজ্ঞ নিষ্ঠুর স্বভাব সর্ব্বগ্রাহী লোভী তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি রাজ সভায় হিন্দু মন্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত লোক যাহারা উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে নবাব করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ কার্য্যকে ধর্ম্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন সুতরাং সকলে প্রত্যাকৃষ্ট হইয়া ক্লাইব সাহেবের চরিত্রের প্রতি বিশ্রদ্ধ হেতু গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা মীমাংসা লিপ্সিত হন, এই রূপে জড়তা হেতু জাফর নবাব নাম মাত্র হইয়া পড়িলেন,

ইতিমধ্যে এক নূতন সংগ্রাম উপস্থিত, যথা দিল্লীর বাদশাহ আলমগীরের পুত্র আলি গৌহর রাজমন্ত্রি গাজীর পাশ হইতে বলপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণান্তে আলাহাবাদের সুবাদারের সহিত সমবেত হইয়া বঙ্গ দেশ আক্রমণাভিলাষে পাটনা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ক্লাইবকে অভিসর জ্ঞানে সাহায্যার্থ লিপি প্রেরণ করেন এবং তৎ পিতা আলমগীরও বন্ধুভাবে ক্লাইবকে লেখেন যে পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে তাহাকে ধৃত করিয়া পিতার সন্নিহিতে প্রেরণ করেন, অতএব বৃটিসেরা মুরশিদাবাদে নবাবী সেনার সহিত একত্র হইয়া আলি গৌহরের বিরুদ্ধে ধাবিত হন, এই সময়ে লখ্নৌয়ের নবাব শঠতা পূর্ব্বক আলাহাবাদ আক্রমণ করত কূলী খাঁকে বিধ্বস্ত করেন; সুতরাং আলি গৌহর বৃটিস হস্তে পতিত হইলে মীর জাফর আপনাকে রণ জয়ী জ্ঞানে ইংরাজদিগকে পুরস্কার স্বরূপ ক্লাইব মুরশিদাবাদের রাজ সভায় সচিবত্ব পদাভিষিক্ত এবং তিন লক্ষ মুদ্রোৎপাদিকা কলিকাতা তালুক ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে জায়গীর দেন।

অনন্তর মীর জাফর আপনাকে প্রাচীন জানিয়া স্বীয় পুত্র মীরণ প্রতি রাজকার্য্যের ভারার্পণ করেন, মীরণ সেরাজের ন্যায় দুরন্ত এবং আলম পৌনঃপুন যুদ্ধার্থ আসিবাতে বিগ্রহ ব্যসনে রাজকোষ শূন্য হইল, সেনাগণ প্রাপ্য বেতন নিমিত্ত কোলাহল করে, এই সুযোগে ইং ১৭৬০ সালের

২৭ সেপ্টেম্বর মীর জাফরের জামাতা কাশমলি খাঁ স্বীয় ভাণ্ডার হইতে অনেকার্থ প্রদান করত নায়েব নবাবী অথবা দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, মীর জাফর সুতরাং আপনাকে অপদস্থ দেখিয়া কলিকাতার চিৎপুরে আগমন করত প্রচ্ছন্ন রূপে বাস করিলেন।

নবাব কাশমালি বিলক্ষণ কৃতী কুশল, রাজস্ব বৃদ্ধি, কোষ পূর্ণ, সৈন্য সুশিক্ষিত এবং বৃহৎ২ অগ্ন্যস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃটিসদিগের অধীনতা মুক্ত বাসনায় মুরশিদাবাদ ত্যাগ করত মুঙ্গের রাজধানী করেন, কর্ণেল ক্লাইব স্বদেশ প্রস্থান করিলে মেং বেনসিটার্ট তৎপদাভিষিক্ত হইয়া আইলে শাহ আলমের সহিত সন্ধি হইয়া বৃটিসেরা আলাবাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক ২৪ লক্ষ মুদ্রা রাজ কর স্বীকারে বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার নবাবী ফরমান কাশ মলির নামে প্রাপ্ত হইলেন, এই সময়ে শাহ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে উক্ত তিন সুবার দেওয়ানী প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে রূপ রাজাজ্ঞাধীন বিনা শুল্ক প্রদানে বাণিজ্য কার্য্য পরিচালিত ছিল তদ্রূপ উক্ত কোম্পা নির চিহ্নিত ভৃত্য বরং খ্রীষ্টিয়ান মাত্রেই স্ব২ লাভার্থে বিনা মাশুল ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তদ্দ্বারা রাজস্বের হানি দৃষ্টে কাশমালি নূতন নিয়ম অর্থাৎ হয় সকলেই মাশুল দিয়া অথবা একদা তাহা উঠাইয়া সাধারণ বিনা শুল্ক করার কথা

উত্থাপিত করেন, তাহাতে মেং বেনসিটার্ট এবং হেষ্টিং ভদ্র জ্ঞানে মন্যত হন, কিন্তু কৌন্সেলের অন্যান্য যাঁহারা তদ্রূপ বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করিতেন তাঁহারা অসম্মত হইবাতে কাশমালি সক্রোধ হইয়া আদৌ ৯ টাকা হারে মাশুলের নিয়ম করেন তাহাতে বিবাদ উপস্থিত হইয়া বিচারে দারোগারা দোষী হইয়া কারাবাস প্রাপ্ত হয়, তখন কাশমালি এক বারে মাশুল উঠাইয়া দিবাতে ইংরাজেরা তন্নিয়ম পরিবর্ত্তের অনুরোধ করেন, সুতরাং পক্ষপাতাসহিষ্ণু কাশমালি তদ্বিষয়ে বিরক্ত প্রযুক্ত ব্যাপার দিন২ উত্তপ্ত হইতে লাগিল, মেং আমীট ও হে এই দুই সাহেব বেনসিটার্টকে কহিবাতে তিনি উত্তর করেন যে নবাবকে এ বিষযে আর অনুরোধ করিবেন না তাঁহারা পারেন স্বয়ং গিয়া নিয়ম পরিবর্ত্ত করিয়া আইসেন, অনন্তর উক্তোভয় ব্যক্তি নবাবের রাজসভায় গিয়া প্রার্থনা করিবাতে অকৃতকার্য্য হইলে আমুটি অনবধানতা পূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিবাতে তৎক্ষণাৎ ব্যাপাদিত হন, যখন এই ভয়ানক সংবাদ কলিকাতার কৌন্সেলে উপস্থিত হইল, তখন নবাবের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি না এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে বেনসিটার্ট ও হেষ্টিংমতে বিবাদ অকর্ত্তব্য ব্যক্ত হয়, কিন্তু মেজারিটী অর্থাৎ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য পক্ষে অধিকাংশের সম্মতি প্রযুক্ত তাহাই ধার্য্য হইল, এবং মীর জাফর যিনি দ্বিসপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মাংস লোলিত কেশ পলিত এবং কুষ্ঠ রোগ গলিত, তাঁহাকে কলিকাতা হইতে মুরশিদা

বাদ লইয়া গিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রেত শুল্কের নিয়ম প্রকাশ করাইয়া ইং ১৭৬৩ সালের ২০ জুলাই বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার নবাবী সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিলেন। উক্ত বর্ষের ২ আগষ্টে নবাব কাশমালির সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তাহার প্রথম যুদ্ধ কাটোয়া দ্বিতীয় সুতি উভয় স্থানেই কাশমালি দুর্ভাগ্য বশত পরাভূত হইয়া পরিতাপে উন্মত্তবৎ মুঙ্গের গিয়া বাঙ্গালিরাই যোগাযোগ করিয়া এ উৎপাত অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়গণকে রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছে বলিয়া দুর্গ মধ্যে যে কয়েক হিন্দু সচিব ছিলেন তাঁহারদিগকে হনন করেন, যথা রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, উমেদ সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ, ফতে সিংহ ইত্যাদি, উক্ত সালের আকটোবর মাসে বৃটিস সেনা মুঙ্গেরের দুর্গ বেষ্টন করিয়া সপ্তাহ গোলা বৃষ্টি করাতে কাশমালি নগর রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পাটনায় প্রস্থান করেন, এবং সেখানেও পূর্ব্ববৎ মঙ্গলাচরণ অর্থাৎ দুর্গ মধ্যে যে২ হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান ছিল তৎসমুদয়কে সংহার করিলেন, ইতিমধ্যে বৃটিস সেনা উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গোলাবৃষ্টি এবং মারুগঞ্জে বৃহৎ এক অশ্বত্থ বৃক্ষোপরি প্রকাণ্ড এক ভিত্তিভেদক তোপ বসাইয়া গোলাঘাত করাতে পীরমারু নামক দুর্গ শৃঙ্গ ভগ্ন হইলে, সেই পথে সেনাগণ প্রবিষ্ট হইয়া ছেদনাদি করিতে লাগিল, এই রূপ সুতি অবধি পাটনা পর্য্যন্ত চারি মাস যুদ্ধের পর কাশমালি বৃটিস দ্বারা নির্জ্জিত ও তাড়িত হইয়া লখনৌ গিয়া নবাব উজীরের

সহিত মিলিত হইয়া পর বৎসর বক্সরে প্রকাশ পাইলেন, সেখানেও এক তুমুল সংগ্রামে পরাস্ত হইলে নবাব উজ্জীর ইংলণ্ডীয় সহিত সন্ধি করেন, এবং কাশমালি হত সর্ব্বস্ব হইয়া পলায়ন করেন।

এইক্ষণে বিলাতের সংবাদ কোর্ট আব ডাইরেকটর্স তাঁহার ভৃত্যগণের মন্দ ব্যবহার অর্থাৎ বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্য করণ, উৎকোচ লইয়া নবাব পরিবর্ত্তন, অত্যল্প কালের মধ্যে ধনাঢ্য হইয়া স্বদেশে গমন, এবং নবাবের সহিত বিরোধ উপস্থিত করণ, ইত্যাদি সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন যে বহু আয়াসে যে কিঞ্চিৎ বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বুঝি ভৃত্যগণের অনবধানতায় হস্তান্তর হয়, অতএব যে ব্যক্তি ইহা অর্জন করিয়াছে তাহাকেই পুনশ্চ রক্ষার্থে নিয়োজন কর্ত্তব্য বিধায় কং ক্লাইবকে আহ্বান করিয়া যাবদীয় কর্ম্মের কর্ত্তা করিলেন, অতএব তিনি লার্ড ক্লাইব হইয়া ইং ১৭৬৫ সালের ৩ মে কলিকাতায় পুনঃ পদার্পণ করিয়া দেখেন যে কোর্ট যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, সে আপদঃ শান্তি হইয়াছে কেবল সাহেবেরা কোম্পানির হিত চেষ্টা না করিয়া স্বস্ব উদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, ভাণ্ডার শূন্য যৎকিঞ্চিৎ জায়গীরের উপস্বত্ব যাহা পাওয়া যায় তৎসমুদয় বিগ্রহ ব্যসনে গ্রাস করে, মীর জাফর যাহা স্বীকার করিয়া পুনশ্চ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা প্রদানাক্ষম, এবং তাহার মৃত্যুকালও উপস্থিত তৎপরিবর্ত্তে অন্য নবাব নিযুক্ত

করা দিল্লীর বাদশাহের কর্ম্ম কিন্তু শাহ আলম এমত অক্ষম যে তিনি তাঁহার পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন না কেবল আলাহাবাদে মহারাজ নাম মাত্র আছেন, যাহা হউক ক্লাইব চিন্তা করিলেন যে বঙ্গ দেশ হস্তগত করিবার এই বিলক্ষণ সুসময় অতএব কোম্পানির ভৃত্যগণের ক্রয়ব্যবহার নিবারণার্থ এক নিয়ম পত্র রচনা করিয়া সকলের স্বাক্ষর করাইলেন, তাহাতে যাঁহারা অসম্মত হইলেন তাঁহারা স্বদেশে প্রস্থান করিলেন কিন্তু সকলেই ক্লাইবের প্রতি বিতুষ্ট হইলেন।

ইং ১৭৬৫ সালের আগষ্ট মাসে লার্ড ক্লাইব ফৈজাবাদ হইয়া আলাহাবাদ গিয়া শাহ আলমের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পূর্ব্বাঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া ইউনাইটেড ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে ২৪ আগষ্ট বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ফরমান প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য ২৪ লক্ষ মুদ্রা সাম্বৎসরিক রাজকর এবং মহারাষ্ট্রদিগের চৌথ যাহা আছে তাহা স্থির রাখিয়া মহারাজ কর্ত্তৃক উক্ত কোম্পানির উপাধি শাহ বঙ্গ, নবাব মুজফর জঙ্গের খানখানা হপ্ত হাজারি ২০ সহস্র মাসিক বেতন দুর্ল্লভ রামের মাহেন্দ্র সসহাজারি মনসফ উপাধি ১৬ সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন, সেতাব রায়ের পঞ্চ হাজারি উপাধি সুবে বেহারের নবাবী, রাজবল্লভের রায়রেঞা চাহার হাজারি উপাধি, খোসালচন্দ্রের জগৎ সেঠ উপাধি এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ রাজগী উপাধি পঞ্চ হাজারি মুনসেফ হয়।

এইক্ষণে বক্ষ্যমাণ তিন প্রদেশের মধ্যে বঙ্গের সীমা নিরূপণ প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে অপরদ্বয়ের মধ্যে উড়িষ্যার উত্তর সীমা বঙ্গদেশ, দক্ষিণে গোদাবরী নদী, পূর্ব্বে ভরত সাগর, পশ্চিমে গণ্ডওয়ানা, এদেশের দৈর্ঘ্য ৫৩০ আর প্রস্থ ৯০ ক্রোশ স্থানেং পর্ব্বতারণ্য তদুপত্যকা ও অধিত্যকামধ্যে পূর্ব্বে একজাতি মনুষ্য বাস করিত তাহারদিগের মূর্ত্তি ভয়ানক ও মহা ধনুষ্মান, অনাবৃত অসি হস্তে বন মধ্যে ভ্রমণ করিত তদন্তর তাবং উন্ট্র, পুরাকালে এদেশে উৎকল নামক স্থানে আর এক জাতি মহাকাল নামক মহাবল পরাক্রান্ত ছিল তাহারা মাগধী কর্ণরাজ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এরাজ্য বোধ হয় কদাপি সম্পূর্ণ রূপ যবনাধিকার হয় নাই,।

বেহার দেশের উত্তরসীমা পর্ব্বতারণ্য যদ্দ্বারা নেপাল হইতে পৃথক পায়, দক্ষিণে গণ্ডওয়ানা, পূর্ব্বে বঙ্গ, এবং পশ্চিমে এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং গণ্ডওয়ানা, এতন্মধ্যে দুইখণ্ড, তাহার উত্তরে মগধ আর দক্ষিণ মিথিলা নামে খ্যাত, ভূমি উর্ব্বরা শস্যশালিনী প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য অহিফেণ, ও সোরা নদী গঙ্গা, পর্ব্বত বিন্ধ্য যাহার শ্রেণী প্রস্তরময় প্রাচীরবৎ মুঙ্গের গঙ্গাতীর অবধি উত্তর বেহার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া বঙ্গ দেশের সহিত বিচ্ছেদ করিয়াছে,।

এইক্ষণে বৃটিস দিগের দেওয়ানী এবং প্রাগুক্ত উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতে উক্ত তিন প্রদেশের লোক তাঁহারদিগের রাজ পরাক্রম বিশিষ্ট ভয়ানক জ্ঞান করিতে লাগিল, কিন্তু দেশ

শাসনের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিলপনীয়া, যেহেতু বর্ত্তমান সর্ব্বোপরি কে তাহার নির্দ্দেশাভাব, ইংলণ্ডীয়েরা বাণিজ্য ব্যবসায়ী রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বিশেষত পার্লিএমেণ্ট রাজসভা কর্ত্তৃক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি কোন কর্ত্তৃত্ব অর্পিত না থাকাতে তৎপুরুষেরা দোষি ব্যক্তির দণ্ড বিধান করিতে পারেন না, সুতরাং দেশ অরাজক প্রায় দস্যু তস্কর দিবা রাত্রি নিঃশঙ্ক ভ্রমণ করে এইরূপ ৮ বৎসর ইং ১৭৭২ সালে মেং হেষ্টিং মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া এক রাজাজ্ঞা প্রকাশ করেন যে ডাকাইতের প্রাণদণ্ড ও তৎপরিবারের দাসত্ব, উক্ত বড় সাহেব মহম্মদ রেজা খাঁ স্থান হইতে বাঙ্গলায় এবং সেতাব রায় হইতে বেহারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক জিলায় এক২ জন ইংলণ্ডীয় শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তদধীন করা দায়, বাণিজ্য এবং বিচার কাজীর সহিত সমবেত করিলেন, খালসাদপ্তর মুরশিদাবাদ হইতে উঠাইয়া কলিকাতা আনিলেন, সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানী নামে দুই প্রধান সভা কলিকাতায় স্থাপিত করিলেন, মুরশিদাবাদের নবাবের চাতুরী বাহির করিয়া দুই বৎসর ব্যাপিয়া বিচারান্তে দোষী সাব্যস্ত হইলে পদচ্যুত করত বৃত্তি নির্দ্ধার্য্য করিয়া তাঁহার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে রাজা গুরুদাস নিযুক্ত হইলেন, এবং এই সময়ে ভূম্যধিকারি গণকে ৫ বৎসর নিমিত্ত তালুক ইজারা দেন। ইং ১৭৭৪ সালে বিলাতে কোম্পানিকে ঋণ গ্রস্ত এবং কর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা বিশিষ্ট দৃষ্টে পার্লিএমেণ্ট

মনোযোগ করিয়া আদৌ হেষ্টিং সাহেবের উপাধি গবর নর জেনরল এবং বারওএল প্রভৃতি তিন ব্যক্তিকে মেম্বর প্রেরণ করেন এবং সুপ্রিম কোর্ট নামক প্রধান বিচার স্থান স্থাপিত হয়, বঙ্গদেশ দ্বাবিংশতি জিলায় তিন ভাগ করেন অর্থাৎ কলিকাতা ঢাকা এবং মুরশিদাবাদে এক২ কোর্ট আপীল হয়। ১৭৭৫ সালে সুপ্রিম কোর্টে হেষ্টিং উপর নানা অভিযোগ উপস্থিত এবং তিনিও অনেকের নামে না লিশ করেন সেই সময় নন্দকুমার জালস জীতে দোষী হইয়া ফাঁসি যান। ইং ১৭৭৭ সালে বঙ্গদেশে ইতঃপূর্ব্বে যে ভূম্যধি কারিকে ৫ বৎসর কালকৃত স্বত্বাধিকার প্রদত্ত ছিল তাহা অবসান হইলে বৎসর২ ইজারা দিবার প্রথা হয়। ইং ১৭৭৮ সালে হাল হেড সাহেব দেশীয় ভাষায় পারদর্শী হইয়া অনেক নিয়মাদি ও ব্যাকরণ রচনা করেন, এইসময়ে এদেশে ছাপাযন্ত্র সংস্থাপিত হয়, ইংরাজী ১৭৮০ সালে সংবাদ পত্র প্রকাশারম্ভ হয়। ইংরাজী ১৭৮৩ সালে স্যার উইলি য়েম জোন্স সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যগ্র, কিন্তু তৎকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছকে বেদাধ্যয়ন করাইতে অসম্মত হেতু এক বৈদ্য ৫০০ মুদ্রা বেতনে সেকর্ম্ম করেন, এবং ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন মধ্যে২ কলিকাতা আসিয়া আনুকূল্য করিতেন মেং জোন্স মনু সংহিতা ভাষান্তর করেন এই কর্ম্ম আইন রচনা করিবার মূল সূত্র হয়। ইং ১৭৮৬ সালে লার্ড

কর্ণওয়ালিস্ গবরনর জেনরল আসিয়া ভূম্যধিকারিকে দশ বৎসর জন্য স্বত্বাধিকার প্রদান করেন তাহাতে রাজস্ব ইতঃপূর্ব্ব বৎসর২ যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই একত্র করিয়া বৎসর প্রতি গড়ে যাহা হইল তাহাই সাম্বৎসরিক নির্দ্ধার্য্য করেন ১৭৯৩ সালে তদ্বিষয়েকোর্টের সম্মতি আইলে সেই রাজস্ব চিরকাল নিমিত্ত হয়, ইহারি নাম দশ সালা বন্দোবস্ত, এবম্বিধায় বঙ্গ ও বেহারের রাজস্ব ৩১০৮৯১৫০ সিক্কা আর বারাণসীর ৪০০৯৬১৫ টাকা স্থৈর্য্য হয়। এই সনে উক্ত গবরনর দ্বারা দায় ও অর্থ ব্যবহার নিয়ম বিরচিত হয়, সেই পুস্তক ফাষ্টর সাহেব বঙ্গ আর এডমিনিষ্টন দ্বারা পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশ ময় প্রচার হয়, এই আইন দ্বারা জিলা ও প্রবিন্সল কোর্ট এবং সদর দেওয়নী প্রভৃতি বিচার স্থান হইবাতে দেশ সুশাসিত হয়। অনন্তর কোম্পানির চিহ্নিত ভৃত্যগণের উৎকোচ গ্রহণ নিবারণ হেতু তাহারদিগের উচ্চ ৫০০ পরিবর্ত্তে ৫০০০ পর্য্যন্ত মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হয়, আর এ দেশীয় লোককে খর্ব্ব করিবার জন্যে ফৌজদারের সাম্বৎসরিক ৭০ সহস্র দেওয়ানের ৯০লক্ষ ইত্যাদি উচ্চ বেতন পরিবর্ত্তে নিয়ম হয় ১০০ টাকার অধিক বেতন বাঙ্গালি পাইবেক না। ইং ১৭৯৯ সালে লার্ড ওএলেসলির সময়ে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য মিসিনরি প্রেরিত হইয়া তাহারা শ্রীরামপুর আড্ডা করে, তাহার প্রথম কর্ত্তা তিন জন, কেরি, মার্সমেন, এবং ওয়ার্ড। ইং ১৮০০ সালে

ফোর্ট উলিয়ম কালেজ নামক এক বিদ্যালয় ইংরাজদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ স্থাপিত হয়, তাহার শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নিযুক্ত হন। ইং ১৮১৩ সালে ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন চার্টর ২০ বৎসর জন্য হয় তদ্দ্বারা কোম্পানির রাজা হইয়া বাণিজ্য কার্য্য অকার্য্য বলিয়া লাঘব করিবার অনুমতি হয়। ইং ১৮১৮ সালে সমাচার দর্পণ নামে গৌড়ীয় ভাষায় এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশারম্ভ। হয় এবং এই সময়ে স্কুল সোসাইটী নামে সমাজ স্থাপিত হইয়া ইংরাজী বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ হিন্দু কালেজ নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৮ সালে লার্ড বেণ্টীঙ্ক আসিয়া হিন্দু বিধবা স্ত্রী সহগমন নিষেধ করেন আর এ দেশীয় লোক রাজকার্য্যে পূর্ব্ব নিয়ম ১০০ মুদ্রা অনধিক পরিবর্ত্তে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রাপণের নিয়ম হয় তাহাতেই সদরালা প্রভৃতি পদ হয়। ইং ১৮৩৩ সালে কোম্পানির চার্টর পুনরায় ২০ বৎসর জন্য নূতন হয় এতদ্দ্বারা ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম পরিবর্ত্তে কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হয়, এবং বাণিজ্য সম্বন্ধ একদা ত্যাগ করিতে হয় কেবল লবণ, আফীণ, একচেটিয়া মহাজনী আছে। এবং এই সময়ে নিয়ম দ্বারা নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ হইতে এতদ্দেশীয় লোক বঞ্চিত হয়। আর বাষ্পীয় অর্ণব যান সঞ্চালন বিদ্যা প্রকাশ হওত বিলাতীয় সংবাদ প্রতিমাসে গমনাগমনারম্ভ হয়।

এক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরা যে সময়ে বঙ্গ ভিন্ন অনান্য প্রদেশে যে রূপে সন্ধি বিগ্রহ দ্বারা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন তাহা শ্রেণী পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইং ১৬৩৯ সালে ইংলণ্ডীয়েরা কর্ণাট মধ্যে মান্দ্রাজ নামক স্থানে বাস করিবার জন্য দক্ষিণ বিজয় নগর রাজার স্থানে পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমত চন্দ্রগিরি স্থানে কুঠী করেন, তদনন্তর মেং ডে দামরেলা বেঙ্গটাদ্রি হইতে সমুদ্র তীরে ৫ ক্রোশ দীর্ঘে এক ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নামক দুর্গ বেষ্টিত কুঠী স্থাপন করেন। কর্ণাট হিন্দু স্থানের দক্ষিণ এক বৃহদ্দেশ, তাহার উত্তর সীমা দক্ষিণ গণ্টুর সরকার, তথা গাণ্ডি জামা নামক নদী মুক্তাবলী স্থানের সমুদ্রে পতিত হইতেছে, আর কোডলুর নদীর দক্ষিণ যে দেশ তাহার নাম দক্ষিণ কর্ণাট, পানার নদী অবধি গাণ্ডিজামা, গণ্টুর সরকার পর্য্যন্ত উত্তর কর্ণাটের সীমা, এবং কোড়লুর অবধি পানার নদী পর্যান্ত কর্ণাটের মধ্য স্থল, হিন্দুস্থানের তাবদ্দেশাপেক্ষা কর্ণাট উষ্ণ কেবল সামুদ্রিক শীত বায়ু এবং বর্ষা দ্বারা শস্যোৎপত্তি হয়, এ দেশে অধিকাংশ বালুকাময়ী মরুভূমি পুরাকালে হিন্দু সাম্রাজ্যের শেষবর্ত্তি বল্লাল দেব নামক রাজার স্থান হইতে ইং ১৩১০ সালে আলাবুদ্দী নামে সেনাপতি যুদ্ধ বিজয়ী হইয়া রাজ্য গ্রহণ করত পুনঃ দিল্লী সাম্রাজ্যে সংলগ্ন করেন, তদনন্তর বহুবিধ ক্ষুদ্রং অধ্যক্ষের শাসনাধীন হওত রাজ্য নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়, পরি

শেষে নেজামল মলক নামা এক যবন রাজার অদৃষ্ট কুসুম প্রফুল্ল হইয়া সমগ্র দক্ষিণ দেশে তাঁহার পরাক্রম বিস্তার কালে তৎকর্ত্তৃক ইং ১৭৪৩ সালে আনোয়ারুদ্দীন এই কর্ণাট এবং আড়কাট উভয় স্থানের শাসন কার্য্যে নবাব নিযুক্ত হন, এই আনোয়ারুদ্দীনের বংশাবতংসেরা আত্ম বিচ্ছে দে হৃত তেজ হওত ইং ১৭৫৪ সালে তস্য এক পুত্র মহম্মদ আলী ইংলণ্ডীয়দিগের সহকারিতায় দেশাধ্যক্ষতা পদপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মান্দ্রাজ কুঠীর পার্শ্বস্থ কয়েক পরগনা বৃটিসদিগকে জায়গীর প্রদান করেন এবং উত্তর সরকার নামে সমুদ্র তটস্থ ভূখণ্ড ফ্রেঞ্চদিগকে পক্ষান্তর নাসর জঙ্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হও'নর পর বৃটিসেরা ফ্রান্সীয়কে উক্তাধিকার হইতে নিরাকৃত করত ইং ১৭৬৫ সালে উভয় বস্তুর স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর তত্তাবৎ প্রদেশে প্রথমত কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলীর প্রাধান্য থাকিবাতে ইং ১৭৮১ সালের ২০ ডিসেম্বর উক্ত নবাব সহিত দ্বিতীয় সন্ধি দ্বারা একাধিকালে দুই জন কর্ত্তৃত্ব করণ রূপ দোষ শান্তি হইয়াছিল, পরিশেষে ইং ১৮০১ সালে আড়কাটি নবাবের ভরণ পোষণ জন্য বৃত্তি নির্দ্ধার্য্য করিয়া রাজ শক্তি স্বহস্ত গত করিয়াছেন, অধুনা আমীরউল হিন্দওয়ালাজা নামক নবাব বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৬৬৫ সালে বৃটিসেরা বোম্বে প্রাপ্ত হন, তাহার প্রকার এবং সে স্থানের বৃত্তান্ত এই যে হিন্দু স্থানের পশ্চিম

সমুদ্র তীরের এক উপদ্বীপ মধ্যে পর্ত্তুগিস দ্বারা ইং ১৫০০ সালে নগর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে ১০ আর প্রস্থে ৩ ক্রোশ সমুদ্র মুখে দুর্গ শৃঙ্গ অপর তিন দিগ অবরোধ শূন্য, ইং ১৬৬১ সালে কুইন কেথরিন বিবাহ কালে যৌতুক স্বৰূপ প্রাপ্ত হওয়াতে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্ বাদশাহ উক্ত দুর্গের উত্তরাধিকারী হন, এবং ইং ১৬৬২ সালে কিং সৈন্যাধ্যক্ষ ইব্রাহিম সিপমেনের অধীন ৫০০ রণ দক্ষ অশ্বারোহি সেনা আগমন পূর্ব্বক তৎপার্শ্ববর্ত্তি সালসতী উপদ্বীপ এবং তানা নগর অধিকার করিতে উদ্যোগী হইলে গোয়াস্থিত পর্ত্তুগিস কর্ম্ম কর্ত্তারা কহেন যে তাঁহারা কেবল বোম্বে যৌতুক দিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণে অন্যান্য স্থান গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই দোষে প্রাগ্দত্ত হইতেও অনধিকারী করা গেল, সুতরাং উক্ত সিপমেন অধীন যুযুৎসু সেনারা অকৃতকার্য্য হইয়া আঞ্জিদ্বিব স্থানে প্রস্থিত হয়, তদনন্তর ইং ১৬৬৫ সালে কাপ্তেন কুক উক্ত বোম্বে বল পূর্ব্বক অধিকৃত করিয়া পর বৎসর স্বয়ং তদধীশ্বরত্বে নিযোজিত হন, তদবধি বহুকাল তাহা কেবল এক বাণিজ্য স্থান মাত্র ছিল, পরে ক্রমশ বিবিধ সন্ধি বিগ্রহ যাহা পশ্চাৎ এই গ্রন্থে প্রকাশ হইবেক বিশেষ ইং ১৮০২ সালে আনন্দরাও গোএকোওার স্থানে গুজরাট অন্তঃপাতি বোডচ, সুরাষ্ট্র, কেম্বে, গোয়ালোয়ার প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া বোম্বে সংলগ্ন করিবাতে অধুনা তাহা এক বৃহৎ অধিকার হইয়া সে নগরে

এক সুপ্রিমকোর্ট নামক প্রধান বিচার স্থান স্থাপিত করিতে হইয়াছে।

ইং ১৭৩৯ সালে চিমনাজি আপা বোম্বের নিকট সালাতী বাসিন প্রভৃতি ভূখণ্ড হইতে পর্ত্তুগিস দিগকে দূর করিয়া তাহা শাসনার্থ পেশোয়াকে অর্পণ করেন, তদ্দৃষ্টে বোম্বে স্থিত ইংলণ্ডীয় কর্ম্ম কর্ত্তা লা সাহেব সশঙ্ক হইয়া বিবেচনা করেন যে কি জানি যদি কোন কারণ বশত পর্ত্তুগিস উৎপ্রেক্ষ ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়ের বিবাদ ঘটনা হয় তবে পরিশেষে অশুভ সম্ভাবনা অতএব পুনার মহারাষ্ট্র রাজা বাজিরাও পণ্ডিত প্রধান সহিত ইং ১৭৩৯ সালে ১২ জুলাই এক সন্ধি বাণিজ্য এবং সমুদ্রে জাহাজ গমনাগমন নিমিত্ত ধার্য্য করেন।

ইং ১৭৫২ সালে কার্ণেল নগর বৃটিসেরা আয়ত্ত করেন, এস্থান বালাঘাট পর্ব্বত সন্নিহিত তম্ভদ্র নদীর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পাঠান জাতির রাজধানী ছিল, মোগলেরা পরাক্রম প্রকাশ করিলে, মেং এম ব্রাসি সাহেবের অধীন সেনার সহকারিতায় সেলাবৎ জঙ্গের অধিকার হয়, তদনন্তর বৃটিসেরা আয়ত্ত করেন, এবং রাজকর নিরূপণ করিয়া পুনরায় পাঠান দিগকে শাসন করিতে দিয়াছেন।

ইং ১৭৫৯ সালের ১৪ মে বাসরে নেজাম রাজ্যাধিপ সহিত বোম্বে গবর্ণমেণ্ট এক সন্ধি ধার্য্য করেন, নেজামের পরিচয় এই যে দক্ষিণ দেশে ইং ১৫৮১ সালে কোরলি

কোতব শাহা হয়দরাবাদ নামে এক নগর স্থাপিত করিয়া প্রধান রাজধানী করেন সে রাজ্যের উত্তর সীমা গোদাবরী ও দক্ষিণ কৃষ্ণানদী, পূর্ব্বে গণ্ডওয়ানা দেশ, পশ্চিমে বিদর ও আওরঙ্গাবাদ, এই চতুঃসীমা মধ্যে দৈর্ঘ্যে ১৮০ আর প্রস্থে ১০০ ক্রোশ প্রধান নগরের নাম হয়দরাবাদ, গুলকন্দা বারকুল, মেডক এবং নীল খণ্ড, ইং ১৭১৭ সালে মোগল দিগের সাম্রাজ্য ক্ষীণ হইলে নেজামল মলক দিল্লীর অধী নতা ত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণের যাবদীয় যবনাধ্যক্ষ গণকে নিস্তেজ করিয়া স্বকীয় পরাক্রম বিস্তার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নামেই দেশের নাম নেজাম হয়দরাবাদ খ্যাত হয় নেজামের ষট্ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ নাসর জঙ্গ রাজা হইয়া মুসে বাসি নামক ফরাসিসকে কতিপয় ফ্রেঞ্চ সেনার সহিত নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগের প্রাপ্য বেতন মুদ্রার পরিবর্ত্তে উত্তর সর কার নামে ভূপ্রদেশ জায়গীর প্রদান করেন, ফরাসিসেরা উক্ত স্থানাধিকারী হইলে, ইংলণ্ডীয়েরা ঈর্ষাযুক্ত হইয়া কাপ্তেন ফোর্ড সসৈন্যে গিয়া তাহারদিগকে নিরাকৃত করত মছলি পাটমের দুর্গপর্য্যন্ত অধিকার করেন, এই ব্যাপারে নেজামের অন্য পুত্র সেলাবৎ জঙ্গ যিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠের মস্তক ছেদন করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সক্রোধ হইয়া বৃটিস বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তৎকালে তিনি ফ্রেঞ্চ বিবর্জ্জিত হেতু তেজোহ্রাস হইবাতে বৃটিস সহিত প্রতিযো গিতা করণে অসমর্থ, বিশেষত ইত্যবসরে তাঁহার অপরভ্রাতা

রাজধানী শূন্য দৃষ্টে আক্রমণাভিলাষী হইবাতে সেনাবং সংত্রস্ত হইয়া স্বরাজ্য গমনে ব্যগ্রচিত্ত প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় সহিত সন্ধি ব্যতীত এদিগ রক্ষা হয় না মতে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করেন, অধুনা সেস্থানের অধিপতি নবাব আসফজা নামক বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৭৬১ সালে থিয়াগড নামে কর্ণাট রাজ্য মধ্যে পাণ্ডিসেরির ৫৬ ক্রোশ পশ্চিম দিগে পর্ব্বতোপরি দুই আর তন্নিম্নে এক মৃন্ময় এই তিন দুর্গ এবং অরণ্য বেষ্টিত নগর কর্ণাটের যুদ্ধ কালে মহৈশ্বর্য্যশালী ছিল মেজর প্রেষ্টন বেষ্টন করিয়া ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিল্লাধ্যক্ষেরা ৬৫ দিন তুমুল যুদ্ধ করত পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া বৃটিসকে কিল্লা অর্পণ করিয়া প্রস্থান করে।

ইং ১৭৬৫ সালের ৭ এপ্রেলে বোম্বে গবর্ণমেণ্ট সার্ব্বন্তওয়ারি ভোঁসলা রাজার সহিত এক সন্ধি করেন, এ ক্ষুদ্র স্থান সমুদ্র তটে গোয়ার নিকট কোলাপুরে সংলগ্ন তাহার আদি নাম দেশমুখ, রাজার উপাধি ভোঁসলা, এ স্থানের বিরুদ্ধে বৃটিস সেনা গিয়া যুদ্ধে কাড়ির দুর্গ অধিকার করে, পরিশেষে রাজা আপনাকে অপারক জানিয়া অবনত রূপে রাজকর স্বীকার করত বৃটিস অনুগ্রহ ক্রয় করেন।

ইং ১৭৬৫ সালের ১৬ আগষ্টে লার্ড ক্লাইব লখ্‌নৌ নবাব উজীর শুজাউদ্দৌলার সহিত এক দৃঢ় উচ্ছুন্ন সন্ধি করেন তদ্দ্বারা নবাব স্বীয় রাজ্যৈক দেশ বৃটিসকে প্রদান করেন।

লখ্নৌ অযোধ্যার অন্তর্গত, অযোধ্যার উত্তর সীমা পর্ব্বতারণ্য যদ্দ্বারা নেপাল হইতে পৃথক্ পায়, দক্ষিণে এলাহাবাদ, পূর্ব্বে বেহার এবং পশ্চিমে দিল্লী এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দীর্ঘ, ২৫০ আর অসম প্রশস্ত ১০০ ক্রোশ, ভূমি উর্ব্বরা, মনুষ্য বলবান্, পুরা কালে এ স্থান সূর্য্য বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল, তাহার চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি ৩০০ হস্ত উচ্চ এক সোপান দেখা যায়, লোকে কহে তাহা সূর্য্য বংশীয় ভূপতি দশরথের স্বর্গ গমনের বর্ত্ম ঊর্দ্ধে আরো ছিল, ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। দিল্লীতে মহম্মদ শাহার শাসন কালে খোরাসান নিবাসী সাদৎ খাঁ অযোধ্যা হইতে ত্রিংশৎ ক্রোশ ঈশান কোণে ফৈজাবাদ নামক নগরে সুবাদার নিযুক্ত ছিলেন, তিনি গতে তস্য ভাগিনেয় সফ্দার জঙ্গ উত্তরাধিকারী হন, তস্য পুত্র শুজাউদ্দৌলা ইং ১৭৫৬ সালে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া দর্শন সিংহ নামক এক রাজপুত্র যিনি উক্ত নবাবের সেনাপতি থাকিয়া অনেক যুদ্ধ জয় করিয়া দিবাতে অনুক্রোশ পাত্র হইয়াছিলেন, এবং তিনি অযোধ্যায় রাজগী উপাধি বিশিষ্ট স্থাপিত হন, দর্শন সিংহ উদ্যম দাতা ছিলেন তাঁহার ঐশ্বর্য্যও প্রচুর হইয়াছিল তাহার হেতু জনশ্রুতি যে তিনি রাজা দশরথের এবং রামচন্দ্রের খনিত সরোবর যাহা ভরাট হইয়াছিল, তাহার পঙ্কোদ্ধার কালে তন্মধ্যে অনেক সম্পত্তি এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের আবাস গৃহের বৃহদ্ব হৎ স্তম্ভ ভগ্ন করিতে তন্মধ্যে বহুতর ধন

প্রাপ্ত হন। শুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফুদ্দৌলা ইং ১৭৭৪ সালে ফৈজাবাদ ত্যাগ করত গোমতী নদী যাহা কাশী ও গাজিপুরের মধ্যস্থলে গঙ্গায় পতিতা হইতেছে তাহার দক্ষিণ তটে লখ্নৌ নামে নগর স্থাপিত করিয়া রাজধানী করেন, আসফুদ্দৌলার লোকান্তর হইলে তস্য উপস্ত্রী গর্ব্ভ সম্ভূত উজীরালি অল্পকাল নবাব ছিলেন কিন্তু তাঁহার দুশ্চরিত্র হেতু অন্ত্যজ গর্ব্ভজাত দোষ চ্ছলে ইংলণ্ডীয়েরা ইং ১৭৯৮ সালে পদচ্যুত করিয়া আসফুদ্দৌলার ভ্রাতা সাদতালিকে নবাব করেন, তস্যপুত্র গাজিউদ্দীদন ইং ১৮২০ সালে নবাব উপাধি পরিবর্ত্তে বাদশাহ খ্যাতি ধারণ পূর্ব্বক বৃটিস এবং দেশীয় বান্ধবে পরিবৃত সিংহাসনারূঢ় হন, এবং স্বনামে মুদ্রা পরি চালিত করেন, এইক্ষণে অযোধ্যার বাদশাহ মহম্মদ অমজদ সরিয়া জা বর্ত্তমান আছেন এবং অদ্যাপি অবশিষ্ট রাজ্যাংশে স্বাধীন।

ইং ১৭৬৬ সালের ১২ জানুআরি কোলাপুরের রাজা জিজিভায়ের সহিত এক সন্ধিপত্র হয় তাহার প্রয়োজন তস্য বনিতা শিবাজী নামক শিশুকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন, শিবাজী বয়ঃপরিণামে রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যু বৃত্তির প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়া দলবদ্ধ হন, যখন তাহারদিগের পরাক্রম সমুদ্রতীরে প্রচররূপে ব্যাপ্ত হইল, তখন বোম্বে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করত মালাবার দুর্গ পরিক্রম করিয়া যে পর্য্যন্ত সন্তোষ জনক অঙ্গীকার

পত্র প্রাপ্ত না হইলেন সে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করেন নাই।

ইং ১৭৭২ সালে জেনরল ওএডরব্রোণ বোম্বাই হইতে সসৈন্যে আসিয়া বোডচ বেষ্টন করেন, কিন্তু সে মহাযুদ্ধে উক্ত সেনাপতি স্বয়ং রণশায়ী হইলেও অদৃষ্টক্রমে হঠাৎ সেনারা বিজয়ী হইয়া দুর্গোপরি বৃটিস জয় পতাকা স্থাপিত করে। এস্থান গুজরাট প্রদেশে নর্ম্মদা নদীর উত্তর তটে সুরত নগরের বায়ুকোণে ২০ ক্রোশ অন্তর স্থাপিত, পুরাকালে এস্থান ভৃগুমুনির আশ্রম, তাহার পরেও একাল পর্য্যন্ত হিন্দু রাজার অধীন ছিল, ইং ১৫৭২ সালে আকবর বাদশাহের সময়ে যবনান্ত হয়, ইং ১৭৭২ সালে বৃটিসেরা এরাজ্য জয় করিয়া ইং ১৭৮২ সালে মাধোজি সিন্ধিয়াকে দান করেন, সে দানের দুই কারণ এক ওয়ারগাম স্থানে যৎকালে হৈদ রালি কর্ত্তৃক বহুতর বৃটিস সেনা কারাবদ্ধ ছিল সে সময় মাধোজি অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন তৎ কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ ছলে দান, আর দ্বিতীয় কারণ তৎকালে হৈদ রালির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, মাধোজি দ্বিতীয় শত্রু না হয় এজন্য এই আদিষ্ট সন্ধি দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তদনন্তর ইং ১৮০৩ সালে উক্ত মাধোজির উত্তরাধিকারি দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে কর্ণেল উডিংটন অধীন সেনারা যুদ্ধে নিস্তেজ করিয়া উক্ত স্থান পুনরধিকার করিয়া লইয়াছেন।

ইং ১৭৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর অযোধ্যা নবাব শুজাউদ্দৌলা দ্বারা চেত সিংহকে বারাণসী ইজারা দেওয়ান হয়, তদনন্তর ইং ১৭৭৫ সালে সাদতালি হইতে বৃটিসেরা সন্ধি দ্বারা বারাণসী প্রাপ্ত হওয়াতে ইং ১৭৭৬ সালের ১৫ এপ্রেল কোম্পানির স্বনামে সনন্দ হয়, পরিশেষে ইং ১৭৮১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মহীপ নারায়ণকে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে। এ নগর প্রয়াগ প্রদেশান্তর্গত হিন্দুদিগের মোক্ষপ্রদ তীর্থ স্থান, বহুতর ধনাঢ্য লোকের অধিবাস। উপস্থিত রাজবংশীয়দিগের আদি সংস্থাপক মধুরায়, তস্যপুত্র বলবন্ত সিংহ উক্ত নগর উন্নত করিয়াছিলেন, এরাজ্যের চতুরস্রীয় ভূমি ১২০০ ক্রোশ তাহা দ্বাবিংশতি অংশে বিভক্ত, নদী গঙ্গা, প্রধান নগরের নাম কাশী, মৃজাপুর, গাজিপুর, এবং বক্সর।

ইং ১৭৭৩ সালের ৫ এপ্রেল কোচবেহারের রাজা দরীন্দ্র নারায়ণের সহিত বৃটিসের এক সন্ধি হয়, তাহার কারণ গত ইং ১৭৭২ সালে উক্ত শিশু রাজ বুটিয়া রাজা কর্ত্তৃক হৃত পদ এবং কারাবৃত হইয়া তন্মন্ত্রি নাজর দেব দ্বারা বৃটিসকে বিজ্ঞাপন করেন যে যদি বিপক্ষাবহননে সাহায্য করেন তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক অর্দ্ধ রাজ্য অর্পণ করিবেন তদনুসারে বিগ্রহ দ্বারা মীমাংসা হয়। এস্থান বুটানের দক্ষিণ, রঙ্গপুরের উত্তর, এবং রাঙ্গামাটির পশ্চিম, ইং ১৬৬১ সালে বাঙ্গলার নবাব জুমলামীর একবার জয় করিয়া তথায় আলমগীর নামক নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইং ১৭৭৪ সালের ২৫ এপ্রেল বুটানের রাজা দেবরাজ সহিত সন্ধি হয়, এস্থান উত্তর হিন্দুস্থান-মধ্যে দেবরাজ নামে খ্যাত তীর্ব্বত দেশীয়েরা দকবা কহে, ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা তীর্ব্বত হইতে পৃথক্ পায়, দক্ষিণে বঙ্গ, পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে নেপালের কৈরন্ত দেশ, এই চতুঃ সীমাবচ্ছিন্ন ঢালু প্রশস্ত ভূখণ্ড, মধ্যে২ নিবিড় বন এবং পর্ব্বতস্থাপগা উদ্গাত বাষ্প সংসর্গি বায়ু যোগে লোক দুর্ব্বল হইয়া থাকে, কিন্তু নারী সমস্ত কর্ম্মঠ, বাণিজ্য দ্রব্য হস্তী ও টাঙ্গন নামে অশ্ব, রাজধানীর নাম তসুদন, সেনারা ধনুর্ব্বাণ এবং করবাল লইয়া যুদ্ধ করিত। ইং ১৭৭২ সালে যখন দেবরাজ কোচবেহার আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তদ্বি পক্ষেরা বৃটিস সহায়তা প্রার্থনা করিবাতে কাপ্তেন জুন্সের অধীন সেনা গিয়া নিরাকৃত করে, তাহাতেই দেবরাজ স্বকীয় পরাক্রম পরীক্ষা করণানন্তর সশঙ্ক হইয়া ভবিষ্যৎ কোচ বেহারের প্রতি অত্যাচার করিবেন না অঙ্গীকার সূচক লিপি প্রেরণ করত বৃটিস কৃপা লাভ করেন। •.

১৭৭৪ সালে বৃটিসেরা রোহেলখণ্ডে যুদ্ধ করেন, সে রাজ্য গঙ্গার পূর্ব্বদিগে কমাউন পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে লাল্‌ডাং নামক গন্তব্য পথের নিকটবর্ত্তি স্থলাবধি সীমারম্ভ হইয়া পিলিবিথ নগরের অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, ইহার উত্তর সীমা উক্ত কমাউন ও শিবালিকাচল, দক্ষিণে অযোধ্যা প্রদেশ, মধ্যে নদী গঙ্গা ও রামগঙ্গা যাহা তদ্দেশ মধ্যেই

পর্য্যবসান হইয়াছে, এবং কমাউ গিরি সম্ভূত দেওহা সরি ন্নীরে বর্ষে২ উৎসেচিত হওয়াতেও তদ্ভিন্নান্য স্থানীয়অত্যল্প মৃত্তিকা খননে নীরোৎপত্তি হেতুক ভূমি সরসা এবং উর্ব্বরতা জন্য ভূরি শস্যোৎপাদিকা এবং গহনে বহুতর শাল ও শিশুকাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশীয় লোক মধ্যে রোহিলা খ্যাত পাঠান মুসলমান পদে এক যোদ্ধৃ জাতি বহুকালাবধি ছিল, ইং ১৭২০ সালে বসারত ও দাউদ খাঁ নামক যুগ্ম সৈন্যাধ্যক্ষ লুণ্ঠন কার্য্যে কৃতী কুশল হইয়া কোনো সময়ে এক গ্রাম লুঠ করিয়া বহুবিধ দ্রব্য লভ্য মধ্যে অমূল্য নিধি জাঠ জাতীয় একটি বালক ধরিয়া আনিয়া প্রতিপালন ও আলী মহম্মদ নাম প্রদান করত পুত্র বাৎসল্যে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, কালাত্যয়ে উক্ত আলী তদ্দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেন, এবং তদবর্ত্তমানতায় তস্য ষট্পুত্র মধ্যে হাফেজ রহমত রাজ্যাধিকারী হন, তৎকালে রোহেল খণ্ড এক প্রসিদ্ধ গণনীয় এবং বৎসর২ অশীতি লক্ষ মুদ্রোৎপাদনোপযোগি রাজ্য হইয়া যুদ্ধার্জ্জুন নামে রাজধানী হয়, তথায় অদ্যাপি সে চিহ্ন আছে, ইং ১৭৭৪ সালে উক্ত ক্ষিতিপতি কতিরা স্থানে সমর প্রাজ্ঞ বৃটিস সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও হত হইলে রোহিলা রাজত্বের অবসান ও তদ্রাজ্যের সৌভাগ্য লুপ্ত হয়, পরিশেষে ইং ১৮০১ সালে তদধিকার ভুক্ত যাবদীয় স্থল অযোধ্যা নবাব উজীর দ্বারা ইংলণ্ডীয়কে অর্পিত হওয়ার পর বেরেলী সাম্রাজ্যে সংলগ্ন হইয়াছে।

বেরেলী এক প্রাচীন দুর্গ বিশিষ্ট বৃহন্নগর, দিল্লী প্রদেশের জুয়া ও সঙ্গরা নদী যে স্থলে পরস্পর সম্মিলিতা আছে তথা হইতে ৪০ ক্রোশাভ্যন্তর স্থাপিত, তাহা রোহিলা সৈন্যাধ্যক্ষ হাফেজ রহমতের রাজধানী ছিল, ইং ১৮০২ সালে ইংলণ্ডীয়েরা হাফেজ রহমতের বংশীয়কে বেরেলী শাসনার্থ অর্পণ করিয়াছেন।

ইং ১৭৭৯ সালের ২ ডিসেম্বর গোহদ রাজা নখীদর সহিত বৃটিসের সন্ধি হয়, এস্থান আগরা প্রদেশে চম্বল নদীর দক্ষিণ পর্ব্বতোপরি দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ এবং নগরের নাম গড়ওয়ালিয়র।

ইং ১৭৮১ সালের ১৩ আক্টোবর সিন্ধিয়া রাজা মাধোজি সহিত কর্ণেল কেরমেক্ দ্বারা সন্ধি পত্র হয়, মাধোজির পরিচয় যদিস্যাৎ তিনি সেতারার এক মহান্ বংশোদ্ভব বটেন কিন্তু তাঁহার পিতা রামাজি বাজিরাও পেসোয়ার প্রথম মালোয়া আক্রমণ কালে তৎসমভিব্যাহারে বেতন ভোগী সেনাপতি ছিলেন, পরাক্রমে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া মালোয়া দেশ শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন, তৎকালে সে রাজ্য ৬৫ লক্ষ মুদ্রোৎপেদক ছিল, রামাজি গতে তদ্দ্বিতীয়াত্মজ এই মাধোজি পিতৃপদ প্রাপ্ত্যনন্তর কতকগুলি ফ্রেঞ্চ সেনা সংগ্রহ করত মহাবল পরাক্রান্ত রূপে পেসোয়া পানিপত প্রভৃতি অধিকার করিয়া পরিশেষে দিল্লীর পাতশার উপরেও প্রাধান্য করিতেন, তিনি পুনার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডীয়গণের যুদ্ধকালে বৃটিস

শত্রুপক্ষ রাজকীয় সভায় লিপ্ত এবং ইং ১৭৭৯ সালের গোয়লিয়ার আক্রমণ কালে তৎপক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এই সমস্ত কারণে বৃটিস সহিত বৈরিতা হেতু তাঁহার সহিত যুদ্ধ হয়, তাহাতে পরাভব হইয়া প্রাগুক্ত কালে সন্ধি নির্ব্বন্ধ করেন, ।

ইং ১৭৮১ সালের ২২ জুন মান্দ্রাজ গবরনর মাকার্টনি হলণ্ডীয় সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিজাগাপাটম নামে নগর অধিকৃত করেন, সে স্থান উত্তর সরকার নামক দক্ষিণ প্রদেশীয় সমুদ্র তীরে স্থাপিত, তাহার উত্তর দিগে এক নদী যাহা পূর্ব্ব দিগের সমুদ্রে পতিতা হইতেছে, সেই তটে দুর্গ, নগরের চতুর্দ্দিগে পর্ব্বতারণ্য, সেই কানন সম্ভূত বাণিজ্য দ্রব্য মোম, লবণ, নারিকেল, এবং ছোবড়া, ইং ১৬৮৯ সালে বৃটিসেরা প্রথম বাণিজ্যার্থ এস্থল আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহারদিগের এতাদৃশ পরাক্রম না থাকা হেতু আরঙ্গজেব বাদশাহের সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাবৎ বাণিজ্যালয় বিলুণ্ঠিত ও অনেক বৃটিস সেনা বিধ্বস্ত এবং পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অনন্তর হলণ্ডীয়েরা বাদশাহের সহিত সন্ধি দ্বারা সেস্থান আশ্রয় করিয়াছিল এক্ষণে বৃটিসেরা প্রাগুক্ত কালে হলণ্ডীয় জয় করিলে সেই প্রদেশ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ সেই সমুদ্র তটস্থ তাবৎ হলণ্ডীয় অধিকৃত ভূখণ্ড হস্তগত করেন, এবং লঙ্কাতেও তাঁহারদিগের ত্রিঙ্কমালী নামে যে স্থান ছিল তাহাও অপ্প দিনের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন।

ইং ১৭৯১ সালে ইংলণ্ডীয়েরা পূর্ব্ব সমুদ্রের কোন উপদ্বীপে মনোনীত স্থান বাণিজ্য এবং জাহাজ রক্ষার নিমিত্ত প্রাপ্ত্যর্থে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কোয়েদার রাজাকে কহেন তাহাতে পিনাঙ্গ উপদ্বীপ প্রদানে স্বীকার করিলে আদৌ রাজস্ব বিষয়ে কলনেল লাইট সহিত রাজার অনেক বাদ বিতণ্ডা হইয়া পরিশেষে ৬০০০ ডালর নামক মুদ্রা সাংবৎসরিক প্রদানাঙ্গীকারে ১ মে বাসরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, অনন্তর ইং ১৮০০ সালে পুলোপিনাঙ্গ নামক অতিরেক ভূখণ্ড গ্রহণ জন্য ১০০০০ ডালর রাজস্বে মেং লিথ লিপি বদ্ধ করেন।

ইং ১৭৯২ সালে বৃটিসেরা মালাবার অধিকার করেন, সে স্থান পশ্চিম সমুদ্র তীরে তাহার উত্তর সীমা কর্ণাট দক্ষিণে কচিন, পূর্ব্বে ঘাট নামক পর্ব্বত, পশ্চিমে সমুদ্র, এই চতুঃ সীমাবচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্যে ১৫৫ আর প্রস্থে ৩৫ ক্রোশ তন্মধ্যে খণ্ডদ্বয়, তদাদি খণ্ডে পর্ব্বত নদী এবং উর্ব্বর ভূমি, দ্বিতীয় খণ্ডে বালুকাময়, ও সামুদ্রিক নির্ঝর, যাহাতে স্বর্ণকণা লাভ হয়, এরাজ্য হিন্দুর শাসন কালে প্রজা সমস্ত ধনাঢ্য অর্থাৎ তাহারদিগের নিকট বহুমূল্য মণি ও স্বর্ণ রৌপ্য যথেষ্ট থাকিত ইং ১৭৬৬ সালে হৈদরালি এই সন্ধান পাইয়া অধিকার করণ কালে, সৈন্যেরা লুণ্ঠন করিয়াছিল তাহাতেই রাজা এবং তদধীন নেয়ার নামে এক শ্রেষ্ঠ জাতিরা নিঃস্ব

হইয়া বন প্রবেশ করে এবং কখন২ দস্যুর ন্যায় রাজ্যে পতিত হইয়া মালাবার নগর লুণ্ঠন করিত অনন্তর ইংলণ্ডীয়েরা আয়ত্ত করিয়া মান্দ্রাজ সাম্রাজ্যে সংলগ্ন করণের পর অবধি আর কোন উপদ্রব নাই।

ইং ১৭৯৫ সালে বৃটিসেরা মালাকা অধিকার করেন সে স্থান গঙ্গাতীত হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সমুদ্র এক প্রায়দ্বীপ তাহার দীর্ঘতা ৭৭৫ আর প্রস্থ ১২৫ ক্রোশ তথায় এক হিমময় পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তৎসম্ভূত বিবিধ সরিৎ নির্গতা হয় তন্মধ্যে ক্ষুদ্র২ অর্ণবযান প্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং সমুদ্রের পশ্চিমে অনেকানেক উপদ্বীপ আছে, তাদ্দেশে এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি আছে তাহারা প্রায় বনবাসী উলঙ্গ বন্যপশু ভোজী, আর এক জাতি মালাই নামে খ্যাত মনুষ্য তাহারা অতি দুর্বৃত্ত ও নির্দ্দয় স্বভাব, তাহারদিগের ভাষা সংস্কৃত আরবী এবং পুর্ত্তগীস মিশ্রত, আর মহম্মদীয় কোরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম পুস্তক রচনা করিয়া সেই ধর্ম্ম যাজন করে, কিন্তু পুরাকালে তাহারা হিন্দু শাস্ত্রানুশীলন করিত এমত বোধ হয়, ইং ১২৭৬ সালে এ রাজ্যে শুলতাম মহম্মদ নামা যবন রাজা কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন, ইং ১৬৪০ সালে পুর্ত্তগীসেরা অধিকার করিয়াছিল, পুর্ত্তগীস জয় করিয়া হলণ্ডীয়েরা প্রভু হন, এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরা প্রাগুক্ত সময়ে অয়ত্ত করত মধ্যে সন্ধিদ্বারা হলণ্ডীয়কে প্রদান করিয়াছিলেন পরিশেষে পুনরায় বৃটিস শাসনাধীন হইয়াছে।

ইং ১৭৯৫ সালে ত্রিবেঙ্গর রাজ্যে বৃটিসাধিকার ব্যাপ্ত হয়, সেস্থান হিন্দুস্থানের নৈঋত কোণে, তাহার উত্তর সীমা কচিন. দক্ষিণে এবং পশ্চিমে সমুদ্র, পূর্ব্বে পর্ব্বতারণ্য যদ্দ্বারা তৃণাবলীর সহিত পৃথক্ পায়. এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্যে ১৪০ আর প্রস্থ ৪০ ক্রোশ তথাকার পর্ব্বতাধিত্যকায় মরিচ এলাচি এবং দারুচিনি জন্মে, নিম্ন ভূমি উর্ব্বরা বিবিধ শস্য শালিনী এবং নারিকেল গুবাকু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এরাজ্যে কখন যবনাধিকার হয় নাই, তজ্জন্য মনুষ্য শুদ্ধাচারী কিন্তু অধুনা বৃটিস কৃপায় নবতি সহস্র খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী গণিত হইয়াছে, ইং ১৭৯০ সালে টিপুসা প্রবল পরাক্রমের সহিত এস্থান আক্রমণ করত রাজ্যের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছিলেন, সেই উপদ্রব নিবারণার্থ রাজা কীরতরাম ইং ১৭৯৫ সালের ৭ নবেম্বর লার্ড কর্ণওয়ালিস সহিত সন্ধিদ্বারা টিপু অধিকৃত স্থান বৃটিসকে অর্পণ করেন, এবং স্বীকার করেন যে তিনদল বৃটিস সেনা প্রতিপালন করিবেন এবং টিপুর সহিত যুদ্ধকালে স্বকীয় সম্পূর্ণ রাজ পরাক্রমের সহিত বৃটিসের সাহায্য করিবেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রির অনবধানতায় অঙ্গীকৃত কর্ম্মের শৈথিল্য হেতু সন্ধিভগ্ন হওত ইংলণ্ডীয় সহিত বিরোধোদয় হইয়া এইক্ষণে সমগ্র রাজ্য বৃটিস পরাক্রমের অধীন হইয়াছে, অধুনা সেস্থানের শাসনকর্ত্তা সমসের জঙ্গ।

ইং ১৭৯৯ সালে মহীশূর রাজ্যে বৃটিস জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হয়। মহীশূর হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশে স্থাপিত সে রাজ্যের দীর্ঘতা ২১০ আর প্রস্থ ১৪০ ক্রোশ, সমুদ্র হইতে ২৪০০ হস্ত উচ্চ ভূমি, স্থানে২ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র২ পর্ব্বতারণ্য আছে, নদী তুঙ্গভদ্রা, বেদবতী প্রভৃতি তন্মধ্যে কাবেরী বর্ষে২ জল বর্দ্ধিত হইলে ঘাট নামক পর্ব্বতের প্রতিঘাত প্রাপ্তে প্রখরতর বেগবতী হওত স্বল্পকাল মধ্যে যাবদীয় স্থান তন্নীরে আপ্লাবিত করে, তত্তাৎপর্য্যাধীন ক্ষেত্র উর্ব্বরা ও শস্য শালিনী, পাঠান নাগর, এবং ছত্রকল্প, এই তিনখণ্ডে রাজ্য বিভক্ত, ইং ১৫০৭ সালে যাদবকুলসম্ভুত চামরাজ নামে হিন্দুরাজ বংশীয়েরা বহুকাল রাজ্য করণানন্তর শেষ বর্ত্তী নন্সিরাজ ইং ১৭৪৯ সালে মেজর লারেন্সের সহিত দীর্ঘ কাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবাতে নিস্তেজ হইয়া হৈদরালিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, হৈদর প্রথমত ডিণ্ডিগণ পরে ক্রমশ নিকটবর্ত্তি নানাস্থান অধিকার করিয়া অবশেষে নন্সিরাজকে ও যাবজ্জীবন সিংহাসনে পুত্তলিকাবৎ স্থাপিত রাখেন, উক্ত রাজা ভদ্রবস্থায় পরলোকগত হইলে হৈদর সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তা হন। হৈদরের জন্ম এই মহীশূর প্রদেশের কোলাবা নগরে ইং ১৭২৮ সালে নাদিম সিকার ঔরসে পরিগ্রহ হয়, এবং যৌবনকালে ব্যাপ্যাবৃত্ত এক সেনাপতি মাত্র ছিলেন, অপিচ ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমাবধি যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া যাবজ্জীবন বেদনর, শুণ্ডা, কর্ণাট, কালীকট এবং মালাবার কিয়দংশ জয় করিয়া

বিদ্যা ব্যতিরেকে কেবল বয়োবৃদ্ধি ক্রমে বুদ্ধিদ্বারা এই বৃহদ্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়া যুদ্ধে এবং শাসনে অদ্বিতীয় রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানীর নাম শ্রীরঙ্গ পত্তন, তাহা মালাবার সমুদ্র তটে কেবাই ও গোয়ার মধ্যে পর্ব্বত এবং জল বেষ্টিত দ্বীপ বিশেষ, হৈদর কর্ত্তৃকই তাহা স্থাপিত হইয়াছিল। বৃটিস সহিত বিরোধের হেতু ইং ১৭৬৯ সালে তদুভয় মধ্যে এক প্রতিকার সন্ধি হইয়াছিল, তন্নিয়মানুসারে হৈদরকে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা বিরক্ত করে তখন বৃটিসেরা মহারাষ্ট্র সহিত বিরোধ করণে ভাবি অশুভাশঙ্কায় হৈদরের প্রার্থনা মত তৎসাহার্য্যার্থে সেনা প্রেরণাশক্ত হইলে সুতরাং প্রযুক্ত সন্ধি ভগ্ন হয়, এবং হৈদর স্বকীয় পরাক্রমের দ্বারা মহারাষ্ট্র নিবারণ করণানন্তর বৃটিস সম্বন্ধে প্রবল শত্রু হইলেন, বিশেষত তৎকালে সমর তৎপর ফ্রান্সীয়েরা বৃটিস কর্ত্তৃক স্বাধিকৃত স্থান ভ্রষ্ট হইবাতে হিংসা প্রবাহে আবিষ্ট প্রযুক্ত লালী নামক সেনাপতি দুই সহস্র সুশিক্ষিত ফ্রেঞ্চ সেনার সহিত হৈদরের কটক মধ্যে মিলিত হইবাতে বিপক্ষপক্ষ অত্যন্ত পুষ্টাঙ্গ হইয়া বিপুল পরাক্রমের সহিত কর্ণাট বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিল, তৎসমুদয় বিবরণ বর্ণনা বাহুল্য তন্মধ্যে বিশেষ একবার ইং ১৭৮০ সালে২৭ আগষ্ট জেনরল কুট অধীন মনরো রিপুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন, উক্ত সনের সেপ্টম্বর মাসে কুঞ্জিব স্থানে অত্যন্ত বিপদাপন্ন হন, সে যুদ্ধাবসানে আরকট নগর

হস্তান্তর হয়, আর একবার কর্ণেল ব্রাথওএট তঞ্জাউরের নিকট অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিলেও পরিশেষে যবনেরা আকালিক প্রলয় ন্যায় ঈদৃশ বিধ্বংস করিয়াছিল যে বৃটিস দিগের তদ্রূপ কুত্রাপি ঘটনাই. এবম্প্রকারে বিবিধ স্থানে বহুবিধ যুদ্ধ তাহাতে কথন হৈদর জয়ী হইয়া কর্ণাট সম্বন্ধীয় গ্রাম বিলুণ্ঠন ও দিগ্‌দাহ করিত কথন বা ইংলণ্ডীয়েরা জয় যুক্ত হইয়া কো২ স্থান আয়ত্ত করিতেন, ইতিমধ্যে ইং ১৭৮১ সালের ১ ডিসেম্বর হৈদরালি লীলাসম্বরণ করেন, সে সংবাদ আদৌ কিছু দিন গোপন ছিল, তস্তপুত্র টিপু শুলতান সিংহাসনে দৃঢ়াধিবেশ করণানন্তর প্রকাশ পায়, টিপুও পিতার ন্যায় মহা পরাক্রম শালী, মানোর কুবকি প্রভৃতি জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কথিত আছে যে অন্যূন ৪০০০০ ক্রোশ চতুরস্র ভূমি তাঁহার রাজ্য সংখ্যা এবং রাজস্ব রাজ্য রক্ষার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহানন্তর প্রতিবৎসর তিনকোটি মুদ্রা লভ্য হইত সুতরাং মহৈশ্বর্য্য শালী বিপুল সেনা ইংলণ্ডীয় পক্ষে প্রবল শত্রু অনেকবার বিবিধ স্থানে বহুধা প্রকার বিভ্রাট ঘটাইতে ছিলেন, ইতিমধ্যে বিলাতে ফ্রেঞ্চ সহিত বৃটন রাজের সন্ধি সংবাদ তথায় প্রকাশ পাইলে লালী টিপুকে কহেন যে আর তাঁহারা প্রকাশ্যে বৃটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন না, অতএব ইতঃপর সন্ধি করুন, এবম্বিধায় উভয়ের দূত উভয় রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া ইং ১৭৮৪

সালে পরস্পর অধিকৃত স্থান উভয়ে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি পত্র স্বাক্ষর হইলে ইংলণ্ডীয়েরা হিন্দুস্থান আগমনাবধি সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশ দায়ক যুদ্ধ হইতে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরিশেষে টিপুর আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া স্বীয়াধিকৃত অনেক দেশ হস্তান্তর দৃষ্টে তাহা পুনরধিকার করিতে লোলুপচিত্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বৃটিস সহিত পুনরপ্রণয় করণাভিলাষ রূপ স্বকীয় ও স্বজাতীয় গণের মৃত্যুবীজ বপন করিলেন, অর্থাৎ সার্দ্ধৈক শত বৎসর পূর্ব্বাবধি ডচ্ বাণিজ্য কারিগণ ক্রানগালোর এবং জাকোটা যাহা তাহারা পুর্ত্তুগীস হইতে প্রাপ্ত হইয়া মহীশূরের সীমাবধি পুরাণা কোচীন পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে অধিকারী ছিল, ইং ১৭৮৯ সালের জুনমাসে টিপু সেই স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবাতে ডচেরা ভীত হইয় ত্রিবেন্কোরের রাজাকে উক্ত ভূমি বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল এই ব্যাপার উক্ত শুলতানের অজ্ঞাতসার সম্পন্ন হইবাতে তিনি সক্রোধ হইয়া ত্রিবেন্কোর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, বৃটিসেরা রাজার পক্ষাবলম্বন করত মহারাষ্ট্র সহ সংপ্রীতি এবং নেজাম সেনা সহ সমবেত হইয়া জেনরল হারিস টিপু সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন ইং ১৭৯০ অবধি ১৭৯৩ পর্য্যন্ত বহুবিধ যুদ্ধ ছল কৌশল লিপ্যাদি দ্বারা কথোপকথন তৎ সমুদয় বিস্তার লিখনে এক পুস্তক হয়, ফল পরিশেষে ইংলণ্ডীয়েরা শ্রবঙ্গ পত্তন বেষ্টন পুরঃসর যুদ্ধকালে ইং ১৭৯৯

সালে ১৪ মে টিপু রণশায়ী হন, কস্যচিন্মতে এই ঘোরতর বিগ্রহ কালে টিপু গুপ্তাঘাতে নিহত হন যাহা হউক তাঁহার শরীর মৃত সেনার মধ্যে পাল্কীতে প্রাপ্ত হইলে সংকৃত এবং স্ত্রী বালক গণ কারাবদ্ধ হয়, এই রূপে বৃটিসেরা প্রাচীন ও প্রবল শত্রুর ক্ষয় করিয়া জয় পতাকার সহিত মহীশূর সিংহাসনে তদ্দেশীয় পূর্ব্ব রাজ বংশের এক শিশু কৃষ্ণ উদ্দাবের নামককে স্থাপিত করিয়া ছিলেন।

ইং ১৭৯৯ সালে কানারা দেশে বৃটিসের অধিকার হয়, এস্থান কর্ণাট রাজ্য সম্পৃক্ত হিন্দুস্থানের পশ্চিম জলধিতটে স্থাপিত, তাহার উত্তর সীমা বিজয়পুর সম্পৃক্ত মহারাষ্ট্র দেশ, দক্ষিণে মালাবার, পূর্ব্বে মহীশূর ও বালাঘাট, পশ্চিমে সমুদ্র, এই চতুঃসীমা মধ্যে দৈর্ঘ্য ২০০ আর প্রস্থ ৩৫ ক্রোশ, ইং ১৭৬৩ সালে হিন্দু রাজারা হৈদরালির যুদ্ধে পরাভব হইয়া রাজ্য সমর্পণ করত কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিন যাপন করিত, ইংলণ্ডীয় সহিত টিপুর যুদ্ধ কালে এস্থান মহামারকের ন্যায় একদা উচ্ছিন্ন হয়, এবং সে যুদ্ধে বহু সহস্র বৃটিস সেনা হতাহত এবং ধৃত হইয়া মহীশূর কারাগার প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে কতিপয় প্রাণি মাত্র স্বদেশ গমন ক্ষম হইয়াছিল।

ইং ১৮০১ সালে মান্দ্রাজস্থ বৃটিসেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়া তুণাবলী দেশ আয়ত্ত করেন, সেস্থানের উত্তর সীমায় মাদুরা, দক্ষিণে মানারের মোহানা দ্বারা সিংহল পৃথক হই

য়াছে, পশ্চিমে পর্ব্বতারণ্য তাহা ক্রমে নিম্ন হইয়া সমুদ্র তীর সহিত সমতা হইয়াছে, এরাজ্যে কোন নদ নদী নাই কেবল পর্ব্বতের নির্ঝর দ্বারা বারিলাভ হয়, এস্থানে অনেক হিন্দুর বসতি পুরাকালে পাণ্ডব দিগের প্রেরিত শাসন কর্ত্তা যিনি তাঞ্জোর রাজধানী করিয়াছিলেন, তাঁহারি অধীন থাকিত, ইং ১৭৪০ সালে মহারাষ্ট্র প্রধানক হইয়াঅবধি চির দিন আহবাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, বৃটিস অধিকার হইয়া তাহা নির্ব্বাণ এবং শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ইং১৮০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ছোট নাগপুরের রাজা বিষ্ণু সিংহ সহিত বৃটিসের সন্ধি হয়, এ রাজ্যের উত্তর সীমা রাম গড় ও পালামৌ, দক্ষিণে গাংপুর, পূর্ব্বেও রামগড় এবং সিংহ ভূমি, পশ্চিমে পালামৌ ও যশপুর, সম্মুখে পর্ব্বতারণ্য ময়ত্ব হেতু কৃষিকর্ম্ম অল্প কিন্তু লৌহ উৎপন্ন হয় এদেশের রাজারা পূর্ব্বে মোগল দিগকে কিঞ্চিৎ২ রাজকর প্রদান করি য়া স্বাধীনবৎ ছিল।

ইং ১৮০২ সালে অযোধ্যা নবাব সাদতালির সহিত সন্ধি দ্বারা আলাহাবাদ এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম বৃটিসের অধিকার ভুক্ত হয়, এস্থান প্রয়াগ নামে হিন্দুর তীর্থ এবং বৃহদ্দেশ, তাহার উত্তর সীমা আগরা ও অযোধ্যা, দক্ষিণ গণ্ডওয়ানা, পূর্ব্বে বেহার এবং পশ্চিমে মালোয়া ও আগরা, দৈর্ঘ্যে ২৭০ আর প্রস্থ ১২০ ক্রোশ নদী গঙ্গা, যমুনা, গোমতী এবং কর্ম্মনাশা, এ রাজ্যে পান্না নামক হীরক খনি আছে,

আকবর বাদশাহ গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গমোপরি দুর্গ এবং অট্টালিকা নির্ম্মাইয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তৎ কর্ত্তৃক দিল্লী রাজ্য হইতে পৃথগ্‌বিধ হইয়া আলাহাবাদ নামে এক শুবা খ্যাত হয়। কুলি খাঁ নামক শাসন কর্ত্তার সময়ে লখ্‌নৌ নবাব ছলনা দ্বারা তাহাকে হনন করিয়া অধিকার করত ইং ১৭৬৪ সালে আলী গৌহরকে প্রদান করেন, আলী উচ্চ ভিলাষে ইং ১৭৭২ সালে দিল্লী গিয়া মহারাষ্ট্র হস্তে পতিত হইলে প্রয়াগ পুনশ্চ লখ্‌নৌ সাম্রাজ্যে সংলগ্ন হইয়াছিল।

ইং ১৮০২ সালে ৪ জুন বাসরে লুধিয়ানার এজেণ্ট কাপ্তেন ওএড দ্বারা ফরাক্কাবাদের শেষবর্ত্তি নবাব ইমদা হুসেন খাঁর সহিত এক সন্ধি হয়, এস্থান আগরা প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনা যেস্থানে সংমেলন পূর্ব্বক এক বাহিনী তন্নিকট গঙ্গার পশ্চিম তটে এক ক্ষুদ্র নগর ৬০০ বৎসর গত পাঠান মুসলমান কর্ত্তৃক স্থাপিত. তাহার উপস্বত্ব ১৮০,০০০ মুদ্রা এবং লখ্‌নৌ সাম্রাজ্যে কর প্রদত্ত হইত এইক্ষণে তাহার রাজকর বৃটিস গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইতেছেন।

ইং ১৮০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর বড় নাগপুর রাজা রাঘবজী ভোসলার সহিত বৃটিসের সন্ধি হয়, এস্থান গণ্ডওয়ানা প্রদেশে মহারাষ্ট্র রাজ্য মধ্যে এক বৃহন্নগর, নাগনামে নদীর উত্তর তটে স্থাপিত, কিন্তু সচরাচর এরাজ্যকে বেরার কহে, এবং অত্রস্থ লোকেরা ইলিচপূরও কহে, ইং ১৭৪০ সালে পেশোয়া কর্ত্তৃক সেনাপতি রাঘবজী ভোসলা নগর আয়ত্ত

করিতে প্রেরিত হইলে, তস্যপুত্র জানোজী তদ্দীশ্বরত্বে স্থাপিত হন, তিনি লোকান্তরিত হইলে তস্য উত্তরাধিকারিরা বিবদমান হইলে জানোজীর ভ্রাতুষ্পুত্র রাঘোজী তৎপিতা মাধোজীর অনুমত্যনুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং পিতৃমের পান্তেও অনেক কাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, অনন্তর দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইবাতে বৃটিস দিগের শত্রুমধ্যে পরিগণিত হন, এবং আশাই ও আরগাম স্থানে জেনরল ওএলিস্‌লির অধীন যুযুৎসু সেনাদ্বারা পরাভবাশঙ্কায় অবনত রূপে কটক ও বালেশ্বর ইংলণ্ডীয়দিগকে প্রদান করত আমিট সন্ধি করেন, এইক্ষণে বড়নাগপুরে রাঘবজী ভোসলা নামে রাজা কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। এবং ৮০০০০০ মুদ্রা রাজকর বৎসরং বৃটিসকে প্রদান করেন।

ইং ১৮০৩ সালের ১৪ আগষ্ট বাসরে পেশোয়ার রাজা অমৃতরাও সহিত সন্ধিপত্র নির্ব্বন্ধ হয় তাহার কারণ এবং পেশোয়া মহারাষ্ট্র রাজা দিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই যে বহু কালাবধি দক্ষিণ দেশীয় যবন বাদশাহদিগের নবা অওরঙ্গাবাদ প্রদেশ মধ্যে আহমদনগর নামে এক প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল, তাহার কর্ত্তা মলিক অম্বর শাসন কালে যাদব রায় নামক এক সেনাপতি দশ সহস্র অশ্বারোহির শিরোভাগ ছিলেন, তদধীন মালাজী নামক ব্যক্তি তাহার আদি উদয়পুরের রাজবংশের শাখারূপে পরিগণিত হয়, তিনি প্রথমত অল্প পরে পঞ্চসহস্র হয়ারোহির অধীশ্বর হইয়া এক খণ্ড

ভুপ্রদেশ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠে পুনা নামে নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন, (এই পুনা এই ক্ষণে এক ক্ষুদ্র গ্রাম এবং কুদৃশ্য বোম্বে হইতে ৫০ ক্রোশ নৈঋত কোণে স্থাপিত আছে) মালাজী ক্রমশ যাদবের ঈদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন যে তস্যপুত্র সাহাজী সহিত উক্ত যাদবের এক কন্যার পরিণয় হয়, এবং সেই দুহিতা গর্ব্ভে ইং ১৬২৭ সালে শিবাজী নামে পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, এই শিবাজীকেই মহারাষ্ট্র সম্রাটের আদি সংস্থাপক বীজ পুরুষ কহা যায়, তদনন্তর আহম্মদ নগরের নেজাম শাহের বংশ ধ্বংস হইলে সাহাজী পৃথক্ হইয়া বিজাপুর সাম্রাজ্যে সেনানীত্ব পদে অভিষিক্ত হইয় পরাক্রমী রূপে মান্দ্রাজ ও তাঞ্জোর প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন, শিশু শিবাজী এদিগে পুনা নগরে এক ব্রাহ্মণের প্রতিপালনে সম্বর্দ্ধিত হইয়া ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে মহা ধনুষ্মান্ হইয়া ব্যায়াম যুদ্ধ কার্য্যে অদ্বিতীয় রূপ ব্রাহ্মণের অধীনতা ত্যাগ পুরঃসর এক সম্প্রদায় বলিষ্ঠ লোকের অধীশ্বর হওত আদৌ দস্যু বৃত্তি পথানুগামী হইয়া অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাশূর রূপে বিখ্যাত নিকটস্থ গ্রামীণ লোক ও যবন পক্ষে ভয়ঙ্কর পীড়া দায়ক হন, পরিশেষে তাঁহার সেই দুর্ব্বৃত্ততা রাজ্য লাভের সোপান স্বরূপ অর্থাৎ রাষ্ট্র লুণ্ঠন দ্বারা প্রচুরার্থ সংগ্রহ এবং বিগ্রহ দ্বারা অনেকানেক স্থান জয় করত এক স্বাধীন রাজার ন্যায় দীর্ঘ কাল জীবিত থাকেন অর্থাৎ ইং ১৬৮২ সালে তিনি লোকান্তরিত হইলে

তস্য জ্যেষ্ঠপুত্র সম্ভাজী রাজচিহ্ন গ্রহণ করত পিতার ন্যায় সাহসিক রূপে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইং ১৬৮৯ সালে দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কারাবৃত এবং নিষ্ঠুর রূপে হত হইলে তস্য তনয় শিবাজীকে মহারাষ্ট্রীয়াধ্যক্ষেরা রাজ্যাধিকারী স্বীকার করেন, কিন্তু শিশু হেতুক সম্ভাজীর ভ্রাতা রাজারাম রাজ্য সম্পাদকত্বে মন্যত হন, কিয়ৎকালাত্যয়ে এই শিবাজীও আওরঙ্গজেব হস্তে পতিত হইলে কারাগ্রস্ত প্রযুক্ত রাজারাম আনন্দাবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া সেতারায় সিংহাসন স্থাপন পুর্ব্বক স্বয়ং রাজচিহ্ন গ্রহণ করেন, তিনি গতপ্রাণ হইলে তস্যপুত্র শিবাজী সিংহাসনাধিকারী হন, অনন্তর আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পরে সম্ভাজীর প্রাগুক্ত পুত্র শিবাজী যাঁহার নাম শিবাজী পরিবর্ত্তে সাহু হয় তিনি কারামুক্ত হইয়া দেশে আসিলে রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে বহুতর বাদানুবাদানন্তর বিচারে এবং প্রধান সচিব বালাজী বিশ্বনাথ রাওয়ের পোষকতায় সাহু সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু উক্ত মন্ত্রী তাঁহাকে রাজ কুণ্ডলিকাবৎ বাহ্য সৌন্দর্য্য নৃপচিহ্নফল নাম মাত্র রাজ্যাস্পদের অভিমান প্রকারানন্তর সেতারার দুর্গমধ্যে আবদ্ধ প্রায় রাখেন, সেই কালে বালাজী স্বকীয় উপাধি পেশোয়া খ্যাত করত তদ্বংশের সেই পদবী আবহমান চলিত এবং রাজ সিংহাসন স্থাপন উক্ত পুনার সন্নিকট পুরন্দরপুর নামক গ্রামে করেন, যাহা বিজয়পুর সম্পৃক্ত বিমলা নদীর উত্তর তটে স্থাপিত তন্মধ্যে মহা

রাষ্ট্রাধ্যক্ষ চয়ের বহুবিধ উত্তমোত্তম প্রাসাদ ও রম্য হর্ম্ম্যারাম বাপী জলাশয় দ্বারা সুশোভিতা এবং তথায় এক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিতা আছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা তৎকালে বিপুলৈশ্বর্য্য শালী এবং দোর্দণ্ড প্রতাপাখণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায় সর্ব্ব ব্যাপক, প্রথমত দাক্ষিণাত্য মোগলাধ্যক্ষের স্থানে রাজস্বের চৌথ নামা কর লইতে আরম্ভ করেন, পরে দিল্লীর মহারাজ মহম্মদ শাহা অগত্যা স্বীকৃত হইয়া তদর্থ এক পরিক্রম সন্ধিপত্র বিন্যস্ত করেন, ইং ১৭২০ সালে উক্ত বালাজী লোকান্তরিত হইলে তস্যপুত্র রাজিরাও পণ্ডিত প্রধান পোশোয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত রূপে দিগ্‌দাহ করিতেং আসকজাকে জয় করিয়া গুজরাট অধিকার এবং ইং ১৭৩৫ সালে নর্ম্মদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক হিন্দুস্থান প্রবিষ্ট হইয়া মার্লোয়া বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি জয়, এবম্প্রকারে দিগ্বিজয়ী আসমুদ্র চৌথ নামক করগ্রাহী হন, ইং ১৭৪০ সালে তাঁহার কাল প্রাপ্তি হইলে তস্য তিনপুত্র তিন দিক্‌পাল, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বালাজী পেশোয়া সিংহাসনারূঢ়, রঘুনাথ অথবা রাঘবা পরিণামে বৃটিস সহিত অনেক সম্বন্ধ করেন, তৃতীয় সম্‌সের বাহাদুর যিনি যবনী রমণী প্রসূত এবং তদ্ধর্ম্মানুগত তিনি বুন্দেলখণ্ডে প্রাধান্য করেন, প্রাগুক্ত রাঘবার পুত্র রাজিরাও জন্মিবার পূর্ব্ব অমৃত রাওকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, অমৃতরাও এক কনোজিয়া ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন রাজিরাও যৎকালে বাসিন প্রতি রণ সজ্জায় ধাবিত

তখন হোলকর তাঁহার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন অবধারণ করত অমৃত রাওকে রাজ্য লইতে পরামর্শ দেন কিন্তু অমৃত রাও যদিস্যাৎ তৎকর্ম্মে সম্মত না হউন তথাপি তস্য পুত্র বিনায়ক রাওকে রাজা করণ প্রস্তাবে আপত্তি করেন নাই,এই সংবাদাধিগতে রাজিরাও বৃটিস সহিত সমবেত হইয়া ভ্রাতৃ বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে অমৃতরাও অকৌশল না করিয়া বরং ওএলেস্‌লি সাহেব সহিত লিপিদ্বারা আনুরক্তি ও স্বীয় নির্দ্দোষিতা বিজ্ঞাপন দ্বারা স্বেচ্ছা পুর্ব্বক আবদ্ধ প্রায় বারাণসী আসিয়া তাঁহার এবং তদাত্মজের যাবজ্জীবন ভরণ পোষণার্থ সাংবৎসরিক সপ্ত লক্ষ মুদ্রা পোশোয়া রাজস্ব হইতে প্রাপ্তি সূচক সন্ধি পত্র লিপিবদ্ধ হইলে সপরিবার বিঠর নামক স্থানে বাস করিলেন, তদনন্তর ইং ১৮১৮ সালের ১ জুন বাসরে রাজিরাও সহিত মেলকম সাহেব দ্বারা আর এক শেষ সন্ধি হইয়াছে।

ইং ১৮০৩ সালে জেনরল লেক অধীন সেনারা আগরায় ঘোরতর যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহা অধিকার করেন, সে স্থান যমুনা নদীর নৈঋতকোণে দুর্গ এবং নগর স্থাপিত আছে, তদ্রাজ্যের উত্তর সীমা দিল্লী, দক্ষিণে মালোয়া পূর্ব্বে অযোধ্যা ও আলাহাবাদ, পশ্চিমে আজমিয়র, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্যে ২৫০ আর প্রস্থ ১৮০ ক্রোশ, নদী গঙ্গা ও যমুনা এবং চম্বল প্রভৃতি বিবিধ ক্ষুদ্র২ সরিৎ, উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোটক, ইং ১৭০৭ সাল পর্য্যন্ত রাজ্য দিল্লীর

অধীনস্থ ছিল, অনন্তর জাঠ, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লীর প্রধান২ অধ্যক্ষ দ্বারা শাসিত হইত, তন্মধ্যে নজিফ খাঁ ইং ১৭৭৭ সালাবধি চম্বল নদীর উত্তর তটস্থ ভূখণ্ডে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইক্ষণে সমুদয় ইংলণ্ডীয়াধীন।

ইং ১৮০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বৃটিসাধিকার ব্যাপ্ত হয়, দিল্লী হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রধান এবং বৃহদ্রাজ্য, তাহার উত্তরসীমা লাহোর ও শ্রীনগর, পূর্ব্ব অযোধ্যা এবং পর্ব্বতারণ্য, দক্ষিণে আগরা ও আজমিয়র, পশ্চিম সীমাও আজমিয়র এবং লাহোরের কিয়দংশ, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্যে ২৪০ আর প্রস্থ ১৮০ ক্রোশ, ইহার রাজ্যাবলি এবং সমুদয় ইতিহাস প্রথমখণ্ডে প্রকাশ হইয়াছে ইং ১৭৬১ সালে আলমগিরের পুত্র শাহ আলম প্রথমত এলাহাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরোপাধি প্রাপ্ত্যাশানুব্ধ হওত দিল্লী প্রবিষ্ট হইলে পরে গোলাম কাদর কর্ত্তৃক ইং ১৭৮৮ সালে অন্ধীভূত পবং পরিবারের কিয়দংশ ব্যাপাদিত, অবশিষ্ট বন্ধু শোকাবিষ্ট, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, এবং স্বয়ংসিংহাসন ভ্রষ্ট হন, তদনন্তর মাধোজী সিন্ধিয়া গোলাম কাদরকে হনন করিয়া ইং ১৮০৩ সাল পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করণানন্তর উক্ত নগরাভ্যন্তর ৬ ক্রোশ মধ্যে রণস্থলে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার প্রাযোধ্য ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাসমূহ যুদ্ধবিশারদ জেনরল লেক অধীন বৃটিস সেনার যমোপম করালাস্ত্রের গোলাঘাতে পাণিপদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ সহস্র২ শূরগণ ভূপৃষ্ঠে

পতিত মূর্চ্ছিত ও হত অবশিষ্ট ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়িত হইলে পর দিবস উক্ত লার্ড নগর প্রবিষ্ট হইয়া শাহ আলমের মৃত দেহে জীবন্যাস প্রদানের ন্যায় তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করেন, কিন্তু নামমাত্র মহারাজ পঞ্চ দশ লক্ষ সাংবৎসরিক বৃত্তি তদ্দারা প্রধান সিংহাসনের শোভা জনক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত পরন্তু তন্নামে মুদ্রা সর্ব্বত্র সচল ছিল, এবং তৎকালে দিল্লীর চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সকলে ও বৃটিসের নাম মাত্র অধিকার, কিন্তু ক্রমশ বিবিধ সন্ধি বিগ্রহ দ্বারা সমগ্র আয়ত্ত হয়, ইং ১৮২৭ সালে লার্ড এমহরেষ্ট দিল্লী গিয়া উক্ত শাহ আলম বংশ্য রাজাদিগকে বিজ্ঞাপন করেন যে ইতঃপর তাঁহারা তৈমুর বংশীয় মহারাজাভিমান পরিত্যাগ করুন যেহেতু এরাজ্য এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভূপতি কিংছত্রের অধীন, ইউন ইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কালকৃত স্বত্বাধিকারী, দিল্লী মহারাজের কোন আনুকূল্য বা ফরমান অপেক্ষা করে না, ইং ১৮৩১ সালে উক্ত বাদশাহ রামমোহন রায় নামক এক বাঙ্গালি ব্রাহ্মণকে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ড পার্লিমেণ্ট রাজসভায় প্রেরণ করেন, তথায় তিনি উপস্থিত হইয়া উক্ত বাদশাহের পূর্ব্বদত্ত মর্য্যাদা হৃত হওনের কারণ জিজ্ঞাসুরূপে বিচারাকাঙ্ক্ষী হইলে বৃত্তিভোগী কহিয়া রাজ সম্ভ্রম পুনঃপ্রাপণের অযোগ্য হেতু অভিযোগ হেয় হয়, ইং ১৮৩৫ সালে মুদ্রা হইতে শাহ

এও

আলম নাম পরিবর্ত্তে চতুর্থ উলিয়ম নাম ও আস্ত প্রতি বিম্বিত হয়, অতএব অদ্যাবধি হিন্দুস্থানকে সম্পূর্ণরূপ ইংল ণ্ডীয় রাজছত্রের অধীন বলা যায়। দিল্লীতে এইক্ষণে মূর্জা মহম্মদ অবুজফর বর্ত্তমান আছেন,

ইং ১৮০৩ সালে ১৯ আগষ্ট এবং ৪ সেপ্টেম্বর জেনরল লেক আলিগড়ে যুদ্ধ করেন, এস্থান দিল্লী সাম্রাজ্য ভুক্ত এবং দিল্লী হইতে ৭৬ ক্রোশ অগ্নিকোণে প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ ইং ১১৯৩ সালে তাহা কোল নামক হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্র এবং সাংগ্রামিক দ্রব্য ন্যস্ত ছিল যখন বৃটিসেরা এই দুর্গ বেষ্টন করেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় সমর তৎপর সেনারা ঘোরতর সিংহনাদ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে নানাবিধ তোপ ও বন্দু কের গোলাগুলি শতঘ্নীবাণ প্রভৃতি শ্রাবণীয় ধারা ন্যায় অগ্নি বৃষ্টি করত বৃটিস সেনাগণকে ক্ষত বিক্ষত এবং অনেক বিধ্বস্ত করিয়াছিল, পরিশেষ পরাজিত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করত পলায়ন করে ৷ ●

ইং ১৮০৩ সালে দৌলতরাও সিন্ধিয়া জেনরল ওএলেস লির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধিদ্বারা আহমদ নগর সম র্পণ করেন, সেস্থান নব্য অওরঙ্গাবাদ মধ্যে এক দুর্গ দক্ষিণ দেশীয় যবন রাজাদিগের রাজধানী ছিল, অনন্তর ভামিনী দিগের সাম্রাজ্যলোপ হইলে দিল্লীর অধীন হয়, পরে পেশো য়াকে পরাজয় করিয়া উক্ত সিন্ধিয়া বলপূর্ব্বক অধিকার করি

য়াছিলেন, আহমদ নগর বোম্বে হইতে পুণ্য নগর দিয়া ১৮১ ক্রোশ অন্তর।

ইং ১৮০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর যোধপুরের রাজা মান সিংহ সহিত জেনরল লেক প্রথমত এক কপাল সন্ধি করেন, এস্থান আজমীর দেশের মধ্য স্থলাবধি তাহার পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপী বৃহদ্রাজ্য, ইহার চতুঃসীমার নিশ্চয় হয় নাই, অনুমান উত্তর বিকানিয়র ও জেসলমিয়র। দক্ষিণে গুজরাট ও উদয়পুর, পূর্ব্বে জয় নগর। মান সিংহের পরিচয় ইং ১৮১৮ সালে তাঁহার সহিত দ্বিতীয় সন্ধি সময়ে প্রকাশ হইবেক।

ইং ১৮০৩ সালে জেনরল লেক প্রভৃতি যুদ্ধ বিশারদ সেনা নিচয়ের সংগ্রাম কৌশলজ্ঞতা ও সন্ধি বিগ্রহের চতুরতায় বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতাপানল উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে এমত জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল যে অনেকানেক মহীপগণ নানা স্থান হইতে আগত হইয়া বিনাযুদ্ধে অবনত রূপে শরণাগত হইয়া সন্ধি করিতে লাগিল। সিন্ধিয়াদিগের সহিত যুদ্ধকালে ইং ১৮০৩ সালের ১৪ নবেম্বর লানাওয়ারি রাজা কলনেল মরের নিকট আসিয়া আত্ম সমর্পণ করেন। এবং ১৫ ডিসেম্বর সুন্থর রাজা ঐ রূপ করেন। এই উভয় স্থান গুজরাট রাজ্য মধ্যে ক্ষুদ্র২ অধিকার। গুজরাট হিন্দুস্থান মধ্যে এক প্রসিদ্ধ এবং বৃহদ্দেশ, তাহার উত্তরসীমা আজমীর, দক্ষিণে সমুদ্র এবং আওরঙ্গাবাদ, পূর্ব্বে মালোয়া ও খান্দেশ, পশ্চি

মেও সমুদ্র, ও কচ দেশীয় বালুকা ভূমি, এই চতুঃসীমা মধ্যে দৈর্ঘ্য ৩২০ আর প্রস্থ ১৮০ ক্রোশ, তন্মধ্যে অধিকাংশ নিবিড় বন ও অভ্যন্তরে মরুভূমি, জলকষ্ট হেতু শস্য অল্প জন্মে প্রধান রাজধানী আহমদাবাদ, পূর্ব্বে এদেশ সোলাকিস্ দিগের রাজ্য ছিল, পৈগম্বর মহম্মদের উত্তরাধিকারিগণের হিন্দুস্থান প্রাপণের অভিলাষ জন্মিয়াবধি সর্ব্বদা যবন কর্ত্তৃক উপদ্রুত, ইং ১০২৫ সালে মহম্মদ প্রথম অধিকার করেন, এবং দিল্লীতে যবন সাম্রাজ্য স্থাপিতের পর বহুকাল পাঠান রাজার অধীন ছিল, তদনন্তর ইং ১৫৭২ সালে আকবর বাদশাহ আয়ত্ত করেন, অনন্তর আওরঙ্গজেবের পতনের পর ইং ১৮০৭ সালে মহারাষ্ট্রীয় জয়পতাকা স্থাপিতা ছিল, বৃটিসেরা ইং ১৭৭৮ অবধি ১৭৮৪ পর্য্যন্ত এরাজ্য প্রাপণার্থ লক্ষ করিয়াযুদ্ধ করিতে ছিলেন এইক্ষণে ক্রমশ তাবৎ সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে।

ইং ১৮০৩ সালের ১৪ নবেম্বরে ভরতপুরের রাজা রণজিতের সহিত প্রথমত এক সন্ধি হয় সে স্থান আগরা প্রদেশে এবং আগরা নগর হইতে ২৮ ক্রোশ বায়ুকোণে স্থাপিত, তাহার চতুঃসীমা অচির স্থায়িত্ব হেতু কখন নিশ্চয় হয় নাই। রণজিৎ জাঠ বংশীয়, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ইং ১৭০০ সালে মুলতান সিন্ধুতীর হইতে আসিয়া দোয়াবের নানা স্থানে কৃষি কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশ উন্নত্যবস্থার সহিত সাক্ষাৎ করেন কালাত্যয়ে তদ্বংশে চূড়ামন নামা এক বীর যুদ্ধ কার্য্যে

তৎপর এবং রাষ্ট্র লুণ্ঠনে কৃতী কুশল হওত কতিপয় বলিষ্ঠ অশ্বারোহির অধীশ্বর হইয়া দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ যুদ্ধ যাত্রাকালে তাঁহার দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া অনেক কার্থ প্রাপ্ত্যনন্তর দস্যুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ে রাজ্য লাভের প্রবৃত্তিকে আশ্রয় দিয়া উক্ত বাদশাহের মরণানন্তর তদুত্তরাধিকারি গণের গৃহ বিবাদের যুদ্ধ গোলযোগের সুযোগে ভরতপুর দুর্গ স্থাপনের স্থান প্রাপণের অবকাশ এবং উক্ত লুঠিতার্থের কিয়দংশ ব্যয়ে সমাধা করায় ঐ রূপে বল বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া আগরা মথুরা এবং কোএল প্রভৃতি যমুনার উভয় তীরস্থ প্রদেশে স্বশক্তি স্থাপন করিয়া লোকান্তরিত হন তস্যপুত্র সূর্য্যমল ইং ১৭৬৩ সালে রাজকার্যের রীতিবর্ত্ম সুধার্য্য করেন, তস্যপুত্র জওয়াহর সিংহ তজ্জ্যেষ্ঠ্যভ্রাতা রতন সিংহ গুপ্তাঘাতে গতপ্রাণ হইলে তস্য অন্য ভ্রাতা কেশরি সিংহ ইং ১৭৮০ সালে নদজিফ খাঁ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া দিল্লী সাম্রাজ্যে করপ্রদ হন. তস্যপুত্র রণজিৎ সিংহ মাধো জী সিন্ধিয়ার প্রথম জয় কালীন তৎ পক্ষাবলম্বী থাকাতে দাক্ষিণাত্য রাজ প্রসাদে ঈদৃশ মহদ্বল পরাক্রান্ত হন যে বরং তৎকালে জেনরল লেক সাহেবের সহিত মহাযুদ্ধে অকৃত কার্য্য হইয়া ১৮০৩ সালে সন্ধি করেন ইং ১৮০৫ সালে রণজিৎ উক্ত সন্ধির বিপরীত কার্য্য অর্থাৎ যশমন্ত রাও হোলকরকে আশ্রয় দিবাতে বৃটিস সহিত পুনর্যুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় সন্ধিপত্র হইয়াছিল, অনন্তর তিনি লোকান্তরিত

হইলে তস্তপুত্র গৃহ বিচ্ছেদে ক্ষীণ ও তৎ পিতৃব্যের প্রতার ণায় হীনতার সহিত আলিঙ্গন করিলে সমর প্রাজ্ঞ বৃটিস সৈন্য দ্বারা ইং ১৮২৬ সালে ১৮ জানুআরি তৃতীয় যুদ্ধে কিয়দংশ দুর্গ সমভূমি হইলে ইং ১৮২৬ সালের ১৪ নবেম্বর শেষ সন্ধি হইয়াছে। কথিত আছে হিন্দুস্থানে বৃটিসের যে কয়েক ঘোরতর যুদ্ধ হয়,তন্মধ্যে এই ভরতপুরের গুরুতর যুদ্ধেশবহুতর বৃটিস সেনা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এইক্ষণে ভরত পুরে রাজা বলবন্ত সিংহ আছেন।

ইং ১৮০৪ সালে বৃটিসের কালপি অধিকার হয়, এস্থান আগরা প্রদেশে যমুনা নদীর নৈঋর্ত কোণে স্থাপিত তথায় তুলার ব্যবসায় বাহুল্য ইং ১২০৩ সালে এরাজ্যে যবনাধি কার হয়,পরে মহারাষ্ট্র, ইং ১৭৬৫ সালে জেনরল কেরনাক সহিত প্রথম যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাজিত হইয়া যমুনাপার গমন করে.ইং ১৮০৪ সালে পেশোয়া রাজ্যাধীন নানা গোবি ন্দ রাও বুন্দেল খণ্ড দেশীয় ভূমি আলি বাহাদুরের অধিকার ছিল তাহা রাজা হেম্মত বাহাদুর আপন উপজীবিকা কহিয়া ভোগ করিতেন পরে গোবিন্দ সমসের বাহাদুর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত ভূমি নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে পরাজিত হইয়া কালপি নগর ও দুর্গ এবং বুন্দেল খণ্ডের উত্তরাংশ ভূমি সমুদয় বৃটিস হস্তে অর্পণ করেন।

ইং ১৮০৪ সালে বৃটিসেরা বুন্দেল খণ্ডের যুদ্ধে জয়যুক্ত হন এস্থান আলাহাবাদ প্রদেশের মধ্য কেন ও বেণ্টুরা নদীর

অন্তর্বর্ত্তী বৃহদ্দেশ, কিন্তু চতুঃপার্শ্ব পর্ব্বত বেষ্টিত প্রযুক্ত উপত্যকা ন্যায় জ্ঞান হয়, আকবর রাজত্ব কালে মহম্মদ খাঁ নামে পাঠান কর্ত্তা ছিলেন, অনন্তর মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চতুঃশাল রাজ্য বাজিরাওয়ের দুই পুত্রকে অর্পণ করেন, তদ্বংশাবতংসীয়েরা পরিশেষে গৃহ বিবাদে মগ্ন হইয়া ক্ষীণতার সহিত আলিঙ্গন করত ছত্র ভঙ্গ এবং বৃটিস হস্তে পতিত হইয়াছেন।

ইং ১৮০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিয়া নদী তীর রাজপুর ঘাট নামক স্থানে যশমন্ত রাও সহিত সন্ধি হয়, এই মহাবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র অধ্যক্ষের রাজধানী মালোয়া প্রদেশীয় উজ্জান হইতে ত্রিশ ক্রোশ অগ্নি কোণ স্থিত ইণ্ডোর নামে নগর ছিল, তাঁহার আদি পুরুষ মহ্লার রাও প্রথমত পেশোয়ার অধীন লব্ধখ্যাতি হন, তাঁহার জীবদ্দশার মধ্যেই তৎপুত্র কান্দি রাও এবং দৌহিত্রী অহল্যা বাই লোকান্তরিত হইলে মহ্লার তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র তোকজীকে স্ববনিতার পোষকতায় রাজ্যাধিকারী করেন, তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে উপপত্নী গর্ব্ভ সম্ভূত যশমন্ত রাও হোলকর এবং দুর্দ্ধর্ষ মীর খাঁ যখন স্ব২ সৈন্য সমভিব্যাহারে তৎ পশ্চাৎ২ ধাবিত জেনরল লেক আজ্ঞাধীন বোম্বে সম্পৃক্ত বৃটিস সেনা কর্তৃক নির্জিত ও তাড়িত হইয়া পঞ্জাবের বিপাশা নদী তীরস্থ জালালাবাদ উপস্থিত হন তখন লাহোরাধিপতি রণজিৎ মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন, তদনন্তর পেশোয়া বাজি

রাও সহিত বৃটিসের যুদ্ধ কালে যশমন্তের পুত্র মহ্লার রাও হোলকর সসৈন্যে পেশোয়ার সাহায্য করণে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা শান্ত্যর্থ ইং ১৮১৮ সালের ৬ জানুআরি মুণ্ডীশূর স্থানে এজেন্ট মেলকাম দ্বারা আর এক সন্ধিপত্র হইয়াছে, এইক্ষণে ইণ্ডোরে টুকাজি কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

ইং ১৮০৭ সালে বৃটিসেরা আগরা প্রদেশে আলিগড় সংপৃক্ত কমুলা নামে এক মৃন্ময় অতি দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ ছিল তাহার এক পার্শ্ব ভগ্ন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ দ্বারা আয়ত্ত করেন।

ইং ১৮০৯ সালের ২৫ এপ্রেলে পঞ্জাবের রাজা রণজিতের সহিত মেটকাফ দ্বারা প্রথমতঃ বৃটিসের এক কপাল সন্ধি হয়, এ রাজ্যের বিস্তার আবলফজল ইতিহাস লিখন কালে ইং ১৫৮২ সালে তাদৃশ অধিক ছিল না কহেন, কিন্তু অধুনা রণজিতের প্রতাপে তাহার উত্তর সীমা কাশ্মীর পথলি এবং মোজফরাবাদ, দক্ষিণে দিল্লী, আজামীর এবং মূলতান, পুর্ব্বে শতদ্রু যদ্দ্বারা উত্তর হিন্দুস্থান হইতে পৃথক, পশ্চিমে সিন্ধু যদ্দ্বারা অফগান স্থানকে বিচ্ছেদ করিতেছে, এরাজ্যের দীর্ঘতা পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩২০ আর প্রস্থ উত্তর দক্ষিণে ২২০ ক্রোশ তন্মধ্যে স্বল্প এবং বৃহৎ পদে খণ্ডদ্বয় তাহার স্বল্পখণ্ড দক্ষিণ পশ্চিম শতদ্রু পর পারাবধি যমুনা পর্য্যন্ত আর বৃহৎ উত্তর পশ্চিমে শতদ্রু পশ্চিমাবধি সিন্ধু পর্য্যন্ত কহা যায়, এতাবতে ২৩৪ খণ্ড তাহাতে লাহোর প্রভৃতি ২৫ বৃহন্নগর, এই মহারাজ্য বিবিধ বিপিনাদ্রিদ্বীপোপদ্বীপ নদ নদী হ্রদ

সরোবর রম্য হর্ম্ম্যারাম বাপী উদ্যানে সুশোভিত, এবং তাহার ভূমি শতদ্রু, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধু এই পঞ্চ নদী নীরে বর্ষে২ উৎসেচন দ্বারা অত্যুর্ব্বরা এবং শস্যশালিনী, অপিচ পর্ব্বত নিঃসৃত নদ নদীচয়ের বালুকাতে স্থানে২ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র সীসক প্রভৃতি ধাতু প্রাপ্ত হয়, এস্থানের আদি বিবরণে লিখে যে পুরাকালে মহর্ষিকশ্যপ ঋষি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের বাসস্থান হয়, ক্রমশ বিদ্যা বিভবে অদ্বিতীয় এবং রাজারাও সময়ে২ দিগ্বিজয় পূর্ব্বক আসমুদ্র করগ্রাহি রূপে সাম্রাজ্য করেন, তজ্জন্য অনেক বৃহন্নগর এবং বিবিধ তীর্থ স্থান আছে, হিজরি ৩৬৭ সালে এরাজ্য যবনাক্রান্ত হয়, এবং ৮৯২ অথবা ইং ১৪৬৮ সালে ভাটী নামক জনপদের মধ্যে রাইপুর, বা তালওয়ান্দি নামক ক্ষুদ্র গ্রামবাসি কাল বেদির ঔরসে বাবা নানক নামে বিখ্যাত শীক ধর্ম্ম স্থাপকের জন্ম পরিগ্রহ হয়, ইং ১৫৮৬ সালে এরাজ্য দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহার করায়ত্ত ছিল, তদনন্তর দিল্লী সাম্রাজ্যের ক্ষীণতায় আবদালি প্রভৃতি কয়েকজন স্বাধীন রাজার অধিকার হয়, ফল এরাজ্য হিন্দু সাম্রাজ্য পতনের পর মুসলমান অধিকার হওয়া অবধি কৃচিৎ এক ছত্র থাকিত, প্রায় সর্ব্বদা বিবিধ অধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্ব ও তন্মধ্যে যুদ্ধ হত্যা লুঠ বিশেষত শীকেরা মহারাষ্ট্র সদৃশ রাষ্ট্র লুণ্ঠন তৎপর এবং দস্যু বৃত্তিকে ধর্ম্ম জ্ঞান করত ব্যাপককাল সেই ধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছিল, পরিশেষে ইং ১৭৮০ সালের

২ নবেম্বর গুজ্জারওয়ালা নগরে মহাসিংহের ঔরসে রণজিৎ সিংহ জন্ম পরিগ্রহ করেন, ইং ১৭৯৫ সালে কাবলের নবাব শাহজমন্ পঞ্চাপাক্রমণে আসিয়া শীক জাতির অতুল্য যুদ্ধে বিরক্ত এবং তজ্জাতিকে শাসনাধীন পঞ্চাপায়ত্ত করণে আপনাকে অশক্ত জানিয়া রণজিৎ স্থানে লক্ষমুদ্রা লইয়া লাহোর নগর প্রতিদান পুর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন, তদনন্তর রণজিৎ লাহোরাধিকারী হইলে দেশীয় অন্যান্য অধ্যক্ষেরা দ্বেষ বৈষম্য বশত শত্রু হইয়াছিলেন, কিন্তু রণজিৎ অসীম সৌভাগ্য সহকারে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত এবং দিগ্বিজয়ী হওয়াতে তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপাখণ্ডানল পঞ্চাপ রাজ্যে ঈদৃশ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, যে পরিশেষে বিনাযুদ্ধে নানা দিগ্‌দেশীয় রাজারা আসিয়া শরণাগত হইয়াছিলেন, ঐ হুতাশন হিন্দু স্থানে পতিত হইয়া দিগ্‌দাহ না হয় এই বিবেচনায় বৃটিস গবর্ণমেণ্ট উপঢৌকনের সহিত মেটকাফ্ সাহেবকে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তৎকালে রাজার নিরবকাশ বশত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, ইতিমধ্যে মোহরম পর্ব্বোপলক্ষে বৃটিস সেনামধ্যস্থ যবন সিপাহীরা তাজিয়া করিয়া উৎসব করাতে অমৃতসর নিবাসি শীক প্রজারা আকালিক দুই সহস্র লোক উক্ত সাহেবের শিবিরাক্রমণ করে, সাহেব অগত্যা আত্ম রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে পঞ্চশত বৃটিস যুদ্ধ প্রাজ্ঞ সেনা দ্বারা আকালিকেরা ক্ষণ কালেরমধ্যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিন্নভিন্ন ও তাড়িত হইলে এই সংবাদ রণজিৎ

শ্রুত মাত্র স্বয়ং আসিয়া সাহেবকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আকালিকের দণ্ড করিয়া বৃটিস সেনার সাহস ও শূরত্ত্ব এবং শিক্ষা নৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রাগুক্ত কালে কপালসন্ধি করত লুধিয়ানা নগরে বৃটিস সৈন্য স্থাপনের স্থান ও অনুমতি এবং শতদ্রু পরপার হইতে শীকসেনা উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা দেন, ইং ১৮৩১ সালে ২০ আক্টোবর লার্ড বেণ্টীঙ্ক রূপর নগরে রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক পরস্পর প্রিয়ালাপে প্রীত হইয়া পূর্ব্ব সন্ধি দৃঢ়ীকৃত পুরঃসর সিন্ধু নদী দ্বারা হিন্দুস্থানে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনের আজ্ঞা প্রকাশ পায়, ঐ কালে রণজিতের বিপুলৈশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্য বদান্যতা এবং বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে বাক্‌পটুতা ও শাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয় দ্বারা সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে চতুরতা দর্শনে উক্ত সাহেব স্বগুণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, ইং ১৮৩৮, সালে, লার্ড অকলণ্ড সহিত রণজিতের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতেও মিত্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইং ১৮৩৯ সালের ৩০ জুন রণজিৎ পক্ষাঘাত পীড়োপলক্ষে বন্ধু বান্ধবে পরি বেষ্টিত দ্বিতীয় আখণ্ডলের ন্যায় তিন কোটি মুদ্রা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে মহার্ঘ মণি দান করত ৫৯ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলে তস্যপুত্র খড়্‌গ সিংহ তস্যপুত্র নৌনেহাল সিংহের আকালিক মৃত্যু হইলে রণজিতের পক্ষান্তরের পুত্র সের সিংহ রাজা হন, তিনি ও গুপ্তাঘাতে নিহত হইলে দিলীপ সিংহ সিংহাসনে উত্তরধি

কারী হন, কিন্তু রণজিৎ গতে তদ্রাজ্যের সেনানী ও সচিব গণের পরস্পর অনৈক্যতা বশত আত্ম কলহে গত প্রাণ হইলে সৈন্য প্রধানক হয়, তাহারা ইচ্ছামত রাজা মন্ত্রী হনন ও স্থাপন করণে রাজ্য নিষ্পীড়িত ও উপদ্রুত এবং সাম্রাজ্য প্রায় পতিত হইয়াছিল, অতএব কোন২ সচিবেরা খালসা নামক রাজঘাতি সেনা নিপাতনের বাসনায় বিবেচনা করিতেছিলেন, যে কোন বলবর্দ্ধিত রাজার সহিত যুদ্ধ ঘটনা ব্যতিরেকে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, এবম্বিধায় প্রথমত গোলাব সিংহের সহিত বিবাদারম্ভ হয়, কিন্তু তিনি চতুরতা পূর্ব্বক সৈন্যগণকে বস্ত্রাহার ধনদানে বশীভূত করিলে মনোভিলাষ অসিদ্ধ হয়, তদনন্তর কোন২ মন্ত্রী গোপনে বৃটিসাধিকারাক্রমণ করিতে প্রবৃত্তি দেন, সৈন্যগণেরো তাহাতে অভিরুচি জন্মিয়া পরিশেষে এবম্ভূত রণোন্মত্ততা জন্মিল যে তাহা কোন সদুপদেশে শাম্য হইলনা, লার্ড হার্ডিঞ্জ লাহোরীয় রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা এবং অবাধ্য শীক সেনার দৌর্জন্য শ্রবণ করিয়া ইং ১৮৪৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন, এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হিউ গফ নবেম্বর মাসে সৈন্য প্রস্তুত করেন, ১৮ ডিসেম্বর মুদকি স্থানে, ২১ এবং ২২ ডিসেম্বর ফিরোজ শাহা, ২৮ জানুআরি১৮৪৬ আলিওয়া লা, ১০ ফিব্রুআরি সবাউন স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়,তাহাতে খালসা নামক শীক সেনারা বিপুল পরাক্রম প্রকাশ করত

বীরের তুল্য বৃটিস সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে লার্ডহার্ডিঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন যে ওয়াটরলু স্থানের মহাযুদ্ধ বোনাপার্টির সহিত যে হইয়াছিল তদপেক্ষা শীক সেনার অগ্ন্যস্ত্র পরিচালনে অধিক তৎপরতা এবং যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষেরা লার্ড ক্লাইব, লার্ড ওএলেসলি, লার্ড উইলিণ্টন প্রভৃতি অধীন মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এযুদ্ধে কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় জড়বৎ হন, এবং কহেন যে এতদ্দেশীয় সৈন্যের ঈদৃশ যুদ্ধ পটুতা কখন দর্শন করেন নাই, ফলকথা নায়ক শূন্য প্রযুক্ত এসংগ্রামে বৃটিসেরা জয়ী হন নচেৎ রণজিতের কিম্বা তদুপযুক্ত কর্ত্তা ব্যক্তির বর্ত্তমানতা থাকিলে রণজোর সিংহ যে দিবস লুধিয়ানায় হেরিস্মিথের সহিত যুদ্ধেজয়ী হয় সে দিবস লুধিয়ানা, সবাতু, শিমলা, অম্বালা প্রভৃতি স্থানে নানা পথে শীক সেনা গিয়া অনায়াসে অল্পেং বৃটিস রক্ষক দিগকে বিনাশ করত স্থান অধিকার করিতে পারিত, কিন্তু সেনানী গণের খালসা নিধনের কামনা জাগরিত থাকাতে তাহারা ইংলণ্ডীয় দিগের প্রধানদলের সহিত যুদ্ধ ব্যতিরেক দেশাধিকারের চেষ্টামাত্র করে নাই বরং নিষেধ করিয়াছিল, যাহাহউক লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অসীম সৌভাগ্য ক্রমে এই মহারণে বিজয়ী হইয়া ১৪ ফিব্রুআরি লাহোর গন্তব্যপথে কোন দুর্গ বা স্থানে জন মানবের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেক অনায়াসে রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং গোলাব সিংহ অভীষ্ট সাধনের অনপেক্ষিত

শুভ কাল প্রাপ্ত হইয়া বহুধা উপঢৌকনের সহিত হার্ডিঞ্জ সমীপে আসিয়া ১৮ ফিব্রুআরি দিলীপসহিত সাক্ষাৎ করা ইলেন, এবং ইং ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ রাজধানী লাহোর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়, তদ্দ্বারা পঞ্জাপ রাজ্য তিন খণ্ড হয়, অর্থাৎ একাংশে কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে গোলাব সিংহ স্বাধীন, দ্বিতীয় জলন্দর দোয়াব প্রভৃতি উর্ব্বরা ভূমি ইংলণ্ডীয় অধিকার, অপরাংশ দিলীপ লাহোর সিংহাসনে স্থাপিত রহিলেন কিন্তু ইং ১৮৪৮ সালে ইংলণ্ডীয়েরা বঙ্গাদি নিরীহ প্রদেশে যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন পঞ্জাপ রাজ্য আয়ত্ত হইতে না হইতে সেইরূপ প্রাগল্‌ভ্য প্রকাশ ও ধর্ম্ম দ্বেষী হইবাতে কতিপয় শীকাধ্যক্ষেরা রাগান্ধ হইয়া বিদ্রোহিতা আরম্ভ করে এব্যাপার প্রথমত সামান্য জ্ঞান হইয়াছিল কিন্তু এই ক্ষণে সে আহবানল নির্ব্বাণার্থ প্রায় একলক্ষ বৃটিস সেনা সহিত লার্ড ডালহৌসি স্বয়ং ধাবিত হইয়াছেন।

ইং ১৮১০ সালে কালঞ্জরের দুর্গ বৃটিস অধিকৃত হয়, এস্থান আলাহাবাদ প্রদেশে এক পর্ব্বতোপরি ১৮ হস্ত উচ্চ কঠিন প্রস্তরময় দুর্গ তাহার ২০ ক্রোশ অন্তর মৃত্তিকা খনন করিলে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় বুন্দেলখণ্ড আক্রান্ত হইলে পর আলী বাহাদুর এবং হেম্মত বাহাদুর এই দুর্গ অধিকার করিতে অনেক বৎসর চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সৈন্যাভাবে সে অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই, অনন্তর আলী লোকান্তরিত হইলে বৃটিসেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন।

ইং ১৮১১ সালে বৃটিসেরা যাবা উপদ্বীপ অধিকার করেন, এস্থান পূর্ব্ব সমুদ্রে, পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ৬০০ আর প্রস্থ ৯৫ ক্রোশ এক উপদ্বীপ, তাহার নৈঋত কোণে ভরত সাগর, বায়ু কোণে সুমাত্রা উপদ্বীপ, উত্তরে বর্ণি উপদ্বীপ, ঈশান কোণে সেলিবিস উপদ্বীপ, পূর্ব্বে মাদুরা ও বালি উপদ্বীপ, এস্থানে এক পর্ব্বত আছে তাহাতে সর্ব্বদা ধূম উত্থিত হয়, এবং অনেক ক্ষুদ্র২ সরিৎ নির্গতা হইতেছে তদ্ভিন্ন আর কয়েক এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত আছে যে তদ্দ্বারা মেঘের গতি রোধ হয়, তজ্জন্য এদেশে সর্ব্বদা গুরুতর বৃষ্টিদ্বারা উপত্যকা ভূমি আর্দ্র প্রযুক্ত অত্যুর্ব্বরা ও শস্য শালিনী, আর অনেক স্বাদু ফল ও মরিচ এবং ইক্ষু অশোচ্য আপনি জন্মে, এদেশের লোক শুভ্র কিন্তু কেশ ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হস্তপদ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, আচার অত্যন্ত অপবিত্র, তাবৎ মাংস ভোজী, ভাষা অক্ষর এবং কোন২ ব্যবহার দ্বারা বোধ হয়, ইহারা পুরা কালে হিন্দু ছিল, তাহার নিদর্শন কোন২ স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও দুর্গামূর্ত্তি এবং সগর রাজার প্রতিমূর্ত্তি আছে, মধ্যে বুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছিল পরিশেষে চীনীয় লোক এবং মালাই বাস করিলে তাহারদিগের সহিত বিবাহাদী হওয়াতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, ইং ১৪০১ সালে আরব দেশীয় এবনে মোলানা নামক এক ব্যক্তি যবন আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা দিয়াছিল, দেশের লোকেরাও তাঁহাকে অবতার বিশ্বাস করিয়া তাহাকেই রাজ সিংহাসনে বসাইয়া

ছিল, তদনন্তর হলণ্ডীয়েরা অধিকার করে, তৎপশ্চাৎ ফরাসিস, পরিশেষে ইং ১৮১১ সালের আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসদ্বয় মেং আক মার্টর অধীন বৃটিস সেনারা হিন্দুস্থান হইতে গিয়া ১০০০ ফরাসিস, বিধ্বস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছেন।

ইং ১৮১৬ সালের ৪ মার্চ নেপালের শিশু রাজা বিক্রম সেন সহিত জেনরল আকটর লোনী কর্ত্তৃক বৃটিসের সন্ধি হয়, নেপাল রাজ্যকে হিন্দুস্থানের অন্যান্য বৃহদ্রাজ্য ন্যায় এক সংখ্যা করাযায় যেহেতু উত্তর হিন্দস্থানের অনেক দেশ অধুনা নেপালভুক্ত হওয়াতে তাহার পূর্ব্বসীমা গুড়খালি রাজ্য, ঈশাণকোণে ধোয়ালকাচল, এবং নাস্তি দেশীয় নগর অগ্নিকোণে বঙ্গ দেশীয় দিনাজপুর, কোচবেহার রঙ্গপূর এবং বিলাসপুর ইং ১৮০৩ সালে নেপালীয়েরা শ্রীনগর অধিকার করাতে শতদ্রু নদী তাহার পশ্চিম সীমা হইয়াছে প্রধান নগর কাটমুণ্ড, মকোয়ানপুর, কিরাত, মোরঙ্গ, শ্রীনগর ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য তাম্র, উৎকৃষ্ট লৌহ, লোমজাত বস্ত্র ভোজ্যপত্র, তেজপত্র, ডাকয়া নামে কাষ্ঠ বিষ, বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদী দ্বয়ের পর্ব্বত নির্ঝরে সুবর্ণ পাওয়া যায়, এদেশের নাম নেপলের হেতু নেপাল নামে অণ্ডাকার পর্ব্বতের উপত্যকা দৈর্ঘ্যে ১২ আর প্রস্থে ৯ ক্রোশ তাহার পরিসর ৫০ ক্রোশ হইবেক তাহাই প্রাচীন নগর তাহার দক্ষিণাংশে অত্যুচ্চ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বিবিধাচল,

উত্তর দিগেও শিবপুরী নামক প্রকাণ্ড এক গিরি ও জীব জীবিয়া নামে এক পর্ব্বত তাহা হিমাচলের সহিত সংযুক্ত, চন্দ্রগিরি পর্ব্বত হইতে এ রাজ্যের ভূমি ও গৃহাদি নিবিড়রূপে দৃষ্ট হয়, নেপালের তরিয়ানীতে শাল ও শিশু কানন এবং তৃণময় বিপিনাদি বেষ্টিত হেতু অতিদুর্গম্য, কস্মিন্ কালে কোন রাজা যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া অধিকার করিতে পারেন নাই, ইং ১৭৬৮ সাল পর্য্যন্ত সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজার অধিকার ছিল, তদবসানে গুড়্‌খা দেশীয় পৃথ্বী নারায়ণ আয়ত্ত করিয়া লন, তদ্বংশে রণজিৎ মল, প্রতাপ সিংহ, রণ বাহাদুর এবং শেষ বর্ত্তী রণজিৎ সিংহ, ইং ১৭৬৯ সালে পৃথ্বী নারায়ণের শাসন কালে তদ্বিরুদ্ধে এক বৃটিস সেনাপতি কাপ্তেন লেক সসৈন্যে গুড়্‌খালি গমন করত রোগাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হন, তদনন্তর যখন চীনীয় সেনারা নেপালাভিমুখে ধাবিত হয়, সেই সময়ে রণজিৎ বারাণসীর রেসীডেণ্ট মেং ডঙ্কেনের সহিত ইং ১৮০৪ সালে বাণিজ্য বিষয়ক এক সন্ধি করিয়াছিলেন, ইং ১৮১০ সালে লার্ড কর্ণেওয়ালিস কাপ্তেন কর্কপাটিককে দৌত্য কর্ম্মে নেপাল প্রেরণ করেন, তাহাতেও অকৃত কার্য্য হইয়া আইসেন, এইরূপে ইং ১৮১২ সাল পর্য্যন্ত উভয় রাজার মধ্যে কোন আনুরক্তি ছিল না, ইতঃপর নেপালীয় লোকেরা বৃটিসাধিকারে উপদ্রব করিবাতে লার্ড মিন্‌টো উক্ত রাজাকে এক লিপি লিখেন, তাহাতে রাজা উভয় পক্ষীয় লোক থাকিয়া মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হওন কালে

গতিক্রিয়া অসহিষ্ণু লার্ড হেষ্টিং এক নিষ্ঠুর পত্রিকা লিখেন, তন্মর্ম্ম এই যে অবিলম্বে বৃটিস সীমা নেপালীয়েরা ত্যাগ না করিলে যুদ্ধ হইবেক এবং তৎপশ্চাৎ কর্ণেল ব্রাডসাকে সসৈন্য প্রেরণ করিলে তদ্বিরুদ্ধে রাজ সেনা পথাবরোধ করাতে যুদ্ধ সম্ভাবনা হয়, তখন গ্রীষ্ম কাল হেতু বৃটিসেরা সংগ্রামাশক্ত প্রযুক্ত ২৯ মে ১৮১৪ সালে পরাঙ্মুখ হইলেন, তদ্দৃষ্টে নেপালীয়েরা অধিক সাহসিক হইয়া কোম্পানির নিযুক্ত থানাদার প্রভৃতির উপর অত্যাচার করে, তদনন্তর শীত ঋতু লাভে অর্থাৎ ইং ১৮১৪ সালের ১ নবেম্বর জেনরল মারলির অধীন বিবিধ সেনা ও সেনানী নানা দলে বিভক্ত হইয়া শমনপুর পরসাগড়ি জনকপুর হরিদ্বার ইত্যাদি স্থানে২ শিবির স্থাপন করত নেপাল রাজ্যকে দৃঢ় বেষ্টন করেন এবং নানা স্থানে বিবিধ প্রকার যুদ্ধ হয়, পরিশেষে রণজিতের মৃত্যু হইলে ভীমসেন কাজীর সহিত যোগাযোগে দুর্গম্য মকোয়ানপুর যদিস্যাৎ উঠিয়াছিলেন তথাপি সে উপত্যকা মধ্যে অকৃত কার্য্য হইলেন, অনন্তর রণজিতের শিশু পুত্র বিক্রম সেন বৃটিস সহিত চিরকাল প্রতিযোগিতা করণাশক্ত হেতু তরিয়ানী দান করত প্রাগুক্ত মতে সন্ধি পত্র লিপি বদ্ধ করিয়াছেন তদবধি কাটমুণ্ডুতে একদল সেনার সহিত ইংলণ্ডীয় এক রেসীডেন্ট বাস করিতেছেন, এবং এইক্ষণে রাজেন্দ্র বিক্রমসেন নামক রাজা সিংহাসনস্থ আছেন।

ইং ১৮১৭ সালের ১০ ফিব্রুআরি সিকম রাজার সহি

এক সন্ধি পত্র হয়, তাহার প্রয়োজন সেকমপতি ইতিপূর্ব্বে ইং ১৭৮৯ সালাবধি গোরখা সাম্রাজ্যে করপ্রদ থাকিয়াও ইং ১৮১৪ সালে ইংলণ্ডীয় দিগের নেপাল আক্রমণ কালে স্বকীয় সমুদয় পরাক্রমের সহিত বৃটিস পক্ষে সাহার্য্য করিয়াছিলেন, তৎপারিতোষিক স্বরূপ তাঁহার স্বাধীনতা স্থৈর্য্য এবং তাঁহাকে নেপালীয়ের বিদ্রোহিতা হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিধায় লার্ড ময়রা অনুমতিক্রমে এজেন্ট কাপ্তেন করি দ্বারা সন্ধি পত্র হয়।

ইং ১৮১৭ সালের ৯ নবেম্বর কেরোলি রাজা যদুকুল চন্দ্র ভাল এবং হরবংশ সহিত দিল্লী এজেন্ট মেটকাফ দ্বারা সন্ধি হয়, এই ক্ষুদ্র স্থান আগরা প্রদেশে এবং আগরা নগর হইতে ৭০ ক্রোশ নৈঋত কোণে পিচির নদীর উচ্চ তীরে স্থাপিত, তথায় এক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ আছে, এ স্থানে রাজপুত জাতির অধিকার, এ স্থানের ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বল্লাস নদীর দিগে পর্ব্বত সমূহের উপত্যকা মধ্যে উর্ব্বরা ভূমি আছে।

ইং ১৮১৭ সালের ৯ নবেম্বর টোক রাজা আমীর খাঁর সহিত এক সন্ধি হয়, তাঁহার পরিচয়, তিনি পূর্ব্ব রোহেল খণ্ডে বাস করিতেন, আদৌ আচারওয়ালা জমীদারের বেতন ভোগী, পরে পেশোয়া সেনাপতি ছোট খাঁর মৃত্যুর পর দুর্জন সালের কিঙ্কর হন।

ইং ১৮১৮ সালের ১৩ জানুআরি উদয়পুরের রাজা

ভীম সিংহের সহিত বৃটিসের এক সন্ধি হয়, এ রাজ্য আজমীর প্রদেশে বল্লাস নদীর দক্ষিণাংশে অচলোপরি নগর স্থাপিত, এদেশকে চিতোর এবং মিউরের কহা যায়, এ স্থানের ভূমি উর্ব্বরা এবং শস্যশালিনী তদ্ভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য উষ্ট্র, ঘোটক, তাম্র এবং লৌহ, সেই লৌহ দ্বারা এস্থানে উত্তম করবাল ও অগ্ন্যস্ত্র বৃহত্তোপ নির্ম্মিত হয়, উদয়পুরের রাণারা রাজপুত জাতি মধ্যে মান্যতম এবং যবনেরাও উক্ত নৃপ কুলোদ্ভবদিগকে সম্মান করে তাহার হেতু যাবনিক গ্রন্থে লিখে যে পৈগম্বর মহম্মদের জন্মের পর পারস্য দেশীয় নৌসেরঙা বংশীয় কোন কন্যা গর্ব্ভে উক্ত রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের জন্ম, এবং এ প্রদেশের অনেক ক্ষুদ্র২ রাজপুত রাজারা উদয়পুর সাম্রাজ্যে করপ্রদ, কিন্তু তাঁহারদিগের পরস্পর ঐকবাক্য না থাকাতে অধুনা দুর্ব্বল হইয়াছেন তজ্জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বদা লুণ্ঠন করিত, নিমচ ও মালোয়া বন্ধক দেওয়াতে পুনশ্চ হস্তগত হয় নাই তজ্জন্য হোলকরেরা বল পূর্ব্বক অধিকার করাতে এবং ইং ১৮০৬ অবধি ১৮১৭ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মহারাষ্ট্র মীর খাঁ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়াতে ভীম সিংহ নিষ্পীড়িত ও নির্জ্জিত হইলে তাঁহার হৃদয়ে বৃটিস আশ্রয়ের প্রবৃত্তি অধিবাস করে এবং ২০০০০০ মুদ্রা বার্ষিক রাজকর প্রদানে স্বীকার করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুগ্রহ ক্রয় করিয়া নির্ভয়ে রাজ্য করিতেছেন এইক্ষণে সে স্থানের কর্ত্তা জাওন সিংহ।

ইং ১৮১৮ সালের ১৬ জানুআরি মালোয়ার রাজা মান সিংহ সহিত সন্ধি হয়, এ রাজ্য দীর্ঘ কালাবধি তিন নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ মালোয়া যুদ্ধপুর এবং যোধপুর, আর তদ্দেশীয় রাজারা রোহতারি ও মারোয়ারি উপাধি বিশিষ্ট হয়, এ স্থান হিন্দুস্থান মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, বৃহৎ এবং উর্ব্বরা কৃষ্ণবর্ণ ভূমি, রাজ্যের উত্তর সীমা আগরা ও আজমীর, দক্ষিণে খান্দেশ ও বোরার, পূর্ব্বে এলাহাবাদ ও গণ্ডওয়ানা, পশ্চিমেও উক্ত আজমীর কিয়দংশ গুজরাট, দৈর্ঘ্যে ২৫০ আর প্রস্থে ১৫০ ক্রোশ, উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে উৎকৃষ্ট বৃহদ্বৃহৎ বলদ, সীসক খনি আছে এবং তাম্রকূট অত্যুত্তম, নর্ম্মদাদি নদী, প্রধান নগরের নাম ভূপাল, মুণ্ডা, ইন্দোর এবং উজ্জয়নী ইত্যাদি, এই শেষোক্ত উজ্জয়নী ৬ ক্রোশ চতুষ্কোণ প্রাচীর বেষ্টিতা তন্মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বৃহদ্বৃহদ্গৃহ ভগ্নার স্থায় আছে এবং আধুনিক সিন্ধিয়াদিগের রাজপ্রকোষ্ঠ, পুরাকালে পুরাণোক্ত অবন্তীনগর এই নব্য উজ্জয়নীর দক্ষিণাংশে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত আছে, বো" হয় যে জলপ্লাবনের পর ম্লেচ্ছ শাস্ত্রে নোয়া আদি পুরুষ সেই কালেই জলরাশি মিশ্রিত মৃত্তিকা ইয়ৎ পরিমাণে পতিত হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা অনেকানেক নগরের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা রাশীকৃত হওত প্রোথিত হইয়া থাকিবেক যেহেতু অধুনা এই নব্য উজ্জয়নীর দক্ষিণ প্রান্তরে দশ কিম্বা বারো হস্ত খনন করিলে প্রকাণ্ডং প্রস্তরময় স্তম্ভের অগ্রভাগ ও অট্টালিকার ইষ্টক

কঠিন কাষ্ঠ নানা প্রকার তৈজস এবং স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়,। প্রাগুক্ত রাজা মান সিংহের আদি পরিচয় এই যে ইং ১৩০০ সালে মালোয়া রাজ্য প্রথম যবনাধিকার ব্যাপ্ত হওয়ার অনেক কাল পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ যশমন্ত সিংহ নামক ব্যক্তি এ রাজ্য শাসনার্থ নিযুক্ত হইলে পুনরায় হিন্দু প্রধানক দেশ হয়। এবাদৎ খাঁ পুরাবক্তা লিখেন যে যশমন্ত লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র দিগকে উক্ত বাদশাহ ইং ১৫৮১ সালে যবন ধর্ম্মাবলম্বী করিতে উদ্যুক্ত হন, তাহাতে তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষণ সংগ্রামে বহুতর অমাত্য বন্ধুগণের নিপাতনে ক্ষীণ হইয়া পলায়ন পুরঃসর পর্ব্বতারণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, অনন্তর উক্ত বাদশাহের মরণের পর উক্ত পলায়িত রাজবংশে অজিত সিংহ নামা এক বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পিতৃ দ্রোহি যবন শত্রুর কীর্ত্তি লোপকারী হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নানা স্থানীয় পর্ব্বতারণ্য বাসি লোক সমূহকে অস্ত্র শিক্ষা ও যুদ্ধে দীক্ষা দিয়া অনির্ব্বচনীয় পরাক্রমের সহিত খাণ্ডবারণ্য দাহের ন্যায় চতুর্দ্দিগে আহবাগ্নি জাজ্জ্বল্যমান করিয়া কথিত বাদশাহের স্থাপিত যাবদীয় ধর্ম্মালয় ও গোরস্থান প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করেন, পরিশেষে তদ্বংশীয়েরা গৃহ বিবাদে হৃত তেজা হইয়া ইং ১৭০০ সালে মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে করপ্রদ হয়, কালাত্যয়ে যখন সে রাজ্যে অরাজক প্রায় উপপ্লব অর্থাৎ মীরখাঁ রাজ কোষ শূন্য করে, সেনা

পতিরা পরস্পর অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ ও লুণ্ঠন করে বাণিজ্য পতিত সচিবেরা রাজস্ব স্বং উদরস্থ করিতে লাগিল, তখন মানসিংহ স্বরক্ষার্থে প্রাগুক্ত কালে বৃটিস সহিত সন্ধি দ্বারা সকল আপদঃ শান্তি করিলেন, এইক্ষণে যোধপুরের অধীশ্বর উক্ত সিংহ বর্ত্তমান আছেন এবং বৃটিস রাজকে সাংবৎসরিক ১০৮০০০ মুদ্রা ট্রীবিউট নামক রাজকর প্রদান করিতেছেন।

ইং ১৮১৮ সালের ২৬ মার্চ আজমীর প্রদেশীয় কৃষ্ণগড়ে অপ্রাপ্ত ব্যবহার রাজপুত্র বংশীয় রাজা কল্যাণ সিংহের সহিত দিল্লী রেসীডেন্ট মেটকাফ দ্বারা সন্ধি হয়, এ স্থান আজমীর নগর হইতে ১৩ ক্রোশ অগ্নি কোণে এবং আজমীর পার্শ্বস্থ কয়েক গ্রামের স্বাধীন তাহার উপস্বত্ব ৪ লক্ষ মুদ্রা তদ্দ্বারা নৃপ বংশীয় পঞ্চ সহস্র ঘর জ্ঞাতির গ্রাসাচ্ছাদন এবং রাজ্য রক্ষার ব্যয় সুসম্পন্ন হয়। এই রাজবংশের আদি যোধপুরের রোহতাশ। এইক্ষণে মোখন সিংহ সেখানে প্রধান, আজমীর রাজ্যের উত্তর সীমা মুলতান ও দিল্লী, দক্ষিণে মালোয়া ও গুজরাট, পূর্ব্বে দিল্লী ও আগরা, পশ্চিমে সিন্ধু দেশ, দৈর্ঘ্যে উঃ দঃ ১৭৫ আর প্রস্থ ১১০ ক্রোশ, প্রধান প্রকোষ্ঠ আজমীর হইতে ৪ ক্রোশ অন্তর পুষ্কর নামে তীর্থ। ইং ১৬১৬ সালে সর তামস রো সাহেব এ দেশে প্রেরিত হইয়া এক বাণিজ্য কুঠী করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এ রাজ্যের কর্ত্তা মহারাষ্ট্র অম্বাজী ছিলেন, তিনি গতে

তস্য ভ্রাতা বালারাও অনেক কাল প্রভুত্ব করেন, অনন্তর আখবর বাদশাহের পরাক্রমের আয়ত্ত হওয়াতে দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, এইক্ষণে বৃটিসের অধীন।

ইং ১৮১৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মালোয়া প্রদেশীয় দেও হাস নামে নগরের রাজা টুকাজী আসিয়া বৃটিস সহিত সন্ধি করেন, উক্ত রাজার আদি পুরুষ কেহ বাজিরাও সম ভিব্যাহারে আসিয়া এই নগর স্থাপিত করত বাস করিয়াছিলেন, এইক্ষণে হোলকর ও পিণ্ডারি কর্তৃক বারম্বার বিলুণ্ঠিত ও নিক্ষিত হইয়া স্বরক্ষার্থ ইংলণ্ডীয় সহিত মিল করিলেন।

ইং ১৮১৮ সালের ২৬ ফিব্রুআরি ভূপালাধিপ নজর মহম্মদ খাঁর সহিত লাড হেষ্টিং আজ্ঞায় কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট দ্বারা সন্ধি হয়, এ স্থান মালোয়া প্রদেশে উজ্জয়নী হইতে ১১০ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে মহারাষ্ট্র অধীন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত বৃহন্নগর তাহার উপস্বত্ব পূর্ব্বে দশ লক্ষ মুদ্রা ছিল এইক্ষণে মহারাষ্ট্র উপদ্রবে উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছে। এ নগর স্থাপন বৃত্তান্ত এই যে, প্রথম আওরঙ্গজেব বাদশাহের কিঙ্কর দোস্ত মহম্মদ নামক ব্যক্তি যুবা কালে আফগান স্থান হইতে আসিয়া মালোয়া শাসন কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া বাস স্থান জন্য এই নগর উজ্জ্বল করেন।

ইং ১৮১৮ সালের ১০ ফিব্রুআরি বুণ্ডীর রাজা বিষ্ণু সিংহ সহিত এক সন্ধি হয়, এ স্থান আজমীর প্রদেশের

হারোতি সম্পক্ত পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণাংশে স্থাপিত, পূর্ব্বে ইহা বৃহদ্রাজ্য ছিল, এবং হারা নামক রাজবংশ্যেরা খ্যাত্যা পন্ন ছিলেন, মহারাষ্ট্র দ্বারা রাজ্যের অনেকাংশ হৃত হওয়াতে সৌভাগ্য লুপ্ত হইয়াছে এইক্ষণে বৃটিস রাজকে বৎসরং ৪০,০০০ মুদ্রা কর প্রদান করত রাম সিংহ নামক রাজা বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৮১৮ সালের ৯ মার্চ লার্ড হেষ্টাং আজ্ঞায় মেট কাফ দ্বারা বিকানিয়ের রাজা সুরত সিংহ সহিত এক সন্ধি হয়, সুরত সিংহের আদি পরিচয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মালো য়া রাজা বোধ সিংহের পুত্র বিকা নামক যুবরাজ কর্ত্তৃক ইং ১৪৫৯ সালে আজমীর প্রদেশে দিল্লী হইতে ২২০ ক্রোশ পশ্চিম বিকানিয়র নগর সংস্থাপিত হয়, তাহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর বেষ্টিত পশ্চিম ভাগে সুগভীর পরিখা যুক্ত এক দুর্গ, এরাজ্য জলকষ্টতা ও দুর্গমতা হেতু কোন রাজা অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেন না, ইং ১৪৯৯ সালে রাম সিংহ নামে তদ্বংশীয় এক রাজা আকবর সাহার অধীন চারি সহস্র অশ্বারোহির অধীশ্বর হওত বলবর্দ্ধিত হইয়া রণ দক্ষ তায় পার্শ্ববর্ত্তি বহুতর গ্রাম জয় করিয়া বহুকাল দিল্লীর অধীন এক প্রবল রাজা হইয়াছিলেন, ইং ১৮০৮ সালে যোধপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজার প্রতাপানল প্রজ্বলিত দৃষ্টে ভীত হইয়া বৃটিস আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু তৎকালে অন্য সন্ধিপত্রের অনুরোধে বৃটিসেরা তদর্থে বিমুখ থাকিয়া

পরিণামে প্রাগুক্ত কালে অভিলাষ পূর্ণ করেন, এইক্ষণে বিকানিয়র রাজা রত্ন সিংহ বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৮১৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বৈশ্বারা রাজা শ্রীউমেদ সিংহ সহিত লার্ড হেষ্টীং আজ্ঞায় মেটকাফ দ্বারা সন্ধি হয়, এই ক্ষুদ্র স্থান উদয়পুরের শাখা এবং উক্ত সাম্রাজ্যে করপ্রদ ছিলেন, অনন্তর বলদর্পিত মহারাষ্ট্র দিগের যমোপম করা লাস্ত্রে মর্দ্দিত হইয়া বৃটিস আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাতে বৎসরং অষ্টা বিংশতি সহস্র মুদ্রা রাজকর প্রদান করিতে হয়।

ইং ১৮১৮ সালের ৫ আক্টোবর লার্ড হেষ্টীং আজ্ঞায় এজেণ্ট মেলকাম কর্ত্তৃক প্রতাপ গড়ের রাজা সালম সিংহ সহিত সন্ধি হয়, সালম সিংহের পরিচয় তিনি উদয়পুরের রাণা বংশ্য, পূর্ব্ব দিল্লী সাম্রাজ্যে সেনানী পদে ঈদৃশ রাজ প্রসাদ লাভ করিযাছিলেন, যে প্রতাপ গড়ের রাজ্য এবং মহম্মদ সাহের সময়ে তদনুমতিক্রমে সালম স্বনামে সালম সাহি মুদ্রা পরিচলিত করিয়াছিলেন, দিল্লীর ক্ষীণতায় মহা রাষ্ট্র সাম্রাজ্যে করপ্রদ হন, এইক্ষণে বৃটিশ রাজকে ৫৮১৬০ মুদ্রা বৎসর২ রাজকর প্রদান করত রাও বণিক্‌সিংহ বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৮১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ডুঙ্গরপুরের শিশুরাজ মহা রাওল শ্রীযশমন্ত সিংহ সহিত বৃটিসের এক সন্ধি হয়, এস্থান মালোয়া ও গুজরাটের মধ্যবর্ত্তী, যশমন্ত সিংহকে

উদয়পুরের রাজবংশ্য কহা যায়, বহুকালাবধি দিল্লী সাম্রাজ্যে করপ্রদ ছিলেন, এইক্ষণে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথ নামক রাজকর প্রাপণার্থ নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলেক তখন সংত্রস্ত হইয়া বৃটিস আশ্রয়ে সাংবৎসরিক ২৮০০০ মুদ্রা কর প্রদান স্বীকার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় সম্পদ্ রক্ষা করিতেছেন।

ইং ১৮১৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জিসল মিয়র রাজা মহা রাওল মূলরাজের সহিত লার্ড হেষ্টীং আজ্ঞায় মেটকাফ দ্বারা সন্ধি হয় এরাজ্য দূরস্থিত বলুকাময়ত্ব অরণ্য বিশিষ্টত্ব এবং বন্ধ্যাত্ব, জলাশয় বিহীনত্ব, গভীর কুপযুক্তত্ব, হেতু মহা রাষ্ট্রদিগের গ্রহণ করিতে চিত্তাকর্ষিত হয় নাই, কিন্তু রাওল স্বীকার করেন, পূর্ব্ব এরাজ্যে দিল্লীর বাদশাহ সাজাহান প্রাধান্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু সে কথা বিশ্বাসের নিমিত্ত এস্থানে আর কোন যুদ্ধ বিক্রমের ইতিহাস, দেখা যায় না, কেবল টড সাহেবের উক্তিতে এই মাত্র বুঝায়, যে ইন্দস নদীতটে ইং ১১৫৬ সালে আজমীর প্রদেশে জিসলমিএর নামে এক বৃহন্নগর ছিল, এইক্ষণে মহারাওল গোত্র সিংহ রাজা বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৮১৯ সালে আসরগড়ে বৃটিসের যুদ্ধ হয় এ স্থান পর্ব্বতোপরি এক মনোহর দুর্গ তাহা খান্দেশ প্রদেশে বোর হানপুরের ১০ ক্রোশ ঈশান কোণে স্থাপিত, উক্ত দুর্গের উত্তরদিগ হইতে উচ্চ পর্ব্বতাকার সর্ব্বোর্দ্ধ ভাগে দুইটী স্তম্ভ দর্শন হয়।

ইং ১৮১৯ সালে আচীন দেশের রাজা জৌয়াহর আল মসার বৃটিস সহিত লার্ড হেষ্টীং আজ্ঞায় ষ্টাম ফোর্ড এবং কাপ্তেন মাঙ্কটন দ্বারা এক উপন্যাস সন্ধি হয়, আচীন নগরের বৃত্তান্ত এবং বৃটিসেরা প্রথম সে স্থানে যে রূপে বাণিজ্য করিতেন তাহা ইতিপূর্ব্ব প্রকাশ হইয়াছে, এইক্ষণে কেবল বক্তব্য যে উক্ত রাজা ইং ১৮১৫ সালে তদ্রাজ্যের এক বর্দ্ধিষ্ণু বাণিজ্যকারি কর্ত্তৃক হৃত সিংহাসন হইয়া এই সময়ে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত্যনন্তর ভবিষ্যৎ দৃঢ়তা সংস্থাপন হেতু বৃটিস সহিত সমবেত হইলেন।

ইং ১৮১৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সেতারার রাজা প্রতাপ সাহার সহিত এজেণ্ট গ্রাণ্ট দ্বারা সন্ধি হয়, এস্থান দক্ষিণ বিজয়পুর ... ্য কৃষ্ণা ও তর্ত্তনা তটিনী মধ্যবর্ত্তি মহারাষ্ট্র প্রধানক পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ৮ ক্রোশ পর্ব্বতের সর্ব্বোর্দ্ধ ভাগে দুর্গ তাহার নাম সেতারা, এরাজ্যের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পেসোয়া উপাখ্যানে প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ পেসোয়া রাজ মন্ত্রি রাজারাম কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়া সম্ভাজীর পুত্র শিবাজী অথবা সাহুকে প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়েরা চিরকাল পেসোয়া দ্বারা হৃততেজা এবং পুত্তলিকাবৎ সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন, ইংলণ্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক কতিপয় গ্রাম তাঁহাকে বিনা রাজস্বে মর্য্যাদার অনুসারে ভরণ পোষণার্থ প্রদান করত রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন, সে স্থানে যশমন্ত চতুরপতি এইক্ষণে বর্ত্তমান।

ইং ১৮২২ সালে কোলাবা রাজা রাঘবজী আঙ্গরিয়া সহিত সন্ধি হয়, এ মহারাষ্ট্রদ্বিগের অর্ণবযান নির্ম্মাণ ও রক্ষার নিমিত্ত স্থান, সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কালকৃত স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ ইজারাদার রাঘবজী, তাহারদিগের অতিরেক ব্যবসায় সমুদ্রে এক প্রকার দস্যুবৃত্তি ছিল, সেই উপদ্রব নিবারণার্থ সন্ধি চ্ছলে তাহারদিগের শান্ত থাকার অঙ্গীকার পত্র লওয়া হয়।

ইং ১৮২৩ সালে লার্ড এমহেরেষ্টের আজ্ঞায় কাপ্তেন স্পের দ্বারা শিরোহি রাজা শিব সিংহ সহিত এক সন্ধি পত্র হয়, এই রাজবংশ্যেরা উদয়পুরের শাখা, যখন তাহারদিগকে যোধপুরের বলিষ্ঠ রাজারা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন সংত্রস্ত হইয়া স্বরক্ষার্থ বৃটিস আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সাংবৎসরিক ট্রীবিউট অর্থাৎ রাজকর ১৫৮৮৯ মুদ্রা বৃটিস রাজকে প্রদান করেন,।

ইং ১৮২৪ সালের ৬ মার্চ উত্তর আশাম সংশ্লিষ্ট হেড়ম্ব দেশে কাছাড় নামে নগরের রাজা গোবিন্দচন্দ্র সহিত ডি স্কাট দ্বারা এক সন্ধি পত্র হয়, তাহার কারণ গোবিন্দ ইং ১৮১৩ সালে রাজ্যাভিষিক্ত হইলে পর ইং ১৮১৮ অবধি ১৮২৩ পর্য্যন্ত তস্য ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবাতে আহবানল ক্রমিক প্রজ্বলিত থাকে, পরিণামে রাজ্য ভস্মসাৎ হইবার উপলক্ষণ দৃষ্টে বৃটিস সহিত মিলিত হইয়া সে বহ্নি নির্ব্বাণ করেন।

ইং ১৮২৩ সালের ১০ মার্চ জয়ন্তী রাজা রাম সিংহ সহিত এজেন্ট ডি স্কাট দ্বারা এক সন্ধি হয়, এদেশ সাইয়ামের অন্তর্গত, মেনান নামে তটিনী ও সাইয়াম প্রণালী মধ্যে যে উপদ্বীপ তাহাতেই জয়ন্তীয়া নামে রাজধানী আছে, বর্ষে২ উক্ত নদীর জলে ভূমি আপ্লাবিত হওন হেতু গৃহ নির্ম্মাণ কাষ্ঠস্তম্ভোপরি বংশ দ্বারা হইয়া থাকে, উৎপন্ন দ্রব্য রৌপ্য কাঞ্চন লৌহ তাম্র সীসক এবং গোলমরিচ ইত্যাদি, নগর মধ্যে বহুতর দেবালয় আছে, এস্থানে পূর্ব্বে ডচদিগের এক বাণিজ্য কুঠী ছিল, রাজার অনেক সৈন্য সামন্ত আছে তাহার গণনা ৩০০০ গজারোহী তদ্ভিন্ন পদাতিক, ইং ১৭৬৬ সালে এরাজ্য ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বৃটিসের বরমা সহিত যুদ্ধ কালে উক্ত রাম সিংহ ইংলণ্ডীয় পক্ষ হইবাতে সম্প্রীত হইয়া এই সন্ধি হয় এইক্ষণে উক্ত রাজা বর্ত্তমান আছেন।

ইং ১৮২৪ সালের ২ আগষ্ট জোহরের অধ্যক্ষগণ সহিত এজেণ্ট ক্রাফোর্ড দ্বারা সন্ধি হয়, এস্থান নেজাম হয়দরাবাদের অন্তর্গত, যবনদিগের দক্ষিণ জয়ের সীমারূপে এই স্থান কথিত আছে, এসন্ধির হেতু ডচ বাণিজ্যকারি গণ পুনশ্চেতন বিশিষ্ট হইয়া যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন ইন্দোরের সেনাপতিরা স্ব২ রক্ষার্থে বৃটিস সহিত মিলিত হন, তন্মধ্যে ইনি এক।

ইং ১৮২৬ সালের ২৪ ফিব্রুআরি ব্রহ্ম দেশীয় রাজা থরা

মাদির সহিত জেনরল কেমেল দ্বারা বৃটিসের সন্ধি হয়, হিন্দুস্থান মধ্যে এ এক বৃহদ্দেশ, অধুনা তাহা চারিখণ্ডে বিভক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম, কাশে, পেগু, এবং আরাকান তৎসমুদয়ের পশ্চিম সীমা বঙ্গ দেশীয় প্রণালী, এবং এক মন্দোচ্চ পর্ব্বত যদ্দ্বারা চট্টগ্রামকে পৃথক করে কিন্তু গমনাগমনের পথ আছে উত্তর সীমা আসাম দেশ, পূর্ব্ব চীন, এবং উপর সাইয়াম, দক্ষিণেও আসাম, নদী ঐরাবতী সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা, ভূমি উর্ব্বরা উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্যোপযুক্ত সেগুণকাষ্ঠ, ঘোটক, রৌপ্য, কাঞ্চন, প্রভৃতি ধাতু এবং অয়স্কান্ত মণি প্রস্তর খনি আছে, দেশের লোক কর্ম্মঠ, পরিচ্ছদ কুদৃশ্য ধর্ম্ম হিন্দু কিন্তু গৌতম কৃপায় বুদ্ধ মতাবলম্বী, ব্রহ্ম রাজ্যকে সচরাচর আবা কহে, তাহার হেতু আবানগর পূর্ব্ব রাজধানী ছিল, তাহা ঐরাবতী নদী তটের উপর ও নিম্নপদে খণ্ডদ্বয় এবং বৃহৎ, অধুনা তাহারি নৈঋত কোণে ২ ক্রোশ অভ্যন্তর ইং ১৭৮৩ সালে রাজা মণ্ডিবাগ্রী কর্ত্তৃক দুর্গ বেষ্টিত ঐরাবতীর শাখা স্রোতস্বতী তটে অমরপুর নামে নূতন নগর হইয়াছে। রাজ্যের দ্বিতীয় খণ্ড কাশে, তাহার পশ্চিম সীমা বঙ্গদেশ, উত্তর আসাম, পূর্ব্ব এবং অগ্নি কোণে আবা, নৈঋত কোণে আরাকান, এস্থানে সমস্ত মঘের বসতি অর্থাৎ অসভ্য পর্ব্বতীয় তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠ মণিপুর। তৃতীয় খণ্ড পেগু, তাহার পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা বঙ্গ দেশীয় প্রণালী, পূর্ব্বে সাইয়াম, উত্তরে আবা। চতুর্থ খণ্ড আরাকান, তাহার বায়ু

কোণে চট্টগ্রাম, নৈঋতে বঙ্গ দেশীয় প্রণালী, অগ্নি কোণে আবা, ঈশান কোণে কাশে, এস্থান হস্তি শার্দ্দুল প্রভৃতি বন্য পশুভীতি প্রযুক্ত লোকালয় অল্প। ইং ১৭৫২ সালে পেগুর অধিরাজ আবা আক্রমণ করত ভূপতিকে আবদ্ধ এবং ইং ১৭৫৪ সালে সংহার করিয়া আবা শাসনার্থ মোঙ্কাবন বাসি আলম্প্রা নামক এক নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে নিয়োজন করেন, আলম্প্রা পরিণামে ভূরি সৈন্য সংগ্রহ করত পেগুর বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম করিয়া ইং ১৭৫৩ সালে জয়িকে বিনাশ পূর্ব্বক উভয় রাজ্য একত্র করেন, ইং ১৭৬০ সালে তাঁহার পরলোক হইলে তদ্বংশীয়েরা তত্তুল্য পরাক্রমের সহিত ইং ১৭৮৩ সালে কাশে ও মণিপুর অধিকার করিয়া সমগ্র রাজ্য এক ছত্র করত অমরপুর রাজধানী করেন, তৎকালে আরাকান লুণ্ঠন করিয়া দুর্গস্থ ভাবদর্থ অমরপুর লইয়া যান, তন্মধ্যে বিশেষ দ্রব্য পিত্তল নির্ম্মিত ৬।। হস্ত গৌতমের এক মূর্ত্তি ও ভয়ানক পঞ্চ রাক্ষস এবং ১২ হস্ত দীর্ঘ লৌহময় এক তোপ অদ্যাপি সে সমস্ত দ্রব্য তীর্থ যাত্রির সন্দর্শনার্থ তথায় আছে। বৃটিসের সহিত বিরোধের হেতু প্রথম ইং ১৭৯৪ সালে কতিপয় মগ আরাকান হইতে পলাইয়া চট্টগ্রাম আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহারদিগকে আকর্ষণার্থ ব্রহ্মরাজের সেনা ইংলণ্ডীয় ভূপতিকে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে বঙ্গে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সংত্রস্ত হইয়া জেনরল এরস্কিনকে সসৈন্যে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন

তিনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় পরিণত হওন। নন্তর ব্রহ্ম সেনাপতি সহিত সন্ধির পরিকল্পনা করেন, তাহার উপস্থিত বিদ্রোহিতা নিবারণ ভিন্নান্য অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ সহিত মঘের সম্মেলন না হয় এমত প্রস্তাব ছিল, তদনন্তর গবরনর সোর সাহেব কাপ্তেন সাইয়াম্‌সকে দৌত্য কর্ম্মে আবা প্রেরণ করেন, এবং তৎপশ্চাৎ ইং ১৭৯৬ সালে কাপ্তেন হিবামকাক্‌স রেঙ্গুণে রেসীডেন্ট স্বরূপ প্রেরিত হন, উক্ত দূত ব্রহ্ম রাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত না হইবাতে ইং ১৭৯৮ সালে প্রত্যাবর্ত্তিত হন, ইং ১৮০২ সালে লার্ড ওএল্লেসলি- আজ্ঞাধীন প্রাগুক্ত দূত পুনরায় আবা প্রেরিত হইলে অনপেক্ষিত রূপে বলদর্পিত ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া ফিরিয়া আইসেন, ইং ১৮০৯ সালে কাপ্তেন কনিং রেঙ্গুণে গিয়া ব্রহ্মরাজকে ফ্রেঞ্চাধিকারের এক উপদ্বীপ বেষ্টনের কথা উত্থাপন করত তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, এবং সন্ধি পত্র বিষয়ে তৎকালে উক্ত রাজা ঢাকা এবং চট্টগ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ প্রার্থনা করিবাতে কনিং সাহেব কলিকাতা আসিয়া সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করেন, তিনি পুনরায় রেঙ্গুণ প্রেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু আক্রান্ত হওত পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন. ইতঃপর এক জনশ্রুতির উদয় হইল তাহা এই যে মঘেরা মহারাষ্ট্র এবং শীক সহিত মিলিত হইয়া প্রথমত বঙ্গ দেশ পরে হিন্দুস্থান তদনন্তর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবার পরামর্শ করিতেছে, এবং ইং ১৮২৩

সালে মঘেরা কতক গুলি বৃটিস সেনা বিধ্বংস করিয়া সাপুরি উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লয়, অতএব ইং ১৮২৪ সালের ৫ মার্চ ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিতে জেনরল অর্ডর অর্থাৎ রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইলে নানা দিগ হইতে বৃটিস সেনা পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া ক্রমিক দুই বৎসর বিবিধ স্থানে নানা প্রকার যুদ্ধ করে, পরিশেষে যখন ক্ষুদ্র২ গণবোট নামক রণ তরি সহযোগে বহুধা সরিৎ প্রবাহ দ্বারা বৃটিস সেনা ব্রহ্ম রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন থরাবাদি সংত্রস্ত হইয়া প্রাগুক্ত মতে সন্ধি পত্র ধার্য্য করেন, তদ্দ্বারা মেং বর্নি আবায় রেসীডেন্ট স্থাপিত এবং আসাম, কাছাড়, জৈন্তিয়া সহিত নির্লিপ্স অঙ্গীকার মণিপুর গম্ভীর সিংহকে রাজা স্বীকার করত আরাকান, রামড়ি, চেডুয়া, সেন্দোরে এবং এক কোটি মুদ্রা যুদ্ধ ব্যয় বলিয়া বৃটিস রাজাকে অর্পণ করিতে হইয়াছিল, বর্ত্তমান রাজার নাম বাঙ্গখেঙ্গ-স্বাধীন আছেন।

ইং ১৮২৬ সালের ২০ জুন সাইয়াম রাজা সহিত এক সন্ধি পত্র হয়, এইস্থান এক উপদ্বীপ তাহার উত্তর সীমা চীন দেশ, পূর্ব্বে নোয়াস ও কাম্বোদিয়া, দক্ষিণে সাইয়ামের প্রণালী, পশ্চিমে বঙ্গের প্রণালী. পেগু এবং ব্রহ্ম রাজ্য, দৈর্ঘ্য ১৭৫ আর প্রস্থ ১২৫ ক্রোশ, উপর এবং নিম্ন সাইয়াম পদে খণ্ড দ্বয়, পুরাকালে গৌতমের কৃপায় লোক সমস্ত বুদ্ধ মতাবলম্বী ছিল, অনন্তর ডচ প্রভৃতি বিবিধ ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণের

সমাগমে ইং ১৬৮০ সালে এক ফ্রেঞ্চ রাজদূত আসিয়া রাজার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা এবং দীর্ঘকাল অবস্থান করত অধিকারস্থ লোকাবলিকে এক বর্ণা করিয়াছেন এবং ইং ১৬৮৪ সালে সাইয়াম রাজদূত ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড গিয়া ঐ রূপ বাস করিয়া এক বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি পত্র ধার্য্য করিয়া আইসেন, ইং ১৭১৫ সালে মান্দ্রাজের গবরনর কোনেট সাহেব পূর্ব্ব সন্ধি অন্যথা করিয়া নূতন প্রকার করত ইং ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত তদবস্থায় সমভাবে ইউরোপীয়দিগের তদ্দেশে বাণিজ্য কার্য্য সুধার্য্যরূপে পরিচালিত ছিল, অনন্তর ব্রহ্ম রাজ কর্তৃক তদ্রাজ্য আক্রান্ত হইয়া রাজ পরিবর্ত্তনে বিপন্ন হওয়াতে বিকৃত ভাবোদয় হয়, পরিশেষে বৃটিসেরা যখন ব্রহ্ম দেশ আক্রমণ করেন তখন উক্ত সাইয়ামের রাজা স্বীয় পৈতৃক বিপক্ষ বিরুদ্ধে ইংলণ্ডীয় পক্ষাবলম্বন করত অনেক যুদ্ধ করিবাতে বৃটিস সহিত সম্প্রীত হইয়া প্রাগুক্ত কালে শেষ সন্ধি হইয়াছে, এক্ষণে সে স্থানে করমটেয়াট নামে রাজা বর্ত্তমান এবং স্বাধীন আছেন।

ইং ১৮২৬ সালের ৩০ নবেম্বরে লঙ্গলৌ রাজা তীরথ সিংহের সহিত বৃটিসের এক সন্ধি হয়, তাহার প্রয়োজন যৎকালে বৃটিসেরা আসাম ও ছিলট মধ্যে এক সরল পথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন তখন এই কাশিয়া সরদার সহিত ঐক্য হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, উক্ত তীরথ সিংহ বর্ত্তমান আছেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্বাধীন নহেন।

ইং ১৮৩৩ সালের ২২ ফিব্রুআরি ভাওলপুরের নবাব ভাল খাঁ সহিত সন্ধি হয়, এ স্থানের আদি সংস্থাপন নাদর সাহার হিন্দুস্থান আক্রমণ কালে এই ভাল খাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা সিকারপুর ত্যাগ করিয়া মূলতানের একাংশে অধিকারী হওত নগর ও সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ইং ১৮৩৩ সালের ২ মার্চ আসাম দেশীয় রাজার সহিত সন্ধি হয়, এরাজ্য বঙ্গদেশের ঈশান কোণে স্থাপিত তাহার দীর্ঘতা ৭০০ আর প্রস্থতা ৭০ ক্রোশ, তন্মধ্যে ব্রহ্মপুত্রানদ দ্বারা তিন খণ্ডে বিভক্ত, এবং উক্ত নদে উপদ্বীপ হইয়া উপর ও নিম্ন আসাম পদে অংশদ্বয়; তত্তাবতের মধ্যে ৬১ টা নদ নদী আছে, আবল ফজল লিখেন এস্থান পূর্ব্ব কামরূপ সাম্রাজ্যে সংলগ্ন এবং মহৈশ্বর্য্য শালী ছিল, তথায় সুবর্ণের আকর আছে, রাজধানীর নাম জারগাঁ তাহা এক দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ, রাজারাও বহুকাল স্বাধীন এবং স্বর্গীয় রাজা নামে বিখ্যাত, ইং ১৭৯০ সালে মমারিয়া বিক্রান্ত হইয়া রাজনিলয় ও দুর্গ সমভূমি করণাবধি দুরবস্থার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ইং ১৬৩৮ সালে আসামীয়েরা একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু সাজাহান বাদশাহের সৈন্য দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলে অকৃত কার্য্য হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইবাতে তদ্রাজ্যের সম্মুখবর্ত্তি কিয়দংশ ভূখণ্ড যবন রাজের আয়ত্ত হয়, পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সেনাপতি মওজম খাঁ বলপূর্ব্বক জারগাঁ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু

বর্ষাকালে আসামীয় রাজ সেনারা গুপ্তভাবে উৎখাত করিবাতে তিষ্ঠিতে পারেন নাই তদ্ধেতু পাশ্চাত্য যবনেরা আসামীয় লোকের ষড়যন্ত্র না বুঝিয়া কহিত যে আসাম দেশীয়েরা অনীশ্বর বাদী এবং তদ্দেশে ভূত প্রেতের বাস স্থান, ইং ১৭৯৩ সালের ২৮ ফিব্রুআরি বৃটিস সহিত এক বাণিজ্য সন্ধি হয়, তদনন্তর ইং ১৮১৫ সালে আসামের রাজা চন্দ্রকান্তকে বড় গোস্বামী সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হইলে চন্দ্রকান্ত ইং ১৮২২ সালে ব্রহ্ম রাজার সহিত আনুগত্য করেন, তদ্দৃষ্টে উক্ত জয়ী বড় গোস্বামী সংত্রস্ত হইয়া বৃটিস আশ্রয় গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হন, বৃটিস সেনাপতি রিচার্ডসন-অধীন সেনারা এই সুযোগে আবার যুদ্ধ কালে অর্থাৎ ইং ১৮২৪ অবধি ১৮২৬ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে আসাম প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করত স্বীয় জয় পতাকা স্থাপিতা করিয়াছিলেন, পরে এজেন্ট সি টি রাবর্টসন দ্বারা প্রাগুক্ত ১৮৩৩ সালে গুয়াহাটীর সন্ধি পত্র হইলে রাজা পুরন্দর উপর আসাম প্রাপ্ত হন।

ইং ১৮৩৮ সালের ৮ এপ্রেল ঝালাওয়ার রাজা রাণা মদন সিংহ কোটা হইতে অবসরণ পূর্ব্বক তৎসম্পাদকত্বে বিবর্জ্জন স্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া এজেন্ট লডলো সহিত সন্ধি পত্র করেন, তদ্দ্বারা সাংবৎসরিক ৮০০০০ টাকা টিবিউট বৃটিসকে প্রদান করিতে হয়।

ইং ১৮৪১ সালে চীনীয় রাজা স্বরাজ্যে বাহুল্য রূপে অহিফেন

ব্যবহারের প্রতিবন্ধক হইবাতে কাণ্টন শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যকরিগণ প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন তজ্জন্য বৃটিস নৃপসেনা কাণ্টন উপস্থিত হইয়া সমর প্রয়াসী হইলে এক যুদ্ধ হইয়াছিল পরিশেষে পুনশ্চ সন্ধি নিবন্ধ হওত এইক্ষণে বাণিজ্য কার্য্য সুধার্য্য রূপে পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু অহিফেণ বিক্রয় অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সাকল্য স্থানের পরিবর্ত্তে পরিচ্ছিন্ন মত হইয়াছে। চীন রাজ্য ভারতবর্ষ মধ্যে অতি বিখ্যাত প্রাচীন এবং বৃহৎ, তাহার দৈর্ঘ্য উ, দ, ৯:৫ আর প্রস্থ পূ, প, ৬১৫ ক্রোশ, পূর্ব্বসীমা পীত সমুদ্র, দক্ষিণে টাঙ্গিন, লৌ এবং ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে থিবেট, উত্তর এক প্রকাণ্ড প্রাচীর যদ্দ্বারা টাটা দেশ হইতে পৃথক পায়, উক্ত প্রাচীর মনুষ্যের শিল্প নৈপুণ্যতার ও পরিশ্রমের সীমা কহাযায়, অনুমান ইং ১১৬০ সালে মোগল দ্বারা চীনীয়েরা পুনঃ২ আক্রান্ত হইয়া তন্নিবারণার্থ তাহা গ্রথন করিয়াছিল, দৃশ্যে এক পর্ব্বতাকার ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ প্রশস্ত সর্ব্বোপরি ভাগে ৮ হস্ত, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূপ্রদেশ পঞ্চ দশ খণ্ডে বিভক্ত তন্মধ্যে ৪৪০২ নগর প্রাচীর বেষ্টিত, লোক সংখ্যা ৩৩৩০০০০০০ তাহারা দুই সম্প্রদায়, এক যোদ্ধা আর জন পদীয় শিষ্ট, শেষোক্ত মধ্যে তিন শ্রেণী অর্থাৎ ফৌ, চি, চৌ এবং সেন, দেশ মধ্যে বিবিধ বিপিনাদ্রি নদ নদী, হ্রদ, সরোবর, বিল, ঝিল আছে, ভূমি অত্যুর্ব্বরা, উৎপন্ন দ্রব্য রেশম, তুলা, চা, উত্তর পশ্চিম অংশে পর্ব্বত মধ্যে লৌহ, সীসক,

তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পারার খনি আছে, এতদতিরিক্ত মনুষ্যেরা পরিশ্রম দ্বারা যত প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে পারে তাহা প্রায় সমুদয় শিল্প নৈপুণ্যতার সহিত প্রস্তুত করে, মনুষ্যের আকার চেপ্টা আস্য, নাসিকা ক্ষুদ্র, কর্ণ দীর্ঘ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ লম্বায় শ্মশ্রু স্ত্রী লোকের পদ ক্ষুদ্র, এদেশে প্রত্যেক অক্ষরে এক২ শব্দ হয়, ধর্ম্ম হিন্দুর ন্যায় এবং গৌতম মুর্ত্তি প্রপূজিতা, তাহারদিগের পুরাণ শাস্ত্রে নোয়ার জলপ্লাবনের অনেক সহস্র বৎসর পূর্ব্বাবধি সাম্রাজ্য বিস্তার কহে, ষ্টানটন সাহেবের লিখিত মতে তদ্দেশের রাজস্ব ৬৬০০০০০০০ মুদ্রা, প্রধান রাজধানী পিকিন, তাহা সমুদ্র তট হইতে অনেক দূর এবং রাজার ১০০০০০০ পদাতিক ও ৮০০০০০ অশ্বারোহি সেনা, অধুনা টারটার এবং অনেক উপদ্বীপ চীন সাম্রাজ্যের অধীন হইয়াছে।

ইং ১৮৪১।৪২ সালে বৃটিসেরা আফগানি স্থান ধ্বংস করেন, এ রাজ্যের বিবরণ এই যে পুরাকালে কাশ্মীর অধীন হিন্দুস্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল, রাজা বৃণ্তালের অবসানে হিন্দু প্রাধান্য লোপ হয়, মধ্যে একবার চিতোরার বাপা নামক সেনাপতি অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্রেরা যবন ধর্ম্মাশ্রিত হইবার পর আর হিন্দু রাজা হয় নাই, এদেশের চতুঃসীমা বায়ু কোণে এক পর্ব্বত বন্দ্বারা পারস দেশের বামিয়ন রাজ্য পৃথক করে, উত্তর কাফর স্থান, দক্ষিণে বালুকা ভূমি পূর্ব্ব সিন্ধুনদী, পশ্চিম

পারসের মেজি স্থান, এই চতুঃসীমা সহিত দৈর্ঘ্যে উ, দ, ২৫০ আর প্রস্থে পূ, প, ৩০০ ক্রোশ তন্মধ্যে অনেক পর্ব্বতারণ্য, এ রাজ্যকে হিন্দু স্থানের সিংহদ্বার স্বরূপ কহাযায় যে হেতু তাহা সুরক্ষিত হইলে কোনো ভিন্ন দেশীয় শত্রু প্রবিষ্ট হইতে পারে না, এস্থানে অধুনা হিন্দুজাতীয় অত্যল্প আছে আর সমস্ত মুসলমান, তাহারদিগের আদি সংস্থাপক বীজ পুরুষ আফগান নামে ব্যক্তি তজ্জন্য সেই নামে দেশের নাম খ্যাত, হইয়াছে, এদেশের লোক দুরাচার নির্দ্দয় দস্যুবৃত্তিই তাহারদিগের সদ্বৃত্তি, রাজারা পূর্ব্বে হিন্দুস্থান লুঠ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিল, প্রধান নগর চারি অর্থাৎ কাবল কান্দাহার গিজনী এবং পেসোয়ার। কাবলে নানা প্রকার স্বাদুফল জন্মে, বালাহিসা নামে রাজধানী তাহা মৃন্ময় প্রাচীর বেষ্টিত। কান্দাহারে অনেক কনোজিয়া ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, নগরে অনেক দেবালয় আছে তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে অর্চ্চনা করে। গিজনী এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি স্থাপিত মুসলমানেরা সেস্থানকে দ্বিতীয় মদীনা কহে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ অনেক ভগ্ন অট্টালিকা দেখাযায়। পেসোয়ার সিন্ধুনদী তট হইতে ৪০ ক্রোশ পশ্চিম, নিম্ন ভূমি উর্ব্বরা এবং অনেকাপগা বিশিষ্ট প্রচুর লোকালয় দিল্লীর আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক এ নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এ রাজ্যের সাকল্যে রাজকর বার্ষিক পঞ্চ দশ লক্ষ মুদ্রা মাত্র, লোহাক বামন নামক পরগনার মধ্যে

পর্ব্বতে স্থানে২ বহু সহস্র গহ্বর দৃষ্ট হয়, লোক বলে তন্মধ্যে পুরাকালে হিন্দু তপস্বী বাস করিত, গোরবন্দ মধ্যবর্ত্তি মরু ভূমি মধ্যস্থ অরণ্যে নিশাকালে কখন২ বাদ্য ধ্বনি শুনা যা কিন্তু কি কারণে কোথা হইতে ঐ শব্দ আইসে তাহার নিরূপণ নাই, ইং ১৮০৯ সালে ফ্রান্স ও পারস্য সেনা সহযোগে আবদালী হিন্দুস্থান. আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, লার্ড মিন্টো এলফিনিষ্টন সাহেবকে দৌত্য কর্ম্মে প্রেরণ করিবাতে যে সন্ধি নির্ব্বন্ধ হয় তাহার নিয়মে লিখে পারস্য ও ফ্রান্সীয়েরা কাবুলে আইলে স্থান দিবেন না যদি যুদ্ধ দ্বারা নিরাকৃত করিতে হয় তবে তাহার ব্যয় বৃটিস কোম্পানি দিবেন, তদনন্তর কাবুল সিংহাসনাধিকারি শাহ শুজার জ্যা মাতা মাশুদ তাঁহাকে দূরীকৃত করত রাজ্য গ্রহণ করেন অনন্তর তদ্রাজ্যের করদায়ি অধ্যক্ষেরা স্বস্ব প্রধান হওত মাশুদকেও অপদস্থ করেন, তিনি পলাইয়া হিরাটে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে ইং ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যমধ্যে আহবাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে তন্মধ্যে ইং ১৮১৮ সালে শাহশুজা ইয়ার মহম্মদকে এক বার পরাজয় করিয়া পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু অচিরাৎ কাশ্মীরাধ্যক্ষ আজিম খাঁ দ্বারা নির্জিত হইয়া সপরিবার লুধিয়ানায় বৃটিস আশ্রয়ে কালযাপন করিতে ছিলেন, ইং ১৮২৪ সালে দোস্ত মহম্মদ খাঁ সর্ব্বতোভাবে কাবুলাধিকারিত্বে স্থিরতর হইয়া শীক জাতির বিরুদ্ধে

কাবুলাক্রমণের মহোদ্যম করিলে দোস্ত সংত্রস্ত হইয়া পার সীয়াও রুসিয়া দরবারে সাহায্য প্রার্থী হইয়া পত্র এবং বৃটিস বর্ণমেন্টকেও সংবাদ দেন লার্ড আকলণ্ড মেং বরন্সকে দৌত্যকর্ম্মে তথায় প্রেরণ করেন. যখন পারসীয় সেনা ও রুসিয়ার দূত কাবুলে উপস্থিত হইল তখন দোস্ত মহম্মদ খাঁ কৌশলক্রমে পারসীয় সেনার হিন্দুস্থান আক্রমণের ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎপ্রতি বোধার্থ পূর্ব্ব সন্ধির লিখনানুসারে যুদ্ধ ব্যয় বলিয়া মেং বরন্স স্থানে ৩ লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলে সাহেব তাহা অর্পণাক্ষম কহিয়া ইং ১৮৩৮ সালে র ২৮ এপ্রেল কাবুল হইতে উঠিয়া আইসেন, অনন্তর গবর নর সাহেব পারসীয়া ও রুসিয়া দিগের হিন্দুস্থান আক্রমণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মেং মেকনাটনকে পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সহিত মিলিত হইতে পাঠাইলেন, তিনি সেখানে কৃতকার্য্য হইলে ইং ১৮৩৮ সালের আক্টোবর মাসে বৃটিস সেনার কাবুলাভিমুখে গমনের আরম্ভ হয়, হেনরি ফেন জেনরল নট প্রভৃতি কয়েক জন সেনাপতির অধীন সেনা সমূহ এবং শীক ও শাহশুজা সমবেত সর্ব্বশুদ্ধা ষষ্টি সহস্র কটক যখন কান্দাহারের ত্র্যবান্তরে পতাকা স্থাপিতা করিলেক তদ্দৃষ্টে কান্দাহারাধ্যক্ষ ভীত হইয়া পলায়ন পরা য়ণ হইলে বিনা যুদ্ধে সে দুর্গ অধিকার হয় তদনন্তর ২৩ জুলাই ১৮০৯ গিজনি দুর্লঙ্ঘ্য হেতু শুড়ঙ্গ খনন করিয়া